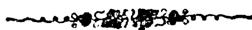
500

বাগবাহার। ১০০৭

অর্থাৎ

কনষ্টান্টিনোপল্‌পতির চাহারদরবেশ

আখ্যায়িকা শ্রবণ।



(চিৎপুররোড্‌ ৩২৪ নং পুস্তকালয়ার্থ)
মূলগ্রন্থ অবলম্বনে

শ্রীকেদারনাথ মিত্রদ্বারা
অবিকল অনুবাদিত।



শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

সিমুলিয়া হরিপাল লেন ৩ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮৬সাল।

বিজ্ঞাপন।

পারস্যভাষায় চাহারদরবেশ একখানি অতি উৎকৃষ্ট শ্রুতকাব্য। ইহার রচনা যেমন রসময়ী, ভাবও তেমনই গম্ভীর। কল্পনার কাম্যকাননে যে কতবিধ ওষধি ও বনস্পতি আছে. তত্তাবতের বিচিত্র কুসুমদামে কখন যে কি প্রকার সুরভি নিঃসৃত হইয়া শিলীমুখের মানসরঞ্জন করে, কলনাদী বিহঙ্গমগণ সুখে শাখাসীন হইয়া অমৃতস্রোতঃ উৎসারিত করিয়া দিলে প্রকৃতি তাহাতে অবগাঢ় হইয়া কিরূপ স্নিগ্ধসৌম্য কান্তি পরিগ্রহ করে, কখন বা সিংহশার্দ্দূলাদি হিংস্র শাপদপরম্পরা প্রচণ্ড দাবানলভয়ে উদ্ব্যস্ত হইয়া কি প্রকারে বন বিভ্রাবিত করিতে থাকে, আর উচ্ছৃঙ্খল ধূলিধ্বজই বা উদ্বেজিত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিটপিরাজি সমূলে উৎপাটিত করত কিরূপে প্রতিপত্তি প্রকাশ করিতে থাকে, কাব্যখানি তত্তাবতের সমীচীন অনুমাপক। ফলতঃ কবিবর ঘটনাগুলি এরূপ কৌশলে পরস্পর অন্বিত করিয়াছেন যে, তত্তাবতের জটিলতা, কুটিলতা ও বিজাতীয় বিচিত্রতা সত্বেও পাঠকের কৌতুহল স্তিমিত ও ধৈর্য্য স্খলিত হয় না। প্রতি পাদবিক্ষেপেই তিনি এক একটি অভিনব দৃশ্য প্রত্যক্ষগোচর করিতে থাকেন, নয়নের প্রতি পলকে এক একটী নূতন চিত্র তাঁহার হৃদয়-পটে প্রকটিত হয়। তিনি কখন উন্মত্ত প্রণয়ের উদ্ভ্রান্ত তাণ্ডবে বিমোহিত, কখন উচ্ছৃঙ্খল বিরহের ভয়ঙ্করী লীলায় মুহ্যমান। কখন দেখিতেছেন, কবি তাঁহার চিত্তবিনোদনজন্য নন্দনকাননে জগদ্দুর্ল্লভ মন্দারকুসুম চয়ন করিতেছেন। পরক্ষণেই দেখেন, কালদণ্ডসদৃশ ভীষণ-দণ্ড উত্তোলন করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণ-দণ্ডার্থ অগ্রসর হইতেছেন। তিনি এইমাত্র দেখিলেন, কবি রত্নবেদীতে আসীন হইয়া সুখে রাজত্ব করিতেছেন। পরেই দেখেন. তিনি দণ্ডকৌপীন ধারণ করিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, কবি উন্মত্ত অথচ বিবেকী, কবি লঘুচিত্ত অথচ মহাত্মা, কবি কামরূপী অথচ পরদুঃখকাতর। যখন তিনি প্রণয়বিহ্বলা সরলা রাজবালাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মঞ্জুষামধ্যে নিহিত করিতেছেন, তখন তাঁহাকে রাক্ষস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? আবার যখন তিনি সংসারবিতৃষ্ণ রাজকুলধুরন্দর আজাদবক্তকে সংসারের সারভুত পুত্ররত্ন প্রদান করিতেছেন, তখন তাঁহার সহানুভাবিতা দর্শনে কে তাঁহার মহত্বের পক্ষপাতী না হইবে? সংক্ষেপতঃ কবি গুণের সাগর। সাগরে সুধারও অপ্রতুল নাই, কালকূটেরও অসদ্ভাব নাই।

বিজ্ঞাপন।

আজ আমরা সেই মহাসমুদ্র-মন্থনে অধ্যবসায়িত হইয়াছি। অশক্তা দীনা লেখনী দুর্ব্বল মন্থনদণ্ড। আশা, সেই দণ্ডের সাহায্যেই সুধা উত্তোলন করিয়া পাঠক মহাশয়ের তৃষ্ণা নিবারিত করিব। কিন্তু সঙ্কল্প যেরূপ আয়ত্তাধীন, ক্রিয়া সেরূপ নয়। সুধার পরিবর্ত্তে হলাহল উত্থিত হইয়াছে। এমন কালকূটপায়ী নীলকণ্ঠের কৃপাই আমাদের একমাত্র গতি। নিরবচ্ছিন্ন সুধাপানে পাঠকের সম্ভবতঃ মিষ্টান্নে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকিবে। আমরা সেই অরুচি নিবারণজন্য এই কালকূটেরই ব্যবস্থা করি। ইহাতে মুখের জড়তাও দূর হইবে, আন্তরিক বিকৃতিও অপবাহিত হইবে। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ আহারান্তে হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি কষায় দ্রব্যই ব্যবহার করিতেন।

একতঃ ভাষান্তরকার্য্য অতীব দুরূহ। তাহাতে চাহারদরবেশ বা বাগবাহার নিতান্ত সহজ গ্রন্থ নহে। সুতরাং পাঠক যে আশানুযায়ী ফললাভ করিতে পারিবেন না, এ কথা বলিবার আর অবসর নাই। অনুবাদক সাধ্যানুসারে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কি হইবে, বক্ষ্যমাণ বাধা অতিক্রম করা সুদূরপরাহত। তবে কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যাঁহারা বিজাতীয় ভাষাণভিজ্ঞ অথচ কাব্যরসামোদী, তাঁহারা এই গ্রন্থখানিতে অবসরকাল অতিক্ষেপণ করিলে, বোধ হয়, নিতান্ত বৃথা কাল হরণ হইবে না; মূলগ্রন্থে কবিবর যে কি চমৎকার কবিত্ব ও কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন তাহার আংশিক আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলাম, গ্রন্থখানি স্বল্পমূল্যে সচিত্র প্রচারিত করিব। কিন্তু চিত্রকরের ক্রটি ও পুস্তকের কলেবর বর্দ্ধিত হওয়াতে এবার আমরা সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। যদি সাহিত্যসমাজ অনুগ্রহ করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন, তবে দ্বিতীয় সংস্করণে সংকল্প সুসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে আমরা এই ক্রটিজন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

অনুবাদক শ্রীকেদারনাথ মিত্র ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী থানা জয়নগরের এলাকাধীন বারাশাত নামক গ্রামবাসী। তাঁহার নিকট হইতে যথামূল্যে অত্রগ্রন্থের স্বত্ব ক্রয় করিয়া আমরা আইনানুসারে রেজিস্টরি করিলাম। অতএব সাধারণকে সাবধান করিয়া দিতেছি, কেহ যেন অত্র পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন; করিলে তাঁহাকে আইনানুযায়ী দণ্ডভাগী ও আমাদের ক্ষতির দায়ী হইতে হইবে। ইতি, সন ১২৮৬ সাল।

কলিকাতা।
৩২৪ নং চিৎপুররোড

শ্রীউমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

ইতি সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২	৫	কর ;৷	কর ।”
ঐ	১৬	কিছূদিন	কিছুদিন
ঐ	২৬	মনদুঃখে	মনোদুঃখে
৩	৫	কুশাসনে	আসনে
ঐ	১০	আক্রনণ	আক্রমণ
৫	২১	মহারাজ	মহারাজা
ঐ	ঐ	ত্যাগ	ত্যাগ
৬	৪	স্বপার্জ্জিত	স্বোপার্জ্জিত
ঐ	২৪	হইরা	হইয়া
৭	৬	স্থুদ্ধ	দুঃস্থ
ঐ	১১	সঙ্খেপতঃ	সঙ্ক্ষেপতঃ
ঐ	১৮	বর্ত্তমানবস্থায়	বর্ত্তমানাবস্থায়
ঐ	ঐ	ঢুর্ম্মনা মান	ঘূর্ণায়মান
ঐ	২৫	জ্যোতিস্ক	জ্যোতিষ্ক
ঐ	২৬	শিরোভুষণ	শিরোভূষণ
৮	৪	উদ্বেলিত	উদ্বেলিত
ঐ	৮	প্রহরেক	প্রহরৈক
ঐ	১৭	অভিষ্ট	অভীষ্ট
৯	২	চাকিক	চাক্কি
ঐ	৩	দেখতে	দেখ্তে
ঐ	২৩	সমভিব্যবহারে	সমভিব্যাহারে
১০	২১	পরিতক্ত	পরিত্যক্ত
১১	২	পাদপ	লতা
ঐ	১১	হটাৎ	হঠাৎ
ঐ	১৫	শব্ধ	শব্দ
ঐ	১৬	মানসে	মানসে তিনি
ঐ	১৯	দীপশীখা	দীপশিখা
১৪	৪	আনিথ্য	আতিথ্য

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
ঐ	৯	মঞ্জূযা	মঞ্জূষা
১৬	৬	প্রীতরাশ	প্রাতরাশ
ঐ	২৪	হাস্যস্পদ	হাস্যাস্পদ
১৭	১৯	মনস্থ	মনঃস্থ
১৮	১৯	প্রতক্ষ্যগোচর	প্রত্যক্ষগোচর
ঐ	২০	অনুগ্রহ	অনুগ্রহ
২১	৬	গায়ের	গাত্রের
ঐ	৮	নগর	নগরে
২২	১৪	সোকর্য্য	সৌকর্য্য
২৪	৯	নিখিয়া	লিখিয়া
ঐ	১০	অৰ্দ্ধ	অৰ্দ্ধ
২৭	২২	তূমি	তুমি
২৮	১১	বিচ্ছরিত	বিচ্ছুরিত
৩০	৬	উভ্রান্ত	উদ্ভ্রান্ত
৩৩	৫	সম্মখ	সম্মুখ
ঐ	১৪	সমুদাচরণ	সমুদাচরণ
ঐ	১৮	স্থূপেয়	সুপেয়
৩৯	১৯	হয়নি	হয়না।
৪২	৯	কামিণী	কামিনী
৪৪	১	জন্মুয়া	জন্মিয়া
ঐ	১৯	মানুষা	মানুষী
৪৫	১১	কিছূই	কিছুই
৪৯	১৪	অনুভূত	অনুভূত
৫০	৯	সঙ্গটে	সঙ্কটে
ঐ	১৪	অনুনয়	অনুনয়
৫৬	২৬	চুধৈর্য্যত	ধৈর্য্যচ্যুত
৬৩	৯	নিষ্কান্ত	নিষ্ক্রান্ত
৬৭	১২	গণ ?	গণ !
৯৬	১৩	প্রাসাদ	প্রসাদ

বাগবাহার।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুরাকালে আজাদ্‌বক্তনামে এক মহা পরাক্রমশালী নরপাল ছিলেন। তিনি নওসেরবানের ন্যায় সুবিচারক ও হাতেমের ন্যায় বদান্য ছিলেন। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তদীয় রাজত্ব কালে কৃষকেরা সচ্ছল, ধনাগার পরিপূর্ণ, সৈন্য সকল সন্তুষ্ট ও দরিদ্র লোকেরা সুখে ও স্বচ্ছন্দে ছিল। তাহারা ঈদৃশী শান্তি ও অনটনতা উপভোগ করিত যেন, তাহাদিগের নিজ নিজ আবাস-ভবন দিবাভাগে উৎসবপূর্ণ ও রজনীতে বিলাসময় বলিয়া উপলব্ধি হইত। দস্যু, চৌর প্রবঞ্চক ইত্যাদি অসৎ লোক দিগের এক-বারেই উচ্ছেদ করা হইয়াছিল। অধিক কি রাজ্য মধ্যে তাহাদের কোন চিহ্নও ছিল না। রাত্রিকালে গৃহদ্বার মুক্ত ও আপণ সকল বিবিক্ত থাকিত ও পথিকেরা স্বর্ণমুদ্রা লইয়া বনপ্রান্তরে পরিক্রম করিত, ঘুণাক্ষরেও কেহ অঙ্কুশ করিত না, "কে তুমি, কোথায় যাইতেছ" ? সেই নৃপের সাম্রাজ্য মধ্যে অসংখ্য নগর ও বহুগণিত করদ রাজা ছিল। বিশেষতঃ সম্রাট্ প্রভূত প্রভাবশালী হইলেও নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে এক মুহুর্ত্তের জন্যও ঔদাস্য প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহার পার্থিব সুখের ইয়ত্তা ছিলনা। কিন্তু ভাগ্যোদ্যানে জীবনের ফলস্বরূপ সন্তান সন্ততি না হওয়ায় তিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতেন ও প্রতিদিন নিয়মিত পঞ্চোপাসনার পর ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন যে, "হে ঈশ্বর! তুমি তোমার অসীম উদারতা গুণে আমাকে যাবতীয় সুখ দান

করিয়াছ, কেবল আমার অন্ধকার গৃহে একটী আলোক প্রদান করনাই। আমার কেবল এই একটীমাত্র মনোরথ সিদ্ধ হইল না। নাম রক্ষা ও বার্দ্ধক্যের ভারলাঘব করে, আমার এমন কেহ নাই! তোমার গুপ্ত ভাণ্ডারে কিছুরই অসদ্ভাব নাই। একটী পুত্ররত্ন দিয়া আমার নাম ও রাজ্য বংশানুক্রমে স্থাপিত কর। এইরূপ আশার অনুবর্ত্তনে জীবনের চল্লিশ বৎসর গত হইলে পর, এক দিবস যেমন তিনি স্ফটিকমণ্ডপে উপাসনান্তে মাল্যজপ করিতে ছিলেন, অমনি একখানি মুকুরের উপর নেত্রপাত হওয়ায় দেখিলেন যে, তাঁহার শ্মশ্রুর এক গাছি কেশ রজত রচিত তারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছে। তদ্দর্শনে রাজা বাষ্পপূরিত লোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ আপনাপনি আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "হায়! আমি জীবন বৃথা অতিবাহিত করিয়াছি, সামান্য ঐহিক সুখের জন্য বসুন্ধরাকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছি, যে সকল দেশ জয় করিয়াছি, তাহা আমার কোন উপকারে লাগিবে না, অবশেষে অন্য কোন জাতি আসিয়া এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অপক্ষয় করিবে। কৃতান্ত দূত উপাগত। যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকি, শরীরের বল ক্রমে হ্রাস হইবে। সুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার অদৃষ্টে আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নাই। আমাকে অবশ্যই এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। অতএব পূর্ব্বেই এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া যে কয়েক দিবস জীবিত থাকি, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার সংকল্পে উৎসর্গিত করা বিধেয়। তিনি ইত্যাকার অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া বিশ্রামোদ্যানে অনুপ্রবেশ করিলেন ও সভাসদগণকে এই বলিয়া বিদায়দিলেন যে, অতঃপর আমার নিকট কেহ আসিওনা ও রাজসভায় সকলে রীতিমত উপস্থিত থাকিয়া আপনাপন কর্ম্ম করিবে। রাজা এইরূপ আদেশ প্রদান করত একটী নিভৃত প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া উপাসনার আসন বিস্তারিত করিলেন, কিন্তু মনদুঃখে

অন্তঃকরণ অস্থির থাকায় কেবল অজস্র অশ্রুপাত ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ আজাদ্‌বক্ত বহুদিন অতিবাহিত করিলেন। তিনি সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় কেবল একটী খর্জ্জুর ও তিন গণ্ডূষ জল পান করিয়া রাত্রে পবিত্র কুশাসনে শয়ান থাকিতেন।

প্রথমতঃ এই সমাচার সাধারণের কর্ণগোচর ও ক্রমে সমস্ত রাজ্যমধ্যে প্রচার হইল যে, মহারাজ রাজকার্য্যে বিরত হইয়া উদাসীন ভাবে কালযাপন করিতেছেন। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু ও রাজবিদ্রোহী সকল মস্তকোত্তোলন করিল ও অধীনতার সীমাতিক্রম পূর্ব্বক যে কেহ ইচ্ছা করিল, এক একটী প্রদেশ আক্রমণ করিয়া শাসন কর্ত্তাদিগের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে অরাজকতার অভিযোগ আসিতে লাগিল। তখন সভাসদ্‌গণ ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণ জন্য সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, মন্ত্রীমহাশয় আমাদের সকলাপেক্ষা বিজ্ঞ, মান্য ও মহারাজের বিশ্বাসপাত্র। তাঁহাকে মান্য করা ও উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তাঁহারা সকলে রাজমন্ত্রী সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজের ও রাজত্বের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে কালব্যাজে এই বহু আয়াসলব্ধরাজ্য শীঘ্র হস্তচ্যুত হইবে ও পরে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিবে। উজীর মহারাজের একজন বিশ্বাসী বিচক্ষণ পুরাতন কর্ম্মচারী, নাম ক্ষিরদমন্দ (অর্থাৎ বুদ্ধিমান)। তিনি বাস্তবিক ঐ নামের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। তিনি কহিলেন, যদিও মহারাজের নিকট কাহারও যাইবার অনুমতি নাই, তথাচ সকলের একবার চেষ্টাকরা উচিত, আইস আমিও তোমাদের সহিত যাইতেছি, ঈশ্বর করুণ তিনি আমাদিগকে সমক্ষে যাইতে অনুমতি করেন। এই বলিয়া মন্ত্রী মহাশয় সভ্যগণকে সমভিব্যা-

হারে লইয়া প্রকাশ্য সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন ও তথায় সকলকে রাখিয়া একাকী মন্ত্রগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া একজন কঞ্চুকীদ্বারা রাজসমীপে এই বলিয়া সমাচার পাঠাইলেন যে, মহারাজের বৃদ্ধদাস অনেক দিবসাবধি মহারাজকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হয় নাই, এজন্য মহারাজের রাজকীয় চরণদ্বয় চুম্বন মানসে অনুমতি প্রার্থনায় অপেক্ষা করিতেছে। রাজা সচিবের দীর্ঘকালীন রাজসেবা, অধ্যবসায়, রাজভক্তি ও গুণগ্রামের বিষয় বিদিত ছিলেন, তদীয় পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই চলিতেন, তথাপি শ্রুতমাত্রেই তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে বলিলেন। মন্ত্রী আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং অভিবাদনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন; রাজার আকার প্রকার অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে মুখশ্রী নাই, অনশন ও অনবরত ক্রন্দনে চক্ষুর্দ্বয় কোটর প্রবিষ্ট হইয়াছে। ক্ষিরদমন্থ আর থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতগতিরাজার চরণে পতিত হইলেন। রাজা-স্বহস্তে তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া কহিলেন,তুমি আমাকে একবার মাত্র দেখিতে চাহিয়াছিলে, দেখা হইয়াছে, এখন চলিয়া যাও, আর আমাকে বিরক্ত করিও না, তুমি রাজ্য শাসন করিও। ক্ষিরদমন্থ মহারাজের এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, মহারাজের শ্রীচরণপ্রসাদাৎ এ দাস রাজ্যশাসনে অক্ষম নহে, কিন্তু মহারাজের অকস্মাৎ এরূপ বৈরাগ্যে রাজ্যমধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ও ইহার ভাবীফল শুভকর নহে। মহারাজের মনে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছে, অনুকম্পা প্রকাশ করত এ দাসের নিকট ব্যক্ত করিলে কোন না কোন সদুপায় হইতে পারে, সাধ্যমতে আমিও নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি। অনর্থ নিরাকরণ পূর্ব্বক কিঙ্করগণ রাজকার্য্য চিন্তাকরে এবং মহারাজ

স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন, এই জন্যই দাস রাজপ্রসাদ লাভে অধিকারী হইয়াছে। মহারাজই যদি দৈবানুপলক্ষিত ক্লেশ-সহ্য করিতে থাকিলেন, তবে এ অনুজীবীগণের দ্বারা মহারাজের কি উপকার হইল ? রাজা উত্তর করিলেন, ক্ষিরদমন্থ ! তুমি যথার্থ বলিতেছ, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ যে পীড়ায় জর্জরিত, তাহা চিকিৎসাসাধ্য নহে। দেখ ক্ষিরদমন্থ ! আমার সমস্ত জীবন এই সকল দেশ জয় করিতে কেবল কষ্টে ও পরিশ্রমে অতিবাহিত হইয়াছে; আর আমার এত বয়ঃক্রম হইয়াছে, যে মৃত্যু সন্নিকট বলিলেই হয়, শমন ও সমাচার পাঠাইয়াছে; কারণ আমার কেশপরিণত হইয়াছে। অতএব সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইয়াছি, এখন জাগরিত হওয়া কি উচিত নয় ? এ পর্য্যন্ত আমার সন্তান সন্ততি হইল না যে, চিত্তপ্রসাদ লাভ করিব, সুতরাং তজ্জন্য আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে ও আমি জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছি। যে কেহ ইচ্ছাকরে, আমার রাজত্ব ও ধন লউক, আমার এ সকলে আর প্রয়োজন নাই। আমি অতি সত্বর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে কি গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিব, আর কাহাকেও এমুখ দেখাইব না, এবং এইরূপে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব। যে কোন স্থানে সন্তোষ পাইব, বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিব। তাহা হইলে বোধ হয় ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারিব। আমি বিশেষ রূপে দেখিয়াছি, এ পৃথিবীতে কোন সুখ নাই। এই কথা বলিয়া মহারাজ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ নিস্তব্ধ হইলেন। ক্ষিরদমন্থ রাজার পিতার মন্ত্রী ছিলেন ও মহারাজকে বাল্যকালাবধি স্নেহ করিতেন। অপিচ তিনি লোকতত্ত্বজ্ঞ ও সাহস সম্পন্ন ছিলেন। তিনি নৃপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! পরমেশ্বরের কৃপালাভে হতাশ হওয়া অন্যায় ; যিনি আজ্ঞামাত্র অষ্টাদশসহস্র জীবের সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার অনু-

গ্রহে আপনার অনায়াসে সন্তানাদি হইতে পারে। অতএব, হে প্রভাবশালিন্! আপনার এ ভ্রমজনিত চিন্তাত্যাগ করুণ, অন্যথা আপনার প্রজাবর্গ অতি কষ্টে পতিত হইবে, এবং এই যে মহারাজের স্বপার্জ্জিত ও পৈতৃক বহু আয়াসলব্ধ রাজত্ব, নিমেষ মাত্রেই তত্ত্বাবধানাভাবে ছারখার হইবে ও মহারাজের দুর্নামের শেষ থাকিবে না। বিশেষতঃ শেষ বিচারের দিবস সেই স্বর্গীয় পিতা যখন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আমি তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমার উপর আমার অসংখ্য জীবের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সেই প্রসাদে অনুমাত্রও আস্থা প্রদর্শন না করিয়া আদিষ্ট কার্য্যে ঔদাস্য করত কেন প্রকৃতিবৃন্দকে অনর্থক কৃচ্ছে পাতিত করিয়াছ? তখন মহারাজ কি উত্তর করিবেন? তখন আপনার প্রার্থনাদি ধর্ম্মকর্ম্ম আপনাকে রক্ষাকরিতে পারিবে না। কারণ আত্মাই পরমাত্মার আবাসমন্দির, আর রাজা দিগের ও নিজ নিজ সদসৎ কর্ম্মের দায়িত্ব ভাগী হইতে হয়। ধর্ম্মাবতার! ভৃত্যের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। গৃহত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করা ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী দিগের কর্ম্ম নহে। রাজগণের নিজ নিজ পদোচিত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। পর্ব্বত অথবা অরণ্য ভজনসাধন জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। শ্লোকটী মহারাজের স্মরণ থাকিতে পারে যে “খোদা তোমরা পাস, তুম ঢুড়তেছ জঙ্গল মে; লেড়কা বগলমে ঢেটারা সহর মে” “ভ্রমে ভ্রম অরণ্যেতে, ঈশ্বর নিজ দেহেতে, দেখ নাহি করিয়া বিচার। ক্রোড়ে নিজ শিশু রাখি, ভ্রমে তাহা নাহি দেখি, নগরেতে ঘোষণা প্রচার” ॥ মহারাজ যদি যুক্তি মার্গে আরূঢ় হইয়া এক্ষণে এ দাসের পরামর্শ শুনেন, তবে ঈশ্বরকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধ্যানমননাদি সকলই তাঁহাতে পর্য্যায়িত করুন, তাঁহার মন্দির হইতে অদ্যাপি কেহ ক্ষতার্থ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত

য় নাই, দিবাভাগে রাজকার্য্য সম্পাদন ও দীন দরিদ্র এবং ক্ষতিগ্রস্ত দিগের সুবিচার করুন যে, ঈশ্বরের জীব সকল মহারাজের ছায়ায় নিরাপদে সুখসচ্ছন্দে বিশ্রামলাভ করিতে পারে। জগদীশ্বরের ভজনা করিয়া পার্থিব ভোগলিপ্সাশূন্য ধীর প্রকৃতিক উদাসীন দিগের নিকট সাহার্য্য প্রার্থনা করুণ, অনাথ, কারারুদ্ধ,বহুগোষ্ঠীসুদ্ধ গৃহস্থ ও অশরণ বিধবা দিগকে প্রতিদিন অন্ন দান করুন। তাহা হইলে আশা করা যাইতে পারে যে, এবম্বিধ সাধু চিকীর্ষিত ও পবিত্র সঙ্কল্পের ফলশ্রুতি ক্রমে ঐশিক প্রসাদন ও মহারাজের তূর্ণ মনোরথ সাধন হইবে। যাহা কিছু আপনার মনোবেদনার হেতুভূত, আশু অপসারিত ও হৃদয় আনন্দ পরিপ্লুত হইয়া সেই ইচ্ছাময়ের কমনীয় প্রসাদ উপভোগ করিবে। সঙ্খেপতঃ ক্ষিরদমন্থের উপদেশে মহারাজ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন ও বলিলেন, ভাল, তোমার পরামর্শানুসারেই কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, পরে ঈশ্বরের ইচ্ছা। রাজার অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলে পর তিনি উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্যান্য সভাসদ্গণকে কেমন আছে? মন্ত্রী কহিলেন; তাঁহারা সকলে মহারাজের কুশলোদ্দেশে ঈশ্বরের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন ও আপনার বর্ত্তমানবস্থায় সকলে অত্যন্ত দুর্ম্মনা মান ও হতাশ হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে একবার দর্শন দিয়া প্রবোধিত করিতে আজ্ঞা হয়। তাঁহারা সভাকুট্টিমে মহারাজের অপেক্ষা করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, আচ্ছা কল্য আমি দরবার করিব, সকলকে উপস্থিত থাকিতে বলিও। ক্ষিরদমন্থ রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন ও দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, যাবৎ এই মরভুবন ও জ্যোতিস্কচক্রের স্থিতিক্রম পর্য্যদস্ত না হয়, তাবৎ মহারাজের শিরোভূষণ ও সিংহাসন স্থায়ী হউক। তৎপরে তিনি মহারাজের

নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দসহকারে সভাসদ্‌গণকে এই সুখের সম্বাদ অবগত করাইলেন। সভ্যগণ প্রফুল্লান্তঃকরণে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন ও ভূপতি পর দিবস সভাস্থ হইবেন এই অনুধ্যানে প্রকৃতি পুঞ্জ আনন্দে উদ্বেলিত ও রাজপুরী উৎসবময় হইয়া উঠিল। পরদিবস প্রাতে সভাস্থ সভ্যগণ ও ছোট বড় কর্ম্মচারীসকল রাজদর্শনাশায় সভাস্থ ও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাণ্ডায়মান হইয়া উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রহরেক পরে যবনিকা উত্তোলিত হইলে রাজা সমাগত ও সিংহাসনে 'আরূঢ় হইলেন, নহোবাৎ বাজিয়া উঠিল, উপস্থিত জনসমূহ অভিবাদন পূর্ব্বক আনন্দসূচক উপহার প্রদান করিল এবং রাজকোষ হইতে তাহাদের পদোচিত পুরস্কার প্রদত্ত হইল। আবাল বৃদ্ধ সকলেরই অন্তঃকরণ আনন্দ ও শান্তিরসে ভাসিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন সময়ে মহীপাল সভাভঙ্গ করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজভোগ্য উপচার উপযোগ করত বিশ্রাম সেবা করিতে লাগিলেন। তদবধি মহারাজ এই নিয়ম করিলেন যে, প্রতিদিন প্রাতে রাজকর্ম্ম করিবেন ও বৈকালে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও ঈশ্বরোপাসনান্তে আপন অভিষ্ট পূরণের প্রার্থনা করিবেন। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে পর ক্ষিতিপতি এক দিন কোন পুস্তকে পাঠ করিলেন যে, "যদি কোন ব্যক্তির মনোমধ্যে কোন অপ্রতিকার্য্য দুঃখবোধ হয়, তবে তাহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা, মৃতব্যক্তিদিগের কবর দর্শন করা ও তাহাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা, আপন মনকে অসার আমোদপ্রমোদ হইতে বিরত রাখা ও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সৃষ্টি কৌশল ও অসীম ক্ষমতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বিনীত ভাবে থাকা কর্ত্তব্য এবং বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহার পূর্ব্বে কত শত ঐশ্বর্য্য শালী ক্ষমতাবান রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরমেশ্বর সকলকেই সুখ

দুঃখের চক্রে ঘূর্ণিত করিয়া ধুলির সহিত মিশ্রিত করিয়াছেন। যেমনকবীর নামে একজন কবি একখানি ঘূর্ণ্যমান বায়ুঘরট্ট দর্শন করিয়া বলিয়া ছিলেন, "চল্‌তি চাকিক দেখ্‌তে দিয়া কবিরা রোই, দোপটিন কি বিচ্‌মে সাবিত গিয়া না কোই" অর্থাৎ এই পৃথিবী ও আকাশ এক একটী ঘরট্ট যন্ত্রের দুইখানি পদক স্বরূপ ও আমরা গোধূম ইত্যাদি শস্যের ন্যায় পেষিত হইতেছি, আর আমাদের মধ্যে একটী বীজও অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। অতএব এই সকল বীর পুরুষদিগের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে যে, কতকগুলি ধুলিরাশি ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন চিহ্নই নাই। সকলেই স্ব স্ব বিষয় আশয় ধন ঐশ্বর্য্য হয় হস্তী বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। পার্থিব ভোগবিলাসে তাঁহাদের কোন ফলদর্শে নাই, এমন কি এখন তাঁহাদের নাম ধামও কেহ বলিতে পারেনা; কবর মধ্যে তাঁহাদের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, কীট পতঙ্গ পিপিলী কিম্বা সরীসৃপের কুক্ষি-সাৎ হইয়াছে, কি কোন অনির্দ্দেশ্য ঘটনায় পর্য্যায়িত হইয়াছে, কে বলিবে? কে জানে পরমেশ্বরের নিকট কি রূপেই বা স্ব স্ব দায়িত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনুষ্যের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, এই পৃথিবী একখানি কৌতুকাবহ প্রহসনমাত্র। তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় প্রসুন উন্মীষিত হইবে ও আর কখন শুষ্ক হইবে না।" রাজা ইহা পাঠ করিয়া ভাবিলেন যে, মন্ত্রীবর যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। তখন তিনি তাহা কার্য্যে অন্বর্থ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু দলবল সমভিব্যবহারে লইয়া অশ্বারোহণে রাজবেশে গমন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; বরং রাজপরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া রাত্রিতে একাকী সমাধিভূমি অথবা কোন উদাসীনের নিকট যাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিব। বোধ হয় এই সকল পবিত্র মহাপুরুষদিগের কৃপায়

আমার ঐহিক লালসা ও পারত্রিক অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া আজাদ্‌বক্ত একদা রজনীযোগে কিঞ্চিত অর্থ লইয়া হীনবেশে গুপ্তভাবে দুর্গহইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমে এক কবর স্থানে যাইলেন ও অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ প্রভঞ্জন উদ্বেলিত হইয়া ঝটিকাকারে প্রধাবিত হইল। এমন সময়ে শুক্র তারার ন্যায় দ্যুতিমান একটি দূরনিঃসৃত সুমন্দ আলোকচ্ছটা বিলোকনে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এ দুর্য্যোগে গূঢ় কৌশল ব্যতীত ঈদৃকজ্যোতিঃ প্রতিঘাত হইতে পারে না যবক্ষার ও গন্ধক দ্বারা বর্ত্তিকানুলিপ্ত করিয়া প্রজ্বালিত করিলে প্রবল বাত্যায়ও নির্ব্বাণ হয় না। হয়ত তাহাই হইবে। অথবা ইহা কোন মহাপুরুষের দীপরশ্মি হইতে পারে। যাহা হউক অগ্রসর হইয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। হয়তো এই প্রদীপ দ্বারা আমারও অন্ধকার গৃহের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত ও আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে। এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন ও উদাসীন চারিজন দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা গৈরিকরঞ্জিত এক এক খণ্ড কৌপীনমাত্র পরিধান পূর্ব্বক প্রত্যেকে স্ব স্ব জানুপরি মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নীরবে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। পথিক যেমন স্বদেশ স্বজাতি এবং বন্ধুবান্ধব দ্বারা পরিতক্ত হইলে ভগ্নাশ হইয়া দুঃখ ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, উদাসীন চতুষ্টয় ও সেই প্রকার পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। একখানি প্রস্তর খণ্ডের উপর একটি প্রদীপ জ্জ্বলিতেছে, ঝড় উহাকে স্পর্শও করিতেছেনা, যেন দেবতারা স্বয়ং উহার আবরণস্বরূপ হইয়া রক্ষা করিতেছেন। ঈদৃশ দৃশ্য নয়ন গোচর করিয়া মহারাজ আজাদ্‌বক্তের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ঐ সকল মহাপুরুষের

উপাসনা দ্বারাই তদীয় অভীষ্ট সিদ্ধ ও তাঁহাদের দর্শনে তাঁহার শুষ্ক আশা পাদপ পুনর্জ্জীবিতা হইয়া ফলবতী হইবে। পরে তিনি মনে২ কহিলেন যে, আমি ইহাঁদের নিকটে যাইয়া আপন বিবরণ প্রকটিত করিলে বোধ হয়, আমার উপর দয়া হইতে পারে ও আমার জন্য ইহাঁরা প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অবশ্যই সদয় হইবেন। এই স্থির করিয়া তিনি যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি যেন প্রজ্ঞা পুরোবর্ত্তিনী হইয়া কহিল "নির্ব্বোধ! ব্যাস্ত হইয়া কোন কর্ম্ম করা উচিত নহে; ক্ষণৈক অপেক্ষা কর। ইহাঁরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, কিছু কি জানিতে পারিয়াছ? ইহাঁরা বিপিনবাসী পূর্ব্বদেব কি অপদেবতা নরমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বসিয়া আছেন কি না, বুঝিয়াছ? অতএব হটাৎ যাইয়া উহাঁদিগকে বিরক্ত করা বিধেয় নহে, বরং প্রথমে কোন গোপনীয় স্থান হইতে ইহাঁদের আত্মবিবরণ কিছু২ অবগত হও"। অতঃপর এক নিভৃত স্থানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রাজা নীরবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহার পদশব্দ অনুভব করিতে পারিলনা। কি রূপ কথোপকথন হয় শুনিবার মানসে সোৎসুক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একজন উদাসীন ক্ষুৎত্যাগ করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর! তুমিই ধন্য। অমনি যেন সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল, একজন দীপশীখা উজ্জ্বল করিয়া দিলেন ও সকলে আপনাপন আসনে বসিয়া তাম্রকূট সেবা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদের মধ্য হইতে এক জন বলিলেন, হে সমদুঃখভাগী যোগীগণ! আমরা সকলেই গ্রহ ও নক্ষত্রগণের আবর্ত্তন ও দিবা রাত্রির পর্য্যায়সহিত মস্তকে ধুলরাশি লইয়া দেশে২ ভ্রমণ করিয়া প্রায় এক একযুগ কাটাইয়া অদ্য পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপায় ও আপনাপন ভাগ্যগুণে যদি সকলে একত্রিত হইয়াছি ও কল্য কে কোথায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই; আসুন আমরা নিদ্রা

যাইবার পূর্ব্বে সকলে আপনাপন বৃত্তান্ত পরস্পরকে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া শুনাই। ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন ও তাঁহাকেই প্রথমে আপন বিবরণ বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন।

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম উদাসীনের বিবরণ।

বক্তা নিজ মস্তক উন্নত করিয়া স্বচ্ছন্দরূপে উপবেশন করতঃ অপর তিনজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঈশ্বরের প্রিয়-পাত্রগণ! আমার দুর্ভাগ্যের বিবরণ শ্রবণ করুন। আরব্য আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের বাসভূমিও আমার জন্মস্থান। খোজা আহাম্মদ এই হতভাগ্যের ঔরসদাতা। তিনি একজন ঐশ্বর্য্যশালী বণিক ছিলেন, তৎকালে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলনা, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় জন্য তাঁহার লোক নিযুক্ত থাকিত; ভাণ্ডারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পণ্য দ্রব্য এবং ধনাগারে সহস্রং স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার দুইটীমাত্র সন্তান ছিল। এই কৌপীনধারী হতভাগ্য-বক্তা একটী; অপরটি একটি কন্যা। পিতা জীবদ্দশায় অন্য এক নগরের কোন বণিক পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এখন পতিসদনে বাস করিতেছেন। আমি পিতার এক মাত্র পুত্র, সুতরাং তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, আবার তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিলনা, সুতরাং আমি জনকজনয়িত্রীর স্নেহের ছায়ায় অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত লিখনপঠন যুদ্ধকৌশল ও বাণিজ্য কার্য্য শিক্ষা করিয়া পরম সুখে ছিলাম, চিন্তার নাম মাত্রও জানিতাম না। অকস্মাৎ সংবৎসরকাল মধ্যে পিতামাতা উভয়েরই লোকান্তর হইল। আমি একবারে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইলাম এবং অপর কোন অভিভাবক না থাকায়, এই অভাবনীয় বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি কেবল রোদন করিতাম। চল্লিশ দিনের দিন শ্রাদ্ধোপলক্ষে আমার আত্মীয়অন্তরঙ্গগণ সমাগত হইলেন এবং পিতার স্মরণার্থ উপাসনা সমাপ্ত হইলে আমার

মস্তকে পিতার উষ্ণীষ রোপণ করিয়া দিলেন ও নানা প্রকার উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া "কহিলেন, দেখ! কাহারও পিতা মাতা চিরকাল জীবিত থাকেনা এবং সকলকেই এক দিবস শমন-সদনের আনিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব বিষয়-কার্য্যে মনোযোগী হইবে। তুমি 'এখন তোমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলে। পরিশ্রম ও সতর্কতা সহকারে তত্তাবৎ রক্ষাকর"। তাঁহারা আমাকে এইরূপে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া চলিয়া গেলেন। পিতার সাময়িক কর্ম্মচারিগণ উপহার প্রদানপূর্ব্বক ভাণ্ডারের দ্রব্যজাত ও মঞ্জুষার অর্থরাশি স্বয়ং বুঝিয়া লইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিল। কিন্তু আমি একবারে সে রূপ স্তূপাকার অর্থাদি দেখিয়া উন্মত্তপ্রায় হইলাম, এবং পিতা যে সকল উত্তমোত্তম ঊর্ণাসন ও যবনিকা বিশেষ কোন সমারোহ কর্ম্মোপলক্ষ ভিন্ন বাহির করিতেন না, আমি তত্তাবৎ দ্বারা বিলাসভবন সুসজ্জিত করিতে অনুমতি দিলাম, এবং সুন্দর দেখিয়া দাসদাসী নিযুক্ত করতঃ তাহাদিগকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দিলাম। এই আশ্রমত্যাগী পরিব্রাজক পিত্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া তদীয় বিপুল বিত্ত হস্তগত করিতে না করিতে কতকগুলি চাটুকারও প্রতারক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলাম। আমি তাহাদিগকে অসেচনক অন্তরঙ্গ বোধে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতাম। তাহারা নানা প্রকার অসার কপোল কল্পিত জল্পনায় আমার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল এবং আমার যৌবন কুসুম কলুষিত করিবার জন্য আমাকে অহোরহঃ বারুণী ও তরুণী সম্ভোগের প্রবৃত্তি দিতে লাগিল। আমিও দুষ্টাসরস্বতীর আবেশবশতঃ হিতাহিতবিবেকনিরপেক্ষ হইয়া তাহাদিগের সেই গরলময়ী প্ররোচনায় আয়ত্ত হইয়া পড়িলাম এবং বিলাসিনী ও বিলাসসেবায় মত্ততা হেতু বিষয়আশয়

কিছুই দেখিতাম না, মদিরা তৌর্য্যত্রীক ও দ্যূতক্রীড়ার সময়াতিপাত করিতে লাগিলাম। কিঙ্কর ও কল্পিত সুহৃদ্‌গণ আমার এই উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ পাইয়া অর্থ আত্মসাৎ করিতে লাগিল। যে সকল অর্থব্যয় হইত, তাহা কোথা হইতে আসিত, এবং কোথায় যাইত, তাহার কোন হিসাব থাকিত না। এরূপ অবস্থায় আমার কেন, কুবেরের ভাণ্ডার হইলেও সঙ্কুলান হয়না। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে আমি সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিলাম, কেবল মলিন ছিন্নবস্ত্র মাত্র সম্বল রহিল। যে সকল বন্ধু পূর্ব্বে প্রাণপণে উপকার করিতে শপথ করিয়াছিল, এখন তাহাদের সহিত দৈবাৎ কোন স্থানে সাক্ষাৎ হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত; দাস দাসী সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। আমাকে তত্ত্বাবধারণ করে এমন কেহই রহিল না। কেবল দুঃখ এবং অনুতাপই চিরসঙ্গী হইল। এমন কিছু সম্বল রহিল না যে, কিছু ক্রয় করিয়া আহার করি, সুতরাং উপবাস আরম্ভ হইল। এক দিন, দুই দিন তিন দিন, আর থাকিতে পারিলাম না। লজ্জায় জলাঞ্জলী দিয়া ভগিনীর নিকট যাইতে সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু যখন মনে হইল যে, পিতার পরলোক গমনের পর ভগিনী কয়েক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তখন আমোদ প্রমোদে এরূপ উন্মত্ত যে, একখানির ও প্রতিবাদ করিনাই। তজ্জন্য মনেং অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম ও সহোদরার নিকট আর যাইতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু উপায়ান্তর নাথাকায় অগত্যা যাইতে বাধ্য হইলাম। পাথেয় অভাবে পদব্রজেই যাত্রা করিলাম, ও অতি কষ্টে ভগিনীর নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি আমার তাদৃশী দুর্দ্দশা দর্শনে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে আমার তথায় নিরাপদে পঁহুছন জন্য দরিদ্র দিগকে কিছুং অর্থ বিতরণ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! বহু দিবসের পর তোমার সাক্ষাৎকারলাভে আমার অন্তঃকরণে অসীম আনন্দোদয় হইয়াছে

বটে, কিন্তু তোমার এ শোচনীয় অবস্থা কেন? আমি অমনি চক্ষের জল চক্ষে মিলাইলাম, কোন কথার উত্তর দিতে পারিলাম না, নীরবে রহিলাম। তখন সেই স্নেহময়ী ভগিনী আমাকে স্নানাগারে পাঠাইয়া আমার জন্য নূতন বস্ত্র আনাইয়া রাখিলেন, আমি স্নানান্তে তাহা পরিধান করিলে তিনি নিজ নিকেতন সন্নিধানে আমার বাস জন্য একটী মনোহর গৃহ ও আমার প্রতিরাশ জন্য সুস্বাদ পানীয় বিবিধ ফল ও মিষ্টান্ন, মধ্যাহ্নিক জলযোগ নিমিত্ত ভর্জ্জিত ও আম সুপক্ক ফলসমূহ এবং রাত্রি কালীন আহার্য্য হেতু রুটী ও নানাবিধ চর্ব্ব্যচুষ্য লেহ্য পেয় পলান্নাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন ও যাবৎ আমার ভোজন সমাপ্ত না হইত, স্ববাসে গমন করিতেন না। সর্ব্ব প্রকারেই তিনি আমাকে অত্যন্ত যত্ন ও সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আমি তাদৃশ কষ্টের পর পুনর্ব্বার এ রূপ সাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া করুণাময় পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিলাম। কয়েক মাস আমি নিরুদ্বেগে এইরূপে সুখভোগ করিলে পর এক দিন আমার সেই জননী তুল্যা স্নেহময়ী ভগিনী বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি আমার চক্ষুর আনন্দ স্বরূপ ও স্বর্গীয় পিতা মাতার আদর্শ সদৃশ। এখানে আগমনাবধি আমি নিশ্চিন্ত আছি। তোমাকে দেখিলেই মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হয়। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্য জাতিকে কোন না কোন কর্ম্ম করিতে সৃজন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি আলস্যে কালক্ষেপ করে, লোকে তাহাকে নিন্দা করে। বিশেষতঃ এই নগরীর ছোট বড় সকলেই তোমার উপর দোষারোপ করিবে যে, তুমি সমস্ত পিতৃধন অপব্যয় করিয়া অবশেষে অন্নাভাবে ভগিনীপতি গৃহে বাস করিতেছ। ইহাতে আমরা উভয়েই সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইব ও আমাদের স্বর্গীয় পিতামাতার মানের হানি হইবে। নতুবা তুমি আমারি চক্ষের উপর থাকিবে, ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি

হইতে পারে? সম্প্রতি আমি তোমাকে দেশ ভ্রমণ করিতে পরামর্শ দিই, ঈশ্বরানুগ্রহে তোমার দুঃখ দূর হইয়া হয়তো পুনর্ব্বার সৌভাগ্যোদয় হইতে পারে। আমি তাঁহার এই হিতোপদেশবাক্য শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম, ও সেই বাক্যের সারবত্ত্বা অনুভুত করিয়া বলিলাম, ভগিনি! এখন তুমিই আমার মাতার স্বরূপা। অতএব ত্বদীয় নিদেশ হৃষ্টচিত্তে পালন করিব। তিনি আমার ঐকথা শুনিয়া পঞ্চাশতোড়া স্বর্ণমুদ্রা আনয়নপূর্ব্বক আমার সমক্ষে রাখিয়া বলিলেন যে, সম্প্রতি একদল বণিক দামাস্কস সহরে যাত্রা করিতেছে। অতএব তুমিও এই অর্থ লইয়া বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আন এবং কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট সমস্ত ন্যস্তকরত একখানি অঙ্গীকারপত্র লইয়া স্বয়ং দামাস্কস্ সহরে যাত্রা কর। তথায় পহুঁছিয়া ঐ সওদাগরের নিকট হইতে দ্রব্যাদির লভ্য সহিত মূল্য লইবে, অথবা স্বয়ং বিক্রয় করিলে যদি অধিক লভ্য হইবে বুঝিতে পার, তবে তাহাই করিবে। আমি ভগিনীর পরামর্শানুসারে বাজারে যাইলাম ও দামাস্কস সহরের বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া একজন সম্ভ্রান্ত বণিকের হস্তে সমর্পণ করতঃ তাঁহার নিকট হইতে একখানি রসীদ লইয়া বাটি প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বণিক অর্ণবযানে আরূঢ় হইয়া জলপথে যাত্রা করিলেন। আমি স্থলপথে যাইতে মনস্থ করিয়া সহোদরার নিকট বিদায় চাহিলাম। তিনি আমাকে হীরকাদি খচিত আস্তরণে সজ্জিত একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব ও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ আনাইয়া দিলেন এবং খাদ্যপানীয় পূর্ণ চর্ম্মকোষ তৎপার্শ্বে সংলগ্ন করিয়া দিয়া আমার হস্তে একটী পবিত্র মুদ্রা বাঁধিয়া দিলেন এবং ললাটে দধির তিলক দিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, আমি তোমাকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি যেমন হাস্যমুখে যাত্রা করিতেছ, ঈশ্বরানুগ্রহে অমনি প্রফুল্লবদনে ফিরিয়া আইস। আমি বলিলাম,

ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন ও আপনার আশীর্ব্বাদ আমার শিরোধার্য্য। পরে বিদায় হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলাম ও ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। দুই দিনের পথ এক একদিনে অতিক্রম করাতে শীঘ্রই নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপ-কণ্ঠদেশে উপনীত হইলাম। যখন তোরণদ্বারের পুরোবর্ত্তী হই-লাম, তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল সুতরাং প্রহরীরা দ্বাররুদ্ধ করিয়াছিল। আমি তাহাদিগের নিকট অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া বলিলাম যে, আমি একজন পথিক, বহু দূর হইতে অশ্বারোহণে আসিতেছি, এক্ষণে যদি দ্বার খুলিয়া দাও, তাহা হইলে সহরে যাইয়া একটু আরাম লইতে পারি। কিন্তু তাহারা অভ্যন্তর হইতে প্রতিবাদ করিল, এতরাত্রে দ্বার মুক্ত করিবার অনুমতি নাই, পূর্ব্বাহ্ণে আসিলে না কেন? আমি এই রুক্ষ উত্তর শুনিয়া অগত্যা অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পুরপ্রাকারের নিম্নে উপবেশন করিলাম এবং পাছে নিদ্রা আইসে, এজন্য মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতে লাগিলাম। ক্রমে রজনী নিশীথগাম্ভীর্য্য ধারণ করিলে যখন দিগন্ত স্তিমিতস্তম্ভিত ভাব পরিগ্রহ করিল, দেখিলাম সেই উচ্চ ভিত্তির শিখর হইতে শনৈঃ শনৈঃ একটী মঞ্জুষা অবতরিত হইতেছে। জ্যোৎস্নালোকে এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রতক্ষ্যগোচর করিয়া অতিমাত্র বিস্ময় সহকারে মনেমনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম, "বুঝি ঈশ্বর অনুগ্রহপরতন্ত্র হইয়া আমার দারিদ্র্য ও দুর্গতি মোচনজন্য এই অপ্রতীক্ষাত প্রসাদ প্রেরণ করিয়াছেন"। পরে সিন্ধুকটী ভূমিস্পর্শ করিলে পর আমি তখন অর্থলোলুপতায় আয়ত্ত হইয়া উদ্ঘাটন করিবার-জন্য সন্দিগ্ধ চিত্তে উহার নিকটে যাইলাম এবং দেখিলাম সিন্ধুকটি কাষ্ঠনির্ম্মিত, ও তন্মধ্যে পরম রূপবতী একটি রমণীমূর্ত্তি। অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, চক্ষুর্দ্বয় মুদিত, এবং

কলেবর রক্তস্রোতে পরিপ্লুত। তদ্দর্শনে আমার হৃৎকম্প হইল। ক্ষণবিলম্বে সেই বরবর্ণিনীর ওষ্ঠাধর দুটি ঈষৎ বেপতিত হইয়া ধীরে ধীরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল, "রে বিশ্বাস ঘাতক নিষ্ঠুর পামর! ঈদৃশ নৃসংশাচার কি আমার তথাবিধ স্নেহ ও অনুগ্রহের প্রতিক্রিয়া? আর এক আঘাতে আমাকে বধ করিয়া তোর পশুচিত কর্ম্মের চূড়ান্ত কর্, পরমেশ্বর ইহার বিচার করিবেন"। এই কয়েটি কথা বলিয়া রমণী নিচোলখণ্ডে নিজবক্ষ আবৃত করিলেন, আমার দিকে নেত্রপাত করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া ও তদ্বিধ আক্ষেপোক্তি শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি হইলাম ও আপনাপনি বলিতে লাগিলাম, "হায়! কে এমন নিষ্ঠুর নরাধম যে, এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অবলার গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে? যে ব্যক্তি এই কমনীয় রমণীমূর্ত্তিলক্ষ্য করিয়া করোত্তোলন করিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার হৃদয় রাক্ষসের লীলাভূমি। কৃতান্ত নিকটবর্ত্তী। বরাননা তথাপি হত্যাকারীর নামোচ্চারণ ক্রমে তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন।" আমি অনুচ্চকণ্ঠে এইরূপ আন্দোলন করিতে ছিলাম; কিন্তু তাহা বামনয়নার শ্রুতিমূল স্পর্শ করিল। তিনি অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া আমার দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার সেই আলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইলাম, বক্ষঃস্থল বেগে বেপতিত হইতে লাগিল। আমি কষ্ট কল্পনায় কম্পমান পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে ও একি ভয়ানক ঘটনা? বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর করিয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ করুন। এই কথা শুনিয়া বাঙ্‌নিষ্পাদনে অশক্য হইলেও তিনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ। অস্ত্রাঘাতে আমার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, আমি আর কথা কহিতে পারি না। আমার মৃত্যু সন্নিকট। তুমি যেই হও, এই হতভাগিনীর প্রাণ বাহির হইলে

এই সিন্দুকশুদ্ধ কোনস্থানে কবর দিয়া মনুষ্যোচিত কার্য্যকরিও। ঈশ্বর তোমায় পুরস্কার দিবেন। তিনি এই কয়েকটী মাত্র কথা কহিয়া নীরব হইলেন। রাত্রিতে কোন উপায় চেষ্টা করিতে না-পারিয়া আমি সিন্দুকটী নিকটে আনিয়া রাখিলাম ও কতক্ষণে নিশাবসান হইবে ভাবিতে লাগিলাম। স্থির করিলাম যে, প্রাতে নগরে যাইয়া এই সুন্দরীকে আরোগ্য করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইব। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, পক্ষী সকল গান করিতে লাগিল ও মনুষ্যের কলরব শুনিতে পাইলাম। আমি অমনি সময়োচিত উপাসনানন্তর সিন্দুকটী আস্তে আস্তে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিলাম ও সহরের দ্বার মুক্তহইলেই নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর একটী সুবিধামত সুন্দর বাড়ী ভাড়া লইলাম। সুন্দরীকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া একটী ঘরের মধ্যে কোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া ও তাহার নিকট একজন বিশ্বাসী ভৃত্যকে রাখিয়া একজন অস্ত্র চিকিৎসকের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। পথে যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে ভাল চিকিৎসক কে? তাহাদের মধ্যে একজন বলিল যে, ইশ নামে একজন নাপিত সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসায় অতিশয় পারদর্শী। এমন কি ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার ঔষধে মৃত ব্যক্তিও পুনর্জ্জীবিত হয়। তিনি নিকটেই বাস করেন। আমি অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার বাটীতে পহুঁছিয়া দেখিলাম, একজন শুভ্র শ্মশ্রুধারী পুরুষ বাটির দ্বারের সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ও তাঁহার নিকটে কতক গুলি লোক অলিন্দের উপর ঔষধের মশলা কুটিতেছে। আমি মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিলাম ও বলিলাম মহাশয়ের নাম ও যশঃ শুনিয়া মহাশয়ের নিকট আসিয়াছি। সম্প্রতি কয়েক দিবস হইল, আমি নিজ প্রণয়িণী ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বাটি হইতে বাণিজ্যোদ্দেশে বাহির হইয়া যখন এই

নগরের নিকট আসিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাত্রিতে স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে অপরিচিত দেশে পথ চলায় বিপদ ঘটিতে পারে বলিয়া আর অগ্রসর না হইয়া ময়দানের মধ্যে এক বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিলাম। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, আমাদিগকে একদল দস্যুতে আক্রমণ করিল এবং ধন সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইল। আর আমার স্ত্রীর গায়ের জহরাৎ লইবার জন্য তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে। আমি একাকী, কি করি, অবশিষ্ট রাত্রি কোন প্রকারে কাটাইলাম। প্রত্যূষে এই নগর প্রবেশ করিয়া একটি বাড়ী ভাড়া লইয়াছি। তথায় স্ত্রীকে রাখিয়া মহাশয়কে ডাকিতে আসিয়াছি। জগদীশ্বর মহাশয়কে চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী করিয়াছেন। অতএব মহাশয়! এই দুর্ভাগা পথিকের উপর দয়া করিয়া বাড়ীতে যাইতে হইবে। মহাশয়ের চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর প্রাণ রক্ষা হইলে মহাশয়ের আরও যশঃ বৃদ্ধি হইবে ও আমি মহাশয়ের চিরদাস হইয়া থাকিব। ইশ পরম দয়ালু ও ধার্ম্মিক ছিলেন। আমার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি আমার সহিত আসিলেন ও সেই কামিনীকে দেখিয়া আমাকে এই কথা বলিয়া আশা দিলেন যে, ঈশ্বরানুগ্রহে এই স্ত্রীলোকটির ক্ষত বিক্ষত শরীর চল্লিশ দিনের মধ্যে আরোগ্য হইতে পারিবে ও ঐ সময় পরে ইনি আরোগ্য স্নান করিতে পারিবেন। তিনি স্বয়ং ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিলেন ও কোন স্থান সেলাই করিলেন, কোন স্থানে পটি দিলেন। এইরূপে যেস্থানে যেরূপ করা আবশ্যক, সেই স্থানে সেইরূপ করিয়া সকল ঘা গুলি উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যেন, অসাবধানে সেলাই কাটিয়া না যায়। আমি প্রাতে ও বৈকালে দুই বার করিয়া দেখিব; তুমি ইঁহাকে মধ্যে২ অল্প পরিমাণে গোলাপজলের সহিত বেদমুক ও কুক্কুটের ঝোল খাইতে দিও যে, ইনি সজোর থাকিতে পারেন। তিনি

আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিদায় চাহিলেন। আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, মহাশয়ের আশ্বাস প্রদানে আমার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে ; নতুবা এই কামিনী যেরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহার মৃত্যু সম্মুখে দেখিতে ছিলাম। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। এই কথা বলিয়া আমি তাঁহার হস্তে পান ও আতর দিলে তিনি চলিয়া যাইলেন। আমি দিবা নিশি ঐ রমণীর সেবায় নিযুক্ত থাকিলাম। মনে করিতাম যে, এ সময়ে আমি বিশ্রাম লইতে গেলে অধর্ম্ম হইবে। তাঁহার আরোগ্যের জন্য আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম। সৌভাগ্যক্রমে এই শঙ্কট সময়ে পূর্ব্বোক্ত যে বণিকের নিকটে বাণিজ্য দ্রব্যাদি ন্যস্ত করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে সমস্ত প্রত্যর্পণ করিলেন। আমি তত্তাবৎ বিক্রীত করিয়া সেই আহতা কামিনীর ভেষজ ও পথ্যাদির ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। রুগ্ন ব্যক্তির সৌকর্য্য ও সাচ্ছল্যবিধান জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্ত আহরণ করিলাম। সদাশয় ভিষক নিয়মিতরূপে আসিতে লাগিলেন এবং কতিপয় দিনমধ্যে ক্ষতসকল উপশান্ত হইলে নিতম্বিনী আরোগ্য স্নান করিলেন। আমার আনন্দের সীমা রহিলনা। আমি ভিষক মহাশয়কে বহুসংখ্যক সুবর্ণ ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার প্রদান করত রমণীকে রমণীয় লোমজ আসনধৃত রুচির পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট করাইয়া দীন দরিদ্রদিগকে অজস্র অর্থ বিতরণ করিলাম। ফলতঃ সপ্তদ্বীপা ধরিত্রীর একচ্ছত্রতালাভে অন্তঃকরণে যাদৃশ উল্লাসের সঞ্চার হয়, সে দিন আমার তাহাই হইয়াছিল। রোগমুক্তির পর হইতে বরাঙ্গনার অঙ্গজ্যোতিঃ অনাঘ্রাত গুলাবের মঞ্জুল রক্তিমা ধারণ করিল, মুখমণ্ডল নির্ম্মল শশধর সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল এবং নয়নযুগলের সম্মোহিনী রোচিষ্ণুতা উপচিত হইল। এমন কি সেই অত্যুজ্জ্বল বিশাল

নেত্রে আমি সহজে নিজ দৃষ্টি সঙ্গত করিতে পারি নাই। যাহা হউক আমি এক্ষণে কায়মনোবাক্যে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলাম এবং তদীয় নিদেশপালনে যত্নপর হইলাম। কিন্তু রূপ ও গরিমা অতিক্রম করিয়া কখন ও যদি তদীয় মেদুর কটাক্ষ আমার প্রতিধাবিত হইত,অমনি কহিতেন, "সাবধান,, যদি আমার প্রসন্নতা তোমার বাঞ্ছনীয় হয়, তবে আমার অনুজ্ঞাপালনে সন্দিহান হইওনা ; যাহা যখন অনুমতি করিব, অবিলম্বে অবিচারে সম্পাদন করিবে,আমার কথায় থাকিওনা। অন্যথা তোমাকে বিলক্ষণ-রূপে স্বকীয় প্রগল্‌ভতার ফলভাগী হইতে হইবেক। পক্ষান্তরে ঈদৃশ গর্ব্বিতাচরণসত্বেও আমার প্রতি তদীয় কৃতজ্ঞতার আভাস ভাব-গতিকে প্রকাশ পাইত। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে তদীয় মতের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন আমার একমাত্র চিকীর্ষিত হইল। সর্ব্বদা অনুগত থাকিয়া প্রফুল্ল চিত্তে আমি তাঁহার নিদেশ পালন করিতে লাগিলাম।

এইরূপ আনুগত্যে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। আমি নিমেষমাত্র কালব্যাজ না করিয়া সকল সময়েই তাঁহার অভি-মত কার্য্য করিতে লাগিলাম। তদীয় মনোরথ সাধন জন্য পণ্য-দ্রব্য ও হীরকাদি যাহা ছিল, সকলই নিঃশেষিত হইয়া গেল। পরিশেষে উদ্ধার গ্রহণ ব্যতীত ব্যয়সংকুলানের উপায়ান্তর রহিল না। কিন্তু বিদেশ, সকলেই অপরিচিত, কে আমাকে বিশ্বাস করিবে যে, ঋণদ্বারা রমণীর ব্যয়নির্ব্বাহ করিব? সুতরাং প্রাত্য-হিক ব্যয়বহনের উপায়ান্তর না দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলাম। ক্ষোভেও চিন্তায় দিবসশর্ব্বরী অতিবাহিত হইতে লাগিল, মুখ শ্রী মলিন হইয়া গেল, কিন্তু হৃদয়ের রহস্য কাহার নিকটে অনাবৃত করিব? দুস্থের মনস্তাপ অন্তঃশোষণই করিয়া থাকে। একদিন সুন্দরী অনুভবে আমার দুঃখের কারণ অবগত হইয়া কহিলেন,

"যুবক! তুমি আমাকে যে উপকার করিয়াছ, তাহা দুরপণেয় প্রস্তরাঙ্কিতবৎ আমার হৃদয়ে খোদিত হইয়াছে। তাহার প্রতি-ক্রিয়া করি, এক্ষণে আমার সে ক্ষমতা নাই। প্রয়োজনীয় ব্যয়-নিষ্পাদন হেতু যদি তোমার অভাব হইয়া থাকে, তজ্জন্য চিন্তা করিও না। মসী, লেখনী ও লিখনাধার আনয়ন কর।" রমণীর এই সগর্ব্ব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উক্তি শ্রবণে তাঁহাকে কোন দেশের রাজকন্যা বলিয়া আমার ধ্রুব প্রতীতি হইল। আমি তৎক্ষণাৎ লেখনীত্যাদি আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম। তিনি একখানি চিঠি লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করত আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, "এই নগরে দুর্গের নিকটে যেখানে অর্দ্ধচক্রাকার তোরণদ্বার দেখিবে, তাহার পার্শ্বস্থ প্রতোলীতে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে; সিদ্ধিবাহার সেই বাটির স্বামী। চিঠিখানি তাহাকেই দিবে"। আমি এই নিদর্শনানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া প্রতিহারী সমীপে গমনপ্রয়োজন বিজ্ঞাপন করিলে সে নিজ প্রভুকে সমাচার দিল। ক্ষণকাল পরে জনৈক সুশ্রী কাফ্রি-যুবক বিচিত্র উষ্ণীষ ধারণ পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন। তাঁহার বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, কিন্তু মুখশ্রী রমণীয়। পত্রীখানি আমার হস্ত হইতে গ্রহণ পুরঃসর কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া মৌনভাবে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। পরক্ষণেই দেখি, একাদশ সংখ্যক ক্রীতদাস তাঁহার সঙ্গে আসি-তেছে। প্রত্যেকের মস্তকে মুদ্রাপূর্ণ রুদ্ধ মুদ্রাকোষ রঙ্গিণ বস্ত্রে জড়িত। কাফ্রিযুবক তাহাদিগকে আমার সমভিব্যাহারী হইতে অনুমতি করিলেন। আমিও অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। গৃহে সমা-গত হইয়া দ্বারদেশ হইতেই তাহাদিগকে বিদায় দিলাম ও স্বয়ং সেই মুদ্রাকোষ গুলি সুন্দরীর সমক্ষে রাখিলাম। দেখিয়া তিনি আমাকে কহিলেন, "এই সমস্ত সুবর্ণ লইয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়

ব্যয়সংকুলান করিও; দয়াময় পরমেশ্বরের বদান্যতার সীমা নাই।" অর্থ পাইয়া আমি শীঘ্রই আবশ্যক দ্রব্যাদি আহরণ করিলাম। এক্ষণে আর অন্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ উৎকণ্ঠা রহিলনা। তবে এই এক বিস্ময়াত্মিক কৌতূহলের উদয় হইল যে, কাফ্রি-যুবক একখণ্ড তুচ্ছ পত্রীপ্রাপ্তি মাত্রেই বাঙ্ নিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া এই অপরিচিত ব্যক্তিকে এত অর্থ কেন দিলেন? এই রহস্যোদ্ভেদ জন্য রমণীকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। কারণ তিনি পূর্ব্বেই তদীয় কথা কি কার্য্যের প্রসঙ্গে থাকিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। সুতরাং মনোমধ্যে ভীতির উদ্রেক হইয়া আভ্যন্তরীণ চাপল্যের বৃদ্ধিসাধন করিল।

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবিত ঘটনার অষ্টাহ পরে সেই প্রিয়তমা বামনয়না আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ! জগদীশ্বর মানবজাতিকে পরিষ্কৃত নূতন পরিচ্ছদ ধারণের অনুমতি দিয়াছেন। জীর্ণ পুরাতন বসনে সভ্যতার অপলাপ হয় না বটে, কিন্তু তাদৃশ বেশে লৌকিক সম্ভ্রম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব সুবর্ণপূর্ণ দুইটী মুদ্রাকোষ সমভিব্যাহারে লইয়া ইউসফ নামক বণিকের বিপণিতে গমন পূর্ব্বক দুই প্রস্থ উৎকৃষ্ট পরিধেয় এবং কতকগুলি বহুমূল্য মণিকাঞ্চন রচিত অলঙ্কারাদি ক্রয় করিয়া আন"। আমি সেই নির্দেশানুসারে অশ্বারোহণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিলাম। দেখিলাম পরম রমণীয় এক যুবকমূর্ত্তি পীতপরিচ্ছদে বিচ্ছুরিত হইয়া পর্য্যঙ্কে বিরাজ করিতেছে, এবং সেই অপরূপ রূপরাশি সন্দর্শন জন্য রাজবর্ত্ম জনতায় সঙ্কুল হইয়াছে। আমি সেই মূর্ত্তির পুরোবর্ত্তী হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক আসনপরিগ্রহ ও স্বাভিলষিত ব্যক্ত করিলাম। আমার উচ্চারণপ্রণালী নাগরিক গণের অনুরূপ না হওয়ায় বণিকযুবক মধুরস্বরে প্রতিবাদ করিলেন," আপনার অভিমত দ্রব্যাদি প্রস্তুত আছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়ের নিবাস কোথায়? কি নিমিত্ত এই অপরিচিত স্থানে অবস্থান করিতেছেন? যদি অনুগ্রহ করিয়া পরিচয়প্রদান করেন, বোধ করি,তাহা সভ্যতাবিরুদ্ধ হইবেক না।" কিন্তু স্ববৃত্তান্ত অনাবৃত করা রুচিকর ও কুশলকর বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ায় ক্রীতদ্রব্যাদির মূল্য প্রদানপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া আমি বিদায়প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে যুবক অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার যদি আত্মগোপনের

ইচ্ছা ছিল, তবে প্রথম সাক্ষাৎকারে বন্ধুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করা ভাল হয় নাই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের তাদৃশ সমুদাচরণে অনেক আশা করা যাইতে পারে।" এই কয়েকটী কথা তিনি এরূপ লগ্ন ও লালিত্য সহকারে পরিব্যক্ত করিলেন যে, শুনিয়া হৃদয় পুলকরসে উচ্ছ্বলিত ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সংসর্গ পরিহার পূর্ব্বক ধৃষ্টতা প্রদর্শন অসামাজিক বলিয়া ধারণা হইল। আমি পুনর্ব্বার উপবেশন করিলাম, কহিলাম, "আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভবদীয় প্রস্তাবের অনুমোদন করি, ও আপনার নিদেশপালনে সর্ব্বথা প্রস্তুত আছি।" ইহাতে তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "যদি অনুগত দাসের প্রতি মহাশয়ের অনুকম্পাসঞ্চার হইয়া থাকে, তবে প্রার্থনা, অদ্য কতিপয় আমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবের সহিত এখানে আমোদ প্রমোদ করেন।" আমি সেই সুন্দরী নারীকে একাকিনী রাখিয়া কুত্রাপি যাইতাম না, সুতরাং তাঁহার নিভৃত অবস্থানের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায় নিমন্ত্রণ রক্ষা বিষয়ে নানারূপ আপত্তি করিলাম। কিন্তু যুবক কিছুতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। কি করি অগত্যা স্বীকার করিলাম যে, এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী বাটীতে রাখিয়া অতি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।" এইরূপ অঙ্গীকার করায় তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। আমি বাটী আসিয়া সেই বেশভূষা সমস্ত রমণীর সম্মুখে রাখিলাম। তিনি আমাকে প্রত্যেক দ্রব্যের মুল্য ও বণিকসদনে কিরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বর্ণন করিলাম। নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "অঙ্গীকারপালন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তুমি ত্বরায় নিমন্ত্রণরক্ষার্থ গমন কর; আতিথ্যগ্রহণ শাস্ত্রসম্মত। শীঘ্র যাও, আমার জন্য চিন্তা করিওনা; ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন।" আমি কহিলাম, "আপনাকে একাকিনী রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আপনার আজ্ঞাবহেলন করিতে পারি না, অগত্যা যাইতে হইল। যত-

ক্ষণ প্রত্যাবর্ত্তন না করি; হৃদয় আপনারই নিকটে রহিল।" এই কথা বলিয়া আমি বণিকভবনে প্রস্থান করিলাম। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, আসুন মহাশয়! আপনার সহবাসজনিতআনন্দলিপ্সায় আমি অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছি"। ইহা বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হস্তধারণ করিয়া আমাকে একটী উদ্যানমধ্যে লইয়া গেলেন। উদ্যানটী অতীব মনোহর। কোন স্থানে জলাশয় মধ্যে উৎসসকল নৃত্য করিতেছে,কোথাও ফল-প্রসূ-পাদপমালা পূর্ণযৌবনে বিকসিত ও শাখাসকল ফলভরে ঈষৎ আনত হইয়া পড়িয়াছে; কুত্রাপি বিহঙ্গমগণ শাখারূঢ় হইয়া কলরবে গান করিতেছে। উদ্যানের মধ্যভাগে পরম রমণীয় একটী হর্ম্ম্য সুন্দরলোমজ বাসে বিচ্ছুরিত। আমরা একটী কৃত্রিম সরিতের তটবর্ত্তী সুন্দর একটী মণ্ডপে গিয়া উপবেশন করিলাম। বণিকযুবক মুহূর্ত্তপরেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কোথায় গমন করিলেন ও পরক্ষণেই মহামূল্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দেখিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম, "পবিত্র পরমাত্মার প্রসাদে আপনার সৌন্দর্য্যরাশি খলের দৃষ্টি হইতে রক্ষিত হউক,,। এই কথা শুনিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করত আমাকেও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে কহিলেন। তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন জন্য আমি ও নিজ পরিচ্ছদাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর একটী সজ্জায় সজ্জিত হইলাম। বণিকযুবা আমার জন্য অতি উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য ও বিলাসোচিত নানা উপচার প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সৌহার্দ্দব্যঞ্জক মধুরালাপে বিমোহিত হইলাম। এই সময়ে এক ব্যক্তি সুরা ও কাচনির্ম্মিত চসক লইয়া উপস্থিত হইল, সুস্বাদু পলান্নের ও অসদ্ভাব রহিলনা। মদিরাভাজন চক্রাকারে আমাদিগের মধ্যে আবর্ত্তন করিতে লাগিল। এইরূপ তিন চারি বারের পর প্রিয়দর্শন শিশু চতুষ্টয় বেণী মুক্ত

করিয়া সভামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সঙ্গীত ও নৃত্য আরম্ভ করিল। সেই সময়ে মনের এইরূপ স্ফুর্ত্তিবোধ হইয়াছিল যে, বোধহইল, স্বয়ং তানসেনও উপস্থিত থাকিলে সেই মনোহর দৃশ্যে আত্মবিস্মৃত হইতেন এবং ব্রজবাউরার জ্ঞানলোপ হইত। এই উৎসব সময়ে বণিকযুবার অক্ষিযুগল অকস্মাৎ অশ্রুজলে আপ্লাবিত হইল, দুই তিন বিন্দু তদীয় কুসুমকমনীয় গণ্ডস্থল বাহিয়া নির্গলিত হইল। তিনি আমার দিকে নেত্রসঞ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, "অন্তরঙ্গজনের নিকটে আন্তরিক রহস্যের অপলাপ শাস্ত্রসঙ্গত হইতে পারে না। এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে যে রূপ বদ্ধমূল সৌহৃদ্যের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতে একটি গূঢ় বিষয় আপনার নিকটে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিনা। জানিবেন আমার এই অকপট ব্যবহার নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্বজনিত বিশ্বাসের পরিণামভূত। আমার একটি রক্ষিতা স্ত্রী আছে, যদি অনুমতি করেন, তাহাকে আহ্বান করিয়া তাহার সন্দর্শনক্রমে হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করি। তাহার বিরহে কিছুতেই এই সমস্ত আমোদপ্রমোদের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেছিনা।" যুবক এরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে ইত্যাকার বাগ্‌বিন্যাস করিলেন যে, তাঁহার সেই অসেচনক সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য আমার ও কৌতুহল জন্মিল। কহিলাম, "আমিও আপনার প্রীতিবর্দ্ধনে সমুৎসুক। কিন্তু আপনি যে প্রস্তাব করিলেন, তদপেক্ষা প্রিয়তর আর কি হইতে পারে? আপনি অবিলম্বে সেই প্রিয়তমাকে আহ্বান করুন। তাঁহার বিদ্যমানতা-ব্যতীত কিছুতেই চিত্তের প্রাশস্ত্য জন্মিতেছেনা।" বণিকবর এই কথায় যবনিকার দিকে সঙ্কেত করিলেন, পরক্ষণেই একটী রমণী-মূর্ত্তি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। মূর্ত্তিখানি গভীর কৃষ্ণবর্ণ, পাপের বীভৎস সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি! দেখিবামাত্র কৃতান্তদূত নিয়তিসীমা অতিক্রম করিয়া

পুরোবর্ত্তী হয়। আমি ভয়ে স্তম্ভিত হইলাম; ভাবিলাম, "এই জঘন্য প্রেতিনী কি ঈদৃশ পরম সুন্দর সুকুমার যুবার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী? এত সোহাগ এত গুণানুবাদ কি ইহারই জন্য?" যাহা হউক আমি আপ্তসার করিয়া নীরবে রহিলাম।

এইরূপে সুরা ও সঙ্গীতোৎসবে আমরা তিন দিবস শর্ব্বরী অপবাহিত করিলাম। চতুর্থ দিনে মাদকতায় উদ্ভ্রান্ত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নিদ্রাভিভূত হইলাম। পরদিন প্রভাতে বণিক-যুবা আমাকে হস্তধারণ পূর্ব্বক জাগরিত করিয়া তাঁহার সেই প্রেয়সীর মঙ্গলোদ্দেশে কতিপয়চসক সুরাপান করাইয়া কহিলেন, "আমন্ত্রিত বন্ধুজনকে অধিক ক্লেশ দেওয়া শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।" বলিয়া আমার হস্তদ্বয়ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিলেন। আমিও বিদায়প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার সদাচারে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া গৃহ-প্রতিগমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। আমি সত্বর নিজ পরিধেয় পরিধান পূর্ব্বক গৃহাগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সেই দিব্যাঙ্গনাসমীপে উপনীত হইলাম। তাঁহাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া এক দিনের জন্যও আমি কদাপি কুত্রাপি গমন কি রাত্রি বাস করিনাই, তাহাতে তিন দিবারাত্রি অনুপস্থিত; সুতরাং লজ্জার পরাকাষ্ঠা রহিলনা। আমি তাঁহার নিকটে বারম্বার মার্জ্জনাপ্রার্থনা করিলাম ও নিমন্ত্রণউপলক্ষে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল ও কি জন্য বাটী আসিতে পারিনাই, সবিস্তার বর্ণন করিলাম। রমণী সমাজের প্রথাপদ্ধতি বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন, ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমার অপরাধ নাই; যখন কোন ব্যক্তি, নিমন্ত্রণরক্ষার নিমিত্ত অন্যদীয় সকাশে গমন করেন, ও নিমন্ত্রণকর্ত্তা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাবৎ প্রতিগমনের অনুমতি প্রদান না করেন, তাবৎ তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন না। এই নিমিত্তই তোমার বিলম্ব হইয়াছে। যাহা হউক আমি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমাকে মার্জ্জনা

করিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,যাঁহার নিকটে তুমি এরূপ সৎকার গ্রহণ করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে কি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে, না তাঁহাকে প্রতিনিমন্ত্রণ করিবে? আমার বিবেচনায় সেই বণিকবরকে বাটীতে আহ্বানপূর্ব্বক দ্বিগুণ যত্নের সহিত আপ্যায়িত করা কর্ত্তব্য। ভোজের আয়োজনাদির জন্য কোন চিন্তা নাই। দৈবানুগ্রহে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান প্রকৃষ্টরূপে যথাবৎ প্রস্তুত হইবে।,, রমণীর অভিপ্রায়ানুসারে আমি সেই যুবকের সন্নিধানে গিয়া কহিলাম, “আমি সন্তোষের সহিত আপনার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে আমার বাটীতে একবার আপনাকে যাইতে হইবে; তাহা হইলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়।,, তিনি প্রথমতঃ বিস্তর আপত্তি করিলেন, পরে আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে সম্মত হইয়া কহিলেন, “আমি হৃদয়ের সহিত কহিতেছি, আপনার বাটীতে গমন করিব।,, পরে আমি তাঁহাকে, সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহাভিমুখে আগমন করিতে করিতে ভাবিলাম, “যদি পূর্ব্বের মত অবস্থা থাকিত, তাহা হইলে যথাযোগ্য সৎকারে অতিথির মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম। ইহাঁকেত লইয়া যাইতেছি, দেখি, কি রূপে ইহাঁর সমুদাচরণ করা হয়। এবম্বিধ শঙ্কা ও চিন্তায় হতাশপ্রায় হইয়া বাটীতে আগমন করিলাম। যাহা দেখিলাম; তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলাম তোরণসমীপে বিলক্ষণ জনতা। আড়ম্বরের সীমা নাই; রাজবর্ত্ম পরিষ্কৃত, তাহাতে জলসেক করা হইয়াছে। আসাদণ্ডধারিগণ আমাদিগের প্রতীক্ষায় উভয়প্রান্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অনন্তর বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি, প্রকোষ্ঠ গুলি সুন্দর গালিচা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছে; মধ্যে২ দিব্যপর্য্যঙ্ক উপধানসহ শোভা পাইতেছে; সুবর্ণ রজত ও স্ফটিকরচিত রুচিকর তাম্বূলভাজনাদি ও বিবিধ মৃণ্ময় পুষ্পনিধিসকল যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপিত রহিয়াছে। প্রাকারবিবরে

নানাপ্রকার জারিত লেবু ও অন্যান্য নানাবিধ আচারপরম্পরা সুরক্ষিত হইয়াছে। প্রকোষ্ঠ গুলির এক এক দিকে আলোক-প্রতিফলিত বিচিত্র যবনিকা, অন্যদিকে বহুশাখদীপমালা শাখা-বহুল-সরস-মহীরুহ ও প্রস্ফুটিত লীলাকমল উপেক্ষা করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে॥ হর্ম্ম্যপরিসরে ও পুস্তকাগার মধ্যে সুরম্য তপনীয়বিনির্ম্মিত আধার-নিকরে কর্পূরীয় বর্ত্তিকাপরম্পরা দিব্য-স্ফাটিকাবরণে নিহিত হইয়া শিখায়িত হইতেছে,এবং পরিচারিণীগণ নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। রন্ধনশালিকায় স্থালী-সকল পাককার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। বারিমণ্ডপেও আড়ম্বরের ইয়ত্তা নাই। কোন দিকে রজস্খচিত পদকোপরি তোয়পূর্ণ অলিঞ্জরশ্রেণী; কোন স্থানে কাচকনকরচিত পানপাত্র সমূহ, কুত্রাপি শীশগঠিত তুষারভাণ্ড, কোনস্থানে যবক্ষারধৌত চষক পরম্পরা। সঙ্ক্ষেপতঃ নৃপজনোচিত সমস্ত আয়োজনই করা হইয়াছিল। নর্ত্তক নৃত্যকী গায়ক বাদ্যকরও বিদূষকগণ বহুমূল্য পরিচ্ছদ-ধারণপূর্ব্বক স্ব স্ব গুণবত্তা প্রদর্শনজন্য আমাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমি শ্রেষ্ঠীযুবাকে গৃহমধ্যে নীত করিলাম। তিনি একটি উপধান অবলম্বন করিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে বিস্ময়ে ওতপ্রোত হইয়া আমি মনে মনে কহিতে লাগিলাম, "ইচ্ছাময়! এ প্রকার সঙ্কীর্ণকালমধ্যে এবম্ভূত বৃহদ্ব্যাপার কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইল? অনন্তর ইতস্ততঃ পাদচারণাক্রমে আমি চারিদিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কুত্রাপি সেই চারুহাসিনী রমণীমূর্ত্তির সন্ধান না পাইয়া পাকশালাভিমুখে গমন করিলাম। দেখিলাম পার্শ্ববর্ত্তী একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে তিনি অতি হীনবেশে অবস্থান করিতেছেন। অঙ্গে অলঙ্কারের নামগন্ধও নাই। প্রয়োজনই বাকি, ঈশ্বর যাঁহাদিগকে সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বাহ্যসজ্জার আবশ্যক নাই। পৌর্ণ-

মানী শশধর বিনালঙ্কারেই অলঙ্কৃত। রমণী একখানি শুভ্র চীরবাসে মস্তক আবরিত করিয়া ব্যস্ততার সহিত আহার্য্যসকল যাহাতে সুস্বাদু ও রুচিকর হয়, পাচকদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন। আহা! সেই আয়াসজনিত কাতরতায় তদীয় কোমলাঙ্গের কি মনোমোহিনী সুষমাই সম্পাদন হইয়াছিল। আমি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ধন্যবাদ প্রদানপুরঃসর তদীয় বুদ্ধিচাতুর্য্য ও রীতিপদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম। তিনি আমার স্তুতিবাদে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মানুষ দৈবচেষ্টাকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। আমি এমন কি কার্য্য করিয়াছি যে, তজ্জন্য তোমার বিস্ময়োৎপাদন হইতে পারে? আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে, আমি বাবদূকতার পক্ষপাতিনী নহি। আর বল দেখি, এ তোমার কিরূপ আচরণ, কি বলিয়া তুমি অতিথিকে একাকী রাখিয়া ইতস্ততঃ দেখিয়া বেড়াইতেছ? তিনি তোমার এই ব্যবহার দেখিয়া কি মনে করিবেন? যাও সভামধ্যে গিয়া অতিথির সদ্ব্যবহার কর ও তাঁহার প্রণয়িণীকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দাও যে, তিনি এই উৎসবজনিত আনন্দ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন।" আমি তৎক্ষণাৎ বণিকযুবার নিকটে যাইয়া বিধিমতে আত্মীয়তা করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে দুইজন দিব্যকান্তি পরিচারক স্থুপেয় মদ্য ও চষক লইয়া উপস্থিত হইলে আমি বণিকযুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "আমি সর্ব্ববিধায়ে আপনার বন্ধু ও ভৃত্য। আমার নিতান্ত বাসনা, আপনার সেই মনোহারিণী প্রণয়িণী এই উৎসবে যোগ দেন। যদি অনুমতি করেন, তাঁহাকে আনয়নজন্য লোক প্রেরণ করি।" এই প্রস্তাবে তিনি অতীব আনন্দিত হইলেন, কহিলেন, "সখে! আপনি উত্তম বলিয়াছেন, আমার মনের ভাবই অনুমান করিয়াছেন।" আমি একজন কঞ্চুকীকে পাঠাইয়া দিলাম। অর্দ্ধ রাত্রি অতীত হইলে পূর্ব্বকথিত প্রেতিনী দিব্য একখানি

চতুর্দ্দোল আরোহণ করিয়া অভাবনীয় আপদের ন্যায় উপস্থিত হইল। অতিথির বিনোদনজন্য আমি অগত্যা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সমুদাচরণ করিয়া তাহাকে যুবকের পার্শ্বে আসন প্রদান করিলাম। তাহাকে দেখিয়া যুবকের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। বোধ হইল যেন, তিনি পৃথিবীর সমস্ত সুখ এককালে উপভোগ করিতেছেন। প্রেতিনীও তাঁহার গলদেশ ধারণ করিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই বীভৎস দৃশ্য রাহুগ্রস্ত শশীর ন্যায় প্রতীয়মান হইল। রমণীর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তিটী যুবকের দিব্যকান্তি বিমলিন করিল। সভাস্থমাত্রেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অঙ্গুলী দংশন করিতে লাগিল, ভাবিল, "একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রেতিনী কিরূপে এই সুকুমার যুবকের হৃদয় আয়ত্ত করিল?" উৎসবানন্দে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সকলেই তাহাকে ও তাহার সোহাগ সন্দর্শন করিতে লাগিল। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "বন্ধুগণ! প্রেম ও বিবেকের মধ্যে স্বভাবতঃ ঈর্ষ্যা আছে। বিচারশক্তি যাহা অবধারণে অক্ষম, দুর্জ্ঞেয় প্রেমের নিকটে তাহা অপরিচিত নহে। আপনারা একবার মজনুর চক্ষু দিয়া লয়লাকে দেখুন।" উপস্থিত সকলেই সেই কথার পোষকতা করিল।

রমণীর আদেশানুসারে আমি অতিথিগণের সেবায় নিবিষ্ট থাকিলাম, এবং পাছে তাঁহার বিরাগোৎপাদন হয়, এই নিমিত্ত বণিকযুবার অনুরোধসত্ত্বেও তাঁহার সহিত তুল্যরূপে পান ভোজনে সাহস করিলাম না। আতিথ্যধর্ম্ম পালনে ত্রুটী হইতে পারে, এই আপত্তি করিয়া আদৌ আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হইলাম না। তিন দিবারাত্রি এইরূপ উৎসবে গত হইলে চতুর্থ রাত্রিতে শ্রেষ্ঠী-যুবা আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "আমি এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি। আজ তিন দিন কার্য্য কর্ম্ম সকল ভুলিয়া আপনার সহবাসে সুখে কাটাইলাম। এক্ষণে প্রার্থনা করি, এক

মুহূর্ত্তের জন্য আমার নিকটে বসিয়া এই মহোৎসবের অংশ গ্রহণ করুন। আমি ভাবিলাম, এই সময়ে কথা রক্ষা না করিলে ইঁহার অবমাননা করা হয়। আগন্তুক ও সুহৃজ্জনের চিত্তবিনোদন শিষ্টাচারের বিষয়ীভূত ভাবিয়া কহিলাম, "মহাশয়! আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি। অত্রস্থ সকলের অপেক্ষা আপনার আজ্ঞা অধিকতর গরীয়সী।" এই কথা শুনিয়া তিনি এক পাত্র মদিরা আমাকে দিলে আমি তাহা পান করিলাম। পরে পাত্রটী যথাক্রমে মণ্ডলাকারে সভামধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কিয়ৎকাল মধ্যে সভাস্থ সকলেই মত্ত ও বিচেতন হইয়া পড়িল, আমি ও জ্ঞান হারাইলাম। পরদিন বেলা দুই দণ্ড হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি, সে আড়ম্বর নাই, সে উৎসব নাই, সে সুন্দরী নারীও নাই; কেবল শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহের একপ্রান্তে কম্বলে জড়িত কি একটা পদার্থ ছিল, দেখিতে পাইলাম। অমনি গিয়া তাহা অনাবৃত করিলাম। দেখি, তন্মধ্যে সেই বণিকযুবা তদীয় কৃষ্ণাঙ্গী প্রণয়িণীর সহিত ছিন্নশিরঃ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তখন আর ভয়ের সীমা রহিল না, সেই লোমহর্ষণ দৃশ্যে আমার বুদ্ধিলোপ হইল। আমি সেই অদ্ভুত ব্যাপারের মূলোচ্ছেদ করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়বিস্ময় সহকারে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে একজন খোজা আমার নেত্রপথে পতিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে উৎসবোপলক্ষে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম ও এই প্রকৃতিভ্রংশকর ভয়াবহ ব্যাপারের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে কহিলাম।

কঞ্চুকী সংক্ষেপে কহিলেন, "আপনার এ জিজ্ঞাসা নিরর্থক, এ বৃত্তান্তে মহাশয়ের কোন ফল দর্শিবে না।" আমি ও ভাবিলাম, তাঁহার কথা নিতান্ত অমূলক নহে, তাঁহাকে তাদৃশ প্রশ্ন করা

সঙ্গত হয় নাই। অনন্তর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলাম, "ভাল, সে বৃত্তান্তে প্রয়োজন নাই। আপনি বলিতে পারেন, আমাদের সে রমণীরত্নটী কোথায়? তিনি কহিলেন, অবশ্য, আমি যতদূর জানি, আপনাকে বলিতেছি। কিন্তু আপনার ন্যায় জ্ঞানবান লোক একজন অল্পদিনের পরিচিত বণিকযুবার সহিত সুরাপানে এরূপ মত্ত হইয়া কর্ত্তৃঠাকুরাণীর ইচ্ছা ও রুচির বিরুদ্ধে কার্য্য করেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। বলুন দেখি, ইহাতে কি প্রকাশ পায়? আমি তাঁহার সেই তিরস্কারের সারবত্ত্বা অনুভব করিয়া নিজ নির্ব্বুদ্ধিতা জন্য লজ্জিত হইলাম এবং আর কোন উত্তর করিতে না পারিয়া কহিলাম, "আমার অপরাধ হইয়াছে, মার্জ্জনা করুন।" অবশেষে খোজা অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্ট হইয়া রমণীর বাসস্থান দেখাইয়া দিলেন এবং শবদুইটী কবরসাৎ করিবার জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, হত্যাব্যাপারে আমার কোন সংস্রব ছিলনা। অতঃপর সুন্দরীর সাক্ষাৎকারলালসা বলবতী হওয়ায় কঞ্চুকীর প্রদর্শিত নিদর্শনানুসারে তাঁহার আবাসস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু সায়ংকাল উপস্থিত হওয়ায় সহজে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। অনেক কষ্টে নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া তোরণ দ্বারের এক প্রান্তে অতিকষ্টে ও উৎকণ্ঠায় রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। রাত্রিতে কোন ব্যক্তির পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল না, এবং কেহ আমাকে প্রশ্নমাত্রও জিজ্ঞাসা করিল না। এইরূপ নিরাশ্রয়াবস্থায় রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্যউদয় হইলে সুন্দরী আমাকে বারাণ্ডার একটী গবাক্ষ দিয়া দৃষ্টিগোচর করিলেন। তখন যে কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল, তাহা কেবল হৃদয়েই অনুভূত করা যাইতে পারে। আহ্লাদে আমি করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে একজন খোজা আমার নিকটবর্ত্তী

হইয়া কহিল, আপনি পার্শ্ববর্ত্তী মঠে গিয়া অপেক্ষা করুন, আপনার অন্তরের ইচ্ছা ও হৃদয়ের আশা সিদ্ধি হইতে পারে। এই কথায়, আমি যেস্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম, তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মঠাভিমুখে গমন করিলাম, ও ভবিতব্যতা রূপ যবনিকার অন্তরালে কি ঘটনা নিহিত আছে জানিবার জন্য সুন্দরীর দ্বারদেশে নয়নযুগল প্রোথিত করিয়া ব্যগ্রচিত্তে সন্ধ্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সায়ংকাল সমাগত হইলে আমার অন্তরের দুর্দ্দিন অপগত হইল। কারণ যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে আমাকে রমণীর বাসস্থলের নিদর্শন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই খোজা এই সময়ে ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া নিয়মিত সন্ধ্যাবন্ধনাদি করিলেন। এই ব্যক্তি রমণীর সমস্ত রহস্য বিদিত ছিলেন। তিনি আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া আমাকে বিধিমতে সান্ত্বনা করত হস্তধারণ করিয়া একটী উদ্যানের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং "আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, এই খানেই আপনার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রীর দর্শনলালসা পরিতৃপ্ত হইবেক" এই বলিয়া, বোধ হয়, আমার মনোবাঞ্ছা রমণীকে বিজ্ঞাপন করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। আমি চতুর্দ্দিকস্থ সুগন্ধি কুসুমের পূর্ণ বিকাশ, পূর্ণকলশশলাঞ্ছনের কলধৌত রুচির সৌন্দর্য্য ও কৃত্রিম সরিৎপরম্পরার অপরূপ তরঙ্গবিলাস দর্শন করিতে লাগিলাম। কিন্তু যখন গুলাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, তখন সেই মনোমোহিনী দেবীমূর্ত্তি মনে পড়িল, আর মৃগলাঞ্ছনের উজ্জ্বল বিকাসে তদীয় মুখমণ্ডলের রুচিকর শুভ্রিমা অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইল। সমস্ত দৃশ্য আনন্দের সর্ব্বাঙ্গীন উপকরণ সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্ন তাঁহারই সংস্রবচ্যুত হওয়ায় শূন্যময় বলিয়া উপলব্ধি হইতেলাগিল।

পরিশেষে দৈবানুগ্রহে রমণীর হৃদয়ে কথঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার

হইল। তিনিমুক্তানিবিড় দুকুল ধারণপূর্ব্বক বিচিত্র কারুকার্য্য রচিত প্রাকার খণ্ডে আপাদমস্তক মুকুলিত করিয়া উপবন দ্বারে প্রবেশ ও বৃক্ষলতাদি অতিক্রম করত আমার পুরোবর্ত্তিনী হইলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন, পূর্ণকল কলানিধি কালিকজালভেদ করিয়া প্রকাশ পাইলেন। উদ্যানশোভা যেন উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল এবং আমার অন্তঃকরণে নবজীবন সঞ্চার হইল। রমণী ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পাদচারণা করিয়া মনোহর একটী পালঙ্কে আসীন হইলে আমি আলোকাকৃষ্ট শলভের ন্যায় দ্রুতপদে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান রহিলাম। খোজা এই সময়ে সহসা উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি মার্জ্জনা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনজন্য প্রার্থনা করিলেন। আমি খোজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "আমার অপরাধ হইয়াছে, সুতরাং তজ্জন্য দণ্ডার্হ হইয়াছি। এক্ষণে সমুচিত শাস্তি প্রদানের আজ্ঞা হউক।" এ কথায় যুবতীর হর্ষোদয় হইল না। তিনি সগর্ব্বে কহিলেন, এ ব্যক্তির বাটীপ্রতিগমন করা কর্ত্তব্য; অতএব গমনোচিত দ্রব্যজাত আহরণজন্য ইহাকে শত কোষ সুবর্ণ প্রদান করা উচিত হইতেছে। এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া আমি নীরস কাষ্টখণ্ডবৎ হইয়া গেলাম। যদি এই সময়ে আমাকে কেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত, বিন্দুমাত্রও রুধিরপাত হইতনা। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম এবং আকস্মিক আশাভ্রংশপ্রযুক্ত আমার অজ্ঞাতসারে নয়নযুগল অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। এক্ষণে ইষ্টদেবতা ব্যতীত আমার আর আশা ভরসার স্থল রহিল না। হতাশায় হৃদয়ভ্রষ্ট হইয়া আমি অসঙ্কুচিত ভাবে কহিলাম, "নিষ্ঠুরে, ভাবিয়া দেখ, অকিঞ্চিৎকর স্বার্থ কিম্বা বিষয় চেষ্টা যদি একমাত্র সমীহিত হইত, তাহা হইলে হতভাগ্য নিজ সম্পত্তি ও হৃদয় কদাপি তোমাকে উৎসর্গিত করিতনা। আমার সর্ব্বতোমুখী তন্নিষ্ঠতা ও আত্মনির্ব্বিশেষে ইষ্টচেষ্টার কি এই পরিণাম হইল যে, হতভাগার

প্রতি অনায়াসেই এবম্বিধ বিপরীতাচরণ করিলে ? ভাল, আমিও জীবনাশা ত্যাগ করিলাম। প্রণয়ীরা বিশ্বাসহন্ত্রী নায়িকাকর্ত্তৃক ভগ্নআশায় জীবনধারণ করিতে পারেনা।,, এই কথায় তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূভঙ্গী প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "বলিহারি! তুই আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিস্‌ ? ভেকের কি শান্নিপাতিকাশ্রয় হইল ? উন্মাদ! কারণ তোর অবস্থার লোকের পক্ষে এরূপ উক্তি বাতুলোচিত অসম্বদ্ধ প্রলাপভিন্ন আর কি মনে করিব ? আর নয়, ক্ষান্ত হ; তোর ছোটমুখে বড় কথা শুনিতে চাই না। এরূপ প্রশ্রয়-গর্ভবাক্য আর মুখে আনিস্‌ না, যদি অপর কেহ এরূপ অসদৃশ আচরণ করিত, ঈশ্বরের দিব্য, তাহাকে শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া চীলের উদরসাৎ করিতাম। কিন্তু তোর পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া তাহা করিলামনা। এক্ষণে তোরপক্ষে গৃহপ্রতিগমনই যুক্তিযুক্ত। অদ্য হইতে আমার গৃহে তোর অন্নজলের বরাত উঠিল।,, তখন রোদন করিতে করিতে কহিলাম, "যদি অদৃষ্টক্রমে মনস্কামনা সিদ্ধি নাহয় ও নিরবচ্ছিন্ন বনেবনে পর্ব্বতে২ ভ্রমণ করিয়াই আমাকে কালক্ষেপ করিতে হয়, তবে আর আমার শান্তির উপায় রহিল না।,, আমার এই কথায় তিনি অধিকতর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এই সমস্ত সাঙ্কেতিক ও অর্থহীন চাটুবাদে আমার মনস্তুষ্টি হয়নি। যাহারা ইহা ভালবাসে তাহাদিগের নিকটে গিয়া বল্‌। এই বলিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আমিও সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া হতাশ ও দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিলাম। সঙ্ক্ষেপতঃ সেই অবধি চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত পথেপথে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। আবার সেখানেও চিত্তের সমাধি না হওয়ায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া পুনর্ব্বার সেই পথে প্রত্যাগমন করিলাম। দিবাভাগে আহার ও রাত্রে

নিদ্রাত্যাগ হইল। রজকের কুক্কুরের মত আমি না ঘরে থাকিতাম না ঘাটেই থাকিতাম। মনুষ্য শস্যকীট, পানভোজনের আয়ত্ত। কিন্তু আমি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করাতে শক্তিহীন হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে মঠই আমার বাসস্থান হইল। এক দিন মঠমধ্যে বসিয়া আছি, এমন সময়ে পূর্ব্বকথিত সেই খোজা শুক্রবারের নির্দ্দিষ্ট উপাসনার্থ আমার নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখন শারীরিক দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত মৃদুস্বরে এই গাথাটী আবৃত্তি করিতে ছিলাম;

"দাও দেব! মনোবল, নিবাই প্রণয়ানল, কিম্বা কর মরণ বিধান।
ললাট-লিখন যাহা, আশুপূর্ণ কর তাহা, ভক্তাধীন করুণানিধান!

যদিও আমার আকৃতি ও দৃষ্টিগত বিলক্ষণ রূপান্তর ঘটিয়াছিল, এমন কি যে ব্যক্তি পূর্ব্বে আমাকে দেখিয়াছিল, এক্ষণে মুখশ্রী দেখিয়া পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া চিনিতে পারিত না, তথাপি আমার দুঃখের গান শ্রবণ ও মনোযোগপূর্ব্বক ভাবগতিক ও আকারইঙ্গিত দর্শনে চিনিতে পারিয়া খোজা দয়ার্দ্র হইলেন। মিষ্টবাক্যে আমাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "অবশেষে তোমার এই দশা হইয়াছে?" আমি কহিলাম, "যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে। যাঁহার মঙ্গলোদ্দেশে সমস্ত ধনসম্পত্তি অপবাহিত ও জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, আমার এই দশা তাঁহারই আনন্দের নিমিত্তভূত। সুতরাং ইহা ভিন্ন আর আমার কর্ত্তব্য কি হইতে পারে?" এই কথা শুনিয়া তিনি একজন অনুচরকে আমার নিকটে রাখিয়া মসজীদ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও উপাসনাসমাপনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাকে একখানি চতুর্দ্দোলে আরোপণকরত সেই স্নেহমমতা-শূন্যা রূপসীর ভবনে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার দ্বারস্থ যবনিকার নিকটে অবতারিত করিলেন। এক্ষণে আমার অবয়বগত বিশেষ বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও বহুদিন একত্র সহবাস হেতু রমণী যে আমাকে

সহজেই চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি অপরিচিতের ভাণ করিয়া তিনি খোজাকে জিজ্ঞাসিলেন, "এ ব্যক্তি কে?" সেই মহানুভব প্রতিবাদ করিলেন, "যে ব্যক্তি আপনার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল, এ সেই হতভাগ্য। প্রণয়শিখায় দহ্যমান হইয়া ইহার এই মূর্ত্তি হইয়াছে। আবার সেই অগ্নি অশ্রুনীরে নির্ব্বাপিত করিতে গিয়া দ্বিগুণ উত্তেজিত হওয়াতে অবশেষে জীবনাশা ত্যাগ করিয়াছে। অপিচ এ নিজ দোষের জন্য নিতান্ত লজ্জিত আছে।" কিন্তু সেই নিষ্ঠুরা যুবতী শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "তুমি কেন আমার নিকটে মিথ্যা বলিতেছ? বহুদিন হইল, আমি শুনিয়াছি, সে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছে। ঈশ্বর জানেন, এ তুমি কাহার কথা বলিতেছ?" খোজা তাহাতে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "যদি অভয় দান করেন, তবে আপনার নিকটে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে পারি।" রমণী কহিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিঃশঙ্কে বলিতে পার।" খোজা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "আপনি বিচারকর্ত্রী, একবারমাত্র যবনিকা অপসারিত করিয়া দেখুন, দেখিলেই চিনিতে পারিবেন, ও ইহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আপনার দয়া হইবে। কোন বিষয়ের প্রতীপবোধ বিধেয় নহে। দেখিয়া শুনিয়া যদি আপনার অনুমাত্রও দয়ার উদ্রেক হয়, তাহাই আদরণীয় ও প্রার্থয়িতব্য। আর অধিক বলিলে আপনার সম্ভ্রমসীমা অতিক্রান্ত হইতে পারে, সুতরাং ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি।

খোজার কথা শুনিয়া কামিনী ঈষৎহাস্য করিলেন, কহিলেন, "ভাল, এ ব্যক্তি যেই হউক, আপাততঃ ইহাকে রুগ্নবাসে রক্ষা কর, পশ্চাৎ সুস্থ হইলে ইহার অনুসন্ধান লওয়া যাইবেক।" খোজা কহিলেন, "আপনি যদি অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক কোমল হস্তে ইহার মস্তকে গোলাপ জল প্রদান করিয়া একটী মিষ্ট কথা বলেন,

তবেই জীবনের আশা করা যাইতে পারে। নৈরাশ্যের ন্যায় কুৎসিত উপাদান আর নাই। আশাই সংসারের স্থিতিক্রম।,, এ কথায়ও সেই পাষাণহৃদয়া আমার অনুকূলে একটী কথাও বলিলেন না। আমি সেই কথোপকথন শ্রবণে রমণীকে লক্ষ্য করত জীবনাশায় বিসর্জ্জন দিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিলাম, আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই; আমার পদদ্বয় কবরে লম্বিত হইয়াছে, মৃত্যু সন্নিকট। আমার জীবনমরণ রমণী হস্তে, এক্ষণে ইহাঁর যেরূপ অভিরুচি।,, অবশেষে সর্ব্বশক্তিমানের কৃপায় পাষাণে দয়ার আবেশ হইল। কামিণী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "অবিলম্বে রাজবৈদ্যদিগকে আনয়ন কর।,, অনতিবিলম্বে ভিষকগণ সমাগত হইয়া আমাকে বেষ্টন করিল ও বিশেষ মনোভিনিবেশপূর্ব্বক আমার নাড়ীস্থান ও পম্পুওদেশ পরীক্ষা করিয়া কহিল, "এ ব্যক্তি কাহারও প্রেমাসক্ত হইয়াছে। প্রণয়াস্পদকে হস্তগত করিতে না পারিলে প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই রোগশান্তি হইবেক।,, ভিষকদিগের দ্বারাও যখন প্রতিপন্ন হইল যে, প্রেমই আমার পীড়ার নিদান, তখন সেই অঙ্গনা কহিলেন, "এই যুবককে উষ্ণ স্নানাগারে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে স্নান ও বেশভূষা করাইয়া আমার নিকটে লইয়া আইস।,, তাহারা তাহাই করিল। তখন সেই রমণীয় রমণীমূর্ত্তি বাঙনিষ্পত্তি করিয়া কহিলেন, "আমি সংসার হইতে অপসৃত হইয়া এক প্রকার নির্ব্বৃত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে অকারণে তিরস্কৃত ও অপমানিত করিলে। এক্ষণে আমাকে আর কি করিতে হইবে, হৃদয় উন্মুক্ত করত স্পষ্ট করিয়া বল।,, হে তাপসগণ! এই মুহূর্ত্তে আমার মনে যেরূপ আবেগ সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যেন উল্লাসে জীবন চেষ্টাই বা শেষ হইয়া যায়, আর শরীরও এ প্রকার উৎসর্পিত হইয়া উঠিল যে, অঙ্গরক্ষা মধ্যে সংকুলান হয় না। দেখিতে দেখিতে মুখশ্রী ও সমগ্র শারীরবিধান

পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমি তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে কহিলাম, "এই সময়ে সমস্ত চিকিৎসাবিদ্যা আপনাতেই পর্য্যায়িত হইয়াছে। আপনি কেবল একটীমাত্র বাক্যনিষ্পত্তি করিয়া মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিলেন। দেখুন, আপনার প্রসন্নতায় আমার কি অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়াছে'।,, ইহা বলিয়া আমি তিনবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, পরে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলাম, "আপনি হৃদয়ের ভাব বিবিক্ত করিতে অনুমতি করিয়াছেন। অতএব প্রার্থনা, প্রসন্ন হইয়া এই হতভাগ্যকে গ্রহণ ও পদতলে স্থানদান করিয়া চরিতার্থ করুন। সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য অপেক্ষা এই অনুগ্রহটী আমার পক্ষে অধিকতর মূল্যবান্।,, এই কথা শুনিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "উপবেশন কর, তোমার যেরূপ ইষ্টচিকীর্ষা ও প্রেমনিষ্ঠা, তাহাতে তোমার সকল কথাই শোভা পায়। তত্তাবৎ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে। আচ্ছা, আমি তোমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলাম।

সেই দিনেই শুভক্ষণে শুভলগ্নে পুরোহিত আমাদিগের বিবাহ-কার্য্য সমাপন করিলেন। দৈববশে নানা ক্লেশের পরে এই শুভ বাসর সমুদিত ও আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল। কিন্তু আমি যেমন সেই রমণীরত্নটী লাভলালসায় ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তেমনি তিনিই বা কে, যে কৃষ্ণবর্ণ সুশ্রী কাফ্রি একখণ্ড কাগজ দৃষ্টে সুবর্ণকোষ-সমূহ আমাকে দিয়াছিলেন, তিনিই বা কে, কিরূপে ঘটিকাত্রয়-মধ্যে তাদৃশ রাজভোগ্য ভোজেরইবা আয়োজন হইয়াছিল, কি নিমিত্ত উৎসবান্তে সেই দুই নিরীহ দম্পতীকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং কি নিমিত্তই বা প্রথমে আমার প্রতি নিতান্ত কৃতঘ্নোচিত আচরণ ও পরে সহসা সুখের উৎসেধ প্রদর্শন করা হয়, জানিবার জন্য অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছিল। অধিক কি এই সমস্ত

রহস্যোস্ভেদ ও সংশয়-নিরসন জন্য আমার এরূপ উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল যে, রমণীর প্রতি তাদৃশ পক্ষপাতিতাসত্ত্বেও উদ্বাহব্যাপারের পরে অষ্টাহপর্য্যন্ত দাম্পত্য সুখানুভব করিতে পারি নাই। কেবল রাত্রিতে তাঁহার সহিত একত্রে নিদ্রা যাইতাম ও প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিতাম। একদিন প্রাতে একজন পরিচারককে স্নানহেতু উষ্ণোদক প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিলাম। ইহাতে আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসিলেন এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? কিন্তু আমি প্রতিবাদ না করাতে আমার ব্যবহারে তিনি অতিশয় বিমনা হইলেন। তাঁহার কটাক্ষে ক্রোধের চিহ্ন প্রকটিত হইল। এমন কি একদিন স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "তোমার প্রকৃতিটী অদ্ভুত উপাদানে রচিত, ক্ষণমাত্রে কদুষ্ণ ও ক্ষণমাত্রে শীতলস্পর্শ। তোমার মন্তব্য কি? যদি ক্ষমতা নাই, তবে নির্ব্বোধের ন্যায় এরূপ ইচ্ছা করিলে কেন?,, আমি সাহস করিয়া কহিলাম, প্রিয়তমে! ন্যায়মার্গ উল্লঙ্ঘন করা মনুষ্যোচিত নহে। অতএব যাহা বলিবেন, বিচার করিয়া বলুন। তিনি কহিলেন, "তুমি আবার কি বিচার চাও? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে।,, আমি কহিলাম, "সত্য, যাহা আমার বাসনার বিষয়ীভুত ও আশার সমীহিত,তাহা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আমার হৃদয়ে শান্তি নাই, চিত্তে সমাধি নাই; অন্তরেন্দ্রির নিরবচ্ছিন্ন সংশয়ে সঙ্কুল হইয়াছে। এরূপ অবস্থায়, মনুষ্য মানুষী প্রকৃতিভ্রষ্ট হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে সমস্ত ঘটনা অবধারণ ও উপলব্ধি করিতে পারি নাই, ইহজীবনের একমাত্র নির্বৃতিভূত এই উদ্বাহকাণ্ডের পরে তত্তাবৎ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, ও আপনার ঐ আদরের অধরে প্রকৃত বিবরণ অবগত হইয়া অন্তরে শান্তিস্থাপন করিব।" প্রিয়দর্শনা ভ্রূবিকার করিয়া কহিলেন, "কি চমৎকার! আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, সকলই বিস্মৃত হইয়াছ?

ভাবিয়া দেখ, আমি তোমাকে কতবার নিষেধ করিয়াছি যে, আমার কথায় থাকিও না ও আমার বাক্যের প্রতীপচারণ করিও না। অতএব এক্ষণে এই আচারবিগর্হিত স্বৈরভাব অবলম্বন কি তোমার পক্ষে বিধিসঙ্গত হইতেছে ?,, আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আপনি ইহাপেক্ষা গুরুতর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়াছেন, ইহাও ক্ষমা করিতে হইবেক।,, এই কথায় সেই বিদ্যাধরী ক্রোধে উষ্ণ-মস্তিষ্ক হইয়া প্রচণ্ড কালানল-বাত্যার ন্যায় সহসা ভাব পরিবর্ত্তন করত কহিলেন, "তোমার অত্যন্ত স্পর্দ্ধা দেখিতেছি, যাও আপন কার্য্যে মনোনিবেশ কর গিয়া। প্রস্তাবিত বৃত্তান্তে তোমার কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে? আমি কহিলাম, "অন্যের নিকটে নিজ দেহ অনাবৃত করাপেক্ষা পৃথিবীতে লজ্জার বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু সম্বন্ধগতিকে সে বাধাও উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব যখন বৈধবোধে আমার নিমিত্ত আপনি তাহা অতিক্রম করিয়াছেন, তখন অন্যান্য রহস্যের অপলাপ করিতেছেন কেন ?,, চতুরা আমার এই ইঙ্গিতের ভাবার্থ অনুভব করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইলেন, কহিলেন, "কথা সত্য বটে ; কিন্তু ভয় হয়, পাছে সেই সকল গূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহা হইলে জানি না, এই হতভাগিনীর ভাগ্যে আরো কত যন্ত্রণা ও ক্লেশ উৎপাদিত হইবে।,, আমি প্রতিবাদ করিলাম, "আপনি অন্যায় ভয়ের আশঙ্কা করিতেছেন। আমাকে সেরূপ বিবেচনা করিবেননা, অবাধে আত্মজীবনী প্রকাশ করিয়া বলুন। তাহা অন্যের কর্ণ-গোচর হওয়া দূরে থাকুক, আমার হৃদয় হইতে কদাপি ওষ্ঠে নীত হইবে না।,, এইরূপে তিনি যখন দেখিলেন যে, আমার ঔৎসুক্য নিবারিত না হইলে তদীয় স্থৈর্য্যসাধনের উপায় নাই, তখন অগত্যা সম্মত হইয়া কহিলেন, "তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বিড়ম্বনায় ওতপ্রোত। কিন্তু যখন তাহাতে তোমার এরূপ

নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিতেছি, তখন তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমাকে বলিতে হইতেছে। সাবধান, আমি আজ নিজ জীবনের যে সমস্ত গত ঘটনা প্রকাশ করিব, তত্তাবৎ অপ্রকাশ্য রাখা তোমারও কর্ত্তব্য। সঙ্ক্ষেপতঃ তিনি বিধিমতে ইত্যাকার উপদেশ দিয়া আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।



তোমার সমীপবর্ত্তিনী এই হতভাগিনী দামাস্কস্ পতির দুহিতা। তিনি নৃপতি-চক্রে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। আমিভিন্ন তাঁহার আর সন্তানসন্ততি ছিলনা। সুতরাং ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি আমি অতিশয় যত্ন ও স্নেহসহকারে জনকজননীর চক্ষুর উপরে লালিতপালিত হইতে লাগিলাম। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে সুশ্রীক রূপসীগণের সংসর্গে আসক্তি ধাবিত হইলে ভদ্রকুলোদ্ভবা সমবয়স্কা তরুণী ও সুন্দরী কিঙ্করীগণে পরিবৃতা হইলাম। নৃত্যগীতজনিত আমোদপ্রমোদে দিনযামিনী অতি বাহিত হইতে লাগিল, সাংসারিক কোন চিন্তাই রহিল না। সুখের বিষয় এই যে, ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তনব্যতীত অন্য কোন ভাব অন্তরে স্থান পাইতনা। কিয়ৎকাল এইরূপে গত হইলে পর অকস্মাৎ আমার এপ্রকার প্রকৃতিভ্রংশ হইয়া গেল যে, পরকীয় সহবাসে আর রুচি রহিল না এবং প্রিয়সখিদিগের আসঙ্গে তৃপ্তিবোধ হইত না। আন্তরিক ঔদার্য্য তিরোহিত ও হৃদয় বিষাদে আকীর্ণ হইল। কেহ নিকটে থাকিলে, কি কাহার ও কথা শুনিতে ভাল লাগিত না। আমার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সহচরীগণ দুঃখে নিমগ্ন হইয়া উপস্থিত অবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসার্থে আমার চরণ ধারণ করিল।

এই যে কঞ্চুকীকে দেখিতেছ, এ অতি বিশ্বস্ত ও আমার যাবতীয় রহস্যের সহকারী। ইহার নিকটে আমার জীবনের কোন ঘটনাই অপ্রকাশ নাই। এ ব্যক্তি আমার চিত্তবিকার দর্শনে একদা কহিল, রাজকন্যা যদি কিঞ্চিৎ লেবুর স্ফূর্ত্তিকর পেয় সেবন করেন,

তাহা হইলে ত্বরায় রোগমুক্ত ও হর্ষযুক্ত হইবেন।" এই কথা শুনিয়া আমার তদাস্বাদনে অভিলাষ হওয়ায় আমি উহা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলাম। খোজা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল ও পরক্ষণেই তরুণবয়স্ক একটী শিশুকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রত্যাগমন করিল। বালকটী তুষারস্নিগ্ধ একপাত্র সুপেয় পানীয় আমাকে প্রদান করিলে আমি তাহা পান করিয়া দেখিলাম যে, তাহার যেরূপ গুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। এই উপকারের জন্য খোজাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পারিতোষিক দিলাম ও নিত্য নিয়মিত সময়ে সেইরূপ এক এক পাত্র পানীয় প্রদানজন্য আদেশ করিলাম। খোজা তদবধি বালকের হস্তে পানীয় প্রদানপূর্ব্বক নিয়ত নির্দ্দিষ্টকালে উপস্থিত হইয়া আমাকে পান করাইয়া যাইত। পরে তাহার মাদকতাশক্তি কলোপধায়িনী হইলে আমি আবেশ-রসে উল্লসিত হইয়া শিশুর সহিত হাস্যপরিহাসে স্বচ্ছন্দে সময়াতিপাত করিতে লাগিলাম। ক্রমে তাহার ভীরু ভাবের অপক্ষয় হইলে তদীয় বাবদুকতায় চিত্ত আকৃষ্ট হইল। সে কত সুখশ্রাব্য উপকথারই অবতারণা করিত ও অতি সুন্দররূপে স্ত্রীজাতিসুলভ চাতুর্য্যের অনুকরণ করিত। তাহার মুখখানি পরম রমণীয় ও দর্শনযোগ্য।

আমি ক্রমে তাহার পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলাম। তাহার বিলাসকৌতুক ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এরূপ আনন্দোদয় হইত যে, নিত্য তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিতাম। কিন্তু তথাপি সেই দুষ্ট ভিক্ষুচিত মলিন বেশে প্রত্যহ আমার নিকটে আসিত। একদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, ভাল, তুমি আমার নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছ, অথচ তোমার পূর্ব্ববৎ জঘন্য বেশ-ভূষা কেন? তুমি কি সঙ্গতি করিতেছ, না সমস্ত বিত্ত অপব্যয়িত করিয়াছ? বালক এই আশ্বাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ ও আমাকে তদীয়

অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু অনুভূত করিয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল,"এই ক্রীতদাসকে আপনি যাহা কিছু দিয়াছেন, শিক্ষক তৎসমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছেন, এক কপর্দ্দকও প্রদান করেন নাই। সুতরাং কি দিয়া বস্ত্রাদি সংগ্রহ ও বেশভূষা করিয়া আপনার নিকট আসি? ইহাতে আমার কোন দোষ নাই; আর ইহার কোন উপায়ও দেখিনা।" তাহার বিনয়-নম্র বাক্যে ও দীনতায় আমার হৃদয়ে করুণার উদয় হইল। আমি তৎক্ষণাৎ খোজাকে সেই দিন হইতেই তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া তাহাকে উত্তম বস্ত্রাদি ও সুশিক্ষাদান ও সে যাহাতে দুষ্ট বয়স্যগণের সহবাসে থাকিতে না পারে, বিশেষতঃ আমার নিকটে সর্ব্বদা অবস্থান উপযোগী ভদ্র রীতিনীতি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিলাম। খোজা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ও সেই বালকের প্রতি আমার অভিপ্রায় অনুভূত করিয়া তাহাকে যার-পর-নাই যত্ন করিতে লাগিল। সুন্দররূপ অশনভূষণ ও স্বাচ্ছন্দ্যভোগজন্য নির্ম্মোক-মুক্ত ব্যালের ন্যায় তাহার বর্ণ ফিরিয়া গেল। আমি সাধ্যমতে নিজ মনোভাব সংগোপনের প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু তাহার সেই কমনীয় মুখখানি হৃদয়ে এরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল যে,তাহা হইতে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নয়নদ্বয় অপসারিত করিতে পারিতাম না; সর্ব্বদা তাহাকে বক্ষে রাখিয়া আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইত। ক্রমে সে সর্ব্বতোভাবে আমার সংসর্গী হইলে আমি তাহাকে মহার্ঘ পরিচ্ছদ ও মণিমাণিক্যে বিভূষিত করিয়া নির্নিমেষ তাহার পানে চাহিয়া থাকিতাম। ফলতঃ নিয়ত একত্র সহবাসে আমার নয়নের ঔৎসুক্যনিবারণ ও চিত্তের বিনোদসাধন হইয়াছিল। আমি প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার অভাব ও অভিরুচি সম্পাদন করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার এরূপ দশা হইল যে, সে ক্ষণকাল অনুপস্থিত হইলে যার-পর-নাই ব্যাকুল হইতাম।

কতিপয় বর্ষপরে বালক যৌবনসীমায় উপনীত হইল। কিন্তু তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লোমাকীর্ণ হইতে না হইতেই পৌর ভৃত্যগণ তদ্বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিল ও প্রতীহারীগণ তাহাকে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। সুতরাং রাজবাটী-মধ্যে তাহার গতিবিধি রোধ হইল। আমি তাহার বিচ্ছেদে থাকিতে পারিতাম না, এক মুহূর্ত্তের বিরহে যুগান্তরীণ যন্ত্রণাবোধ হইত। যখন এই শোচনীয় বার্ত্তা শ্রবণ করিলাম, তখন এরূপ অধীরা হইলাম যে, বোধ হইল যেন, কৃতান্ত সম্মুখে বিরাজমান। আবার এই এক সঙ্কটে পতিত হইলাম যে, কাহারও নিকটে ইচ্ছাব্যক্তি বা মন্তব্য প্রকাশ করিতেও পারিনা, অথচ বিচ্ছেদও সহ্য হয়না। সান্ত্বনার কোন উপায়ই রহিল না। মনোমধ্যে কি এক অদ্ভুত উৎকণ্ঠার উদ্রেক হইয়া একবারে আয়ত্ত হইয়া পড়িলাম। হৃদয় এপ্রকার উদ্ব্যস্ত হইল যে, পরিশেষে যুবকের তত্ত্বাবধারণজন্য আমার সমগ্র রহস্যের সহকারী সেই খোজাকে আহ্বানপূর্ব্বক অনুনয়-বিনয়সহকারে বলিয়া দিলাম এবং কহিলাম, ইহাকে সহস্র সুবর্ণকোষ দিয়া চকের মধ্যে এমন একটী মণিকারের ব্যবসায়োচিত বিপণি করিয়া দিও, যেন তল্লব্ধ উপায়ে স্বচ্ছন্দে সে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে। আর আমার আবাসগৃহের সন্নিধানে ইহার জন্য সুন্দর একটি সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া নির্দ্দিষ্ট বেতনে দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া দিবে, যেন কোনমতে কষ্ট না হয়। খোজা তাহাকে উৎকৃষ্ট একটি অট্টালিকা ও ব্যবসায়জন্য দিব্য একটি বিপণি নির্ম্মাণ ও প্রয়োজনীয় তাবৎ উপকরণ আহরণ করিয়া দিল। অত্যল্পকালের মধ্যেই তাহার ব্যবসায়ের এরূপ উন্নতিসাধন হইল যে, সকল দেশের দুর্ল্লভ উৎকৃষ্ট পদার্থগুলি আহৃত হইল এবং অন্যান্য মণিকারগণের ব্যবসায়কার্য্যমান্দ্য হইয়া আসিল। সঙ্ক্ষেপতঃ সেই নগর কি অন্যান্য জনপদের মধ্যে প্রতিযোগীশূন্য হইয়া যুবক অপর্য্যাপ্ত

অর্থ সমাবেশ করিয়া ছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে তাহার বিচ্ছেদবেদনা আমার অন্তঃকরণ নিষ্কুষিত ও স্বাস্থ্যভ্রংশ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার দর্শনলাভ ও অন্তরে শান্তি স্থাপনের উপায়ান্তর না দেখিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণজন্য পরামর্শ প্রতীক্ষায় সেই খোজাকে আহ্বান করিতে লোক পাঠাইলাম। সে উপস্থিত হইলে তাহাকে কহিলাম, "আমি এমন কোন উপায় দেখিনা যে, নিমেষকালের জন্যও যুবকের সাক্ষাৎকার লাভে হৃদয়ের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারিব। তবে যদি একটি সুড়ঙ্গদ্বারা উভয়ের বাসভবন সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে একটি উপায় হইতে পারে।" ইচ্ছাব্যক্তি মাত্রেই খোজা কয়েক দিনমধ্যে সুড়ঙ্গ খনন করিল এবং তন্মধ্য দিয়া প্রত্যহ সায়ংকালে যুবককে সঙ্গে লইয়া নিঃশব্দে ও গোপনে আমার গৃহে গতায়াত করিতে লাগিল। পরস্পরের সন্দর্শনে আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না। রাত্রিমান বিবিধ বিলাস ও পানভোজনাদিতে অতিপাতিত হইতে লাগিল। শুক্রতারা সমুদিত ও নির্দ্দিষ্ট উপাসনাকাল সমাগত হইলে যুবক খোজার সহিত বিদায় লইত। কেহ এই রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিল না। কেবল যে দুইজন ধাত্রী আমার দুগ্ধ আহরণ করিত, তাহারা ও খোজা এই তিনজনে জানিত।

এই ভাবে বহুদিন অতীত হইলে একদা প্রাত্যহিক রীত্যনুসারে খোজা আহ্বানার্থ গমন করিয়া যুবকের দুঃখস্তম্ভিত ভাব দর্শনে জিজ্ঞাসা করিল, "সকলের কুশলত? আজ আপনাকে এরূপ ম্রিয়মাণ দেখিতেছি কেন? রাজকুমারীর নিকটে চলুন, আপনাকে আহ্বানজন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" কিন্তু সে উত্তর না দিয়া নীরবে রহিল দেখিয়া খিদ্যমান হইয়া আমার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন ও যুবকবরের অবস্থা বর্ণন করিল। কিন্তু বোধ হয় আমার স্কন্ধে ভূতাবেশ হইয়াছিল যে, তাদৃশ আচরণেও

আমি তাহাকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিলাম না। যদি জানিতাম, সেই কৃতঘ্নকে ভাল বাসিয়া কেবল লজ্জা পরীবাদ ও কলঙ্কের ফলভাগী হইতে হইবে, তাহা হইলে কখনই এরূপ সংস্রব রাখিতাম না এবং সেই নিলর্জ্জের নামোচ্চারণ কি তৎ প্রতি হৃদয়োৎসর্গ করিতামনা। কিন্তু ভবিতব্যতার বিধি অপরিহার্য্য। এজন্য তাহার আচরণযোগ্য দণ্ডবিধান না করিয়া বরং তাহার অনুপস্থিতি প্রেমিক জনের সোহাগমাত্র ভাবিলাম। এই অলমুদ্ধির পরিণামে যে কত অনুতাপ করিতে হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ তুমি না দেখিয়া না শুনিয়া সকল বিষয় এক প্রকার অবগত আছ। অন্যথা তুমিই বা কোথায় থাকিতে, আর আমিই বা কোথায় থাকিতাম? যাহা হউক "গতস্য সূচনা নাস্তি।„ আমি সেই রাসভের ব্যবহারে দৃক্‌পাত না করিয়া পুনর্ব্বার খোজাকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলাম, "যদি তুমি শীঘ্র আগমন না কর, আমি তোমার নিকটে যাইব। কিন্তু আমার যাওয়ার পক্ষে বিশেষ বাধা আছে। যদি কোন গতিকে এই গুহ্য সংঘটন প্রকাশ হইয়া পড়ে, তোমাকে তজ্জন্য পরিণামে বিলক্ষণ অনুতাপ করিতে হইবেক। অতএব যাহাতে উভয়ের মানহানি ও সর্ব্বনাশ হইবে, এমন কার্য্য না করিয়া ত্বরায় আসিবে। অন্যথা নিশ্চিৎ জানিবে, তুমি না আসিলে আমি তোমার নিকটস্থই রহিয়াছি।" এই সমাচারে, তাহার প্রতি আমার যে প্রেমের বন্ধনী ছিলনা, সে তাহা হৃদয়ঙ্গম করত নিতান্ত অনার্য্যভাবে উপস্থিত হইয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "আজ তোমার এত অভিমান হইয়াছে কেন? তুমিত পূর্ব্বে কখনও আমার প্রতি এরূপ তাচ্ছিল্য ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন কি এখানে আগমন করিতে আপত্তি করনাই।„ ইহাতে সে প্রতিবাদ করিল, "আমি একজন দীন হীন অজ্ঞাতনাম পুরুষ; কেবল আপনারই অনুগ্রহে বর্ত্তমান

অবস্থায় উন্নমিত হইয়া সুখে সম্পদে সময়াতিবহন করিতেছি। তজ্জন্য নিত্য ঈশ্বরের নিকটে আপনার দীর্ঘায়ুঃ ও কুশল প্রার্থনা করিয়া থাকি। আপনার প্রশ্রয় ও মার্জ্জনাগুণে নির্ভরিত হইয়াই আমি এই অপরাধ করিয়াছি।” আমি তাহাকে আত্মনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতাম বলিয়া তাহার কপট ব্যবহারে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলাম এবং কোমল ভাবে জিজ্ঞাসিলাম, “তোমার এমন কি বিপদ্ ঘটিয়াছে যে, তজ্জন্য এরূপ উদ্বেগ জন্মিতে পারে? যাহাই হউক, প্রকাশ করিয়া বল, এখনই প্রতীকার করিতেছি।” সে নম্রভাবে সংক্ষেপে উত্তর করিল, “আমার পক্ষে সকলই দুরূহ, কিন্তু আপনার পক্ষে সহজ।” পরিশেষে তাহার বাগ্‌বৈদগ্ধে প্রকাশ পাইল যে, রাজধানীর মধ্যভাগে তাহার বাটীর পার্শ্বে প্রকাণ্ড সৌধসহ সুন্দর একটী উদ্যান বিক্রয়ার্থ আছে। উদ্যানটীর সহিত সঙ্গীতবিশারদা একটি গায়িকাও বিক্রীত হইবে। উষ্ট্রের গ্রীবালগ্ন আখুভুকের ন্যায় রমণী ও উপবন পৃথক্ বিক্রীত হইবে না। যে কেহ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে উভয়ই লইতে হইবেক। উদ্যানের মূল্য শতমুদ্রা ও গায়িকার মূল্য পাঁচলক্ষ টাকা। পরে, আমার হস্তে এতটাকা নাই, বলিয়া সে ক্ষান্ত হইলে, আমি দেখিলাম সেই সকল ক্রয় করিবার জন্য তাহার একান্ত মনঃ হইয়াছে, এমন কি তজ্জন্য তাহার এরূপ মনঃকষ্ট ও উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে, আমার নিকট থাকিয়াও তদীয় মর্ম্মবিষাদ ও ভাববৈকল্যের অবান্তর ঘটিল না। তাহার সুখই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সুতরাং তৎক্ষণাৎ খোজাকে কহিলাম, “তুমি কল্য প্রাতে গিয়া দাসীসহ উদ্যানের মূল্যস্থির করিয়া আসিবে। পরে রাজকোষ হইতে তাহা সংকুলান করিয়া দিয়া ক্রয়লেখ্যখানি (কোবালা) ইহার হস্তে দিবে; এই কথা শুনিয়া যুবক আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের অবষাদ দূর হইয়া গেল। সুতরাং উভয়ে পূর্ব্ববৎ

হাস্যকৌতুকে নিশা যাপন করিলাম। খোজা আমার আদেশমতে কিঙ্করী ও উদ্যানটী ক্রয় করিয়া তাহাকে দিলে সে নিত্য নিয়মিত রূপে রাত্রিতে আগমন ও প্রাতে প্রতিগমন করিতে লাগিল।

সুখময় বসন্তঋতু সমাগত হইলে একদা সহসা মেঘসকল সঙ্কলিত হইয়া বিন্দুবিন্দু বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। নাতিপ্রভ বিদ্যুচ্চমকে দিগন্ত ঈষৎ স্ফুরিত ও মৃদু পবনে শাখীকুল মন্দমন্দ বেপতিত হইতে লাগিল। সঙ্ক্ষেপতঃ তাৎকালিক দৃশ্যটি অতি প্রিয়দর্শন হইয়াছিল। সেই সময়ে আমি গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নানাবর্ণের বহুবিধ সুরাপাত্রগুলি দেখিতে পাইলাম। অমনি পানেচ্ছা বলবতী হইলে দুই তিন চষক পান করিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে সুরাশক্তি ও কালোচিত নিসর্গশোভায় আয়ত্ত হইয়া সেই অচির ক্রীত উপবনের ভাব অন্তরে জাগরূক হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তদ্দর্শনে অধ্যবসায়িত হইলাম। দুর্ভাগ্যস্রোতঃ বহিতে আরব্ধ হইলে তৎপ্রতিকূলে চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। অতএব উপবনদর্শন লালসায় উল্লসিত হইয়া একজন পরিচারিণী সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। প্রথমতঃ সুড়ঙ্গ দিয়া যুবার বাটিতে পরে উদ্যানে গমন করিলাম। দেখিলাম স্থানটি বাস্তবিক স্বর্গতুল্য। বারিবিন্দু সকল শ্যাম কিশলয়ে সঙ্গত হইয়া মুক্তাখচিত হরিন্মণির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। পুষ্পবীথিকাসকল সেই অনাবৃত বাসরে অস্তকালীন রক্তিমবিলাসের মনোহারিণী কান্তি ধারণ করিয়াছিল এবং পূর্ণতোয় পয়ঃপ্রণালী ও জলাশয়পরম্পরা মুকুরফলক সদৃশ উদ্ভাসিত হইতে ছিল। সঙ্ক্ষেপতঃ আমি সেই কমনীয় উপবনমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে দিগন্ত-কলিত ধূসরতায় উপচীয়মান আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যরাশির প্রশংসা করিতে ছিলাম, এমন সময়ে সহসা দিবাবসান হইয়া নৈশ অন্ধকার বিস্রস্ত হইল। ঠিক এই মুহূর্ত্তেই আমি যুবকবরকে একটি প্রতোলীর

উপরে নয়নগোচর করিলাম। সেও আমাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে ও সমাদরে হস্তধারণপূর্ব্বক বিলাসমন্দিরে লইয়া গেল। সৌধটি এরূপ সুসজ্জিত যে, তথায় গতমাত্রেই উপবনসৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইলাম। অভ্যন্তরে আলোকচ্ছটার সীমানাই। চতুর্দ্দিকে সরসমহীরুহাকারে আধারদণ্ড সকল বিরাজমান, তদুপরি নানা বর্ণের বহুবিধ আলোকাধানে আলো জ্বলিতেছে। কোন স্থানে বিচিত্র অগ্নিক্রীড়া (বাজী) হইতেছে। তত্তাবতের তুলনায় আমাদিগের সাবন পূর্ণিমার সমারোহ তুচ্ছবোধ হয়।

এক্ষণে আকাশমণ্ডল মেঘমুক্ত হওয়াতে মৃগলাঞ্ছন কমলকুলিত দিব্যাঙ্গনার ন্যায় নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার উজ্জ্বল চমকে অন্তঃকরণ আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে যুবক কহিল, "আসুন, বারাণ্ডায় গিয়া বসি, তথা হহতে উদ্যানটী উত্তমরূপে দেখা যায়।" আমিও এরূপ নির্ব্বোধ যে, সেই শঠ যাহা বলিল, অবিচারে তাহাতেই স্বাভিমতি দিলাম। অবশেষে এপ্রকার উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম যে,ক্রমে তাহার সহিত চন্দ্রশালিকায় আরোহণ করিলাম। স্থানটী এত উচ্চ যে, সেখান হইতে নগরের সমস্ত গৃহ ও হট্টের আলোক পর্য্যন্ত দেখা যায়। তথায় যুবকের গলদেশ ধারণ করিয়া মনের উল্লাসে বসিয়া আছি, হঠাৎ কৃষ্ণবর্ণা একটী কিম্ভূতকিমাকার নারীমূর্ত্তি সুরাপাত্র হস্তে লইয়া উপস্থিত হইল। তাহার অপ্রতীক্ষাত ধৃষ্ট ব্যবহারে আমি যার-পর-নাই অসন্তুষ্ট হইলাম। ব্যগ্রতার সহিত যুবাকে জিজ্ঞাসিলাম, "এই অপরূপ প্রেতিনীমূর্ত্তিটী কে? তুমি এ শূকরীকে কোথায় পাইলে?" সে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, "আপনার বদান্যতাগুণে উদ্যানসহ এই কিঙ্করীটী ক্রীত হইয়াছে।" ভাবগতিকে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সেই শূকরীর প্রতি চতুষ্পদের অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং বিরক্ত হইয়া নীরবে রহিলাম।

মুহূর্ত্তে হৃদয় অঙ্কুশভ্রষ্ট ও অন্তরাত্মা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আবার যখন দুরাত্মা কুলটাকে আমার সখিত্বে নিয়োজিত করিয়া দিল, তখন ক্রোধে শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল, এবং বায়সের সহিত এক পিঞ্জরে রুদ্ধ হইলে শারিকার যেরূপ দশা হয়,আমারও সেইরূপ হইল। আমি স্থানটি শীঘ্র ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলাম। কিন্তু সুযোগ পাইলাম না। বিস্তারে প্রয়োজন নাই, সেই প্রেতিনী যে সুরা আনিয়াছিল, তাহা পানকরিবামাত্র মনুষ্য পশুত্বে পরিণত হয়। সেই হলাহল সে যুবাকে দুই তিন পাত্র পান করাইল, আমিও যুবার অনুরোধে অর্দ্ধপাত্র পান করিলাম। অতঃপর সেই কুল-পাংশুলা পানোন্মত্ত হইয়া পশুবৎ স্বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইলে যুবাও বিহ্বল হইয়া তাহার সহিত নিতান্ত অভব্য জুগুপ্সিত লীলাকৌতুক প্রদর্শন করিতে লাগিল। দেখিয়া আমার এরূপ লজ্জা বোধ হইল যে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতাম। কেবল অনুরাগের পরবশ হইয়া আমি কিছু বলিলাম না। কিন্তু দুরাত্মা আমার সেই সহ্যগুণের মূল্য জানিল না; বরং এখনও পর্য্যন্ত তাহার যাহা কিছু জ্ঞান ছিল, সুরার বিঘোরে আরো দুই চষক পান করিয়া তাহাও নষ্ট করিল এবং আমার সহিত নিতান্ত অভব্য অযথাভাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। অবশেষে দুর্জ্জেয় রিপুর উচ্ছ্বাসে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই ভৈরবী মূর্ত্তির সহিত কদর্য্য রুচির অঙ্গভূত সমস্ত কৃত্যই সমাপন করিল। প্রেতিনীটা আবার নানা প্রকার হাবভাব রঙ্গভঙ্গ করিতে লাগিল। উভয়ের মিলনটি হইয়াছিল ভাল। অবিদ্যাটী নির্লজ্জের শেষ, মহাপুরুষটি অদ্বিতীয় কৃতঘ্ন।

আমার তদানীন্তন মনের ভাব, বাক্যে নয়, হৃদয়েই অনুভূত হইতে পারে। "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল" ভাবিয়া আমি কেবল আপনাপনি ধিক্কার দিতে লাগিলাম। ক্রমে ধৈর্য্যচ্যুত হইল। ক্রোধে

আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, বোধ হইল আমি যেন মৃদঙ্গারজ্বালায় নিপতিত হইয়াছি। এই সময়ে একটী কিম্বদন্তী মনে পড়িল যে, "বলীবর্দ্দ যতক্ষণ পদাঘাত না করে, বহ্যদ্রব্য অবতারিত হইয়াছে কিনা, ততক্ষণ কেহই দেখেনা।" এই কথা বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। এই আচরণে উন্মত্ত যুবা নিজ সর্ব্বনাশ সিদ্ধান্ত করিয়া, বিশেষতঃ আমার প্রতি অদ্যকার এই অবমাননার পরিণামে কল্য তাহার প্রতি কিরূপ আচরণ করা হইবে ভাবিয়া ভয়ে অভিভূত হইল এবং সেই বর্ষীয়সীর সহিত পরামর্শ করিয়া আমি তাহার হস্তচ্যুত হইবার পূর্ব্বেই আমার অস্তিত্বলোপের সঙ্কল্প করিল। পরে গললগ্নী-কৃতবাস হইয়া আমার পদদ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ অবরোপণ করিয়া বিনীত ভাবে ক্ষমা-প্রার্থনা করিল। আমিও তাহার প্রেমে এরূপ অন্ধ হইয়াছিলাম যে, ঘরট্টযন্ত্রের ন্যায় সে যে দিকে আমাকে ঘুরাইল, আমি সেই দিকেই ঘুরিতে লাগিলাম এবং ক্রমে ক্রোধশান্তি হইলে তাহাকে মার্জ্জনা করিয়া পুনর্ব্বার আসনগ্রহণ করিলাম। তখন সে আবার সেই তেজস্করী সুরা দুই তিন পাত্র পান করিল। অনুরোধে পড়িয়া আমিও কিঞ্চিৎ পান করিলাম। একেই শরীর ক্রোধে জ্বলিতেছিল, আবার তাহাতে তাদৃশ উগ্র মদিরাসেবন, সুতরাং শীঘ্রই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। তখন সেই কৃতঘ্ন নৃশংস নরাধম আমাকে বধার্থ তরবারের আঘাত করিল। ভাবিল আমার প্রাণচেষ্টা শেষ হইয়াছে; কিন্তু আঘাতে মত্ততার ঘোর দূরীকৃত হওয়াতে আমি নেত্র উন্মীলিত করিয়া কহিলাম, উত্তম হইয়াছে; আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তেমনই ফল পাইলাম। কিন্তু তুমি অবৈধরূপে আমার রক্তপাত করিয়াছ. অতএব পরিণামে সাবধান হইও। আর আমার বস্ত্রাদি হইতে রক্ত ক্ষালিত করিও, নতুবা এ অবস্থা দেখিলে কেহ না কেহ বাদী

হইয়া তোমার শক্রতা করিতে পারে। যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, এ রহস্য প্রকাশ করিওনা। আরো জানিও যে, এই মৃত্যু সময়েও আমি তোমাকে ভিন্ন জানিনা।,, এইকথা বলিয়া তাহাকে ঈশ্বরহস্তে সমর্পণকরত অতিরিক্ত রক্তস্রাবহেতু মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলাম। তাহার পরে কি হইল, বলিতে পাঁরি না। বোধ হয়, হত্যাকারী আমাকে মৃতবোধে সিন্ধুকে আবদ্ধ করিয়া নগরের প্রাচীরে ঝুলাইয়া দিয়াছিল; তাহা তোমার অগোচর নাই।

আমি সঙ্কল্পেও কখন কাহারো অনিষ্টচেষ্টা করিনাই। তথাপি আমার অদৃষ্টে এই সমস্ত দুর্ঘটনা লিখিত ছিল। প্রাক্তনলিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? আমার চক্ষুই এই সমস্ত বিড়ম্বনার হেতুভুত। শারীর সৌষ্ঠবে যদি আমার অনুরাগ নাথাকিত,তাহা হইলে কদাপি সেই পাষণ্ড হইতে তাদৃশ অনর্থপাত হইত না। বিধাতার নির্ব্বন্ধ; যখন রক্তাসারে ভাসিতেছিলাম, তিনিই তোমাকে আনিয়া দিলেন, সুতরাং আমার জীবন রক্ষা হইল। এখন ভাবিলে লজ্জা হয় যে,তদ্বিধ অবমাননার পরে আমাকে জীবনধারণ করিতে ও অন্যের নিকট মুখ দেখাইতে হইবেক। কিন্তু কি করি, মৃত্যু কাহারও আয়ত্ত নয়। ঈশ্বর আমাকে বধ করিয়াও পুনর্জ্জীবিত করিলেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ভবিতব্যতায় আরো কি লিপিবদ্ধ আছে।

তোমার সেবাশুশ্রূষায় যথেষ্ট ফল দর্শিয়াছিল। কারণ তাহাতেই আমি তাদৃশ আঘাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। এমন কি তুমি আমারই জন্য সমস্ত সম্পত্তি ও জীবনপর্য্যন্ত পণ করিয়া আহ্লাদের সহিত যথাসর্ব্বস্ব অপবাহিত করিয়াছিলে। এই সময়ে আমি তোমার অর্থকৃচ্ছ্র ও মানসিক বৈকল্য দর্শনে তোমাকে পত্রী প্রদান করিয়া কোষাধ্যক্ষ সিদ্ধিবাহারের নিকটে পাঠাই। পত্রে কেবল ইহাই লিখিত ছিল, "আমি এখানে নির্ব্বিঘ্নে আছি। তুমি আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় পরমারাধ্যা

জননীঠাকুরাণীর নিকটে বিবৃত করিবে।,, সিদ্ধি তোমার হস্তে যে সমস্ত সুবর্ণপূর্ণ মুদ্রাকোষ প্রেরণ করে, সে কেবল আমরাই ব্যবহার জন্য। পরে তোমাকে যখন মণিমাণিক্য ও বেশ-ভূষাদি আহরণজন্য ইউজফের বিপণীতে পাঠাই, তখন ভাবিয়া ছিলাম যে, অপরিচিতের সহিত আলাপ করা বণিকের স্বভাব-সিদ্ধধর্ম্ম। অতএব তোমার সহিত সখ্যতাস্থাপন ও নিজ গরিমা প্রদর্শনজন্য তোমাকে সে অবশ্যই নিমন্ত্রণ করিবে। ফলে আমার সেই অনুমান ব্যার্থ হয় নাই। পরে যখন তুমি তাহার নিকটে বাগ্‌দত্ত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমার নিকট তাহার নির্ব্বন্ধ ও নিমন্ত্রণের বিষয় উল্লেখ করিলে, তখন আমার আনন্দের সীমা রহিল না। কারণ তাহা হইলে তুমিও তাহাকে প্রতিনিমন্ত্রণ ও সেও আগ্রহপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিবে। এই জন্যই আমি ত্বরায় তোমাকে তাহার সকাশে পাঠাইয়া ছিলাম। তিনদিন পরে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করত বিলম্ব হেতু লজ্জিত হইয়া যখন তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তখন তোমাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলাম, "চিন্তা কি ? সে ব্যক্তি বিদায় না দিলে তুমি কিরূপে আসিতে পার। তবে একটী অন্যায় করিয়াছ। কোন্‌কালে প্রতিশোধ করিব বলিয়া কাহারও নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকা বৈধ নহে। তাহাকে আহ্বান করা তোমার কর্ত্তব্য ছিল। এক্ষণে যাও, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গে লইয়া আইস।" পরে তুমি চলিয়া গেলে, আমি ভাবিলাম, ভোজের উপযোগী আয়োজনত কিছুই নাই। যদি বণিক আইসে, কি করা যাইবে। সৌভাগ্যক্রমে বহুকালাবধি এ দেশের এই একটী প্রথা আছে যে, রাজাকে প্রাদেশিক কার্য্যকলাপের তত্ত্বাবধারণ ও রাজস্ব সংগ্রহজন্য বৎসরের মধ্যে আট মাস বাহিরে ও বর্ষার চারি মাস রাজধানীতে থাকিতে হয়। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে,

দেশাধিপতি (এই হতভাগিনীর পিতা) স্থানীয় বন্দোবস্ত জন্য দুই তিন মাস রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব এই সুযোগে সিদ্ধিবাহার তোমার গমনের অব্যবহিত পরেই আমার অবস্থার বিষয় রাজমহিষীর (আমার জননীর) নিকটে বিবৃত করিল। আমিও নিজ দুষ্কৃতিহেতু লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন ও সমুদয় ঘটনা যথাযথ বর্ণন করিলাম। জননী অপত্য-স্নেহ ও নিজ স্বভাব সিদ্ধ সরলতার পরতন্ত্র হইয়া আমার অনুদ্দেশবার্ত্তা সাধ্যমতে সংগোপনের প্রয়াস পাইলেন। পরিণামে ঈশ্বর যাহাই করুন, আপাততঃ আমার দোষ সকল রাষ্ট্র হওয়া অনুচিত বোধে তিনি তত্তাবৎ নিজ হৃদয়েই পোষণ করিয়া গোপনে কেবল আমারই অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। এক্ষণে আমাকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া ও আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী অবগত হইয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "মন্দভাগিনি! তুমি যখন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সিংহাসনের গৌরব ও সম্ভ্রমলোপ করিয়াছ, তখন তোমার মৃত্যু হইল না কেন? তোমার অভাবে যদি আমাকে মৃত্যুর পাষাণময়ী শয্যায় পাতিত হইতে হইত, তাহাও অকাতরে সহ্য করিতাম। এখনও অনুতাপের সময় আছে। অদৃষ্টে যে কিছু দুর্ঘটনীয় ছিল, ঘটিয়া গিয়াছে। অতঃপর কি করিবে স্থির করিয়াছ? জীবন-ধারণ না শরীর-পতন।" আমি অতিশয় লজ্জাসহকারে প্রতিবাদ করিলাম, "মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প বটে, কিন্তু হতভাগিনীর ললাটে তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই। দুঃখে অপমানে জীবনধারণজন্যই আমি তাদৃশ বিপজ্জাল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। আর যদিও কলঙ্কের চিহ্নে আমার ললাটদেশ অঙ্কিত হইয়াছে বটে, তথাপি আমি এমন কোন অপরাধ করি নাই যে, তজ্জন্য জনকজননীকে অপদস্থ হইতে হয়। আমার কেবল এই দুঃখ যে, দুরাত্মদিগের দুষ্কৃতের প্রতিফল দিতে পারিলাম

না। আমি কিনা এইরূপ মনঃকষ্টে রহিয়াছি, আর তাহারা স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতেছে। হায়! রাজকন্যা হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিতে পারিলাম না। এক্ষণে শ্রীচরণের একটী মাত্র প্রসাদ যাচ্ঞা করি; আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক কোষাধ্যক্ষকে বলিয়া আমার গৃহে ভোজের উপযোগী একটী আয়োজন করিয়া দেন, তাহা হইলে নিমন্ত্রণচ্ছলে দুরাত্মদ্বয়কে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের দুষ্ট চিকীর্ষিতের অনুরূপ প্রতিফল প্রদান করিতে পারি। আমাকে যেমন অনিলতা উন্নমিত করিয়া আঘাত করিয়াছে, আমিও সেই রূপে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রতিহিংসাশিখা নির্ব্বাপিত করিব, অন্যথা সেই অনলেই আমাকে ভস্মীভূত হইতে হইবে।" এই বাক্য শ্রবণে জননী বাৎসল্যপ্রণোদিত হইয়া আমার সমস্ত দোষ হৃদয়ে নিহিত করিলেন এবং আমার সমগ্র গুহ্য ঘটনার সহকারী সেই খোজাকে দিয়া উৎসবোচিত সমস্ত উপাদান পাঠাইয়া দিলেন। প্রয়োজনমত পরিচারিকাদিও আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সায়ংকালে তুমি যুবাকে লইয়া সমাগত হইলে। আমার ইচ্ছা কুলটাও সঙ্গে থাকে। এজন্য তাহাকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলাম। পরে সে আসিলে সভাস্থ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইয়া উঠিল, তুমিও মাদকতায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলে। তখন আমি সেই দুরাত্মদিগের শিরশ্ছেদজন্য একজন পুররক্ষিকাকে অনুমতি করিলে, সে তৎক্ষণাৎ অসি কোষমুক্ত করিয়া উভয়ের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিল।

তোমার প্রতি আমার ক্রোধের কারণ এই যে, আমি তোমাকে অতিথিগণের সমুদাচরণ কার্য্যেই নিযুক্ত করিয়াছিলাম, অচির-পরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত পানোন্মত্ত হইতে অনুমতি প্রদান করি নাই। সুতরাং তোমার মূঢ়োচিত আচরণে অতিশয় অসন্তুষ্ট

হইলাম। যাহারা সুরাপানে উদ্ভ্রান্ত হইয়া জ্ঞান হারায়, তাহাদিগের নিকট কি কোন বিষয়ে দৃঢ়তার আশা করা যাইতে পারে? কেবল তোমার পূর্ব্বোপকারের প্রতিক্রিয়ার্থ আমি তোমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিলাম। এই আমার সমস্ত বৃত্তান্ত আমূলতঃ বর্ণিত হইল। আর কোন প্রশ্ন করিও না। এক্ষণে আমি যেমন তোমার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া তোমার সকল বাসনাই পূর্ণ করিলাম, তেমনই তোমাকে আমারও অভিলাষ সিদ্ধ করিতে হইবেক। আমার বিবেচনায় এ নগরে অবস্থান করা আমাদিগের কাহারো পক্ষে সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে তুমি আমার প্রভু, যাহা সদ্বিবেচনা হয় কর। হে দেবনিষ্ঠ তাপসগণ! রাজনন্দিনী এইরূপে আত্মবৃত্তান্ত বিবরিত করিলেন। আমি তাঁহার প্রণয়-বাগুরায় জড়িত হইয়াছিলাম ও সর্ব্বান্তঃকরণে তদীয় ইচ্ছাকে সারাৎসার বলিয়া বোধ করিতাম। অতএব কহিলাম, "বরণীয়ে! আপনার উপদেশই আমার শ্রেয়ঃকল্প, আমি অবিচারে আপনার সমস্ত মনোরথ সাধন করিব।

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজবালা আমাকে তদীয় পরামর্শানুরূপ কার্য্যে উদ্যোগী ও সমুৎসুক দেখিয়া রাজকীয় মন্দুরা হইতে দুইটী বলিষ্ঠ এবং দ্রুতগামী অশ্ব আনয়নপূর্ব্বক প্রস্তুত রাখিতে অনুমতি করিলেন। আমিও তথায় গমন করিয়া অভিমত অশ্বযুগল নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সুসজ্জিত করিয়া গৃহে লইয়া আসিলাম। পরে কয়েক দণ্ড রাত্রি আছে, এমন সময়ে রাজসীমন্তিনী পুরুষের বেশভূষা ও আয়ুধ পরিগ্রহ করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন: দেখিয়া আমিও নানাবিধ প্রহরণ ধারণ করিয়া অপরটীতে আরোহণপূর্ব্বক তৎসমভিব্যাহারে গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলাম। রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা বিশাল একটী জলাশয়ের পুলিনদেশে উপনীত হইলাম। তথায় অশ্ব হইতে অবরোহণপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য ও ভোজনাদি সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম। রাজপুত্রী মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, "দেখ! আমি তোমার জন্য লজ্জা শরম সম্পদ স্বদেশ ও জনকজননী—সকলই পরিহার করিয়াছি। এক্ষণে যেন আমাকে সেই পূর্ব্বকথিত শঠের ন্যায় কৃতঘ্নতাচরণ করিও না।" আমি কখনবা অধ্বক্লেশ নিবারণজন্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলাম, আর কখনবা তাঁহার সংশয় নিরাকরণমানসে প্রশ্নোত্তরে কহিলাম, "সকল মনুষ্য একরূপ নহে। বোধ হয় সেই পামরের জন্মগত দোষ ছিল, তাহাতেই সে তাদৃশ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার উদ্দেশে এই অবৈতনিক ভৃত্য জীবন-সর্ব্বস্ব উৎসর্গিত করিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন যিনি তাহাকে সর্ব্ব-বিধায়ে উন্নমিত করিয়াছেন, তিনি যদি তাহার চর্ম্মে পাদুকা নির্ম্মাণ করিয়াও পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তথাপি তাহার

আপত্তি নাই।" এইরূপ কথোপকথনে সময়াতিবর্ত্তন ক্রমে আমরা দ্রুতবেগে দিবারাত্রি চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইয়া একএকবার অবতরণ পূর্ব্বক বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া চকমকির অগ্নিতে আহার্য্য প্রস্তুত করত সঙ্গে যে লবণ ছিল, তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া আহার করিলাম। ভোজনব্যাপকালে ঘোটক দুইটিকে কবিকমুক্ত করিয়া দিতাম। তাহারা মহানন্দে তৃণাদি ভোজন করিয়া ক্ষুধাশান্তি করিত। অতঃপর একদিন আমরা বহুবিস্তৃত একটি প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্ষেত্রটি সমতল, কিন্তু বিজন। সেই মনুষ্যসমাগমশূন্য শঙ্কুর প্রদেশেও কেবল একমাত্র নৃপালতনয়ার সহবাসহেতু দিবামান উৎসবময় ও তমস্বিনী মধুময়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

গমনের বিশ্রাম নাই; আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে প্রকাণ্ড একটী পয়োরাশির সমীপবর্ত্তী হইলাম। দৃশ্যটী এরূপ লোমহর্ষণ যে দর্শনমাত্রেই অতি নির্ভীক চিত্তেও চাপল্য জন্মে। তীর হইতে যতদূর দৃষ্টি সঞ্চালিত হইতে পারে, অখণ্ড জলরাশি ব্যতীত আর কিছুই নেত্রগোচর হয়না। আমি সেই অম্বুরাশির কূল কিম্বা নাম কিছুই জানিতে পারিলাম না। তখন "হা ভগবন্! কিরূপে এই দুস্তর পারাবার অতিক্রম করিব, এই বলিয়া সেই নিদারুণ ঘটনার বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, রাজপুত্রীকে এইস্থানে রাখিয়া নৌকার চেষ্টায় গমন করি, তিনি ও ইত্যবসরে বিশ্রামসেবায় ভ্রমণক্লেশশান্তি করুন। অনন্তর তাহাই পরিকল্পনা করিয়া রাজনন্দিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "রাজকুমারি! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পারের কোন একটা উপায় করি।,, তিনি কহিলেন, "যাও, আমি একান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়াছি। তুমি প্রাবাহাতিক্রমহেতু উপয়ান্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমি এইস্থানে

বসিয়া আরামলাভ করিব। সেইস্থানে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষটি এরূপ প্রকাণ্ড যে, তলদেশে এককালে সহস্র ঘোটক আশ্রয় গ্রহণ করিলেও রৌদ্র কিম্বা বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয় না। রাজবালাকে সেইস্থানে রাখিয়া আমি নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পরে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া প্রবাহমধ্যে কি তৎসন্নিহিত প্রদেশে মানুষের কোন নিদর্শন না পাইয়া অবশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলাম, কিন্তু রাজকন্যাকে দেখিতে পাইলাম না। তন্মুহূর্ত্তে অন্তঃকরণ যে কি ভাবে পর্য্যায়িত হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বর্ণন করিব। ইন্দ্রিয় সকল আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া রাজবালার অন্বেষণকল্পে কখন বৃক্ষারূঢ় হইয়া পত্রেপত্রে শাখায়শাখায় সন্ধান করিতে লাগিলাম; কখন অধঃপতিত হইয়া বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম; কখন শোকে রোদন করিতে করিতে তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলাম; কখনবা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে উত্তর হইতে দক্ষিণে দৌড়িতে লাগিলাম। সঙ্ক্ষেপতঃ আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া সকল স্থানেই অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু যখন কুত্রাপি সেই দুর্লভ রত্নের উদ্দেশ পাইলাম না, তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। অতঃপর কথঞ্চিৎ চেতিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ভাবিলাম, হয়ত কোন প্রেতযোনি আমার বক্ষঃস্থলে শল্যবিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া থাকিবে, কিম্বা তাঁহার স্বদেশীয় কোন ব্যক্তি সন্ধান পাইয়া অনুসরণ করিয়াছিল, পরে তাঁহাকে একাকিনী পাইয়া স্বদেশপ্রতিগমনের প্রবৃত্তি দিয়াছে।

ইত্যাকার চিন্তায় অভিভূত হইয়া আমি বেশভূষা ত্যাগ করত যোগীবেশ ধারণ এবং সেই প্রাণময়ীর অন্বেষণ জন্য সিরিয়া দেশে গমন করিলাম। তথায় উদয়াস্ত পর্য্যন্ত চারিদিকে পর্য্যটন করিতাম

এবং যেখানে রাত্রি হইত, সেই খানেই শয়ন করিয়া থাকিতাম। এইরূপে কয়েকদিন সিরিয়ার অন্তস্তল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার কোন উদ্দেশ কি কাহারও নিকট কোনরূপ সন্দেশ পাইলাম না এবং তাঁহার সহসা এরূপে অদৃশ্য হইবার কারণ কি, অনুধাবন করিতে পারিলাম না। অবশেষে নৈরাশ্যে জীবনাশা বিসর্জ্জন দিয়া বনাকীর্ণ একটী পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিলাম। বাসনা, তথা হইতে নিপতিত হইলে প্রস্তরাঘাতে মস্তিষ্কচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাহাহইলেই এই ক্লেশকর স্থিতিক্রম পর্য্যবসিত ও বর্ত্তমান দুঃখভার অপবাহিত হইবে। এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া লম্ফ প্রদানের উপক্রম করিতেছি, সহসা কে আমার হস্ত ধারণ করিল। তখন কথঞ্চিৎ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সম্মুখে একটী অশ্বারোহিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর করিলাম। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত। তিনি আমাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কি জন্য মৃত্যুকামনা করিতেছ? ঐশিক প্রসাদ লাভে হতাশ হওয়া পৌরুষেয় নহে। যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস বহিবে, তাবৎ আশা ত্যাগ করা উচিত নয়। অত্র সিরিয়া প্রদেশে তুমি অতি শীঘ্র আর তিনজন উদাসীনকে দেখিতে পাইবে। তাঁহারাও তোমার ন্যায় দৈব দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া অনুরূপ ক্লেশে বিড়ম্বিত হইয়াছেন। এদেশের রাজার নাম আজাদবক্ত, তিনিও মনোবেদনায় কাতর আছেন। যখন তোমার ও প্রস্তাবিত পরিব্রাজকগণের সহিত রাজার সাক্ষাৎকার হইবে, সেই সময়ে তোমাদের স্ব স্ব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক।" আমি এইকথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্বর্গীয় দূতের চরণলগ্ন অঙ্কুশ ধারণ করিলাম এবং তাহা চুম্বন করিয়া কহিলাম, দেবদূত! আপনার এই কয়েকটী কথায় আমার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইয়াছে, এক্ষণে অনুকম্পা প্রকাশিয়া বলুন, আপনি কে, ও আপনার নাম কি? তিনি কহিলেন

আমার নাম মর্ত্তজ-আলি, দুস্থদিগকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করাই আমার চিকীর্ষিত। এই কথা বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। বিস্তারে প্রয়োজন নাই, আমি সেই বিপত্রাতার প্রমুখাৎ এই সুখময়ী বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দে কনষ্টাণ্টিনোপোল যাত্রা করিলাম এবং পথিমধ্যে প্রাক্তনবিহিত নানা সঙ্কট অতিবর্ত্তন করিয়া পরমাত্মার প্রসাদে রাজবালাকে পুনর্ব্বার লাভ করিবার সঙ্কল্পে সৌভাগ্য ক্রমে আপনাদের দর্শনলাভ করিয়াছি। অদ্য সেই প্রত্যাদিষ্ট মিলন সংঘটন ও পরস্পরের আলাপ পরিচয় হইয়াছে। এক্ষণে রাজা আজদবক্তের সহিত পরিচয় হইলেই আমাদিগের পঞ্চজনের মনোভিলাষ পূর্ণ হয়। হে শুদ্ধসত্ত্ব যোগীগণ! আপনারাও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন যেন, তাহাই হয়। হে পাবিত্রাত্ম উপদেষ্টৃগণ? এই পরিব্রাজকের অদৃষ্টে যে সমস্ত বিড়ম্বনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তত্তাবৎ অবিকল বিবরিত হইল। এক্ষণে দেখা-যাউক, রাজপুত্রীর বিরহজনিত দুঃখ ও ক্লেশপরম্পরা কতদিনে প্রীতি ও আনন্দে অন্বর্থ হয়। আজাদ্‌বক্ত একান্তে আসীন হইয়া দ্বিতীয় পরিব্রাজকের বিবরণ শ্রবণমানসে নীরবে রহিলেন।

ইতি পঞ্চম পরিচ্ছেদ।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় উদাসীনের বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় উদাসীন সচ্ছন্দ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

শুন শুন যোগিগণ ! মম বিবরণ।
আমূলতঃ বলিতেছি করহে শ্রবণ।
বৈদ্যের অসাধ্য ব্যাধি, নাহি প্রতীকার।
উপশম—সীমাতিগ যাতনা আমার ॥

হে চীরধারীগণ ! এই হতভাগ্য পারস্যদেশীয় রাজপুত্র। সকল কলায় বিশারদ ব্যক্তিগণের জন্মভূমি বলিয়া ইস্পাহান নগর (পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী) ধরিত্রীর অর্দ্ধকল্প রূপে আখ্যাত হইয়া থাকে। সপ্তদ্বীপমধ্যে তাদৃশ প্রাচীন রাজ্য আর নাই। সপ্তগ্রহমধ্যে প্রধানতম অতিবলীগ্রহ তথায় সর্ব্বথা অনুকূল। তথাকার জলবায়ু স্ফূর্ত্তিকর এবং অধিবাসিগণ সুশ্রী ও শিষ্টাচার। আমার পিতা (পারস্যের রাজা) আমাকে রাজনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য শৈশবাবস্থাতেই নানা কলা ও শাস্ত্রবিশারদ বিজ্ঞ অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পণ করেন। সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে সুষ্ঠুরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি অল্পকাল মধ্যেই বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিলাম। ভগবানের প্রসাদে চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমি সমস্ত দর্শনশাস্ত্র, আলাপবৈদগ্ধ্য ও ভদ্ররীতিপদ্ধতি এবং নরপালগণের জ্ঞাতব্য তাবদ্বিষয় প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষা করিলাম। পণ্ডিতগণের সংসর্গে থাকিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ রাজপুত্র, যোদ্ধা ও ভিন্নভিন্ন দেশের ইতিহাসশ্রবণে আমার অধ্যবসায় সূচিত হইত। একদা জনৈক পুরাবৃত্তবিৎ বহুদর্শী পণ্ডিতবর

আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, যদিও মানব জীবনে আস্থা-নাই, তথাপি তাহাতে এরূপ উৎকৃষ্ট পুরুষার্থপরম্পরা নিহিত আছে যে, তজ্জন্য শেষ বিচারের দিন কাহারো কাহারো নাম প্রতিষ্ঠার সহিত কীর্ত্তিত হইবেক। আমি সেই সদ্‌গুণগ্রামের অনুকরণমানসে শুশ্রুষু হইয়া তাঁহাকে সেই যশোধনগণের কৃতিত্ব বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি হাতেমতাইয়ের প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন, "হাতেমের সমকালে আরবদেশে নাউফল নামে রাজা ছিলেন। রাজার হাতেমের প্রতি তদীয় সুকৃতি-প্রতিষ্ঠাজন্য বিজাতীয় শত্রুতা ছিল। এজন্য একদা কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ-করত যুদ্ধার্থী হইয়া তিনি হাতেমের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। হাতেম নিতান্ত শিষ্টপ্রকৃতিক ছিলেন এবং ঈশ্বরকে ভয় করিতেন। অতএব ভাবিলেন, "আমিও যদি যুদ্ধসজ্জা করি, তাহা হইলে বিস্তর রক্তপাত ও ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকুলের ধ্বংস হইবে, সুতরাং আমার প্রতি তাঁহার কোপ সূচিত হইবেক।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত পরিত্যাগকরত কেবল জীবনমাত্র লইয়া হাতেম পলায়ন করিলেন এবং পর্ব্বত গুহায় গিয়া লুক্কায়িত রহিলেন। রাজা হাতেমের পলায়নবার্ত্তা প্রাপ্তিমাত্রে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি হাতেমকে ধৃত, করিয়া আমার নিকটে আনয়ন করিবে, তাহাকে পঞ্চশত সুবর্ণ পারিতোষিক প্রদত্ত হইবেক। এই ঘোষণা শ্রবণে সকলেই পুরস্কারলোলুপ হইয়া পলায়িতের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদা জনৈক বর্ব্বর নিজ বনিতা ও শিশুত্রয় সঙ্গে লইয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে করিতে যে স্থানে হাতেম লুক্কায়িত ছিলেন, সেই খানে গিয়া ইন্ধনখণ্ডসকল চয়ন করিতে লাগিল। এই সময়ে বর্ষীয়সী বলিতে লাগিল, যদি ভাগ্য অনুকূল হইত তাহা-হইলে হাতেমকে ধৃত করিয়া নাউফলের নিকটে লইয়া যাইতাম ও

পাঁচশত সুবর্ণ পুরস্কার লাভ করিয়া উপস্থিত ক্লেশ ও যন্ত্রণাজাল হইতে মুক্ত হইয়া সুখে সচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিতে পারিতাম। প্রাচীন কাষ্ঠজীবী বলিল, "তুমি কি বলিতেছ? অদৃষ্টের লিপি অনুসারে আমাদিগকে নিয়ত কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া মস্তকে গ্রহণকরত হট্টে গিয়া বিক্রয় ও তল্লব্ধমুল্যে আহার্য্য ও লবন আহরণ করিতে হইবেক, অথবা একদিন সকলকেই সিংহের উদরসাৎ হইতে হইবেক। এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়া আপনার কার্য্য কর। হাতেমই বা কেন আমাদের হস্তে পতিত হইবেন, আর রাজাই বা কিজন্য পারিতোষিক দিবেন?" বৃদ্ধা একথায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে রহিল। হাতেম তাহাদের কথোপকথন সকলই শুনিলেন। ভাবিলেন, এই দুস্থদিগের ভাগ্যোন্নতি ও মনোরথ পূরণের প্রকৃত অবসর উদিত হইয়াছে,অতএব সামান্য প্রাণ রক্ষার্থ তাহাতে উপেক্ষা করিয়া এস্থানে লুক্কায়িত থাকা দয়া বা মনুষ্যোচিত কর্ম্ম হইতেছেনা। ফলতঃ যাহার শরীরে দয়া নাই, সে মনুষ্য নহে, আর যাহার স্নেহ মমতা নাই, সে পশুহন্তা (কশাই)।

সাধিতে দয়ার কার্য্য নরের সৃজন।
দেবেতে অভাব নাই করিতে সাধন॥

অবশেষে মহাত্মা হাতেম আর গুহামধ্যে থাকিতে পারিলেন না। কাষ্ঠজীবীর কথোপকথন শুনিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! আমিই হাতেম, আমাকে নাউফলের নিকটে লইয়া চল। আমাকে দেখিলে তিনি তোমাকে অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান করিবেন।" কাষ্ঠজীবী কহিল, "সত্য, এরূপ করিলে আমার উন্নতি ও সুখসাধন হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি আপনাকে কি রূপ আচরণ করিবেন তাহা কে জানে? যদি আপনার প্রাণবধ করেন, তখন আমি কি করিব? অতএব অর্থলোভে আপনাকে কখনই শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ সেই অর্থেই বা আমার কতদিন

চলিবে, আর কত কালই বা জীবিত থাকিব ? মৃত্যু হইবেই হইবে। তখন ঈশ্বরের নিকটে কি বলিয়া প্রতিবাদ করিব ?" হাতেম নির্ব্বন্ধ-সহকারে কহিলেন,"তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি স্বইচ্ছায় যাইতেছি। ধন দিয়াই হউক আর জীবন দিয়াই হউক, লোকের উপকার করাই আমার হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য। কেননা তদপেক্ষা সৎকর্ম্ম আর নাই।" কিন্তু বৃদ্ধ পুরস্কারপ্রত্যাশায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে কোনমতেই সম্মত হইল না। তখন তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিলেন, "তুমি যদি আমাকে লইয়া না যাও, আমি স্বয়ং রাজার নিকটে গিয়া বলিব, তুমিই আমাকে পর্ব্বতকন্দরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে।" বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, "যদি ভাল করিতে গিয়া মন্দ হয়, তবে জানিলাম আমার অদৃষ্ট মন্দ।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কতকগুলি লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিল এবং হাতেমকে চিনিতে পারিয়া রুদ্ধ করিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধও দুঃখিত মনে নীরবে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। অতঃপর সকলে রাজসন্নিধানে উপনীত হইলে নাউফল জিজ্ঞাসিলেন, হাতেমকে কে প্রথমে ধৃত করিয়াছে ? জনৈক দাম্ভিক বর্ব্বর স্পর্দ্ধা করিয়া কহিল, আমি ব্যতীত এরূপ কার্য্য আর কে করিতে পারে ? এই কৃতিত্ব আমারই, আমিই কীর্ত্তিপতাকা আকাশে রোপিত করিয়াছি। আর একজন গর্ব্বিত ভাবে বলিল, " আমি অনেক দিন অবধি বনেবনে অন্বেষণ করিতেছিলাম, পরে তথায় দেখিতে পাইয়া ইহাকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে বিচার করিয়া আমাকে অঙ্গীকৃত পারিতোষিক প্রদান করুন। এইরূপে সুবর্ণমুদ্রার লোভে প্রত্যেকেই বলিতে লাগিল, আমিই এই কার্য্য করিয়াছি ! কেবল সেই বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া তথাবিধ অহমহমিকা শ্রবণ করত হাতেমের নিমিত্ত নীরবে রোদন করিতেছিল।

এইরূপে যখন সকলেই নিজনিজ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতেছিল, হাতেম রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনি যদি প্রকৃত ঘটনাটী জানিতে চান, আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। ঐ যে বৃদ্ধটী কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আমি বলিতেছি, ঐ ব্যক্তিই আমাকে এস্থলে আনয়ন করিয়াছে। যদি বাহ্য ভাব দেখিয়া আভ্যন্তরিক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তবে সত্যের উচ্ছেদ করিয়া ইহাকে স্বীকৃত পুরস্কার প্রদান করুন। অবয়বের মধ্যে রসনা সমধিক মূল্যবান্। সেই জিহ্বাদ্বারা যাহা প্রতিজ্ঞা করা যায়, মনুষ্যমাত্রেরই তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর যদি সেই বাগযন্ত্র পশুদিগকে প্রদান করিতেন, তাহাহইলে মনুষ্য ও পশুতে কি ভেদ থাকিত? নাউফল বর্ষবরকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, যথার্থ ঘটনাটী কি বল? কে হাতেমকে ধৃত করিয়া আমার নিকটে আনিয়াছে? সেই সরলস্বভাব বর্ষীয়ান্ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল, হাতেম কেবল আমারই জন্য স্বইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন। নাউফল হাতেমের এই পুরুষোচিত কার্য্যে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; কহিলেন, কি আশ্চর্য্য বদান্যতা! হাতেম! তুমি পরের উপকারের জন্য নিজ জীবনের ও মায়া কর না? যাহারা হাতেমকে ধরিয়াছে বলিয়া মিথ্যা অহঙ্কার করিয়াছিল, রাজা তাহাদিগের হস্ত পশ্চাৎ দিকে বদ্ধ করিয়া ৫০০ শত সুবর্ণের পরিবর্ত্তে পাঁচশত পাদুকাঘাতে প্রাণবধ করিতে অনুমতি দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মস্তকে এরূপ পাদুকা প্রহার আরম্ভ হইল যে, সমস্ত কেশ উঠিয়া গেল।

মৃষাবাদের ন্যায় প্রত্যবায় আর নাই। ঈশ্বর সকলকেই এই বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করুন। অনেকেরই মিথ্যা কহিবার অভ্যাস আছে, অথচ ধরা পড়িলেই তাহারা আবার শাস্তিভোগ করিয়া

থাকে। নাউফল মিথ্যাবাদীদিগকে কর্ম্মোচিত দণ্ডবিধান করিয়া ভাবিলেন, যিনি এরূপ ঈশ্বর পরায়ণ, যাঁহার নিমিত্ত সহস্রসহস্র ব্যক্তি সুখী এবং যিনি দুঃখিগণের জন্য নিজ জীবনেও মমতা করেন না, তাঁহার সহিত বৈরঙ্গভাব নিতান্ত অপৌরুষেয়। তখন নিতান্ত অমায়িক ও বন্ধুভাবে হাতেমের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, হইবেনা কেন? এরূপ কার্য্য তুমি ভিন্ন কি অন্যে সম্ভবে? অতঃপর তাঁহাকে সম্মানের সহিত আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া অপহৃত ধনসম্পত্তি সমস্ত প্রত্যর্পণ করত পুনর্ব্বার তাই জাতির অধিনায়ক করিয়া দিলেন এবং বৃদ্ধকে রাজকোষ হইতে অঙ্গীকৃত সুবর্ণ প্রদানের অনুমতি করিলেন। সে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিল।

আমি (২য় উদাসীন) হাতেমের মহানুভাবতার বৃত্তান্ত আকর্ণন করিয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম, হাতেম আরবদিগের সম্প্রদায়বিশেষের অধ্যক্ষ হইয়া কেবল একটী-মাত্র সৎকর্ম্মের নিমিত্ত এরূপ বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, অদ্যাপি উহা সমাজে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে; আর আমি ঈশ্বরানুগ্রহে সমগ্র পারস্যদেশের অধিপতি হইয়া যদি অনুরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারি, তবে তাহার ন্যায় আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাস্তবিক সংসারে দয়ার সদৃশ গুণ নাই। মনুষ্য ইহলোকে যাহা কিছু দান করেন, পরলোকে তাহার ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একটী মাত্র বীজ রোপণ করে, সে পরিণামে বিস্তর ফললাভ করিয়া থাকে। এইরূপ চিন্তায় অবগাঢ় হইয়া পুর-রক্ষককে আহ্বান করত কহিলাম, "পুরীর বহির্ভাগে অবিলম্বে এমন একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে যে, তাহাতে অতি উচ্চ চল্লিশটী তোরণ থাকে।" অত্যল্পকাল মধ্যেই অভিমত পুরী প্রস্তুত হইলে আমি প্রতিদিন তথায় গমন করিয়া অশরণ দরিদ্র-

দিগকে সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা বিতরণ ও যাচকদিগকে প্রার্থনানুযায়ী অর্থ প্রদান করিতে লাগিলাম। সঙ্ক্ষেপতঃ চল্লিশটি দ্বার দিয়া আসিয়া আমার নিকটে যে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই দিতাম।

একদা জনৈক উদাসীন সম্মুখস্থ দ্বার দিয়া আমার নিকটে আগমন করত কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিলে আমি তাহাকে একটী সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলাম। সে আবার দ্বিতীয় দ্বার দিয়া আসিয়া দুইটী সুবর্ণ প্রার্থনা করিল। আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াও সুবর্ণদ্বয় প্রদান করিলাম, আপত্তি করিলাম না। এইরূপে সে এক একটী করিয়া ক্রমে সকলদ্বার দিয়াই আমার নিকটে প্রত্যেক বারে এক একটী বর্দ্ধিত সুবর্ণ প্রার্থনা করিল। আমিও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অজ্ঞতার ভাণ করিয়া তাহার ইচ্ছা সম্পাদন করিলাম। পরে চত্বারিংশৎ দ্বার দিয়া আসিয়া আমার নিকটে ৪০টী চল্লিশটী সুবর্ণ চাহিলে আমি তাহাও দিলাম। কিন্তু এত অর্থ পাইয়াও সে আবার প্রথম দ্বার দিয়া ভিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন তাহার এই নির্লজ্জ আচরণ দেখিয়া কহিলাম, "অহে লুব্ধ ফকীর! তুমি কেমন লোক? ফকীর শব্দের তিনটী অক্ষরের তাৎপর্য্য জাননা? ফকীর মাত্রেরই তাহা জানিয়া কার্য্য করা উচিত।,, সে কহিল, হে বদান্যবর! আপনিই তাহা ব্যাখ্যাত করুন। আমি কহিলাম, ফি অর্থাৎ ফাকা অর্থ উপবাস, কাফ অর্থাৎ কুইনাটঅর্থ সহিষ্ণুতা, রি অর্থাৎ রেজা অর্থ ঈশ্বরারাধনা। যাহার এই তিনটী গুণ নাই, সে কখনই ফকীর নহে। তুমি যথেষ্ট পাইয়াছ, আপাততঃ তাহার ব্যবহার কর। পরে সমস্ত নিঃশেষ হইলে আমার নিকট হইতে আবশ্যকমত লইয়া যাইও। আমার এই দান অভাব মোচনের জন্য, সঞ্চয়ের নিমিত্ত নহে। লুব্ধ! তুমি ক্রমে এক একটী বৃদ্ধি করিয়া চল্লিশ দ্বার দিয়া যে সমস্ত সুবর্ণ সংগ্রহ করিয়াছ, সমষ্ঠি করিয়া দেখ

দেখি, কত হয়? আবার লোভপরবশ হইয়া প্রথম দ্বার দিয়া আসিয়াছ? এত অর্থে প্রয়োজন কি? প্রকৃত ফকীর বর্ত্তমান দিনেরই চিন্তাকরে, পরদিনের অভাব ঈশ্বর দূর করেন। অতএব লজ্জা ধৈর্য্য ও সন্তোষ অবলম্বন কর। তোমার গুরু তোমাকে এ কি রূপ ফকিরী শিখাইয়াছেন? এই সমস্ত তিরস্কারে অসন্তুষ্ট ও কুপিত হইয়া সে সমস্ত সুবর্ণ ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। কহিল, "যথেষ্ট হইয়াছে, এরূপ উক্ত হইবেননা। আপনার ধন প্রতিগ্রহণ করুন। দাতব্যের কথা আর কখন মুখে আনিবেন না। দাতা হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। আপনি এখন ও বদান্যতার ভারবহনে সক্ষম হয়েন নাই। দাতানামের যোগ্য হইতে অনেক কালবিলম্ব আছে, আপনি তাহাহইতে এক্ষণে বহুদূরে রহিয়াছেন। সখী অর্থাৎ বদন্যতা তিনটী অক্ষরে গঠিত। অগ্রে তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া কার্য্য করুণ, পশ্চাৎ লোকে আপনাকে দাতা বলিবে।" এই কথায় উদ্বিগ্ন হইয়া আমি ফকিরকে কহিলাম, "ভাল, সাধু, তুমি সেই বর্ণত্রয়ের অর্থব্যাখ্যা কর। ফকির কহিল, "সুমাই হইতে সান (শক্তি), খাই হইতে খোফ্ (ঈশ্বরে ভয়) এবং ইয়ে হইতে ইয়াদ (আত্মস্মৃতি) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহার এই গুণত্রয়ের অভাব আছে, তাহাকে দাতা বলা যায় না। দাতার একটী বিশেষ নির্ব্বৃতি এই যে, অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার যতই ভ্রম থাকুক না কেন, একমাত্র দাতৃত্বগুণে তিনি ঈশ্বরের প্রিয় হয়েন। আমি নানা জনপদ ভ্রমণ করিয়াছি, বসোরার রাজকন্যার ন্যায় দানশীলা কুত্রাপি দেখি না। বিশ্বস্রষ্টা বোধ হয় তাঁহাকে বদান্যতার উপকরণেই সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকেই নাম ক্রয় করিতে চাহেন, কিন্তু প্রকৃত অনুষ্ঠান করেননা।" ইহাতে আমি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে ফকিরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, আপনি আবশ্যকমত অর্থ গ্রহণ করুণ। কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, আর তুমি আমাকে তোমার সমগ্র রাজত্ব দিলেও আমি তাহাতে নিষ্ঠীব ত্যাগ করিব না।

ফকির চলিয়া গেলে, রাজকন্যার প্রতিষ্ঠাবাদ শ্রবণে অন্তঃকরণ এরূপ উদ্বেল হইয়া উঠিল যে, আমি আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিলাম না; বসোরায় গমন করিয়া কোন গতিকে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইলাম। ইত্যবসরে রাজার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে আমি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলাম, কিন্তু তাহাতেও বসোরা গমনের সঙ্কল্প অন্তঃকরণ হইতে অপসৃত হইল না। তখন রাজ্যের অধিষ্ঠানভূত মন্ত্রী ও সচিবগণের সহিত এ বিষয়ে আন্দোলন করিয়া কহিলাম, "আমি বসোরাগমনে সঙ্কল্পিত হইয়াছি। আপনারা স্বস্ব কার্য্যে মনোযোগী হইবেন; আমার অধিক বিলম্ব হইবে না; যদি জীবিত থাকি, সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" কিন্তু আমার এই গমনবার্ত্তায় কেহই আনন্দিত হইলেন না; সুতরাং অন্তঃকরণ বিষাদে আকুল হইল। আমি তখন গত্যন্তরবিহীন হইয়া পুনরায় সেই সর্ব্বকলাসম্পন্ন উজীরকে আহ্বান করিলাম এবং কাহারো পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে আমার অনুপস্থিতি কালপর্য্যন্ত প্রতিনিধিত্বে বরণ ও রাজকীয় সমস্ত কার্য্যের নেতৃত্বে নিয়োগ করিলাম। পরে স্বয়ং যোগীবেশ ধারণ করিয়া বসোরাযাত্রা করিলাম।

কতিপয় দিবসমধ্যে বসোরারাজ্যের উপকণ্ঠদেশে উপনীত হইয়া তথাকার শোভা সন্দর্শন করিলাম। রাত্রিকালে রাজবালার পরিচারকগণ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সমুদাচরণ করিয়া আমাকে দিব্য একটী অট্টালিকামধ্যে লইয়া গেল এবং অপর্য্যাপ্ত উপাদেয় উপচার উপযোগ করাইয়া সসম্ভ্রমে সমস্ত রাত্রি নিকটে রহিল। পর দিন দ্বিতীয় পান্থনিবাসেও আমি অবিকল অনুরূপ সম্বর্দ্ধনা ও

আতিথ্য প্রাপ্ত হইলাম। এইরূপে সমাদরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে করিতে অবশেষে বসোরানগরে উপনীত হইলাম। নগরে প্রবেশমাত্রেই প্রিয়দর্শন একটী যুবকমূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। তাঁহার পরিচ্ছদের বিলক্ষণ পারিপাট্য ছিল এবং চক্ষুতে বিজ্ঞতার ভাব স্ফুরিত হইতেছিল। যুবক নিকটবর্ত্তী হইয়া আমাকে অতীব সুললিত স্বরে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "আমি অতিথির সেবক। পথিক ও অতিথি কেহ এই নগরে উপাগত হইলে আমি তাঁহাদিগকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া থাকি। আগন্তুকগণের সৎকারের নিমিত্ত এ নগরে আমার বাটী ভিন্ন আর স্থান নাই। অতএব হে ভদ্র! প্রার্থনা করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দীনের বাটীতে পদার্পণ করিয়া ধন্য ও চরিতার্থ করুন।" আমি তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, অধম কিঙ্করকে বিদরবক্ত বলিয়া জানিবেন। আমি তাঁহার মনোহর কান্তি ও শিষ্টাচারপ্রণোদিত হইয়া তদীয় নিকেতনে গমন করিলাম। দেখিলাম প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য নৃপোচিত আড়ম্বরে সুসজ্জিত রহিয়াছে। যুবক তন্মধ্যবর্ত্তী দিব্য একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া আমাকে আসন প্রদান করিলেন। পরে উষ্ণোদক দিয়া আমার হস্তপদ ধৌত করাইয়া দিলেন। জনৈক কর্ম্মচারী আহারের স্থান করিয়া নানাজাতীয় ফল ও মিষ্টান্নে কতকগুলি পাত্রপূর্ণ করিয়া সম্মুখে রাখিল। ভোজ্যের আড়ম্বরেই আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। পরে এক এক গ্রাস প্রত্যেক পাত্র হইতে গ্রহণ করিতে লাগিলাম। তাহাতেই উদর পূর্ণ হইলে ভোজনে ক্ষান্ত হইলাম। যুবা নির্ব্বন্ধসহকারে কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! এ কিরূপ সেবা গ্রহণ করিলেন, পাত্রত পূর্ণই রহিয়াছে? অতএব সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আর কিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন।" আমি ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কুশল প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, "ভোজনে লজ্জা কি? উদরে যে পরিমাণে সমাবেশ হইতে পারে, আহার

করিয়াছি। আহার্য্যসামগ্রীগুলি যে কি সুমধুর ও সুস্বাদু হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে বিনয় করিয়া বলিতেছি, এ সমস্ত অপসারিত করুন।,, পরে সমস্ত স্থানান্তরিত হইলে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন জন্য কাঞ্চনপাত্রে সুগন্ধ উষ্ণোদক ও সাবান এবং মুখশুদ্ধিহেতু সুবাসিত তাম্বূল মহার্ঘ মণিমুক্তাখচিত করঙ্কে আনীত হইল। ভৃত্যগণ মধ্যেমধ্যে তুষারস্নিগ্ধ পানীয় প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর সায়ং সময়ে কাচপাত্রে কর্পূরবাসিত বর্ত্তিকা জ্বালিত হইলে যুবকবর সুললিত আলাপে আমার চিত্তবিনোদ করিয়া নিশার শেষ যামে আমাকে দিব্য চন্দ্রাতপসমাবৃত একটী শয়নে শয়ন করিতে কহিলেন। আমি কহিলাম, "মন্দোরিকা কিম্বা চর্ম্মাসনই সন্ন্যাসীর পক্ষে যথেষ্ট। এ সমস্ত বিলাস গৃহস্থা-শ্রমিদিগেরই উপযোগী।,, যুবা কহিলেন, "সকলই অতিথিগণের জানিবেন, ইহাতে আমার কোন সত্ত্ব নাই।,, এই বলিয়া তিনি আমাকে এরূপ জিদ করিতে লাগিলেন যে, অগত্যা আমি সেই গোলাপ অপেক্ষাও সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলাম। শয্যার চারিদিকে গুলাব ও অন্যান্য নানাবিধ পুষ্পাধার সকল বিকীর্ণ ছিল এবং এলা ও বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের আলোক জ্বলিতেছিল। আমি যে দিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলাম, সেই দিক হইতেই মধুর পরিমল আসিয়া ইন্দ্রিয় সকল উদ্বেজিত করিতে লাগিল। এই অবস্থায় আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, নীরস ও সরস নানাবিধ ফল ও সুমিষ্ট পানীয় আমার প্রাতরাশজন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

এইরূপ উৎসবে তিনদিবারাত্রি অতীত হইলে আমি চতুর্থ দিবসে বিদায় প্রার্থনা করিলাম। যুবক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "বোধ করি, সেবায় ত্রুটি হইয়া থাকিবে, তজ্জন্য আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া সত্বর বিদায়ের ইচ্ছা করিয়াছেন।" আমি কহিলাম, "কি, আপনি

একি বলিতেছেন ? আতিথ্যের নিয়মানুসারে একস্থানে তিনদিনের অধিক কালক্ষেপ করা উচিত নয়। আমি সেই নিয়ম পালন করিয়াছি। আর কালবিলম্ব করা শিষ্টাচারসঙ্গত হইতেছেনা। বিশেষতঃ আমি ভ্রমণের অভিপ্রায়ে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে একস্থানে অধিক কাল অতিবাহিত করিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেক না। এই জন্যই আমি বিদায় প্রার্থনা করিতেছি। নতুবা আপনার যে রূপ অনুগ্রহ, তাহাতে এ অতিথিশালা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাতে তিনি কহিলেন, আপনার যে রূপ অভিরুচি। কেবল ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে হইবেক যে, আমি রাজকন্যার নিকটে গিয়া এ বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে পারি। আপনার নিকটে আমার আর একটী বক্তব্য এই যে, আপনার সেবার নিমিত্ত যে যে দ্রব্য আনীত হইয়াছিল, তত্তাবৎ আপনারই। আপনি যখন আর এখানে থাকিতেছেন না, তখন এগুলিও সঙ্গে লইয়া যাউন। বহনের যে ব্যয় হইবে তাহাও দেওয়া যাইতেছে।,, আমি বলিলাম, ক্ষান্ত হউন, এরূপ কথা মুখে আনিবেন না। আমি সন্ন্যাসী, নিলর্জ্জ ভিক্ষুক নহি। এই সমস্ত অর্থে লোভ থাকিলে কখনই আশ্রম ত্যাগ করিতাম না। আর যদি সাংসারিক বিষয়ে অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে ঐ সমস্ত সামগ্রী উৎকৃষ্ট না হইলেও ত্যাগ করিতাম না।,, যুবা কহিলেন, "রাজনন্দিনী আপনার এই বৈমুখ্যের বিষয় শ্রবণ করিলে আমাকে পদচ্যুত করিবেন, আর যে কিরূপ শাস্তি প্রদান করিবেন, তাহা ভগবানই জানেন। আপনি যদি একান্তই দ্রব্যগুলি লইয়া না যান, তবে সকল একত্রিত ও মোহরাঙ্কিত করিয়া একটী গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখুন, পরে যে রূপ ব্যবস্থা হয় করিবেন। এই রূপে আমিও গ্রহণ করিব না, তিনিও ক্ষান্ত হইবেন না। অবশেষে নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া আমি সমস্ত সামগ্রী একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে

আবদ্ধ করিলাম ও দ্বারদেশে নিজ মোহরাঙ্কিত করিয়া বিদায়ের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে জনৈক সম্ভ্রান্ত খোজা দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করত সুবর্ণদণ্ড হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলেন। কতকগুলি দিব্যমূর্ত্তি ক্রীতদাস স্বস্ব পদোচিত চিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিল। খোজার কথাগুলি এরূপ সুমিষ্ট ও সুললিত যে, তাহা আমি বাক্যে বিবৃত করিতে পারি না। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া একবার এই বিদুরের দীন কুটিরে পাদার্পণপূর্ব্বক অধমকে চরিতার্থ করিতে হইবেক। যদি রাজকুমারী জানিতে পারেন যে,অতিথি পদোচিত সৎকার প্রাপ্ত না হইয়া অত্র নগরী হইতে বিমুখ হইয়াচলিয়া গিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে সেবা করেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার যে কতদূর ক্রোধাবেশ হইবে ও আমার প্রতি কিরূপ দণ্ডবিধান করিবেন, তাহা ভগবানই বলিতে পারেন, এমন কি আমার প্রাণের প্রতিও আশঙ্কা হয়। আমি প্রথমতঃ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা কি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম না। কিন্তু পরে তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া আর আপত্তি করিতে পারিলাম না। অগত্যা তাঁহার বাটীতে গমন করিলাম। তাঁহার বাটী যুবার বাটী অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। আমি তথায় পূর্ব্ববৎ সমারোহ ও আড়ম্বরে তিন দিবারাত্রি আতিথ্যগ্রহণ করিলে পরদিন খোজা আমাকে কহিলেন, আপনি এই সমস্ত সুবর্ণ ও রজতপাত্র এবং গালিচাপ্রভৃতির অধিকারী, এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন। একথায় আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম, এবং বিদায় না লইয়াই প্রস্থান করিতে মনঃস্থ করিলাম। খোজা আমার চিত্তবৈকল্য দর্শনে কহিলেন, “হে ঈশ্বরের জীব! আপনার যে কোন অভাব বা বাসনা থাকে, প্রকাশ করিয়া বলুন, আমি সমস্ত রাজনন্দিনীর গোচর করিতেছি। আমি কহিলাম, আপনি আমার সম্মতির বিরুদ্ধে

আমাকে এই যে সমস্ত পার্থিব সম্পদ বিতরণ করিতে আগ্রহ করিতেছেন, তাহা আমি এই যোগীজনোচিত বেশে গ্রহণ করিতে পারি না।,, তাহাতে তিনি কহিলেন, “পার্থিব সম্পদলালসা অন্তঃকরণ হইতে কখনই অপসৃত হয় না; তদর্থে কবি বলিয়াছেন ;—

দেখেছি অখণ্ডনখ কত তপোধন,
মস্তকেতে জটাভার কোরেছি দর্শন।
দেখিয়াছি বিদ্ধশ্রুতি যোগী কতজন,
ফকীর পবিত্র মৌনী কোরেছি লোকন।
হেরেছি মুণ্ডিতমুর্দ্ধা কত মুণিজনে,
বিভূতিভূষিত কারে হেরেছি নয়নে
আনন্দে করিতে কেলি শাদ্বল উপরে।—
অথবা হেরেছি কারে বিপিন মাঝারে।
হেরেছি সাহসী মল্ল ঘোর শক্তিধর,
করেছি বিদ্বান, মূর্খ নয়ন গোচর
নিমগন নিজ নিজ কনককল্পনে।—
নিয়ত প্রফুল্লচিত্ত, হেরি কত জনে,
কতজন ভাগ্যহীন, দেখেছি নয়নে।
কিন্তু কভু হেরিনাই এ হেন মানবে,
যে জন বাসেনা ভাল বিষয়বিভবে।,,

আমি এই কবিতা শুনিয়া কহিলাম, “ আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু আমি আর কিছুই চাহিনা,কেবল একখানি পত্রের দ্বারা রাজবালার নিকটে একটী আবেদন মাত্র করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি। আপনি যদি অনুকম্পা প্রকাশিয়া পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করেন, তাহাহইলে পৃথিবীর সমস্ত বিভব-প্রাপ্তিতে যাদৃশ আনন্দানুভব হইতে পারে, আমি সেইরূপ

আহ্লাদিত হইব।,, খোজা বলিলেন "তাহার আশ্চর্য্য কি? আমি আহ্লাদের সহিত লইয়া যাইব।" আমি তৎক্ষণাৎ এক খানি পত্র লিখিলাম। প্রথমতঃ একটী ঈশ্বরের স্তোত্র লিখিলাম, পরে এই রূপে নিজ অবস্থা বিবৃত করিলাম;— আমি এই নগরে আগমনাবধি আপনার বদান্যতাগুণে পরমসুখে আছি। এই বদান্যতার বিষয় শ্রবণ করিয়া আপনাকে দর্শন করিবার মানসেই এখানে আসিয়াছি। দেখিলাম যে, লোকমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, আপনার দানশক্তি তাহার চতুর্গুণ। আপনার কর্ম্মচারিগণের অনুমতি মতে আজ আপনার নিকটে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়া নিবেদন করিতেছি যে, আমার ধনের অভাব নাই, কারণ আমিও দেশবিশেষের রাজা। কেবল আপনাকে একবার দর্শন করিবার মানসেই এরূপ আয়াস স্বীকার করিয়া একাকী ছদ্মবেশে এই দূরদেশে আগমন করিয়াছি। এইক্ষণে প্রার্থনা, নিজ ঔদার্য্যগুণে আমার সেই অভিলাষ পূরণ করেন। তাহাহইলেই আমি সুখী হইব। আর কোন অনুগ্রহ করেন সে আপনার ইচ্ছা। কিন্তু যদি হতভাগ্যের অভিলষিত পূর্ণ না হয়, তবে পর্ব্বতেপর্ব্বতে বনেবনে ভ্রমণ করিয়া এই শান্তিশূন্য হৃদয় আশাতেই অপবাহিত করিব।,, এইরূপে মনোভাব প্রকটিত করিয়া লিপিখানি খোজার হস্তে দিলে তিনি তাহা রাজপুত্রীর নিকটে লইয়া গেলেন ও অবিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। আমি তথায় গমন করিয়া দেখিলাম, একটী সম্ভ্রান্তা প্রাচীনা রমণী মণিমুক্তায় ভূষিতা হইয়া স্বর্ণাসনে উপবিষ্টা, সম্মুখে খোজা ও পরিচারকগণ দিব্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি তাঁহাকেই রাজকন্যার বাটীর প্রধানা গৃহিণী ভাবিয়া অভিবাদন করিলাম। তিনিও আমাকে সসম্ভ্রম প্রতিনমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ

করিতে কহিলেন এবং অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আপনিই কি রাজকুমারীকে সেই প্রণয়লিপি লিখিয়াছিলেন? আমি লজ্জায় অধোবদন হইয়া নীরবে রহিলাম। কিঞ্চিৎপরে তিনি আবার কহিলেন "হে সুকুমার যুবক! রাজকন্যা আপনাকে নমস্কার জানাইয়া কহিয়াছেন, উদ্বাহসম্বন্ধে আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমার অমত নাই। কিন্তু সামান্য উদাসীনের বেশে আপনাকে রাজা বলিয়া গরিমা প্রকাশ ও পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন ছিলনা। কারণ মহাম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেই পূজ্য হইলেও মনুষ্যের মধ্যে গুরু লঘু নাই। আমি অনেক দিন অবধি বিবাহের সংকল্প করিয়াছি। আপনি যেমন পার্থিব সম্পদে নিস্পৃহ, জগদীশ্বর তেমনই আমাকে এরূপ অর্থ দিয়াছেন যে, তাহা গণনায় সংকুলান হয় না। এক্ষণে আপনি যদি বিবাহের পণ পুরণ করিতে পারেন, তবেই কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, রাজনন্দিনীর একটী পণ আছে আপনাকে, অগ্রে তাহা পূরণ করিতে হইবেক। আমি কহিলাম, "আমি সর্ব্বথা প্রস্তুত আছি, তজ্জন্য জীবনসর্ব্বস্বও দিতে কুণ্ঠিত হইবনা। আপনি পণের বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন।" প্রাচীনা প্রতিবাদ করিলেন, "অদ্য আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করুন, কল্য আপনাকে বলিব।" আমি আহ্লাদের সহিত তাহাই অঙ্গীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া আসিলাম।

দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইল। সায়ংকালে একজন খোজা আসিয়া আমাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেল। আমি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, সম্ভ্রান্ত ব্যবহারবিৎ সচিবগণ সভামধ্যে সমবেত হইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া উপবেশন করিলাম। ক্ষণমাত্রে ভোজের আয়োজন ও নানাবিধ আহার্য্যসামগ্রী মহাড়ম্বরে আনীত হইল। তখন সকলেই আহারে প্রবৃত্ত হইলেন; আমিও অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদের অনুকরণ করিলাম।

ভোজনান্তে একজন পরিচারিণী পুরোবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, ভৈরজ কোথায়, তাহাকে আহ্বান কর। উপস্থিত ভৃত্যগণ তাহাকে তৎক্ষণাৎ আনয়ন করিল। তাহাকে দেখিয়াই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইল। তাহার কটিদেশে কতকগুলি সুবর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কুঞ্জী দোদুল্যমান হইতে ছিল। দাসী তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভৈরজ! তুমি যাহা কিছু দর্শন করিয়াছ, আমূলতঃ এই উদাসীনের সমক্ষে বর্ণন কর। ভৈরজ আমাকে লক্ষ্য করিয়া আরম্ভ করিল ;—

সখে! রাজনন্দিনীর সহস্র সহস্র দাস বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত আছে। এই দীনহীন তাহাদের মধ্যে একজন। রাজবালা তাহাদিগকে বহুবিধ বাণিজ্যদ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক দেশ বিদেশে প্রেরণ করিয়া থাকেন, পরে তাহারা স্ব স্ব কার্য্য সাধনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহাদিগের নিকট বিদেশীয় আচারব্যবহার রীতি পদ্ধতীত্যাদি শ্রবণ করেন। একদা আমি বাণিজ্যার্থে নিমরোজ নগরে গমন করিয়া দেখিলাম, তথাকার অধিবাসীরা কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। তদ্দর্শনে বিপৎপাতের অনুধ্যান করিয়া সেই বিস্ময়াবহ ঘটনার তথ্যাবধারণজন্য আমি অনেককেই জিজ্ঞাসা করিলাম ; কিন্তু কেহই আমার অনুসন্ধিৎসা নিবারণ করিল না। এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে পর একদিন যেমন রাত্রি প্রভাত হইল, সেই নগর বাসী ক্ষুদ্রমহৎ বালবৃদ্ধ ধনীদরিদ্র সকলেই নগরনিষ্ক্রান্ত হইয়া একটী প্রান্তরে গমন করিল। পরে দেশাধিপতি পারিষদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া অশ্বারোহণে তথায় উপনীত হইলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন কাহারো আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি সেই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দর্শন মানসে তাহাদের দলভুক্ত হইলাম। একঘণ্টা পরে দূর হইতে দেখিতে

পাইলাম, সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পরম সুন্দর একটী ষোড়শী যুবক-মূর্ত্তি হস্তেযেন কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া পিঙ্গলবর্ণ উক্ষারোহণে চীৎকার ও ফেণোদ্গীরণ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সেই রুচির মুর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইয়া ষণ্ড হইতে অবতরণপূর্ব্বক করলগ্ন দ্রব্যটী সমভিব্যাহারি পরম সুকুমার একটী সুন্দর যুবার হস্তে দিয়া একহস্তে বৃষের বন্ধন-রজ্জু ও অন্যহস্তে নিষ্কোষ অসি ধারণ করত ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। সহচর যুবা সেই দ্রব্যটী একে একে সকলকে দেখাইতে লাগিল। বস্তুটী এরূপ অপরূপ যে, দেখিবামাত্র প্রত্যেকেই শোকাতুর হইয়া তার-স্বরে রোদন করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎকাল সেই দৃশ্যে সকলের শোকোদ্দীপন করিয়া সে প্রভু সন্নিধানে গমন করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সক্রোধ গাত্রোত্থান করত করস্থিত সেই তরবারি-আঘাতে তাহার মস্তক দেহবিযুক্ত করিলেন এবং পুনর্ব্বার বৃষে আরোহণ করিয়া যেদিক হইতে আসিয়া ছিলেন, তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। শোকে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া সমবেত ব্যক্তিগণ জড়বৎ দণ্ডায়মান রহিল। পরে সেই মুর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে মুকুলিত-কণ্ঠে ধীরে ধীরে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমি সেই অপরূপ আশ্চর্য্যজনক ঘটনার তাৎপর্য্যাবগতিজন্য একে একে সকলকেই জিজ্ঞাসিলাম, এমন কি অর্থ দিতেও প্রস্তুত হইলাম ও বিধিমতে অনুনয়বিনয় করিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই যুবা কে, কোথাহইতে আসিলেন ও কিজন্য এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিলেন, কেহই আমাকে তৎসম্বন্ধে কোন পরিচয় প্রদান করিল না, আর আমি নিজেও কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। পরে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজনন্দিনীকে সেই বিষয় অবগত করিলাম। তিনি সেই অদ্ভুত বৃত্তান্তে যারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট ও তৎকারণাবধারণ জন্য নিতান্ত কৌতুহলী হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি এই

ঘটনার মর্ম্মাবগত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া রাজ্যধন ও জীবন সমর্পণ করিবেন। অনন্তর ভৈরজ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইল, "আপনি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন; এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, "যদি সেই যুবার প্রকৃত সংবাদ আনয়ন করিতে পারেন, অবিলম্বে নিমরোজ দেশে যাত্রা করুন, অন্যথা পণপূরণের অধ্যবসায় ত্যাগ করিয়া গৃহ প্রতিগমন করুন।"

আমি কহিলাম,"যদি ভগবান প্রসন্ন হয়েন, তাহা হইলে শীঘ্রই সমগ্র রহস্য বিদিত হইয়া রাজপুত্রীর নিকটে বিজ্ঞাপন করত হৃদয়ের সমীহিত সাধন করিব। আর যদি ভাগ্যের প্রতিকূলতাচরণে অর্থ-বিঘাত কিম্বা দেহাত্যয় হয়, তবে আর উপায় কি? এক্ষণে রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তিনি কথানুরূপ কার্য্য করিবেন। আর বলিতে সাহস হয়না, রাজবালা আমার আর একটী প্রার্থনা পূরণ করিবেন কিনা। মানস, তাঁহার শয়নকক্ষের যবনিকান্তরালে আমাকে স্থানদান করিয়া তিনি স্বকর্ণে আমার আবেদন শ্রবণ ও অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ মুখে তৎপ্রতি-বাদ করেন। তাহা হইলেই আস্থাযুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অভি-মত কার্য্যে গমন করিতে পারি।" পরিচারিণী এই সমস্ত বিষয় রাজকন্যার গোচর করিলে, তিনি বিশেষরূপে আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিতে অনুমতি করিলেন। দাসী উপস্থিত হইলে আমি তাহার সমভিব্যাহারী হইয়া রাজনন্দিনীর গৃহে গমন করিলাম। আহা! তথায় গিয়া কি শোভাই সন্দর্শন করিলাম! দিব্যমূর্ত্তি কিঙ্করীগণ বহু মূল্য পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক দ্বিপংক্তিতে বিভক্ত হইয়া স্বস্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেবদূতী কি ত্রিদিববাসিনী বলিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। তাহাদের সৌন্দর্য্য-শিখায় সহসা আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; আমি অতর্কিতভাবে দীর্ঘনিশ্বাস

পরিত্যাগ করিলাম। আন্তরিক দৃঢ়তা অপগত হইল; এমন কি সতর্ক না হইলে পড়িয়া যাইতাম। দেখিতে দেখিতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন শীশবৎ পদদ্বয়ের ভার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে কোন সুন্দরীর পানে দৃষ্টি ধাবিত হইতে লাগিল, আর তাহার রূপরাশি ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইল না। গৃহের একপ্রান্তে যবনিকা দোদুল্যমান হইতেছিল। তাহার পার্শ্বে দুইখানি সুন্দর আসন। একখানি চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত, অন্যতর বহুমূল্য হীরকদামে খচিত। দাসী আমাকে শেষোক্ত আসনে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলে, আমি তাহাতে আসীন হইলাম। সে মলয়জপীঠে উপবেশন করিয়া কহিল, "এক্ষণে আপনার যাহা কিছু বক্তব্য আছে, অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে পারেন।" আমি প্রথমতঃ রাজনন্দিনীর মুক্তহস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ভদ্রতার ভুয়িষ্ট কীর্ত্তন করিয়া কহিলাম, তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র পথিকগণের আরাম হেতু চমৎকার সৌকর্য্য সাধন ও তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা ও সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত সুযোগ্য কর্ম্মচারিসকল নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমি প্রতিপান্থনিবাসে তিন দিন করিয়া অতিবাহিত করিয়াছি; চতুর্থ দিনে কেহই আমাকে সন্তোষপূর্ব্বক বিদায় প্রদান করেন নাই, প্রত্যুত আমি যে সমস্ত দ্রব্যজাত ব্যবহার করিয়াছিলাম, তত্তাবৎ সঙ্গে লইতে, অন্যথা সমস্ত একত্রিত করিয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধ করত দ্বারদেশে মোহরাঙ্কিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাহা রুদ্ধ করিয়াই রাখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে,আমার ন্যায় সন্ন্যাসীর প্রতি যেরূপ রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা প্রদত্ত হইয়াছে, তেমনই পরে কত শত অতিথির আগমন হইবে ও পূর্ব্বেই বা কত শত আসিয়াছিল,এবং তাহাদিগের নিমিত্ত কি পরিমাণে অর্থব্যয়িত হইয়াছে ও হইবে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আর এই সমস্ত ব্যয়সংকুলান জন্য তাদৃশ অর্থাগমই বা।

কোথা হইতে হইল, বুঝিতে পারিনা। কুবেরের ভাণ্ডারেও এতাদৃশ অর্থসঙ্গতি নাই। রাজকুমারীর যেরূপ রাজ্য, তাহাতে তল্লব্ধ রাজস্ব হইতে, অন্যান্য ব্যয়ের কথা দূরে থাকুক, এই অবারিত বদান্যতার রন্ধনব্যয়ও সমাহিত হইতে পারেনা। নৃপালদুহিতা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ মুখে এই বিস্ময়াবহ কাণ্ডের বর্ণনাক্রমে আমার কৌতুহল নিবারণ করেন,তাহা হইলে আমি সুস্থির চিত্তে নিমরোজ যাত্রা করিতে পারি এবং দৈব-প্রসাদাৎ দেহাত্যয় না ঘটিলে, কোন না কোনরূপে সেই অদ্ভুত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হৃদয়ের আশা সমাহিত করিয়া রাজকন্যার সেবায় নিযুক্ত হই। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজসুতা কহিলেন, "যুবক! যদি আমার ঐশ্বর্য্যের তথ্যাবধারণ জন্য আপনার কৌতুহল জন্মিয়াথাকে, তবে আর একদিন অপেক্ষা করুন। সায়ংকালে আপনাকে আহ্বান করিয়া এই বিপুল সঙ্গতির বিষয় সবিস্তার কীর্ত্তন করিব,কিঞ্চিন্মাত্রও গোপন করিব না।" আমি এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম এবং কৌতুহলনিরাকরণ প্রত্যাশায় বসিয়া সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে জনৈক খোজা কতিপয় বাহকের মস্তকে কতগুলি আবৃত পাত্র দিয়া সন্নিহিত হইয়া তত্তাবৎ আমার সমক্ষে অবতারিত করিল ; কহিল, " মহাশয়ের মাধ্যাহ্নিক উপযোগ জন্য নৃপাত্মজা এই সমস্ত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছেন।" এই বলিয়া পাত্রগুলি উন্মুক্ত করিলে তাহার উৎকৃষ্ট সৌরভে মনঃ এরূপ মাতিয়া উঠিল যেন,কতই আহার করিয়াছি। ফলে যতদূর পারিলাম, আহার করিলাম, পরে রাজকুমারীকে ধন্যবাদ দিয়া অবশিষ্ট পাঠাইয়া দিলাম।

অধ্বঃশ্রান্ত পথিক সমস্ত দিবসের পর্য্যটনে পরিশেষে যেমন অবসন্ন হইয়া পড়ে, এক্ষণে দিনমণি সেইরূপ নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া স্ববাসে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেখিয়া কুমুদরঞ্জন তারাময়ী

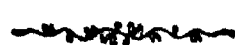
সঙ্গিনীকলাপে পরিবৃত হইয়া প্রদোষগেহ পরিহারপুরঃসর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে জনৈক পরিচারিণী আসিয়া কহিল, "গাত্রোত্থান করুন, রাজবালা আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন।" এই কথায় আমি তাহার অনুসরণ করিয়া রাজকুমারীর গুপ্তবাসে গমন করিলাম। গৃহমধ্যে আলোকের ছটা দেখিলে পৌর্ণমাসী রজনীর আড়ম্বর তুচ্ছবোধ হয়। নানারত্নখচিত উপধানসহ বিচিত্র লোমজ বাসে দিব্য পর্য্যঙ্ক সুসজ্জিত। তদুপরি মহার্ঘ হীরকোৎকীর্ণ রজতদণ্ডে কৌষিকচন্দ্রাতপ, তাহাতে মৌক্তিকপংক্তি দোদুল্যমান হইতেছে। পর্য্যঙ্কসমীপে নানাবর্ণ প্রস্তররচিত গুল্ম হেমকুম্ভে বিলগ্ন; তাহার ফলপত্রে স্বভাবভঙ্গী অভিন্ন রূপে অনুকৃত। বরবর্ণিনী পরিচারিণীগণ বামে দক্ষিণে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া অধস্তারনেত্রে সসম্ভ্রম নীরবে অবস্থান করিতেছে। গায়িকা ও নৃত্যকারিণীগণ যন্ত্র সুসঙ্গত করিয়া স্বস্ব কৃতিত্ব প্রদর্শনজন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তথাবিধ দৃশ্য ও আড়ম্বর দর্শনে আমার ইন্দ্রিয় সকল মুহ্যমান হইয়া অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। আমি সমভিব্যাহারিণী কিঙ্করীকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, যেরূপ অপরূপ আড়ম্বর ও নক্তমাল বিলাসের ছটা দেখিতেছি, তাহাতে দিবামান ইদ্‌নামে ও রাত্রিমান সুবেরাৎ এই আখ্যায় অভিহিত হইতে পারে। ফলতঃ সমগ্র বসুধার একাধিপতিও সমধিক সজ্জার অবতারণা করিতে পারেন না। সেবিকা কহিল, "অদ্য যেরূপ দেখিতেছেন, নৃপসুতার সভাকুট্টিমে চিরকালই অনুরূপ সজ্জা হইয়া থাকে, কদাপি তাহার অযথা পরিবর্ত্তন বা অপকর্ষসংঘটন হয় না। সে যাহা হউক, আপনি এই স্থানে উপবেশন করুন; রাজনন্দিনী গৃহান্তরে আছেন, আমি তাঁহার নিকটে গিয়া আপনার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিয়া আসি।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাকে রাজকন্যার নিকটে

লইয়া চলিল। আমি গৃহমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এককালে উদ্ভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। দ্বার কোথায়, প্রাচীর কোথায়, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কারণ গৃহভিত্তিগুলি বহুমূল্য মণিমাণিক্যউৎকীর্ণ আধারে নিষণ্ণ বিশাল মুকুরনিকরে বিচ্ছুরিত ছিল ও সেই সমস্ত দর্পণে তত্তাবৎ প্রতিবিম্বিত হওয়াতে প্রকোষ্ঠটী যেন হীরকচিত্র বলিয়া অনুভূত হইতেছিল। সেই গৃহের একপ্রান্তে একটী তিরস্করিণীর অন্তরালে রাজপুত্রী উপবিষ্ট ছিলেন। আমি দাসীর কথায় যবনিকার সন্নিহিত হইলে সে ভূপালদুহিতার আদেশক্রমে প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া কহিতে লাগিল ;—

ইতি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ।



হে সুধীর যুবক! শ্রবণ করুন। অত্র রাজ্যের অধিপতি অতীব পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার সাত কন্যা। একদা কোন সমারোহ উপলক্ষে উক্ত সপ্ত ভগিনী উৎকৃষ্টরূপে বেশভূষা করিয়া রাজার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ছিলেন। সহসা নৃপতির অন্তঃকরণে কি ভাবের উদয় হওয়াতে তিনি দুহিতৃগণের প্রতি দৃষ্টিসঙ্গত করিয়া বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন, "যদি তোমাদিগের পিতা রাজা না হইতেন, যদি দরিদ্রগৃহে তোমরা জন্মগ্রহণ করিতে, কে তোমাদিগকে রাজকন্যা বলিয়া মান্য করিত? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তোমরা সেই নামেই অভিহিত হইতেছ। আমিই তোমাদিগের এই শুভাদৃষ্টের মূল।" কন্যাদিগের মধ্যে ছয় জনের মনের ভাব একবিধ হওয়াতে তাঁহারা প্রতিবাদ করিলেন, "মহারাজের রাজশ্রী যাহা অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যথার্থ। আমাদের মঙ্গল আপনার মঙ্গলেই নির্ভরিত।" এই কুলপালিকা ভগিনীগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা ছিলেন বটে, কিন্তু তাদৃশ তরুণ বয়সেও জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তিতে সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। রাজবালা ভগিনিগণের বাক্যে স্বাভিমতি প্রদান করিলেন না। তাহাতে ভূপতি রোষবিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "বালে! তুমি যে কিছুই বলিলে না, নীরবে রহিলে কেন?" তখন ক্ষিতীপসীমন্তিনী নিচোলখণ্ডে করপুট নিবদ্ধ করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তাহা হইলে এই দীনা কিঙ্করী শ্রীচরণে নিজ হৃদয়বার্ত্তা নিবেদন করিতে সাহসী হয়। রাজা কহিলেন "তুমি স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।" রাজবালা বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ!

আপনার অগোচর নাই, সত্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিধি। আমি সেই সত্যের নিমিত্ত জীবনের মমতা ত্যাগকরত রাজসম্ভাষণে সাহসী হইয়া কহিতেছি যে, আমার ভাগ্য-গ্রন্থে যাহা কিছু বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্খালিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; প্রাক্তন-বিধান কিছুতেই অতিক্রান্ত হইবার নহে।

অনুগ্রহে কি নিগ্রহে হবেনা স্খালিত,
নিয়তির বিধি যাহা আছে নিরুপিত।

যে রাজরাজেশ্বর আপনাকে রাজপদ প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আমাকে রাজকন্যা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে কাহারও হস্তক্ষেপণ করিবার অধিকার নাই। আপনি ভূস্বামী ও আমার ইষ্টচিকীর্ষু, আপনার পদরজঃ আমি মস্তকে গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তথাপি অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।" রাজা এই প্রতিবাদে অতিমাত্র অসন্তুষ্ট ও রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, "কি! ক্ষুদ্র মুখে এরূপ বৃহৎ কথা! আচ্ছা! তোর এই স্পর্দ্ধার প্রতিফল দিতেছি। (প্রতীহারীগণকে লক্ষ্য করিয়া) ইহার অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার অপসারিত করিয়া ও ইহাকে সামান্য একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করাইয়া যে বনে জনমানবের গন্ধও নাই, সেইখানে রাখিয়া আইস। দেখিব, ইহার ভাগ্য-গ্রন্থে কি লিখিত আছে? রাজনন্দিনী চিরদিন যত্নে আদরে লালিত হইয়াছিলেন, বাসগৃহব্যতীত কিছুই দেখেন নাই, পক্ষান্তরে ঘোর তমিস্রময়ী রজনী। বাহকেরা সেই নিশীথ নিশায় তাঁহাকে একখানি শিবিকায় আরোপিত করিয়া এমন একটী কান্তারমধ্যে রাখিয়া আসিল যে, সেখানে মনুষ্যের কথা কি, জীবমাত্রের সমাবেশ ছিল না। তখন তাঁহার অন্তঃকরণে যে কি ভাবের উদয় হইয়া ছিল, তাহা অনুভূত হইবার নহে। তিনি কি ছিলেন, আর মুহূর্ত্তকালমধ্যেই বা কি হইলেন! অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে ইষ্টদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"হে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর! তোমার যাহা ইচ্ছা হইল, করিলে ও যাহা ইচ্ছা হইবে করিও। কিন্তু যাবৎ নাসারন্ধ্রে শ্বাসচেষ্টা ক্রিয়া করিবে, তাবৎ তোমার আশ্রয়লাভে হতাশ হইব না।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজবালা নিদ্রিতা হইলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে জাগরিত হইয়া স্নানার্থ জল চাহিয়াই গত রাত্রির ঘটনা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, আমি এখন কোথায়, কাহাকেই বা বলিতেছি? এই বলিয়া গাত্রোত্থান করত প্রাতঃকৃত্য না করিয়াই ঈশ্বরোপাসনা ও তদীয় গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে যুবক! (শ্রোতা রাজপুত্র বা ২য় উদাসীন) রাজকন্যার তদানীন্তন শোচনীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে পরিতাপে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। (রাজকন্যার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া) উঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, ঐ সরল অদূরদর্শী হৃদয়ে কিরূপ যন্ত্রণা হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি যানমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরে আত্মনির্ভর করত এই কবিতাটী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন;

দশন ছিল না যবে, দিয়েছিলে দুগ্ধ তবে,
এবে দন্ত দিলে যদি,করিবে না অন্নদান!
বিহঙ্গ গগনে চরে,তারে যেবা রক্ষা করে,
আর জীবজন্তুগণে—অবনী-আবাস স্থান;
ভয় ফিরে,ভ্রান্ত জীব! সেজন করিবে ত্রাণ।
কেনরে অবোধ মন, বৃথা চিন্ত অকারণ,
ভাবিয়া ভাবিয়া বল,কি ফল লভিবে তায়।
অজ্ঞানে বা জ্ঞানবানে, পালেন অভেদ জ্ঞানে;
পালিবেন তোমা জনে, সেই দীন দয়াময়।

বাস্তবিক লোকে নিরুপায় হইলেই ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া থাকে; অন্যথা মনে মনে সকলেই লগম্যান (গ্রীক দাস ঈস্‌প)

বা বুলীসীনা। এক্ষণে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় শ্রবণ করুণ;- অতঃপর রাজবালা দিবসত্রয় অনশনে অতিক্রান্ত করিলেন। কণামাত্রও তাঁহার ভুণ্ডাগ্রে প্রবিষ্ট হইলনা। সুতরাং কোমল বপু অবসন্ন ও গুলাব সদৃশ বর্ণ মলিন হইয়া গেল, পিপাসায় রসনা শুষ্ক হইল, অক্ষি যুগল কোটরে প্রবেশ করিল, উত্তেজনার্থে স্তিমিত দেহে কেবল ক্ষীণ প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিল। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশা। চতুর্থ দিন প্রাতে একজন তপস্বী দেখা দিলেন। তাঁহার মূর্ত্তিখানি সিজিরের (এলীয়াজের) ন্যায় তেজোব্যঞ্জক, হৃদয় কুটিলতাশূন্য। তিনি রাজনন্দিনীকে তদবস্থাপন্না দর্শন করিয়া কহিলেন, "বালে ! তোমার পিতা রাজরাজেশ্বর হইলেও এই সমস্ত বিড়ম্বনা অদৃষ্টেরই নির্ব্বন্ধমূলক জানিবে। এক্ষণে এই বৃদ্ধ সাধুকে নিজ কিঙ্কর স্বরূপ ভাবিয়া দিবানিশ সেই স্রষ্টার ধ্যান ধারণাকরিতে থাক। তিনি কখন অন্যায়াচরণ করেন না। এই বলিয়া ভিক্ষাভাজন মধ্যে আহারযোগ্য যাহা কিছু ছিল, সকলই রাজকন্যাকে দিয়া বারি অন্বেষণার্থে স্বয়ং নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং একটী কূপ দেখিতে পাইয়া রজ্জু ও পাত্রাভাবে বৃক্ষপত্রে পাত্র রচনা করিয়া কটিদেশস্থ ডোর দ্বারা কিঞ্চিৎ জল উত্তোলন করিলেন। রাজকন্যা বারি প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। সাধুপুরুষ তদীয় আশ্রয়হীন অশরণ অবস্থা দর্শনে তাঁহাকে বিধিমতে সান্ত্বনা করত আশ্বাস প্রদান করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী তাঁহার এই সহানুভাবিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুস্থির হইলেন।

বৃদ্ধ সেই অবধি প্রাতঃকালে নগরে যাইয়া নিত্য নিয়মিতরূপে ভিক্ষা করিতেন এবং যাহা কিছু পাইতেন, রাজকুমারীকে আনিয়া দিতেন। এইরূপে কয়েকদিন গত হইলে, এক দিবস রাজবালা কেশবিন্যাসজন্য বেণী মুক্ত করিয়া যেমন তৈলাবমর্ষণ করিবেন, সহসা মস্তক হইতে একটী মুক্তা স্খলিত হইয়া পতিত হইল। অমনি

তিনি তাহা লইয়া সন্যাসীর হস্তে দিয়া কহিলেন, এইটী বিক্রয় করিয়া যে মূল্য হয়, আমার নিকটে আনয়ন করুন। সন্যাসী তথাবৎ করিলেন। তখন রাজকন্যা কহিলেন, এইস্থানে একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবেক। তপোধন কহিলেন, বালিকে! তুমি প্রাচীরের স্থিতিক্রম খনন করিয়া মৃত্তিকা সঞ্চয় করিয়া রাখ, আমি কয়েক দিনমধ্যে জল ও শর আনয়ন করিয়া তোমার জন্য কুটির প্রস্তুত করিয়া দিব।„ তপস্বীর পরামর্শানুসারে ক্ষিতীশ-নন্দিনী মৃত্তিকা খোদিতে আরম্ভ করিলেন। যখন দুইহস্ত পরিমাণ গভীর হইয়াছে, এমন সময়ে একটী দ্বার দেখিতে পাইয়া মৃত্তিকা অপসারিত করত উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন, বৃহৎ একটী গৃহ স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তখন তন্মধ্য হইতে চারি পাঁচ মুষ্টি সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। ইত্যবসরে সাধু প্রত্যাগত হইলে রাজকুমারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এখানে প্রাচীর বেষ্ঠিত নগরী, সুদৃঢ় দুর্গ, উৎকৃষ্ট একটী উপবন, বিস্তৃত পান্থনিবাস ও হীরা (পূর্ব্বতন এরিয়া, বর্ত্তমান খোরাসান্) দেশের রাজভবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সাইরসের রাজপ্রাসাদের সমতুল্য একটী পরমরমণীয় সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবেক। আপনি তজ্জন্য স্থপতি সূত্রধর ও অন্যান্য কার্য্যকুশল কতকগুলি লোক আনয়ন করুন এবং তাহাদের নেতাকে সেই সকলের একটী মনোনীত চিত্র অঙ্কিত করিতে বলিয়া দিন। সন্যাসী কর্ম্মদক্ষ লোকদিগকে আহরণকরত শীঘ্র অভিমত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া নানাপ্রকার কর্ম্মোপযোগী চতুর ও বিশ্বাসী দাস দাসী নিযুক্ত করিলেন।

এই নৃপজনোচিত বিপুল প্রাসাদনির্ম্মাণবার্ত্তা ক্রমে রাজ-কুমারীর পিতার কর্ণগোচর হইল। রাজা অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ বলিতে পার, কে এই হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে আরব্ধ করিয়াছে? কিন্তু অজ্ঞতাপ্রযুক্ত কেহ

কোন উত্তর দিতে পারিল না। সকলেই স্বস্ব কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া (বিনয়সূচক রীতি বিশেষ) কহিল, প্রস্তাবিত অট্টালিকা নির্ম্মাত্রী কে, অধমেরা জ্ঞাত নহে। তখন রাজা সেই প্রাসাদ স্বচক্ষে দর্শন ও নির্ম্মাত্রী কোন্ বংশোদ্ভূতা ও কোন দেশীয়া রাজকন্যা, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া জনৈক সভাসদ্কে লিপি দিয়া প্রেরণ করিলেন। রাজদুহিতা সেই সুখময়ী পত্রী পাইয়া অত্যানন্দ সহকারে প্রতিলিপি লিখিলেন ;—

"ধরিত্রী-পালকেষু।

মহারাজের জয়হউক! মহারাজ! আমার দীন কুটিরে আপনার পদার্পণ হইবে, শ্রবণ করিয়া আমি অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলাম।" এই অনুপাধিক রাজ-প্রাসাদ আমার পক্ষে অতীব সম্মান ও গৌরবের বিষয়। যে স্থানে আপনার পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়, সে স্থানও ধন্য এবং যাহার উপর আপনার ছায়া নিপতিত হয়, সে ব্যক্তিও ধন্য। আশা, যেন উভয়ই ভবদীয় কৃপাদৃষ্টিতে চরিতার্থ হয়। কল্য বৃহস্পতিবার অতি উত্তম দিন, আমার বোধে নববর্ষের প্রথম দিনাপেক্ষাও আদরের বাসর। দাসীর প্রার্থনা, প্রভাকর যেমন কিরণকলাপে অকিঞ্চিৎকর পরমাণুর গৌরব সাধন করেন, সেইরূপ এই দীনার আকিঞ্চনের আয়োজন প্রসাদিত করিয়া চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। মহারাজের তাদৃশ অনুগ্রহই এই

দীনা বিদেশিনীর পক্ষে যথেষ্ট। অধিক
বলিতে চাহি না, কেন না, তাহা শিষ্টা-
চারের বিসংবাদী।"

যে রাজপুরুষ রাজলিপি আনয়ন করিয়াছিলেন, রাজকন্যা তাঁহাকে পত্রী দিয়া উপহার প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। রাজা পত্র পাঠানন্তর নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া গমনসমাচার পাঠাইয়াদিলেন। রাজবালা ভৃত্যদিগকে নিমন্ত্রণোপযোগী উপকরণপরম্পরা এরূপ সুপদ্ধতিও সুষ্ঠুতার সহিত আয়োজন করিতে অনুমতি দিলেন, যেন তাহাতে রাজা প্রীত হয়েন ও ইতরভদ্র অনুযাত্রগণ পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। ফলতঃ তদীয় তত্ত্বাবধারণে এরূপ সুখসেব্য আহার্য্যসকল প্রস্তুত হইয়াছিল যে, কোন ব্রাহ্মণ-কন্যা তাহা আস্বাদন করিলে যবনী হইতে ইচ্ছা করিতেন। সন্ধ্যা-সমাগমে মহীপাল অনাবৃত একটী সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া কন্যার ভবনে যাত্রা করিলেন। রাজকুমারী সঙ্গিনীগণসহ রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; সিংহাসন দর্শনে অভ্যর্থনার্থ প্রত্যুদ্গমন করিয়া রাজাকে এরূপে অভিবাদন করিলেন যে, তদ্দর্শনে নরপতি চমৎকৃত হইলেন। অতঃপর রাজবালা অনুরূপ সম্মানসহকারে রাজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া বহুমূল্য একটী রত্নবেদিকায় উপবেশন করাইলেন। সিংহাসনটী তদর্থেই প্রস্তুত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন পঞ্চবিংশসহস্রাধিকলক্ষমুদ্রা মূল্যের আর একটী বেদী, মণিকাঞ্চন পূর্ণ একাধিকশত মুদ্রাকোষ, সাল, মসলিন, কৌষিক বস্ত্র, কিংখাপ, দুইটী হস্তী, ১০টী আরব্য ঘোটক—বহুমূল্য প্রস্তরাদিখচিত আস্তরণে সজ্জিত—,রাজার নিমিত্ত প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তত্তাবৎ রাজাকে উপহার দিয়া তাঁহার সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভূপতি প্রসন্ন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কোন্ দেশের রাজকন্যা, কি নিমিত্ত

আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছেন।” রাজবালা প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, “মহারাজা ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাকে এই বনমধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া ছিলেন, দাসী শ্রীচরণের সেই অপরাধিনী। এক্ষণে যাহা কিছু দেখিতেছেন, সমস্ত ঈশ্বরেরই অদ্ভুতকাণ্ড।” এই বাক্য শ্রবণমাত্র পিতৃস্নেহে রাজার শোণিত উতপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া কুমারীকে সস্নেহ নিজ বক্ষে ধারণ করত সিংহাসনোপরে উপবেশন করাইলেন এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে রাজমহিষী ও অন্যান্য রাজকন্যাগণকে আনয়নজন্য লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিয়া কুমারীকে চিনিতে পারিলেন এবং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে সস্নেহ আলিঙ্গনকরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কুমারীও জননী এবং ভগিনীদিগকে এরূপ রাশিরাশি সুবর্ণমণিমাণিক্যাদি উপঢৌকন প্রদান করিলেন যে, তত্তাবতের সহিত সমস্ত ধরিত্রীরও তুলনা হয় না। অতঃপর তাঁহারা চক্রাকারে রাজার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলে সকলে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

তদবধি রাজা যতদিন জীবিত ছিলেন, কখন কুমারীকে গৃহে লইয়া যাইতেন, কখন বা স্বয়ং তাঁহার গৃহে আসিতেন। পরে তাঁহার লোকান্তর হইলে রাজকুমারী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; কারণ রাজপরিবারমধ্যে তিনি ভিন্ন কেহই রাজ্যশাসনের উপযুক্ত পাত্র ছিলনা। হে যুবক! আপনি এক্ষণে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, এবং বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ধনাধিকারীর উদ্দেশ্য ভাল হইলে কখনই ভগবানদত্ত ধনের অপক্ষয় হয়না। অধিকন্তু দৈবধনের যতই ব্যয়িত হয়, ততই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐশিকী শক্তিতে সংশয়িত হইবেন না, কারণ তাহা কোন ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে।

ইতি সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দাসী বসোরার রাজকন্যার বিবরণ বর্ণন করিয়া কহিল, "আপনার যদি নিমরোজ গমনের ইচ্ছা থাকে ও যেরূপ শ্রুত হইয়াছেন, তথাকার বিস্ময়াবহ ব্যাপারের সম্পূর্ণ সংবাদ আনয়নের জন্য আপনি সঙ্কল্পিত হইয়া থাকেন, তবে অবিলম্বেই যাত্রা করুন।" আমি কহিলাম, "আমি এই মুহুর্ত্তেই যাইতেছি, আর যদি ঈশ্বর করেন, অতি শীঘ্রই প্রত্যাবৃত্ত হইব।" এই বলিয়া রাজনন্দিনীর নিকটে বিদায়গ্রহণ করত ঈশ্বরে আত্মনির্ভর করিয়া অভিমত প্রদেশের অভিমুখি হইলাম এবং নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া সংবৎসর পরে নিমরোজ নগরে উপনীত হইলাম। তথাকার ইতর ভদ্র অধিবাসী মাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারী ও অন্যান্য বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম, দেখিলাম সকলই সত্য। কয়েকদিন পরে পূর্ণিমা সমাগত হইলে ক্ষুদ্র মহৎ নাগরিকগণ নৃপতিসমভি-ব্যাহারে বৃহৎ একটী কান্তারমধ্যে সমবেত হইল। আমি অধ্বঃক্লিষ্ট হইয়া সেই জনতামধ্যে মিলিত হইলাম এবং স্বদেশ ও স্বাধিকার-ভ্রষ্ট হইয়া সেই বিস্ময়কর ব্যাপার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার ও তাহার অভ্যন্তরে কি রহস্য নিহিত আছে, জানিবার জন্য উদাসীনের হীনবেশে দণ্ডায়মান রহিলাম। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে জনৈক যুবক ষণ্ডারূঢ় হইয়া বনমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ভয়ঙ্কর ভাবে হুহুঙ্কার ও ফেণোদ্গীরণ করিতে করিতে আমাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যদিও সেই অদ্ভুত জুগুপ্সিত কাণ্ডের মর্ম্মোদ্ভেদজন্যই আমাকে তাদৃশ ক্লেশভোগ ও নানা সঙ্কট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তখন

যুবাকে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না। পরে তরুণ যুবা নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া বনমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন ও সকলে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলে আমার আভ্যন্তরীণ জড়তাপগম ও শঙ্কাপনোদন হইল। আমি তখন নিজ শৈথিল্য জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম কি কুকর্ম্মই করিলাম, উদ্দেশ্যসাধনজন্য আমাকে আবার এক মাস কর্ম্মভোগ করিতে হইবেক। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গত্যন্তরবিহীন হইয়া অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত প্রস্থান করিলাম।

এক্ষণে রোজার দিনের মত মাসের দিন গণিতে লাগিলাম। ক্রমে পূর্ণচন্দ্র দেখা দিলে, আমার আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। মাসের প্রথম দিনে নরপাল প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত সেই প্রান্তরে সমবেত হইলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে রূপেই হউক না কেন, এবারে সেই রহস্যজনক ঘটনার তত্ত্বোদ্ভেদ করিবই করিব। এইরূপ আন্দোলন করিতেছি, সহসা সেই সুকুমার যুবা বৃষারোহণে আগমন করিয়া অবতরণকরত পূর্ব্ববৎ ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। তাঁহার এক হস্তে কোষমুক্ত অসিলতা, অন্য হস্তে বৃষের বন্ধনরশ্মি। অনুচর পূর্ব্বকথিত সামগ্রীটী লইয়া সকলকে প্রদর্শন করিয়া প্রভু সন্নিধানে গমন করিল। দেখিয়া দর্শকগণ অজস্র বাষ্প-বারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তরুণ যুবা পাত্রটী ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। পরে এক আঘাতে অনুচরের মস্তকচ্ছেদন করিয়া বৃষারোহণে বিপিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

আমি তাঁহার অনুগমনে অধ্যবসায়িত হইয়া দৌড়িতে লাগিলাম। তাহাতে নাগরিকগণ আমাকে ধৃত করিয়া বলিতে লাগিল, "কর কি, ইচ্ছাপূর্ব্বক কেন জীবন দিতে যাইতেছ ?

যদি জীবন এত ভারবোধ হইয়া থাকে, তবে মরিবার অনেক উত্তম উপায় আছে, তাহারই কোনটী অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ কর।" কিন্তু আমি গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম সুতরাং অনুনয়-বিনয় ও পরে বল প্রকাশেও তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তিনচারি জনে আমাকে ধরিয়া নগরাভিমুখে লইয়া চলিল। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, আর একমাস কাল অপেক্ষা করিতে আমার কি বিষম কষ্টই হইয়াছিল। যাহা হউক একমাস অতীত হইয়া গেলে পুনরায় মাসের প্রথম দিনে প্রাতঃকালে প্রান্তরমধ্যে পূর্ব্ববৎ জনতা হইতে লাগিল। আমি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সকলের অগ্রে অগ্রসর হইয়া যুবার গমনপথে বনান্তরালে লুক্কায়িত হইলাম। কেন না, তাহাহইলে কেহ আমার মন্তব্যসাধনে বাধা দিতে পারিবে না। পরে যুবা পূর্ব্ববৎ সমাগত হইয়া নিজ কার্য্য সাধনপূর্ব্বক গমনপর হইলে আমি দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। তিনি আমার পদশব্দ অনুভূত করিয়া বৃষরশ্মি আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রোধসূচক বিকট ভ্রূবিকার করিয়া আমাকে তাঁহার অনুবর্ত্তনে বিরত হইতে সঙ্কেত করিলেন। কিন্তু আমি ক্ষান্ত না হওয়াতে অসি কোষমুক্ত করিয়া আমাকে বধার্থ আগমন করিলেন। আমি সসম্ভ্রম নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতবদনে নীরবে রহিলাম। তখন তিনি আমার সেই শীলতা দর্শনে বধসঙ্কল্প পরিহার করিয়া কহিলেন, "তাপস! তুমি অকারণে প্রাণ হারাইতে আসিয়াছিলে। ভাগ্যে নিস্তার পাইয়াছ; যাও তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়াছে, আর অগ্রসর হইও না।" এই বলিয়া কটিদেশ হইতে রত্নখচিত একখানি শায়ক নিষ্কাশিত করিয়া আমাকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন এখন আমার নিকটে অর্থ নাই। এই শায়কটী লইয়া রাজার

নিকটে গমন কর। সেখানে যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। আমি তাঁহার ভাবভঙ্গি ও কার্য্যে এরূপ ভীত হইলাম যে, বাক্যস্ফুরণ কি অঙ্গসঞ্চালন করিতে পারিলাম না। কণ্ঠ রুদ্ধ ও পদদ্বয় পাষাণবৎ অবশ হইয়া গেল।

যুবা তথাবিধ বাঙ্নিষ্পত্তি করিয়া হুহুঙ্কার করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। আমি ভাবিলাম, "যাহা ইচ্ছা ঘটুক না কেন, এক্ষণে অপসৃত হওয়া নির্ব্বুদ্ধিতামাত্র। সঙ্কল্প সাধনের এরূপ সুযোগ আর হইবে না।" ভাবিয়া জীবনাশা বিসর্জ্জন করিয়া যুবার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। তিনি আবার ব্যাবৃত্ত হইয়া সক্রোধে আমাকে অনুগমন করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু আমার শৈথিল্য দেখিয়া আমাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমি অমনি গল বিস্তার করিয়া দিলাম। কহিলাম, "হে কলির রস্তম! (পারস্য দেশীয় বীরবিশেষ) আপনি আমার শিরশ্ছেদন করিয়া ভ্রমণজনিত যন্ত্রণার অবসান করুন। পবিত্রাত্মগণের দিব্য, এরূপে আঘাত করিবেন যেন, মস্তক ও দেহ একবারে দ্বিধা হইয়া পড়ে; একটী অন্ত্রও অবশিষ্ট থাকে না। রক্তপাতহেতু আপনার অপরাধ আমি গ্রহণ করিব না।" তিনি কহিলেন, "অহে দনুজ-হৃদয়! তুমি কি জন্য আমাকে তোমার শোণিতপাত-অপরাধে অকারণে কলঙ্কিত করিয়া অপরাধী করিতে চাও? যাও, আপন পথে গমন কর। তোমার কি জীবন এতই ভারবোধ হইয়াছে?" আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তিনিও যেন দেখিয়াও দেখিতে পান নাই, এই ভাবে চলিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় দুই ক্রোশ অতিবর্ত্তন করিয়া অটবী অতিক্রম করত আমরা সমচতুরস্র একটী বাটীর নিকটে উপনীত হইলাম। যুবক দ্বারদেশে গিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, পরে দ্বার

আপনা হইতে বিবিক্ত হইলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আমি বাহিরে থাকিয়া "হা পরমেশ্বর! আমি এখন কি করি ?,, এই বলিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে একজন দাস আসিয়া কহিল, আসুন, প্রভু আপনাকে ডাকিতেছেন। যমদূত আপনার মস্তকোপরি ভ্রমণ করিতেছে। আপনি কি দুঃখে এখানে আসিয়াছেন ? আমি কহিলাম, দুঃখে নহে, সৌভাগ্যে। বলিয়া নির্ভয়ে তাঁহার সহিত উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে স্থানে যুবা বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলে, আমি তাঁহার নিকটে গিয়া উপবেশন করিলাম। দেখিলাম যুবক কতকগুলি স্বর্ণকারের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশনকরত মরকতমণিতে একটী শাখা রচনা করিতেছিলেন। দেখিয়া আমার কৌতূহলের সীমা রহিল না। পরে তাঁহার উঠিবার সময় হইলে তদীয় সমস্ত অনুজীবিগণ ভিন্ন ভিন্ন গৃহে লুক্কায়িত হইল। আমিও ভয়প্রযুক্ত একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলাম। অনন্তর যুবা গাত্রোত্থান করিয়া সমস্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করত উদ্যানের এক প্রান্তে গিয়া নিজ বাহনবৃষকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বৃষ চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাহা শ্রবণ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম এবং যে জন্য এত সঙ্কট অতিক্রম করিয়াছিলাম, সেই রহস্যোদ্ভেদ প্রত্যাশায় উদ্বেজিত হইয়া দ্বারভগ্ন করিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক বৃক্ষান্তরাল হইতে উপস্থিত ঘটনা দেখিতে লাগিলাম।

যুবা তৎপরে যষ্টি ত্যাগ করিয়া একটী গৃহের দ্বার বিবিক্ত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া বৃষের গাত্রাবমর্ষণ ও মুখচুম্বনকরত তাহাকে কিঞ্চিৎ তৃণ ও শস্য দিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিলেন। আমি তদ্দর্শনে দ্রুতপদে একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে লুক্কায়িত হইলাম। যুবা সমস্ত

গৃহের দ্বারমুক্ত করিয়া দিলেন। পরিচারকগণ বহির্গত হইয়া তাঁহাকে পাদ্য আনিয়া দিল। তিনি হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিলেন। পরে উপাসনা সমাপ্ত করিয়া আমার উদ্দেশ করিলে আমি শীঘ্রই তাঁহার সমীপস্থ হইলাম। তিনি আমাকে আসনগ্রহণ করিতে অনুমতি করিলে,আমি উপবেশন করিলাম। আহার্য্য প্রস্তুত হইল। তিনি আহার করিলেন। আমাকেও কিঞ্চিৎ দিলেন। পরে ভোজনপাত্রগুলি অপসারিত হইলে আমরা হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলাম। কিঙ্করগণ বিদায় প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রামসেবার্থ গমন করিল, এক প্রাণীও নিকটে রহিল না। যুবা তখন আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, "বন্ধো! তোমার এমন কি দুর্ব্বিপাক সঙ্ঘটনা হইয়াছে যে, তজ্জন্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছ?" আমি জীবনের সমুদয় ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া কহিলাম, আপনি প্রসন্ন হইলেই আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারে। তিনি এই কথা শুনিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ উন্মত্তবৎ আস্ফালন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত কহিলেন, ভগবন্! প্রণয়ের যে কীদৃশী যন্ত্রণা, তুমিই তাহার সাক্ষী। যে ব্যক্তি কখন ক্লেশ ভোগ করে নাই সে কখন ব্যথিতবেদনা অনুভুত করিতে পারে না। প্রেমের ব্যভিচারে যে কি ভয়ঙ্করী যাতনা সমুৎপাদিত হয়, যে ব্যক্তি অনুভুত করিয়াছে, সেই জানে দুঃখ কি পদার্থ।

প্রণয়ের দুখ যত জিজ্ঞাস সে জনে
কপট কুটিলে নয় প্রেমিক সুজনে।

নিমেষকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি এরূপ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন যে, গৃহটী মুখরিত হইয়া উঠিল। স্পষ্টই বোধ হইল, প্রণয়জনিত যন্ত্রণায় নিষ্কুশিত হইয়া তিনি আমারই ন্যায় বিড়ম্বনাগ্রস্ত হইয়াছেন। আমি এই আবিষ্কারে সাধ্বসযুক্ত হইয়া

কহিলাম, "আপনার নিকটে আমি নিজ জীবনী বিবরিত করিয়াছি; এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আপনার জীবিত-ঘটনাবলী আমার নিকটে কীর্ত্তন করুণ। তাহা হইলে আমিও সাধ্যমতে আপনার সহায়তা ও সম্ভবতঃ আপনার হৃদয়ের সমীহিত সাধন করিতে পারিব।" সংক্ষেপতঃ সেই সরল প্রেমিক আমাকে তদীয় প্রণয়ব্যাথা ও রহস্যপরম্পরার সহানুভাবী ও সমদুঃখভাগী বিবেচনা করিয়া জীবনের ঘটনারাজি বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ;—

হে সখে! এই সন্তপ্ত হৃদয়ের বার্ত্তা শ্রবণ কর। আমি এই নিম্‌রোজ রাজ্যের রাজপুত্র। আমি ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা (অর্থাৎ আমার পিতা) আমার জীবনের ভাবী ঘটনাসন্দোহ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত সমবেত করিয়া কোষ্ঠী লিখিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহারা পরস্পর আন্দোলন করিয়া শাস্ত্রানুসারে আমার নিয়তি নির্দ্ধারণ করিয়া কহিলেন, "দৈবানুকূল্যে রাজকুমার এরূপ শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, ইনি রাজ্যবিস্তারে সিকন্দরের ন্যায় ও ন্যায়মার্গে নাওসেরবানের তুল্য হইবেন, দর্শনবিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিবেন, যে কোন বিষয়ে অধ্যবসায়িত হইবেন, তাহারই উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন, এবং বীরধর্ম্ম ও বদান্যতায় এরূপ খ্যাতিলাভ করিবেন যে, লোকে রস্তম ও হাতেমের নামপর্য্যন্তও বিস্মৃত হইবে। কিন্তু যদি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালমধ্যে সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র দর্শন করেন, তাহা হইলেই ঘোর বিপদ্। রাজপুত্র উন্মত্ত হইয়া নর-রক্তপাত ও পশুপক্ষীর সহিত সংসর্গ করিবেন। অতএব যাহাতে তিনি চন্দ্রসূর্য্য দেখিতে না পান ও আকাশে দৃষ্টিপাত করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ সতকতাবলম্বন বিধেয় হইতেছে। যদি এই চতুর্দ্দশবর্ষ সুশৃঙ্খলে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে জীবনের অবশিষ্ট সময়ে তিনি সুখে সচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করিতে

পারিবেন।,, রাজা সেই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া এই উদ্যান ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইলেন। আমি যে গৃহে লালিত হইয়াছিলাম, তাহার অভ্যন্তর ভাগ লোম ও সূত্রসংহতিদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। কেন না তাহাতে রৌদ্র কিম্বা জ্যোৎস্নার আভা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিত না। জনৈক পয়স্বিনীধাত্রী ও কতিপয় কিঙ্করী আমাকে সেই চমৎকার পুরীমধ্যে অতি যত্নে ও স্নেহে প্রতিপালন করিত। রাজবিধিবিশারদ সুপণ্ডিত অধ্যাপকগণ আমার অধ্যয়নবিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার সমগ্র শাখাতেই আমাকে শিক্ষা দেওয়া হইত। পিতা সচরাচর আমাকে দেখিতে আসিতেন। যে দিন যে মুহূর্ত্তে যে কোন ঘটনা হইত, সকলই তাঁহার কর্ণগোচর করা হইত। আমি সেইস্থানটীই পৃথিবী বলিয়া বোধ করিতাম এবং পুত্তলী ও পুষ্পে প্রমোদিত হইতাম। পৃথিবীতে যাহা কিছু উপাদেয়, আমার আহারজন্য সংগৃহীত হইত। আর যখন যাহা ইচ্ছা করিতাম, প্রাপ্ত হইতাম। দশবৎসর বয়ঃক্রমকালে আমার কথঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা ও প্রয়োজনীয় শাস্ত্রজ্ঞান হইয়াছিল।

একদা আমি গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি, সহসা ছাদের একটী ছিদ্র দিয়া অপরূপ একটী পুষ্প দেখিতে পাইলাম। পুষ্পটী যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই আয়তনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন তাহা ধৃত করিতে অভিলাষী হইয়া হস্তবিস্তার করিলাম। কিন্তু যতই নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই আমার সীমাতিক্রম করিয়া উন্নমিত হইতে লাগিল। সুতরাং নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অনন্যাসক্তদৃষ্টে সেই দিকেই নেত্রসঙ্গত করিয়া রহিলাম। সহসা অট্টহাস্যরব আমার শ্রুতিস্পর্শ করিল। আমি মস্তকোত্তোলন করিয়া ছাদচক্রে দৃষ্টিসঙ্গত করিয়া দেখিলাম, একস্থানে সূত্রসংহতি ছিন্ন হইয়া একটী ছিদ্র হইয়াছে ও সেই

রন্ধ্র দিয়া একটী রমণীয় মূর্ত্তি পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছে। হাস্যরব সেই স্থান হইতেই উদীরিত হইয়াছিল। সেই প্রিয়-দর্শন দৃশ্য সন্দর্শনে আমি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম! পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তারনয়নে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলাম, দেখিলাম কয়েকটী পরী (কল্পিত নারীমূর্ত্তিবিশেষ) মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসন স্কন্ধে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তদুপরি নানা রত্নোৎকীর্ণ কিরীটধারিণী একটি রমণী-মূর্ত্তি রমণীয় বসনে বিরাজ করিতেছে। বামনয়না হরিণ্মণিরচিত দিব্য চসকে সুধাপান করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে সিংহাসনখানি উচ্চ হইতে অবতারিত হইয়া গৃহতলে স্থাপিত হইল। তখন দিব্যাঙ্গনা আমাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পার্শ্বদেশে স্থান দান করিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আবেশসূচক বিশ্রম্ভালাপ করিতে লাগিলেন। পরে ওষ্ঠাধরদুটী আমার ওষ্ঠাধরপল্লবে সোহাগে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। অনন্তর আমাকে পানার্থ কথঞ্চিৎ গোলাপসম্পৃক্ত মদিরা দিয়া কহিলেন, "মনুষ্য বিশ্বাসঘাতক; তথাপি হৃদয় তোমার প্রেমের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারেনা।,, সংক্ষেপতঃ তাঁহার কথাগুলি এরূপ হৃদয়গ্রাহী ও মাধুর্য্যব্যঞ্জক যে, অন্তঃকরণ তাহাতে এককালে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন তম্মুহূর্ত্তে আমি আনন্দধামে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবনের মুখ্য সুখ উপভোগ করিতেছি। সেই সুখের ব্যভিচারেই আমার এই দশা ঘটিয়াছে। তাদৃশ সুখ ইহলোকে কেহ কখন আস্বাদন করে নাই, চক্ষে দেখেনাই, কর্ণে শ্রবণ করে নাই। সেই রসে সেই আবেশে বসিয়া অবাধে দুইজনে আমোদপ্রমোদ করিতেছিলাম, সহসা আনন্দ-প্রতিমা খণ্ডে খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। যে কারণে সেই শোচনীয় অবান্তর সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই সময় চারিজন পরী সমাগত হইয়া আমার সেই প্রেমময়ীর [illegible]

কি বলিল। শ্রুতমাত্র তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "প্রিয়তম! মনে বড় সাধ ছিল, কিয়ৎক্ষণ তোমার সহবাসে হৃদয় শীতল করিব। বড় আশা ছিল, কখন এই গৃহে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, কখন বা তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। কিন্তু উভয়ে একত্রে সুখে সচ্ছন্দে কালযাপন করি, নির্দ্দয় নিয়তির তাহা অভিলষিত নহে। প্রেমময়! এক্ষণে বিদায় হই। জগদীশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।,, এই নিদারুণ বাক্যে আমার জ্ঞানলোপ হইল, আনন্দ আমার আলিঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমি কহিলাম, "হৃদয়হারিণি! আবার কোন্ সময়ে আমাদের সাক্ষাৎ হইবে? তুমি কি নিষ্ঠুর বাক্যই আমাকে শ্রবণ করাইলে! যদি শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন কর, তবেই আমাকে জীবিত দেখিতে পাইবে; অন্যথা বিলম্ব হইলে পশ্চাত্তাপ পাইতে হইবেক। আর আমাকে তোমার নাম ধাম বলিয়া যাও যে, সময়ে সেই নিদর্শনক্রমে তোমার অনুসন্ধান করিয়া শ্রীচরণে হৃদয় লুটাইতে পারি।,, এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, " ঈশ্বর করুণ, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমার অন্বেষণ করিতে হইবেনা, যদি জীবিত থাকি, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। আমি পরীরাজ কন্যা, কাফ্ পর্ব্বত আমার বাসস্থান। এই কথা বলিবামাত্র পরীগণ সিংহাসন লইয়া যে ভাবে অবতরণ করিয়াছিল, সেই ভাবেই উন্নমন করিতে লাগিল। যতক্ষণ সিংহাসনটী দৃষ্টিবহির্ভূত না হইল, ততক্ষণ আমাদের চারিচক্ষু সংমিলিত ছিল; পরে অদৃশ্য হইয়া গেলে, আমি এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। হৃদয় অভাবনীয় অন্ধকারে নিলীন হইল, জ্ঞান ও বিবেক আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি হতবুদ্ধি ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম, মস্তকে ধুলী মাখিলাম, পরিধেয় বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। আর পানাশনে চেষ্টা রহিল না এবং শুভাশুভবিবেচনা লোপ হইল।

অহো! প্রেম হইতে কি অশ্রুর বিড়ম্বনাই সঞ্জাত হইয়া থাকে! প্রেমই হৃদয় গরলিত করিয়া সহিষ্ণুতা হরণ করত যন্ত্রণা দেয়।

ধাত্রী ও পরিচারিণীগণ শীঘ্রই এই অবান্তরঘটনা জানিতে পারিল এবং ভয়কম্পিত কলেবরে রাজসন্নিধানে গিয়া আমার অবস্থার বিষয় প্রকটিত করিয়া কহিল, আমরা এই বিপৎপাতের কারণ অবগত নহি। বিপদটী আকস্মিক। রাজকুমার নিদ্রা ও পান ভোজন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন।" রাজা এই অমঙ্গলবার্ত্তা প্রাপ্তিমাত্রেই মন্ত্রি সভাসদ, বিচক্ষণ বৈদ্য, উৎকৃষ্ট জ্যোতির্ব্বিৎ ও পূতচেতা পুরোধাগণেরসমভিব্যাহারী হইয়া উদ্যানে আগমন করিলেন এবং আমাকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, বিলপমান ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইলেন। পরে রোদন করিতে করিতে আমাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ভিষকদিগকে প্রতিকার চেষ্টা করিতে কহিলেন। তাঁহারা আমার আভ্যন্তরীণ বল ও মস্তিষ্কের সুশৃঙ্খলতাসাধনজন্য ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াদিলেন। পুরোহিতগণ ভূতাবেশ সন্দেহ করত বীজমন্ত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন, ইহা হস্তে ধারণ করিতে হইবেক এবং ধৌত করিয়া নিত্য সেই জল পান ও মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবেক। জ্যোতির্ব্বিদেরা ব্যবস্থা করিলেন, গ্রহনক্ষত্রের বৈগুণ্যেই এই বিষংষ্ঠুল সঙ্ঘটিত হইয়াছে। অতএব রিষ্টিনিরাকরণজন্য দানধ্যান কর্ত্তব্য হইতেছে। সঙ্ক্ষেপতঃ সকলেই স্বস্ব ব্যবসায় ও শাস্ত্রানুযায়িনী ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু মর্ম্মে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কেবল হৃদয়ই অবগত আছে। সে যাহাহউক কাহারও ব্যবস্থা, পরামর্শ বা ঔষধে কোন ফল দেখিল না। উন্মাদরোগ দিনদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আহারাভাবে শরীর শুষ্ক হইয়া গেল। দিবানিশ আমি কেবল চিৎকারও বিলাপ করিতে লাগিলাম।

তিন বৎসর এইরূপে অতিক্রান্ত হইল। চতুর্থ বর্ষে জনৈক বণিক রাজসভায় সমাগত হইয়া রাজাকে নানাদেশীয় মহামূল্য দুষ্প্রাপ্য

বস্তুজাত উপহার প্রদান করিলেন। রাজা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তদীয় ভ্রমণ ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসান্তে কহিলেন, আপনি অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, কুত্রাপি কোন বিচক্ষণ বৈদ্যের দর্শন কি নাম শ্রবণ করিয়াছেন? বণিক বলিলেন, মহারাজ! এদাস নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া কেবল একটী মাত্র সুচিকিৎসক দর্শন করিয়াছে। তিনি একজন জটাধারী গোস্বামী, ভারতবর্ষ নামক দেশে গঙ্গানদীর মধ্যগত একটী গিরিশিখরে বাস করেন। সেই শিখরে শিবমন্দির ও সুন্দর একটী তপোবন আছে। তিনি সেই তপোবনে সেই আশ্রমেই থাকেন। বৎসরের মধ্যে কেবল শিবরাত্রির দিন বহিষ্কৃত হইয়া গঙ্গাতে সন্তরণ করেন। পরে স্নানাদি করিয়া আশ্রমে চলিয়া যান। সেই সময়ে বহুদূরাগত নানাদেশবাসী রোগী ও আতুরগণ তাঁহার দ্বারদেশে সমবেত হয়। তিনি একে একে সকলের নাড়ী ও মূত্র পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দেন; পরে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করেন। ঈশ্বর তাঁহাকে আশ্চর্য্য শক্তি দিয়াছেন। তাঁহার সেই ঔষধ সেবনে সকলেই এককালে নৈরুজ্যতা লাভ করে। আমি সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি এবং তাদৃশ জীবের সৃষ্টিহেতু ঐশিকী শক্তির ধন্যবাদ দিয়াছি। তাঁহার ন্যায় চিকিৎসাপারদর্শী আর নাই। তাঁহাকে প্লেটোনামে অভিহিত করা যাইতে পারে। মহারাজের যদি অনুমতি হয়, তবে কুমারকে তাঁহার নিকটে লইয়া গিয়া দেখাই। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, সেখানে যাইলে কুমার নিশ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিবেন। অধিকন্তু তাহাতে আর একটী ফলশ্রুতি আছে। নানাস্থল অতিক্রমহেতু ভিন্ন ভিন্ন জল বায়ু সেবনে কুমারের চিত্তবিনোদন হইতে পারে। রাজা বণিকের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া আহ্লাদসহকারে কহিলেন, আমার বিশ্বাস হইতেছে, সেই পবিত্র সাধু চেষ্টা করিলে পুত্রের বায়ুরোগ উপশান্ত হইতে পারে। এই বলিয়া একজন বহুদর্শী রাজসভা-

সদ ও বণিককে আমার সমভিব্যাহারী হইতে আদেশ করিলেন। আমরা আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া নৌকারোহণে যাত্রা করিলাম।

বহুদিন জলপথে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে প্রস্তাবিত সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপনীত হইলাম। জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে আমার কথঞ্চিৎ মানসিক সাচ্ছন্দ্য জন্মিল বটে, কিন্তু তথাপি আমি পূর্ব্ববৎ উদাশভাবে কেবল নীরবেই কাঁদিতাম। দিব্যাঙ্গনার প্রেমময়ী মূর্ত্তি অন্তর হইতে অন্তরিত হইল না। যদি কখন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতাম, কেবল এই কথাই বলিতাম,—

"কে যে সে ললনা, করিয়া ছলনা,
হরিল জানিনা, হৃদয় রে।
নহে বহু দিন, এ দীন অন্তরে
স্ফুরিত পুলকনিচয় রে॥"

বাহুল্যে প্রয়োজন নাই, দুই তিনমাস পরে প্রায় চারিসহস্র রোগী সেই পর্ব্বতে সঙ্কলিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, ঈশ্বরেচ্ছায় গোস্বামী দেবালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলেই রোগশান্তি হইবে। ক্রমে নিরূপিত সময় সমাগত হইলে যোগীবর সাক্ষাৎ বিভাবসুর ন্যায় প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া নদীতে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। পরে স্নানান্তে বিভূতি ধারণ করিয়া পাংশুআচ্ছাদিত অঙ্গারের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ললাটে মলয়জ, কটিতটে কৌপীন ও অংসে নিচোল খণ্ড ধারণ করিয়া দীর্ঘ জটাজূটবন্ধনপূর্ব্বক শ্মশ্রুরচনান্তে কাষ্ঠ পাদুকা পরিধান করিলেন। তাঁহার আকার প্রকার দর্শনে সমগ্র বসুধা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপলব্ধি হয়। অতঃপর তিনি হস্তে মসীভাজন লইয়া একে একে সকলের নাড়ী ও মূত্র পরীক্ষা করত ব্যবস্থা দিয়া আমার নিকটে আগমন করিলেন। যখন পরস্পরের দৃষ্টিসঙ্গত হইল, তিনি ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিলেন। পরে আমাকে কহিলেন, আমার সঙ্গে

আইস। আমি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। তিনি অবশিষ্ট সকলকে দেখিয়া আমাকে উদ্যানমধ্যে লইয়া গেলেন এবং নিভৃত একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে অবস্থিতি করিতে সঙ্কেত করিয়া স্বয়ং দেবালয়ে গমন করিলেন। চল্লিশ দিন পরে তিনি আমার কথঞ্চিৎ উন্নতি দর্শনে হাসিয়া কহিলেন, তুমি এই উদ্যানে আমোদপ্রমোদ করিও, ও যে ফল ইচ্ছা, ভক্ষণ করিও।" পরে মাজুমপূর্ণ একটী চীনের চমক আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, "প্রতিদিন প্রাতঃকালে ছয় মাসা পরিমাণে এই ঔষধ আহারের পূর্ব্বে পান করিবে।„ বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, ক্রমে শরীরে বলাধান ও চিত্তে স্ফূর্ত্তি হইতেছে। কিন্তু তত্রাচ দুর্দ্দম প্রেম অজেয়ই রহিল। সেই মধুময়ী পরীমূর্ত্তি নয়নপথেই ভ্রমণ করিতে লাগিল। একদা প্রাচীরভিত্তিতে একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম। অমনি তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্র ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা বিষয় তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বোধ হইল, যেন প্রকাণ্ড একটী তটিনী স্থালীমধ্যে সঙ্কুচিত রহিয়াছে। আমি পুস্তকখানি দিনরাত্রি পড়িতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ চিকিৎসা-শাস্ত্রে ও প্রভাববিদ্যায় দিব্য পারদর্শী হইয়া উঠিলাম।

এই ভাবে এক বৎসর গত হইলে সেই আনন্দ বাসর পুনরাগত হইল। তখন স্বামীঠাকুর দেবগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি মসীপাত্র আমার হস্তে দিয়া আমাকে তৎসমভিব্যাহারী হইতে অনুমতি করিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। দ্বারদেশ অতিক্রান্ত হইলে সমবেত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। প্রাগুক্ত বণিক ও সভাসদ আমাকে দর্শন করিয়া গোস্বামীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন এবং আমার প্রতি তাঁহার কৃতোপকার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সাধু

নিয়মিত রীত্যনুসারে নদীতে গিয়া স্নানবন্দনাদি করিলেন। পরে প্রত্যাবর্ত্তনক্রমে জনতামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রুগ্নদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে উন্মাদদিগের মধ্যে উত্থানশক্তিবর্জ্জিত পরম সুন্দর সুকুমার এক যুবকমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন আকর্ষণ করাতে, তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই ব্যক্তিকে সুমভিব্যাহারে লইয়া আইস।" পরে সকলকে যথাবৎ ব্যবস্থা দিয়া নিজ নিভৃত প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন এবং সেই যুবার করোটিদেশ কিঞ্চিৎ বিবিক্ত করিয়া সন্দংশ দ্বারা তন্মধ্য হইতে একটী বৃশ্চিক উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন,ততই তাহা মস্তিষ্ক মধ্যে কুণ্ডলিত হইতে লাগিল। আমি তখন চকিত হইয়া কহিলাম, ইহাপেক্ষা এক খণ্ড জ্বলদঙ্গার সন্দংশ দ্বারা ধৃত করিয়া বৃশ্চিকের পৃষ্ঠে ধরিলে, উহা সহজেই বহির্গত হইবেক; কিন্তু আপনি যদি এরূপে উহাকে আকর্ষণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে উহা ততই মস্তিষ্কে জড়িত হইতে থাকিবে, সুতরাং তাহাতে রোগীর প্রাণাত্যয় সম্ভাবনা। এই কথায় তিনি আমার প্রতি একবার নেত্রপাত করিয়াই গাত্রোত্থান করিলেন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উদ্যানের একপ্রান্তে গিয়া জটাগুচ্ছ তরুশাখায় বন্ধন করিলেন। পরে গলায় ফাঁশ দিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। আমি দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। পরে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা পাইয়া সেইস্থানে গমন করিয়া দেখি, তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সেই অভাবনীয় দৃশ্যে আমি যারপরনাই শোকাতুর হইলাম,কিন্তু পুনর্জীবনের কোন উপায় করিতে পারিলাম না। তখন শব সমাহিত করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া মৃত দেহটী বৃক্ষ হইতে অবতারিত করিতে লাগিলাম। সহসা সন্ন্যাসীর কেশপাশ হইতে দুইটী কুঞ্জিকা অধঃস্খলিত হইল। অমনি তাহা তুলিয়া লইয়া

সেই সর্ব্বগুণাধার পবিত্র দেহটী কবরসাৎ করিলাম। পরে সেই চাবী দুইটী লইয়া প্রত্যেক গৃহের কুলুপে ঘুরাইতে লাগিলাম। ঘটনাক্রমে দুইটী গৃহ বিবিক্ত হইল। দেখিলাম গৃহ দুইটী নিরবচ্ছিন্ন বহুমূল্য প্রস্তরাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; অভ্যন্তরে হেমবিচ্ছুরিত একটী মঞ্জুষা মখ্‌মলে আবৃত ছিল। আমি তাহা বিবিক্ত করিয়া একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম। তাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ভুত, প্রেত, দৈত্য ও পরীগণের সাধনপ্রণালী এবং অন্যান্য নানা বিষয় প্রকটিত ছিল। সেই অমূল্য রত্নলাভে আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমি অহোরাত্র গ্রন্থখানি অনুশীলন করিতে লাগিলাম। তদনন্তর উদ্যানের দ্বার মোচন করিয়া সমভিব্যাহারী ওমরাও ও অনুযাত্রদিগকে নৌকা আনয়নের আদেশ করিলাম। পরে নৌকা আনীত হইলে তাহা মণি মাণিক্য পুস্তক ও পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ করিয়া স্বয়ং আর একখানি তরণীতে আরূঢ় হইয়া স্বদেশ-যাত্রা করিলাম। পিতা আমার আগমনবার্ত্তা পাইয়া অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন এবং সোৎসুক সস্নেহ আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। আমি তাঁহার চরণতল চুম্বন করিয়া কহিলাম, অধমকে পূর্ব্বতন সেই উপবনেই বাস করিতে অনুমতি দিউন।" রাজা বলিলেন, "সেই উদ্যানই যত অনিষ্টের মূল। অতএব তাহা আর রাখিতে ইচ্ছা করি না। আর সে স্থান মনুষ্যের বাসযোগ্য নহে। অন্য যে কোন স্থানে ইচ্ছা কর, থাকিতে পার। আমার বিবেচনায় দুর্গমধ্যে আমার চক্ষুর উপরে থাকিলে ভাল হয়। সেখানে মনোমত একটী উদ্যান প্রস্তুত করিয়া লইও।" কিন্তু পূর্ব্বকথিত উদ্যানের প্রতি আমার ঐকান্তিক পক্ষপাতিতা দর্শন করিয়া তিনি উহা পুনরায় সংস্কৃত করিয়া অমরাবতীর ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। আমি তাহাতে বাস করিতে লাগিলাম।

সেখানে সচ্ছলক্রমে যথাশাস্ত্র পরীসাধন করিতে লাগিলাম।

মৎস্য মাংস ত্যাগ করিয়া ৪০ দিন অনশনে উপাসনা করত বিধি-বিহিত প্রক্রিয়া আরব্ধ করিলাম। প্রাপ্তকালে নিশীথসময়ে ঘোরতর ঝটিকা সমুত্থিত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিটপী-সমূহ উৎপাটিত করিতে লাগিল। অনন্তর আকাশ হইতে বহু সংখ্যক পরী ও একখানি সিংহাসন অবতরণ করিল। সেই সিংহাসনে রুচিরবেশধারী একটী গর্ব্বিত মূর্ত্তি মস্তকে মুক্তাময় কিরীট ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন করিলাম। তিনিও প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলেন, "সখে! তুমি অকারণে এই ঝটিকা উৎপাদন করিলে কেন? আমার নিকটে তোমার প্রয়োজন কি?" আমি প্রতিবাদ করিয়া করিলাম, "এই হতভাগ্য বহুদিনাবধি আপনার দুহিতার প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার বিচ্ছেদে হৃদয়শূন্য হইয়া দেশেদেশে ভ্রমণকরত এক্ষণে আমি জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি। আমার আর বাঁচিতে সাধ নাই। সেই জন্যই জীবনপর্য্যন্ত পণ করিয়া আজ এই খেলা খেলিয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রসন্নতার উপরেই আমার আশাভরসা নির্ভর করিতেছে। যদি দয়া করিয়া আপনার সেই কন্যারত্নটী একবার এই হতভাগ্য ভিখারির নয়ন-গোচর করেন, তাহা হইলে যারপরনাই অনুগৃহীত হইব।" আমার এই আকিঞ্চন দেখিয়া তিনি কহিলেন, "মনুষ্য মৃত্তিকা হইতে ও আমরা অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এরূপ বিভিন্ন জীবে আত্মীয়তা ও সৌহৃদ্য সঞ্জনন সুদূরপরাহত।" আমি শপথ করিয়া কহিলাম, "আমি একবারমাত্র তাঁহাকে দেখিতে চাই। আমার আর কোন বাসনা নাই।" পরিরাজ পুনরায় কহিলেন, "মনুষ্য অঙ্গীকার পালন করেনা। প্রত্যুত প্রয়োজন হইলে সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাই করিয়া থাকে, কিন্তু পরে তাহা ভুলিয়া যায়। তোমার মঙ্গলের জন্য আমি তোমাকে একথা বলিতেছি,

কথা স্মরণ রাখিও। যদি অন্য কোন অভিপ্রায় সাধন কর, তাহা হইলে উভয়েই ঘোরতর বিপদে পড়িবে; এমন কি জীবন সংশয় হইবে।" আমি পুনর্ব্বার শপথ করিয়া কহিলাম, "যাহাতে অনিষ্ট সম্ভাবনা, কখনই তাহা করিব না। আমার কেবল একমাত্র বাসনা, সময়ে সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাই।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, সহসা সেই অঙ্গনা দিব্যালঙ্কার ধারণ করিয়া পুরোবর্ত্তিনী হইলেন। সিংহাসনখানি অমনি পরীরাজকে লইয়া শূন্যমার্গে উত্থিত হইল। আমিও পরীবালাকে সাগ্রহ আলিঙ্গন করিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলাম;

কেনলো দয়িতে যাও তেয়াগিয়ে,
কাঁদে যে নিয়ত তোমার লাগিয়ে।

তদবধি আমরা পরমসুখে সেই উদ্যান মধ্যে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। ভয়প্রযুক্ত অন্যান্য সুখেচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া আমি কেবল তাঁহার সেই গুলাবসদৃশ ওষ্ঠাধরসুধা আস্বাদন করিতাম এবং সোহাগে সেই চারুমূর্ত্তিখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া নির্নিমেষনয়ন রূপরাশি সন্দর্শন করিতাম। প্রিয়দর্শনা অঙ্গীকার পালনে আমাকে তাদৃশ স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া সবিস্ময়ে সময়ে সময়ে বলিতেন, "প্রেমাস্পদ! তুমি নিজ অঙ্গীকার পালনে সবিশেষ যত্নবান! তথাপি প্রণয়ানুরোধে বলিতেছি, তোমার সেই গূঢ়ার্থিক পুস্তকখানি যত্নে রক্ষা করিও, যেন কোন দৈত্য তোমাকে অসতর্ক দেখিয়া তাহা হরণ করেনা। আমি কহিলাম, আমি তাহা জীবস্বরূপ রক্ষা করিয়া থাকি।

একদা ঘটনাক্রমে দুষ্ট পিশাচ আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়া দিল। তখন দুর্জ্জেয় রিপু উত্তেজিত হইয়া উঠিলে ভাবিলাম, যাহা হইবার হইবে, আর কতকাল এরূপে আশা সংযত করিয়া থাকিব? এইরূপ অনুশীলন করিতে করিতে প্রণয়িণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া

সুখাশার শেষ সীমায় যাইতে অধ্যবসায়িত হইলাম। সহসা এই কয়েকটি কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল ; "পুস্তক দাও, তাহাতে ঈশ্বরের নাম লিখিত আছে, অতএব তাহা কলঙ্কিত করিওনা।" রিপুর উত্তেজনায় আমার জ্ঞানলোপ হইয়াছিল। সুতরাং অবলীলাক্রমে বক্ষঃস্থল হইতে পুস্তকখানি বাহির করিয়া দিয়া বিলাসরসে নিমজ্জিত হইলাম। কিন্তু কাহাকে দিলাম, জানিতে পারিলাম না। রাজবালা আমার এই অবিমৃষ্যকারিতা দর্শনে কহিলেন "হায়! অবশেষে তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়া আমার কথা ভুলিয়া গেলে।" এইকথা বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। আমি তখন শয্যাপার্শ্বে দেখিতে পাইলাম, একটি দৈত্য আমার সেই পুস্তকখানি হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া প্রহারকরত গ্রন্থখানি লইবার উপক্রম করিলাম। এমন সময় আর একটি দৈত্য আসিয়া পুস্তক লইয়া পলায়ন করিল। তখন আমি অভ্যস্ত বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সেই দণ্ডায়মান দনুজ ষণ্ডরূপে পরিণত হইল। কিন্তু হায়! সেই কমনীয় রমণীমূর্ত্তির কিছুতেই চৈতন্যলাভ হইলনা। দেখিয়া অন্তঃকরণ এককালে উদাশ হইয়া গেল এবং আমোদ আহ্লাদ সকলই বিষাদে পরিণত হইল। সেই দিন হইতেই মনুষ্যের প্রতি মনে বিজাতীয় বিদ্বেষসঞ্চার হওয়াতে আমি এই উদ্যানের এক প্রান্তে বাস করিতেছি। চিত্তের কথঞ্চিৎ বিনোদসাধনজন্য এই রূপ মণিময় পাত্র গঠন করিয়া উক্ত বৃষারোহণে প্রতিমাসে প্রান্তরে গমন করি, পরে পাত্রটী ভগ্ন করিয়া একজন দাসের শিরশ্ছেদন করিয়া আসি। আশা, এরূপ অনুষ্ঠানে লোকে আমার শোচনীয় দশা দেখিয়া সহানুভুতি প্রকাশ করিবে, এবং কেহ না কেহ প্রসন্ন হইয়া আমার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে এরূপে উপাসনা করিতে পারেন যে, তাহাতেই

আমার হৃদয়ের সমীহিত পুনরায় কার্য্যে অন্বর্থ হইবেক। হে বিশ্বস্ত সুহৃৎ! এই আমার চিত্তভ্রংশের কারণ।„

আমি (২য় উদাসীন) সমস্ত শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলাম, "রাজকুমার! প্রণয়ের নিমিত্ত আপনিই প্রকৃত সহ্য করিতেছেন। এক্ষণে ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি নিজ মনোরথ পূরণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আপনারই ইষ্টচিকীর্ষায় বনেবনে শৈলেশৈলে ভ্রমণ করিব এবং আপনার সেই হৃদয়বাসিনীর অন্বেষণজন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।„ এইরূপে প্রতিশ্রুত হইয়া আমি রাজকুমারের নিকটে বিদায় গ্রহণ করত ক্রমাগত পাঁচ বৎসর ক্ষিপ্তের ন্যায় দেশেদেশে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি পরীর সন্ধান পাইনাই। অবশেষে সিদ্ধিলাভে হতাশ হইয়া একটী গিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম। ইচ্ছা তথা হইতে পতিত হইলে দেহের অস্থিমাত্র অখণ্ড থাকিবে না। যে সর্ব্বাঙ্গাবৃত অশ্বারোহী আপনাকে (১ম উদাসীনকে) মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমার পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, প্রাণত্যাগ করিওনা, শীঘ্রই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।„ হে পবিত্র পরিব্রাজকগণ! অবশেষে আপনাদের দর্শন পাইয়া একত্র সমবেত হইয়াছি। ঐশিক প্রসাদই এক্ষণে আমার অভীষ্ট পূরণের একমাত্র সংস্থান। লোক হতাশ হইয়াও কেবল তদ্দ্বারাই কামনাসিদ্ধি করিতে পারে।

ইতি অষ্টম পরিচ্ছেদ।



নবম পরিচ্ছেদ।



দ্বিতীয় উদাসীন নিজ বৃত্তান্ত সমাপন করিলে রাত্রিপ্রভাত হইয়া গেল। রাজা আজাদ্‌বক্ত অলক্ষিত ভাবে নিঃশব্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে উপাসনান্তে স্নানাদিকরত উৎকৃষ্ট রাজবেশ ধারণ করিয়া রাজসভায় গমনপূর্ব্বক রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উদাসীন চতুষ্টয়কে স্বসকাশে সসম্ভ্রম আনয়ন জন্য জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত রাজাজ্ঞানুসারে অভিমত প্রদেশে উপনীত হইয়া দেখিল, অবধূতগণ প্রভাতকৃত্য সমাধান করিয়া বিভিন্ন পথে ভিন্নভিন্নদেশ পর্য্যটন-জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তখন সে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আপনাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য রাজা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; অতএব আপনারা আমার সহিত চলুন।" সন্যাসীরা পরস্পরের মুখাবলোকনকরত রাজদূতকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমরা নিজ নিজ কার্য্যেরই অধিপতি, পৃথ্বীশ্বরের নিকটে গিয়া ফল কি?" দূত কহিল, "হে পবিত্রচেতা সুধিগণ! তাহাতে ক্ষতি কি? বরং যাওয়াই উচিত হইতেছে।" যোগীগণের তখন দেবদূতআলীর প্রতিশ্রুতবাক্য স্মরণ হইল। অতএব আহ্লাদসহকারে তাঁহারা রাজদূতের অনুবর্ত্তী হইলেন। পরে দুর্গমধ্যে নৃপতিগোচরে উপনীত হইয়া জয়োচ্চারণ করত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাদসাহ দুই তিনজন বিশ্বস্ত সভাসদ্‌সহ দেওয়ান্‌খাসে গিয়া তথায় পরিব্রাজকদিগকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে তাঁহারা উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিয়া

তাঁহারা কোথায় ছিলেন, কোথায় যাইতেছেন বরং তাঁহাদের বাসস্থানইবা কোথায়,—ইত্যাদি বিষয় বিবরিত করিতে কহিলেন। তাঁহারা রাজার দীর্ঘআয়ুঃ ও লক্ষ্মীশ্রী প্রার্থনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "জনপ্রবাদ আছে, যে স্থানে রাত্রি হয়, সেই স্থানই অতিথিগণের বাসস্থান। অতএব পৃষ্ঠদেশই আমাদের গৃহ। আমরা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনসঙ্কুল ধরামধ্যে যে সমস্ত ঘটনা দর্শন করিয়াছি, তত্তাবৎ এরূপ বিস্তৃত যে, কথায় তাহা বর্ণিত হইতে পারেনা।" আজাদ্‌বক্ত সে কথায় সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিয়া তাঁহাদের প্রাতরাশজন্য আহার্য্যের আয়োজন করিতে অনুমতি দিলেন। পরে তাঁহাদের আহার সমাপ্ত হইলে কহিলেন, আপনাদের ইতিবৃত্ত বর্ণন করুন, আমি সাধ্যমতে আপনাদিগকে উপকার করিতে ত্রুটি করিব না।" সন্যাসিগণ কহিলেন, "আমরা সেই সমস্ত অতীত ঘটনা বিবরিত করিতে সম্পূর্ণ অশক্য। বিশেষতঃ তত্তাবতে আপনার মনস্তুষ্টি হইবেনা। অতএব মার্জ্জনা করুন।" রাজা তখন হাসিয়া কহিলেন, গতরাত্রে আপনারা যে স্থলে বসিয়া পরস্পারের বিবরণ কীর্ত্তন করিতে ছিলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত থাকিয়া দুইজনের জীবনবৃত্ত শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে অবশিষ্ট দুইজনের আখ্যায়িকা শ্রবণের মানস করি। আমার ইচ্ছা, আপনারা এখানে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করেন। এখানে দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যের ভয় নাই।" রাজার কথা শুনিয়া তাঁহারা কম্পিতকলেবর হইয়া অবনত বদনে নীরবে রহিলেন, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। রাজা তাঁহাদিগকে তাদৃশ ভয়স্তিমিত ও বাক্‌শক্তিবিরহিত দর্শন করিয়া কহিলেন, "অবনীতে এমন কেহ নাই, যাহার ভাগ্যে অশ্রুত অভাবনীয় ঘটনাপরম্পারা সঙ্ঘটিত হয় নাই। রাজা হইয়া আমিও অনেকানেক অদ্ভুতকাণ্ড দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। এক্ষণে

আপনাদের ভয়নিবারণজন্য তত্তাবৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দরবেশগণ কহিলেন, আমাদের প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে। অতএব সেই সমস্ত বর্ণনের আজ্ঞা হউক।

রাজা আজাদ্‌বক্তের বিবরণ।

আজাদ্‌বক্ত নিজ বৃত্তান্ত আরব্ধ করিলেন ;—

শুন শুন সাধুগণ ! মম বিবরণ,
নয়নে হেরেছি যাহা করেছি শ্রবণ
একে একে আমি সব করিব কীর্ত্তন,
একতান মনে তাহা করুণ শ্রবণ।

পিতার পরলোকান্তর আমি যখন রাজাসনে উপবেশন করিলাম, তখন আমার বয়ঃক্রম নিতান্ত অল্প। রোমানিয়া আমার রাজ্য-ভুক্ত ছিল। একদা বুদ্‌ক্ষণ (খোরাসানের অন্তর্গত বিভাগ ; ইহার রাজধানী বাল্‌খ্‌) হইতে জনৈক বণিক বিস্তর পণ্যদ্রব্য লইয়া আমার রাজধানীতে উপস্থিত হইলে সংবাদদাতা বিজ্ঞাপন করিলেন যে, তাদৃশ সম্পন্ন বণিক কখন নগরে আগমন করে নাই। আমি তজ্জন্য তাঁহার উদ্দেশ করিলাম। তিনি উপস্থিত হইয়া আমাকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে মহার্ঘ্য একটী পদ্মরাগমণি ছিল। তাহার পরিমাণ সার্দ্ধচারিমাসা হইবে। মণিটীর গঠন অতীব সুন্দর, বর্ণ জলবৎ ও অতিশয় উজ্জ্বল। আমি রাজা হইলেও তাদৃশ বহুমূল্য রত্ন কদাপি দেখিনাই। সে যাহা হউক, উপহার গ্রহণ করিয়া আমিও বণিককে বহুবিধ উপঢৌকন প্রদান করিলাম এবং অনুমতিপত্র লিখিয়া দিলাম যে, রাজ্য মধ্যে তিনি সচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গতায়াত করিবেন, কেহ শুল্ক গ্রহণ করিবেনা ; যেখানে

যাইবেন, সমাদৃত ও সম্মানিত হইবেন। শরীররক্ষকগণ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণজন্য সঙ্গে থাকিবে এবং তাঁহার কোন ক্ষতি হইলে সকলকেই তাহার ফলভাগী হইতে হইবে। বণিক প্রায়ই দরবারে আসিতেন। রাজকীয় সম্ভ্রম-পদ্ধতি তাঁহার বিলক্ষণ বিদিত ছিল। তিনি বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সময়ে সময়ে আমার নিকটে যে সমস্ত আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেন, তত্ত্বাবৎ শ্রবণযোগ্য। আমি প্রত্যহ প্রকাশ্য সভায় তদ্দত্ত মণিটী আনাইয়া দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতাম।

একদা দেওয়ানআমে (রাজসভায়) বসিয়া আছে, সভাসদ ও কর্ম্মচারিগণ স্ব স্বস্থানে আমার অপেক্ষা করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজদূতগণ আমার রাজ্যাভিষেকজন্য অভিনন্দন করিতেছেন, এমন সময়ে কোষাধ্যক্ষ সেই মণিটী আনয়ন করিলে আমি তাহার ভুয়সী প্রশংসা করিয়া তাহা ফ্রাঙ্কজাতির রাজদূতের হস্তে দিলাম। তিনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া মণিটী দর্শন করিতে লাগিলেন এবং চাটূক্তি সহকারে তাহার গুণকীর্ত্তন করিয়া অপরের হস্তে দিলেন। ক্রমে হস্তে হস্তে রত্নটী চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিলে সকলেই সমস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! স্বয়ং ভাগ্যলক্ষ্মীই আপনাকে এই রত্ন প্রদান করিয়াছেন, কোন রাজা কোন কালে এরূপ অমূল্য নিধি লাভ করিতে পারেন নাই।" সেই সময়ে আমার পিতার সাময়িক বৃদ্ধ সচিব দণ্ডায়মান হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর কহিলেন, "রাজন্! যদি অভয় দান করেন, তবে কিঞ্চিৎ নিবেদন করি।" পরে আমি অনুমতি করিলে তিনি কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আপনি রাজ্যাধিপতি; রাজার পক্ষে একখণ্ড প্রস্তরের প্রতি এতাদৃশ পক্ষপাতিতাপ্রদর্শন সমুচিত নহে। আর ইহা আকৃতি, বর্ণ, জ্যোতিঃ ও পরিমাণে অদ্বিতীয় হইলেও উপলখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ এক্ষণে এখানে নানাদেশীয়

রাজদূতগণ উপস্থিত আছেন। তাঁহারা স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া অবশ্যই স্বস্ব প্রভুসন্নিধানে প্রসঙ্গতঃ বলিবেন যে, রাজার কি অদ্ভুত প্রকৃতি; তিনি একখণ্ড পদ্মরাগমণি কোনমতে সংগ্রহ করিয়া তৎপ্রতি এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন যে, প্রত্যহ তাহা সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অগ্রে আপনি দর্শন ও প্রশংসা করেন, পরে তথায় যে কেহ উপস্থিত থাকে, সকলকে দেখান। এ কথায় বাদসাহ হউন,আর রাজাই হউন, নিশ্চয়ই সকলে হাস্য করিবেন। মহারাজ! নিশাপুর (খোরাসানের অন্তঃপাতী) নামক জনপদে সামান্য এক শ্রেষ্ঠীর দ্বাদশখণ্ড পদ্মরাগমণি আছে। মণিগুলির প্রত্যেকে পাঁচমাসা পরিমাণ। বণিক সেই মণিগুলি একখণ্ড অংশুকে শীবন করিয়া কুক্কুরের গলদেশে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। "আমি এই কথায় অতিমাত্র অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া উজীরের প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিলাম। জল্লাদেরা অমনি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বধার্থ লইয়া চলিল। তখন ফ্রাঙ্কদূত বিনয় বিনম্রভাবে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলে আমি জিজ্ঞাসিলাম, "আপনি কি প্রার্থনা করেন?" তিনি কহিলেন, মন্ত্রীর অপরাধ কি? আমি বলিলাম, "অনৃতভাষণ—রাজার সমক্ষে অনৃতভাষণ অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কি আছে?., দূত পুনর্ব্বার কহিলেন, "সচিবের মিথ্যাবাদিতার বিষয় সপ্রমাণিত হয় নাই। তাঁহার কথা সত্যও হইতে পারে। অতএব অকৃতাপরাধে প্রাণদণ্ড বিধান বিচারসঙ্গত হইতেছেনা। আমি প্রত্যুত্তরে কহিলাম, "যে বণিক লাভলালসায় দেশেদেশে নগরেনগরে পরিভ্রমণ করিয়া তিলতিল করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, সে যে প্রত্যেকে পাঁচমাসা পরিমাণের দ্বাদশখণ্ড পদ্মরাগমণি গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া কুক্কুরের মাল্যরচনা করিবে, একথা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারিনা। দূত আমার এই কথায় আপত্তি করিয়া কহিলেনক,

"ঐশিকী শক্তির নিকটে বিচিত্র কিছুই নাই। হয়ত ঘটনা সত্য হইতে পারে। ঈদৃশ দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী বণিক ও পরিব্রাজক দিগেরই হস্তগত হইয়া থাকে। কারণ সর্ব্বত্রই তাহাদের গতিবিধি আছে। ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে যে কোন দুর্লভ পদার্থ প্রাপ্ত হয়, তাহারা তাহাই আনয়ন করে। অতএব উজীর যদি নিতান্তই অপরাধী হইয়া থাকেন, তবে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি কারাদণ্ড বিধান করাই পরামর্শসিদ্ধ হইতেছে। উজীরেরা রাজাদিগকে মন্ত্রণা দিয়া থাকেন। অতএব যে স্থলে সত্যমিথ্যার প্রমাণাভাব, সেস্থলে তাদৃশ ব্যক্তির চিরজীবনের কার্য্যকলাপ ও বিশ্বস্তভাব বিস্মরণ করিয়া সহসা প্রাণদণ্ড করা নিতান্ত অনার্য্য কার্য্য। ধর্ম্মাবতার! পূর্ব্বতন নৃপতিগণ এই অভিপ্রায়ে কারা-রচনা করিতেন যে, কাহারো প্রতি তাঁহাদের ক্রোধ সূচিত হইলে যাবৎ সে নিজ নির্দ্দোষিতার হেতুবাদে তাঁহার কোপশান্তি ও চরমে পরম পিতার নিকটে নির্দ্দোষীর রক্তপাতজনিত দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে না পারিত, তাবৎকাল তাহাকে সেই কারামধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হইত।"

উজীরকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডবিধান করিতে আমার নিতান্তই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ফ্রাঙ্কদূত এরূপ যুক্তিযুক্ত হেতুবাদ করিতে লাগিলেন যে, কোনমতেই তাহা খণ্ডন করিতে পারিলাম না। এজন্য কহিলাম, "আপনার বাক্যে আমার ঐকমত্য আছে। আমি উজীরের প্রাণদণ্ড রহিত করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবেক। আর যদি সংবৎসরকালমধ্যে কুক্কুরের গল-দেশে মণিমালা প্রদানের বিষয় সপ্রমাণিত হয়, তবে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইবে, নচেৎ ঘোরতর যাতনার সহিত তাঁহার প্রাণদণ্ড করা যাইবে।" এই বলিয়া আমি উজীরকে বন্দিনিবাসে লইয়া

যাইতে অনুমতি দিলাম। ফ্রাঙ্কদূত তজ্জন্য আমাকে বিনীতভাবে ধন্যবাদ দিয়া অভিবাদন করিলেন।

এই শোচনীয় সংবাদে মন্ত্রীর পরিবারমধ্যে ঘোরতর রোদন ও বিলাপরোল সমুত্থিত হইল। মন্ত্রীর একটী পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যামাত্র ছিল। কন্যাটী দিব্য লাবণ্যবতী, বুদ্ধিমতী ও সুশিক্ষিতা। তিনি দুহিতাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন ও যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন। সেই স্নেহের পরবশ হইয়া তিনি নিজ দেওয়ানখানার পশ্চাতে তাহার জন্য সুন্দর একটী সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ কন্যাদিগকে আনয়ন করিয়া তাহার সখিত্বে ও সুশ্রীক কিঙ্করিদিগকে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কন্যা তাহাদিগেরই সহবাসে কালাতিপাত করিত। যে দিন মন্ত্রীকে বন্দীশালায় প্রেরণ করা হয়, সে দিন তাঁহার সুকুমারী কন্যা তরুণী-সঙ্গিনীকলাপে পরিবৃতা হইয়া পুত্তলিকার বিবাহ উপলক্ষে শৈশব-সুলভ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। সেই সুখের বাসরে সমারোহের ইয়ত্তা ছিল না। কেহ গান করিতেছিল, কেহ মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিতেছিল। এমন সময়ে কন্যার প্রসূতি ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে করিতে আলুলায়িতকেশে মুক্তপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং কর্কশ বচনে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যদি তোর পরিবর্ত্তে ঈশ্বর আমাকে একটী অন্ধ পুত্র দিতেন, তাহাহইলেও সুখী হইতাম। কারণ সে এসময়ে তোর পিতার অনেক উপকার করিতে পারিত।" কন্যা জিজ্ঞাসিল, "অন্ধ পুত্রে কি ফলোদয় হইত? সে যাহা করিতে পারিত, আমি কি তাহা পারি না?" প্রসুতি কহিলেন, "হতভাগিনি! তুই কি করিতে পারিস্, তোর পিতার ঘোর বিপদ্। কোন অসম্বদ্ধ উক্তি করায় রাজা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।" কন্যা কহিল, "কি কথা হইয়াছিল, আমাকে বল।" প্রসুতি কহিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশাপুর-

নিবাসী জনৈক বণিক নিজ কুক্কুরের গলদেশে দ্বাদশখণ্ড বহুমূল্য পদ্মরাগমণির মাল্য রচনা করিয়া দিয়াছে। রাজা তাহা বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞানে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। আজ যদি তাঁহার পুত্র থাকিত, সে এই বাক্যের তথ্যানুসন্ধানক্রমে রাজার নিকুটে অনুনয়বিনয় করিয়া মার্জ্জনা গ্রহণ ও স্বামী মহাশয়ের নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিত।" কন্যা সেই কথার প্রত্যুত্তরে কহিল, "মা! ভাগ্যের সহিত বিবাদ সম্ভবে না। মনুষ্যের পক্ষে অপ্রতীক্ষাত বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন ও ঐশিক দয়ায় ভরসা স্থাপন করা বিধেয়। ঈশ্বর করুণাময়; তিনি আমাদের দুরিত দূর করিয়া থাকেন,সুতরাং এক্ষণে আক্ষেপ বৃথা। হয়ত শত্রুরা আমাদের অশ্রুপাতের বিপরীতার্থ করিয়া রাজার ক্রোধবৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে। অতএব আইস, বিলাপের পরিবর্ত্তে আমরা রাজার কুশলোদ্দেশে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি। রাজা আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার ক্রীতদাসী! তাঁহার ক্রোধ হইয়াছে, আবার দয়াও হইবে।" বালিকা প্রসূতিকে এই বাক্যের সারার্থ এরূপে বুঝাইয়া দিল যে, তিনি তৎপ্রণোদিত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নীরবে নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

যামিনী সমাগত হইলে সচিবসুতা ধাত্রীপতিকে আহ্বান করিলেন এবং রোরুদ্যমান হইয়া তদীয় চরণধারণপূর্ব্বক অনুনয়-বিনয় সহকারে কহিলেন, আমি পিতার মুক্তি ও আমার প্রসূতি জননীর পরীবাদ ক্ষালনজন্য একটী যুক্তি স্থির করিয়াছি। কিন্তু তাহা তোমার উপরেই নির্ভরিত, তোমাকে সহায়তা করিতে হইবেক। আমি নিশাপুরে যাত্রা করিব এবং যে বণিক নিজ কুক্কুরের গলে মণিমাল্য দিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া সাধ্যমতে জনকের নিষ্কৃতি চেষ্টা করিব। ধাত্রীপতি প্রথমতঃ বিস্তর আপত্তি করিয়া অবশেষে অনেক অনুনয়বিনয়ের পরে সম্মত হইল,

তখন মন্ত্রিপুত্রী কহিল, এক্ষণে গোপনে এই গুপ্ত যাত্রার উপযোগী আয়োজন কর। রাজার উপঢৌকনযোগ্য কতকগুলি সামগ্রী, পণ্যদ্রব্য ও আবশ্যক মত দাসদাসী আহরণ কর; আর আমার এই অভীষ্টবিষয় কাহাকেও প্রকাশ করিও না। সে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া প্রস্তাবিত দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিলে সচিবসীমন্তিনী পুরুষোচিত পরিচ্ছদ ধারণকরত সমস্ত বস্তু উষ্ট্র ও অশ্বতর পৃষ্ঠে প্রদান পুরঃসর সেই ব্যক্তির সমভিব্যাহারী হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল, কেহ জানিতে পারিল না। প্রাতঃকালে উজীর-বনিতা দুহিতার গোপনপ্রয়াণের বার্ত্তা অবগত হইলেন, কিন্তু লোকাপবাদ ভয়ে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

এদিকে মন্ত্রিবালা পথিমধ্যে আপনাকে বণিকনন্দন বলিয়া পরিচয় দিয়া স্থানে স্থানে বিশ্রাম করত পরিশেষে নিশাপুরে উপনীত হইল; এবং লক্ষিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদসহকারে পান্থনিবাসে গিয়া বহু দ্রব্যাদি অবতারিত করিল। সে রাত্রি সেই খানেই কাটিয়াগেল। পরদিন প্রভাতে মন্ত্রিকন্যা স্নানান্তে রোমানিয়াবাসীদিগের সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া নগরদর্শনার্থ গমনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া হট্টের চতুষ্পথে উপনীত হইল। পার্শ্বে একটী মণিকারের আপণে নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরাদি বিন্যস্ত ছিল ও কিঙ্করগণ দিব্য বেশভুষা করিয়া ক্রেতৃবর্গের অভ্যর্থনাজন্য অপেক্ষা করিতেছিল; বিপণিস্বামী—অনুমান পঞ্চাশৎবৎসর বয়স্ক—ঐশ্বর্য্যশালীগণের ন্যায় সজ্জিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং তদীয় সুভব্য সহচরগণ কাষ্ঠাসনে আসীন হইয়া কথোপকথন করিতে ছিলেন। বণিক-পুত্রের বেশধারিণী সচিবতনয়া সেই মণিকার ও তদীয় অপর্য্যাপ্ত মণিরত্ন ও বহুমূল্য প্রস্তরাদির আড়ম্বর দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনেমনে কহিতে লাগিল, "ঈশ্বর করুন,

আমার অনুমান মিথ্যা না হয়। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই বণিক; পিতা ইহাঁরই বিষয় রাজার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! আমার অনুমান যেন সত্য হয়।"

এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে রমণী ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন-ক্রমে দেখিতে পাইল, পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহে অয়সবিরচিত দুইটী পিঞ্জর দোদুল্যমান হইতেছে ও তন্মধ্যে দুই ব্যক্তি রুদ্ধ রহিয়াছে। আকার ইঙ্গিতে তাহাদিগকে মজনু বলিয়া বোধ হয়। দেহ অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট, কেশ ও নখরাজি দীর্ঘায়ত হইয়াছে। তাহারা বক্ষঃস্থলে মস্তক লম্বিত করিয়া বসিয়া ছিল এবং দুইজন কাফ্রি নানাবিধ প্রহরণ ধারণকরিয়া পিঞ্জরের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। তদ্দর্শনে মন্ত্রিকন্যা "ঈশ্বর রক্ষা করুণ,, এই কথাটী উচ্চারণ করিতে করিতে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, গালিচাদ্বারা সজ্জিত একটী গৃহমধ্যে গজদন্তরচিত পর্য্যঙ্কে হেমহারধৃত একটী কুক্কুর গলদেশে মণিময় মাল্যধারণ করিয়া শয়ান রহিয়াছে এবং দিব্যমূর্ত্তি একজন কিঙ্কর তাহাকে মণিময় হেমদণ্ডধৃত চামর বীজন করিতেছে এবং অপর একজন কারুকার্য্যরচিত বিচিত্র দুকূলে তাহার মুখ ও চরণ সংস্কার করিতেছে। উজীরজাদি কুক্কুরের প্রতি মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া চিনিতে পারিল যে, তাহারই গলে পূর্ব্বকথিত সেই দ্বাদশখণ্ড পদ্মরাগ মণি রহিয়াছে। দেখিয়া ভাবিতে লাগিল "কি প্রকারে এই মণি লইয়া রাজাকে দেখাই ও পিতার নিষ্কৃতি লাভ করি।,, মন্ত্রিতনয়া এইরূপ ভাবনায় অবগাঢ় হইয়া আছে, রাজপথবাহিগণ তাহার সৌন্দর্য্য ও যৌবনসৌষ্ঠব দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই রূপরাশির প্রশংসা করিতে করিতে পরস্পর কহিতে লাগিল, "এরূপ সুন্দর অথচ কমনীর মূর্ত্তি কখন নেত্রগোচর হয় নাই।,, পূর্ব্বোক্ত বিপণিস্বামীও সেই মোহিনী মূর্ত্তি সন্দর্শনে একজন কিঙ্করকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন,

"যাও, ঐ সুকুমার বণিকযুবাকে অনুনয়বিনয় করিয়া এখানে লইয়া আইস।" কিঙ্কর মন্ত্রীপুত্রীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বণিকের অভিপ্রেত ব্যক্ত করিয়া কহিল, "আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার প্রভুসন্নিধানে গমন করিতে হইবেক। তিনি আপনাকে সন্দর্শন ও অভ্যর্থনার্থ ইচ্ছুক হইয়াছেন। উজীরজাদির তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। অতএব সে কহিল "আচ্ছা চল।" পরে বিপণি-সন্নিধানে উপনীত হইলে বণিক তাহাকে দেখিয়াই অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল বেগে বেপতিত হইতে লাগিল। তিনি অভ্যর্থনার্থ গাত্রোত্থানকরত সেই অপরূপ লাবণ্যরাশি অবলোকন করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। উজীরকন্যা তাঁহাকে নিজ সৌন্দর্য্যবাগুরায় বিজড়িত দেখিয়া আহ্লাদে আলিঙ্গন করিল। বণিক তাহার ললাট চুম্বনান্তে তাহাকে নিকটে বসাইয়া সুমিষ্টস্বরে তাহার নাম, আভিজাত্য ও সে কোথায় যাইতেছে ও কোন্‌স্থান হইতে আসিয়াছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রি-কন্যা কহিল, "রোমানীয়া এই অকিঞ্চন ভৃত্যের বাসস্থান ; আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কনষ্টাণ্টিনোপলে বহুকালাবধি বাস করিতেন। আমার পিতা সওদাগর। তিনি বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত দেশবিদেশে বাণিজ্যকার্য্যে অশক্য হইয়া আমাকে সেই বৃত্তি শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কখন গৃহের বাহিরে পদার্পণ করিনাই। এই আমার প্রথম যাত্রা। আমি জলপথে আসিতে না পারিয়া স্থল পথেই আসিয়াছি। এখানে কোন প্রয়োজন ছিলনা, কেবল ইউজম্‌দেশে (পারস্যদেশে) আপনার প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠাবাদ শ্রবণ করিয়াই আপনাকে দর্শন মানসে আমি এস্থানে আগমন করিয়াছি। অদ্য ঈশ্বরানুগ্রহে আপনার প্রতিষ্ঠা-তীত গুণগ্রামের পরিচয় পাইলাম। আমার হৃদয়ের আশা সফল হইল, এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।" বণিক মন্ত্রিপুত্রীর

শেষোক্ত বাক্য শ্রবণে অতিশয় উন্মনা হইয়া কহিলেন, "পুত্র! এরূপ কথা মুখে আনিওনা, আমার সহিত কিয়দ্দিন কালযাপন কর। আর বিনয় করিয়া বলিতেছি, তোমার অনুচরগণ ও দ্রব্যাদি কোথায়,আছে,আমাকে বলিয়া দাও।" উজীরজাদী বলিল, "পান্থনিবাসই পথিকের বাসস্থান। সেখানে সমস্ত রাখিয়া আপনার দর্শনার্থে এস্থানে আগমন করিয়াছি।" বণিক কহিলেন, "এ নগরে আমার এরূপ প্রতিষ্ঠা ও সম্মানসত্ত্বে তোমার পক্ষে অধ্বনীনবাসে অবস্থান শোভনীয় নহে। অতএব শীঘ্র দ্রব্যাদি আনয়নজন্য লোক পাঠাইয়া দাও। তত্তাবৎ রক্ষার নিমিত্ত আমি একটী গৃহ দিতেছি। আর আমি সেই সমস্ত পণ্যদ্রব্য একবার দেখিতে ইচ্ছা করি! তত্তাবৎ বিক্রয়হেতু তোমাকে আর দেশবিদেশে কষ্ট পাইয়া যাইতে হইবেনা। আমিই সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিব। দেখিবে, তাহাতে তোমার বিস্তর লাভ হইবেক। এক্ষণে কিয়দ্দিন এখানে অবস্থিতি করিয়া আমাকে বাধিত কর।" মন্ত্রিকন্যা ছল করিয়া আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বণিক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় দ্রব্যাদি আনয়নজন্য নিজ কর্ম্মচারীকে অনুমতি দিলেন। মন্ত্রীকন্যার জনৈক দাসও উক্ত কর্ম্মচারীর সমভিব্যাহারী হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহারা উভয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপণেই উপবিষ্ট রহিলেন।

রাত্রি হইলে আপণ বন্ধ হইল। তখন বণিক আগন্তুকের হস্ত ধারণ করিয়া কথোপকথনক্রমে বাটী গমন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ক্রীতদাসদ্বয়ের মধ্যে একজন কুক্কুরকে ক্রোড়ে করিয়া লইল, অপর ব্যক্তি গালিচা ও কাষ্ঠাসন লইয়া চলিল। আর সেই অস্ত্রধারী কাফ্রিদাসদ্বয় পূর্ব্বোক্ত পিঞ্জর দুইটী বাহকের মস্তকে দিয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। সচিবনন্দিনী দেখিল, বণিকের বাসভবন অতীব সুন্দর, সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ ও রাজগণের বাসযোগ্য।

পয়ঃপ্রণালীর পুলিনদেশে দিব্য লোমজবাস বিস্তারিত হইয়াছে; ও বিলাসমণ্ডপ চিত্তবিনোদযোগ্য বিবিধ উপচারে পূর্ণ রহিয়াছে। কুক্কুরটী আবার সেই স্থানে স্থাপিত হইল এবং বণিক আগন্তুকের সহিত আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও সামাজিকতার আড়ম্বর প্রদর্শন না করিয়া পানার্থ কিঞ্চিৎ সুরা তাহার হস্তে দিলেন। পরে উভয়ে মদিরা সেবনে স্ফুর্ত্তিযুক্ত হইলে খাজা (বিপণিস্বামী বণিক) মাধ্যাহ্নিক আহারের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। অমনি আস্তরণ (যাজিম্) বিস্তারিত ও দেশজাত বিবিধ সুরসাল ভোজ্য-দ্রব্যাদি যথাস্থানে স্থাপিত হইল। পরে কিঙ্করগণ দিব্য একখানি কারুকার্য্যরচিত বস্ত্র বিস্তারিত করিয়া তদুপরি সুবর্ণাবরণধৃত এক-পাত্র মাংস রক্ষা করিলে কুক্কুরটী পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া উদর-পূর্ণ করিয়া ভোজন করিল; পরে কনকপাত্রে কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া স্বস্থানে গিয়া বসিল। ক্রীতদাসেরা তাহার মুখ ও চরণসংস্কার করিয়া খাজার নিকট হইতে কুঞ্জী লইয়া পিঞ্জরের দ্বারমুক্ত করিয়া দিল এবং কুক্কুরের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট মাংস ও জল আনিয়া সেইস্থানে রক্ষা করিল। পরে অবরুদ্ধ দিগকে বহির্গত করিয়া যষ্টিদ্বারা বিলক্ষণ প্রহারকরত সেই শারমেয় প্রসাদ ভোজন করাইল। অনন্তর তাহাদিগকে পুনর্ব্বার রুদ্ধ করিয়া পিঞ্জরের দ্বার বদ্ধ করত কুঞ্জী দুইটী প্রভু হস্তে দিল। এই ব্যাপারের পরে খাজা ভোজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সচিবকন্যা তাদৃশ আচ-রণে অসন্তুষ্ট হইয়া ঘৃণায় কোন সামগ্রী স্পর্শও করিল না। খাজা বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রমণী তাহাতে আপত্তি করিয়া ভোজনে বিরত রহিল। তখন খাজা তাহার ভোজন-বিরতির কারণ জিজ্ঞাসু হইলে সে কহিল, "আপনার আচরণ নিতান্ত অসন্তোষকর। কারণ বিধাতার সৃষ্টিতে মনুষ্য সর্ব্বপ্রধান জীব, আবার নিতান্ত অপবিত্রও নহে। এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইটী

জীবকে কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট ভোজনে বাধ্য করা কোন ধর্ম্মেরই অনুমোদিত নহে। তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়াও কি আপনার তৃপ্তি হইল না? তাহাদের সহিত আপনার কোন্ বিষয়ে সামঞ্জস্য নাই? এই আচরণে আপনাকেত মুসলমান বলিয়া বোধ হয় না। কে বলিবে, আপনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী? বোধ হয় কুক্কুরপূজক হইবেন। আমি বলিতেছি, এ বিষয়ে যাবৎ আমার সংশয়াপনোদিত না হয়, তাবৎ ভোজন করিতে পারিব না।” খাজা কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। এইরূপ হেতুবাদে লোকে আমাকে সচরাচর নিন্দা করিয়া থাকে। অত্র নগরবাসিগণ আমাকে কুক্কুরপূজক বলিয়া বিবেচনা করে ও সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া থাকে। আমি জানি অধার্ম্মিক ও বিধর্ম্মীর প্রতি ঈশ্বরের কোপ চিরকালই আছে।”

অতঃপর খাজা ঈশ্বরোপাসনা করিয়া সচিবকন্যার সংশয় দূর করিলেন। তখন রমণী সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “আপনি যদি প্রকৃত মুসলমান, তবে এরূপ লোকবিগর্হিত আচরণ করিয়া কেন নিন্দাভাজন হয়েন?” খাজা প্রতিবাদ করিলেন, “লোকে আমার নামে কুৎসাবাদ করে, আমাকে অপবাদ দেয়, আমাকে দ্বিগুণিত শুল্ক প্রদান করিতে হয়, এ সমস্ত আমি কেবল অনুষ্ঠিত বিষয়ের রহস্যোস্তেদ করিব না বলিয়াই সহ্য করিয়া থাকি। বরং অর্থদণ্ড প্রদান করিব, তথাপি এ বিষয় কাহাকেও প্রকাশ করিব না। এই অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত করিলে ফল কিছুই নাই, বরং ইহা যে শুনিবে, রাগে দুঃখে সেই জ্বলিয়া উঠিবে। অতএব পূর্ব্বেই বলিতেছি, এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আমারও তাদৃশ ধৈর্য্য নাই যে, বর্ণন করি, তোমারও শ্রবণে মনস্তৃপ্তি হইবে না।” রমণী ভাবিল, “স্বার্থ সাধনই আমার চিকীর্ষিত, প্রস্তাবিত বিষয়ে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া ফল কি?” এইরূপ আন্দোলন

করিয়া সে বলিল, "ভাল! যদি বর্ণন করা বৈধ না হয়, তবে তাহাতে প্রয়োজন নাই।" বলিয়া আহার করিতে লাগিল।

অতঃপর মন্ত্রিকন্যা এরূপ বিচক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতাসহকারে চলিতে লাগিল যে, খাজার বাটীতে দুইমাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি কেহ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া চিনিতে পারিল না। আর তাহার পুরুষের বেশভূষা সত্ত্বেও খাজার চিত্ত ক্রমশঃ তদ্দিকেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। অধিক কি, পরিশেষে এরূপ হইয়া উঠিল যে, বণিক মুহূর্ত্তের জন্যও মন্ত্রিসুতার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা সুধাপান করিতে করিতে সচিব-নন্দিনী সহসা রোদনপর হইলে বণিক তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া স্বহস্তে অশ্রুমার্জ্জনা করত জিজ্ঞাসিলেন, "কেন কাঁদিতেছ?" সে কহিল, "পিতঃ! সে কথা কি বলিব? আপনার সহিত যদি সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে বাৎসল্যপরতন্ত্র হইয়া আপনিও আমাকে এরূপ অনুগৃহীত করিতেন না, আর আমিও তাহার পরিণামে মায়ায় বদ্ধ হইতাম না। আমি এক্ষণে উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া ঘোরতর যাতনা ভোগ করিতেছি। হৃদয় আপনাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না, অথচ থাকিতেও পারিতেছি না। বিশেষ প্রয়োজন, না গেলেই নয়। পক্ষান্তরে আপনি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে স্খলিত হইয়া কদাপি জীবন ধারণ করিতে পারিব না।" এই কয়েকটী কথা শুনিয়া খাজা এরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন যে, তাহাতে তাঁহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি সচিবনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমার নয়ন-তারা! তুমি কি আমার উপরে এতই বিরক্ত হইয়াছ যে, অসময়ে তোমার এই বৃদ্ধ সুহৃৎকে দুঃখে ভাসাইয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? বিদায়ের সঙ্কল্প অন্তঃকরণ হইতে অপসারিত কর। যত দিন এই স্থবিরের প্রাণবায়ু স্তম্ভিত না হয়, এখানে

অবস্থিতি কর। তোমার অভাবে আমি এক অহোরাত্রও জীবিত থাকিব না; অকালে আমার আয়ুঃশেষ হইবে। পারস্যের জলবায়ু তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব অনুকূল। তুমি বরং একটী কার্য্য কর; আমি পাথেয় দিতেছি, একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে পাঠাইয়া তোমার সমস্ত সম্পত্তি ও জনকজননীকে এখানে আনয়ন কর। পরে তাঁহারা উপস্থিত হইলে সচ্ছন্দে বাণিজ্যাদি করিতে থাক। ইহজীবনে আমি বিস্তর ক্লেশ ও বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াছি, অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছি। এক্ষণে প্রাচীন হইয়াছি, আবার তাহাতে সন্তান সন্ততি কিছুই নাই। তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করি, তুমিই আমার উত্তরাধিকারী, আমার সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর। সমস্ত বুঝিয়া লও, কেবল যে কয়েক দিন জীবিত থাকি, আমাকে দুইটী করিয়া অন্ন দিও। পরে মৃত্যুর পর আমাকে মৃত্তিকাসাৎ করিয়া সুখে সমস্ত ভোগ করিও।"

মন্ত্রিপুত্রী কহিল, "কথা যথার্থ, আপনি আমার পিতার অধিক। আপনার অনুগ্রহ ও স্নেহে আমি পিতামাতাকে বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু পিতা আমাকে একবৎসরের অধিক অবসর দেন নাই। কি জানি, তিনি যেরূপ বৃদ্ধ, তাহাতে কালবিলম্বে তাঁহার প্রাণান্ত হইতে পারে। পিতৃবিনোদন বিধির বিধান। আমি যদি সেই ঐশিক ব্যবস্থার ব্যভিচার করিয়া পিতার বিপ্রিয়াচরণ করি, তাহা হইলে,—ভয় হয়,—তিনি আমাকে অভিশাপ দিবেন এবং ইহ-পরলোকে আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে এককালে স্খলিত হইব। ভরসা করি, আপনি আমাকে পিতৃআজ্ঞা পালন ও সন্তানোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানজন্য বিদায় প্রদান করিবেন। আমি আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহের বিষয় কদাপি বিস্মৃত হইব না; প্রত্যুত আপনার মঙ্গলোদ্দেশে প্রতিদিন প্রার্থনা করিব। যদি সৌভাগ্যক্রমে স্বদেশ গমনে কৃতকার্য্য হই, তথায় সর্ব্বদা আপনার অনুকম্পার বিষয়

অন্তরের সহিত-হৃদয়ের সহিত অনুশীলন করিব। জগদীশ্বর কারণের কারণ। হয়ত তাঁহার প্রসাদে এমন কারণও উপস্থিত হইতে পারে, যে, আবার আমি আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব।" বণিকবর মন্ত্রিতনয়ার এই সমস্ত সারগর্ভ যুক্তিপরম্পরা আকর্ণনে অবশেষে নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া কহিলেন, "ভাল! যদি তুমি একান্তই থাকিতে না চাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর। তুমি গমন করিলে আমার প্রাণও তোমার সঙ্গে যাইবে। সুতরাং প্রাণহীন দেহ লইয়া আমি এখানে কি করিব? যদি একান্তই গমনে সঙ্কল্পিত হইয়া থাক, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাও।" এই কথা বলিয়া তিনি গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এবং কর্ম্মচারিদিগকে যানবাহনাদি প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিলেন।

খাজার গমনসমাচার সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে, অন্যান্য বণিকগণও তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবার জন্য গমনোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কুক্কুরভক্ত বণিক মণিরত্ন দাসদাসী লইয়া নগরের বহির্ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অন্যান্য বণিকেরা স্ব স্ব সঙ্গতি অনুসারে দ্রব্যাদি লইয়া সৈন্যদলেরন্যায় তথায় সঙ্কলিত হইলেন। পরে শুভদিন দেখিয়া সকলে যাত্রা করিলেন। পণ্যদ্রব্য সকল সহস্র সহস্র উষ্ট্রপৃষ্ঠে ও মণিকাঞ্চনাদি অশ্বতরপৃষ্ঠে আরোপিত হইল। পাঁচশত সাহসিক কাব্‌চাক্‌জঙ্গ (আফ্রিকাবাসী তাতার এবং তুর্কীদেশীয় ক্রীতদাস) সশস্ত্র হইয়া অশ্বারোহণে সার্থবাহদিগের সমভিব্যাহারী হইল। উজীরজাদী ও খোজা পরিপাটি পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শিবিকারোহণে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আর একটী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর একখানি শিবিকামধ্যে খাজার কুক্কুরটী পর্য্যঙ্কাসীন হইয়া চলিল। অপর একটী উষ্ট্রপৃষ্ঠে লৌহপিঞ্জর দুইটি আধেয় সহ আরোপিত হইল। এইরূপে গমন

করিতে করিতে পথিমধ্যে সকলে বিশ্রামজন্য এক এক দিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খোজা সকলের সহিত একত্রে আহার করিতেন। তাঁহার প্রধান সাচ্ছন্দ্য যে, মন্ত্রিকন্যা তাঁহার সমভি-ব্যাহারে ছিল। এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন এবং পথিমধ্যে স্থানে স্থানে আরাম লাভ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পরিশেষে সকলে কনষ্টাণ্টিনোপলের উপকণ্ঠদেশে উপনীত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন উজীরজাদী খাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তাত! যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি গিয়া পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনা-দিগের জন্য গৃহের অনুসন্ধান করি। পরে তাহা মনোনীত হইলে আপনারা নগরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তথায় গিয়া অবস্থিতি করিবেন।" খাজা প্রতিবাদ করিলেন, "তোমার জন্য আমি এতদূর আসিয়াছি। ভাল, যাও, পিতামাতাকে দর্শন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিও এবং তোমাদিগের বাসস্থানের নিকট আমাকে একটুকু স্থান দিও।" মন্ত্রিবালা এইরূপে খাজার নিকটে বিদায় লইয়া বাটীতে গেল। সকলে তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়সহকারে কহিল, "এ আবার কে আসিতেছে?" রমণী সত্বরগমনে জননীর চরণ ধারণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিল, "আমি তোমার কন্যা।" প্রসূতি এইকথা শুনিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কহিলেন "দুঃশীলে! তুই অতি দুর্ব্বৃত্তা! আপনাকেও কলঙ্কিত করিয়াছিস্, আমাদিগকেও অপদস্ত করিলি। আমি ভাবিয়া ছিলাম, কাল তোকে হরণ করিয়াছে। অনেক দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে তোর দর্শনাশা বিসর্জ্জন দিয়াছি। আর তোর মুখ দেখিতে চাহিনা; তুই দূর হ।" কন্যা মস্তক হইতে উষ্ণীষ অপসারিত করিয়া কহিল, "জননি! আমি অপথে পদার্পণ করিনাই, কোন অপকলঙ্কের কার্য্যও করি

নাই। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা কেবল তোমারই ইচ্ছা সাধন-জন্য—কারাগার হইতে পিতার মুক্তিলাভহেতু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তাঁহার প্রসাদে ও তোমার প্রার্থনাগুণে আমি সফল-প্রযত্ন হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছি। তোমার নিকট হইতে চরিত্র-গত যে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলাম, আমি সেই পবিত্রতা সহকারে পুরুষের বেশে নিশাপুরে গিয়া সেই বণিক ও পদ্মরাগ-শোভিত তদীয় কুক্কুরকে আনয়ন করিয়াছি। আর এক দিনের কার্য্য অবশিষ্ট আছে। সেই কার্য্যটী সাধন হইলেই পিতার নিষ্কৃতি লাভ হয়। এক্ষণে অনুমতি পাইলে আমি কেবল আর একটী দিনের জন্য বহির্গমন করি।„ এই বাক্যে মন্ত্রি-মহিলার হৃদ্বোধ হইল যে, কন্যা অপৌরুষেয় কার্য্য করে নাই ও তাহার ধর্ম্ম ও সতিত্ব অপবাহিত হয় নাই। তিনি প্রশস্তচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং সাহ্লাদে কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মুখ-চুম্বন করত এই বলিয়া বিদায় দিলেন, " তোমার প্রতি আমার অনাস্থা নাই; যাহা সদ্বিবেচনা হয়, কর। „

উজীরজাদী পুংবেশ ধারণ করিয়া খাজাসমীপে গমন করিলেন। বণিক তদীয় অনুপস্থিতিতে উৎকণ্ঠিত ও ধৈর্য্যস্খলিত হইয়া সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক তাহার উদ্দেশে নগরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। এদিগে মন্ত্রিসুতাও তাঁহার নিকটে যাইতেছিলেন। অতএব পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তখন বণিক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; " বালে! তুমি এই স্থবিরকে একাকী ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলে?" সে কহিল, "আমি আপনার অনুমতি লইয়া বাটীতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার দর্শন-লালসা বলবতী হওয়াতে অধিক ক্ষণ তথায় থাকিতে নাপারিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।„ যেস্থানে উভয়ের কথোপকথন হইতে ছিল, তরুগুল্মা-বৃত দিব্য একটী উপবন সেই স্থানে ছিল। উদ্যানের পার্শ্বেই

সমুদ্রে, সমুদ্রের উপকণ্ঠে নগরের তোরণদ্বার। বণিক সেই স্থানে স্কান্ধাবার সংস্থাপন করিয়া সচিববালার সহিত মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিলেন। পরে সায়ংকাল সমাগত হইলে উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে নিসর্গশোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কতিপয় রাজকীয় অশ্বারোহী উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া গমন করিতেছে। বণিক তাহাদিগের বেশভূষা ও গঠনসৌষ্ঠবে চমৎকৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে তদ্দিকে দৃষ্টিসঙ্গত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বোধ হয়, কোন রাজদূত নগরে আসিয়াছেন; ইহারা তাঁহারই অনুযাত্র।" বণিকের অনুচরগণ জনৈক অশ্বারোহীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আপনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন?" অশ্বারোহী কহিল, "আমি রাজ্যাধিপতির প্রধান সাদী।" অনুচরগণ এই সমাচার খাজার নিকটে বিজ্ঞাপন করিলে তিনি একজন নিগ্রোদাস দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "আমরা সার্থবাহ; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আসিয়া উপবেশন করিতে পার, কাফি ও কলঞ্জ প্রস্তুত আছে।" অশ্বারোহী বণিকের নাম শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাস সমভিব্যাহারে খাজাসন্নিধানে গমন করিল। দেখিল, বণিকের সম্পদ ও সজ্জার ইয়ত্তা নাই। অনুচরও অনুজীবিগণ চারিদিকে অপেক্ষা করিতেছে। পরে খাজা ও বণিকযুবা অর্থাৎ সচিবদুহিতাকে অভিবাদন করিয়া কুক্কুরের তাদৃশী অবস্থা সবিস্ময় দর্শন করিতে লাগিল। খাজা তাহাকে আসনগ্রহণ করিতে কহিয়া কাফি প্রদান করিলেন। সে তাহা পান করিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। পরে বিদায় প্রার্থনা করিলে বণিক তাহাকে বস্ত্র ও কতিপয় দুর্লভ সামগ্রী পুরস্কার দিয়া গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন।

পরদিন প্রভাতে অশ্বারোহী রাজসভায় সমাগত হইয়া সমবেত ব্যক্তিগণের সমক্ষে এই ঘটনা বিবরিত করিলে, ক্রমে তাহা আমার

কর্ণগোচর হইল। আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া সমস্ত বর্ণন করিতে কহিলাম। সে যাহা যাহা দেখিয়াছিল, অবিকল বিবৃত করিল। আমি তাহার প্রমুখাৎ কুক্কুরের বৃত্তান্ত ও দুই ব্যক্তির পিঞ্জরবাসের বিষয় বিদিত হইয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া কহিলাম, "সেই আচারভ্রষ্ট বণিক প্রাণদণ্ডের যোগ্য।" বলিয়াই অনুচরদিগকে আজ্ঞা দিলাম, "সেই ধর্ম্মত্যাগীর শিরশ্ছেদন করিয়া এখনই আমার নিকটে আনয়ন কর।" পূর্ব্বোক্ত ফ্রাঙ্কদূত সভায় উপস্থিত ছিলেন, এই সময়ে ঈষৎ হাস্য করিলেন। আমি তাঁহার সেই অধরবিকাশে রোষপরবশ হইয়া কহিলাম, "অসভ্য! রাজসন্নিধানে অকারণে দশনবিলাস দাম্ভিকতার অনুমাপক। অসাময়িক হাস্যাপেক্ষা রোদনই সঙ্গত।" দূত প্রতিবাদ করিলেন, "মনোমধ্যে নানা ভাবের উদয় হওয়াতেই আমি হাস্য করিয়াছি। প্রথম এই যে, মন্ত্রীরবাক্য সত্য সপ্রমাণিত হইল; সুতরাং এক্ষণে তিনি কারামুক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ নির্দ্দোষীর রক্তাসারে মহারাজের রাজগৌরব কলঙ্কিত হইল না। তৃতীয়তঃ নির্দ্দোষে নিষ্কারণে মহারাজ একজন বণিকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন! এই শেষোক্ত ঘটনায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। কেননা, ভবাদৃশ ভূপতি সামান্য একজন বাচালের কথায় একটী জীবের জীবনদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন! ঈশ্বর জানেন, বণিকের কার্য্যের মূলে কি আছে। আমার বিবেচনায় তাহাকে রাজসন্নিধানে আহ্বান করিয়া সকল বিষয় প্রকটিত করিতে আজ্ঞা করিলে ভাল হয়। তাহাতে যদি তাঁহার দোষ প্রতিপাদিত হয়, আপনি প্রভু, যাহা ইচ্ছা করিবেন।" রাজদূতের বাক্যে উজীরের উক্তি আমার স্মরণপথে উদিত হইল। আমি তখন বণিক, তৎপুত্র, কুক্কুর ও পিঞ্জরদ্বয় সমক্ষে আনয়নজন্য অনুমতি দিলাম। প্রণিধিগণ আজ্ঞাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সকলকে সভামধ্যে লইয়া আসিল। খাজা ও তৎপুত্রের

(বণিকবেশধারিণী মন্ত্রিকন্যার) বেশভুষা দর্শনে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি চমৎকৃত হইল। বিশেষতঃ সুকুমার যুবার মোহিনী মূর্ত্তিতে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। যুবার হস্তে নানা রত্নপূর্ণ একটী কনকপাত্র ছিল। তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া সভাকুট্টিম যেন হাস্য করিতে লাগিল। যুবক সেই পাত্রটী সিংহাসন-সমীপে রক্ষা করিয়া অভিবাদনান্তে সসম্ভ্রম নীরবে দণ্ডায়মান হইল। খাজাও ভূমিচুম্বন করিয়া আমার কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথাগুলি এরূপ সুমধুর যে, শুনিলে বোধহয়, যেন কলবিঙ্ক আলাপ করিতেছে। আমি তাঁহার সেই রুচির বাগ্বৈদগ্ধ্যের ভূয়সী প্রসংশা করিয়া কল্পিত ক্রোধের ভাণ করিয়া কহিলাম, "অহো নরাকৃতি প্রেত! তুমি নিজ গন্তব্যপথে নরককূপ খনন করিয়া একি কুহকজাল বিস্তার করিয়াছ? তোমার এই অনুষ্ঠান কোন্ ধর্ম্মানুগত? তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ও কোন্ দেবের উপাসক? বিধর্ম্মী হইলেও তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারা যায়না। তুমি কি নিমিত্ত এরূপ আচরণ কর, প্রকাশ করিয়া বল।" খাজা স্থিরভাবে কহিলেন, "মহারাজের সৌভাগ্য ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হউক। এই ক্রীতদাসের ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করুন;—

"ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—সেই পবিত্র মহম্মদের গুণকীর্ত্তনই আমার উপাসনার বিষয়ীভূত। দ্বাদশ ইমাম আমার অনুষ্ঠানের আদর্শস্বরূপ। প্রতিদিন আমি পঞ্চোপসানা ও বার ব্রতাদি উপলক্ষে উপবাস করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন আমি তীর্থ করিয়াছি ও উপার্জ্জনের পঞ্চমাংশ বিতরণ করিয়া থাকি। লোকে আমাকে মুসলমান নামে আখ্যাত করিয়া থাকে। কিন্তু আমার যে দোষের নিমিত্ত মহারাজের রোষাবেশ হইয়াছে, তাহার মূলে কারণ আছে। কিন্তু আমি তাহা অনাবৃত করিতে পারি না। ইহা স্বীকার্য্য, লোকে আমাকে কুক্কুরোপাসক বলিয়া নিন্দা করে, আমাকে অধিক

পরিমাণে শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু তথাপি কাহারও নিকটে অন্তরের রহস্য প্রকটিত করি নাই।,, এই সমস্ত আপত্তি শুনিয়া আমি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলাম, কহিলাম, "তুমি আমাকে কথায় কথায় বঞ্চনা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আর তুমি যাবৎ নিজ জুগুপ্সিত আচরণের মূল কারণ পরিকীর্ত্তনক্রমে আমার অন্তঃকরণের সংশয়াপনোদন না কর, তাবৎ তোমার জীবন নির্ব্বিঘ্ন নহে। তোমাকে নিজ আচরণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কুক্ষিচ্ছেদদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কারণ এবম্বিধ কঠোর দণ্ডের অবতারণা না করিলে ভবিষ্যতে কেহ মহাম্মদীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে বিরত হইবে না।,, খাজা কহিলেন, "হে রাজন্! এই হতভাগ্যের রক্তপাত করিবেন না। আমার অপরিমেয় সম্পত্তি আছে; তাহা লইয়া আমার ও আমার পুত্রের জীবন দান ও নিষ্কৃতি বিধান করুন।,, আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "তুমি আমাকে ধনের উৎকোচে বশীভূত করিতে ইচ্ছা কর? নিশ্চিৎ জানিও, সত্যের বিবৃতিব্যতীত তোমার নিস্তার নাই।" এই কথায় তদীয় চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি মন্ত্রিসুতার প্রতি দৃষ্টি-সঙ্গত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগকরত কহিতে লাগিলেন, "আমি রাজবিচারে দণ্ডার্হ হইয়াছি। আমার প্রাণদণ্ড হইবে। এক্ষণে আমি তোমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিব, স্থির করিতে পারিতেছিনা।" আমি তাঁহাকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলাম, "অহে! অপরাধিন্! আর নয়, ক্ষান্ত হও। তোমার বিস্তর আপত্তি শুনা গিয়াছে। এক্ষণে কার্য্যের কথা যাহা বলিবে, শীঘ্র বল।,, এই বাক্যে খাজা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সিংহাসন চুম্বনকরত জয়োচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "রাজরাজেশ্বর! আপনি যদি জীবনদণ্ডব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রণাকর দণ্ডবিধান করিতেন, অনায়াসে সহ্য করিতাম; তথাপি নিজ বিবরণ কীর্ত্তন

করিতাম না। কিন্তু জীবন সর্ব্বোত্তর উৎকৃষ্ট নিধি; সুতরাং সর্ব্বথা রক্ষণীয়। সাধ করিয়া কেহ কূপে পতিত হয় না। কেননা কর্ত্তব্যাব হেলন বিধির বিধানের বিসংবাদী। অতএব একান্তই যদি এই স্থবিরের জীবনী শ্রবণে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কিন্তু বলিবার অগ্রে' পিঞ্জর দুইটী আনয়ন করিয়া সম্মুখে স্থাপিত করুন। কেননা বর্ণনার কোন অংশ মিথ্যা হইলে আপনি পিঞ্জর-রুদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়কে সাক্ষীস্থলে আনয়ন করিয়া আমার দোষের দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন।,, আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পিঞ্জর দুইটী আনয়ন করত রুদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত হইয়া খাজার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে আজ্ঞা করিলাম।

ইতি নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিশাপুর-বাসী খাজা অর্থাৎ বণিকের বিবরণ।

খাজা কহিতে লাগিলেন ;— হে রাজন্! এই যে ব্যক্তি আমার দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; আর যাঁহাকে বামদিকে দেখিতেছেন, ইনি মধ্যম। আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ। পারশ্যদেশীয় জনৈক বণিক আমাদের পিতা। যখন আমার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া ও ত্রৈরাত্রিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে ভ্রাতৃযুগল আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আইস, সকলে পিতৃধন বণ্টন করিয়া লইয়া নিজ নিজ অংশ স্বেচ্ছামতে ব্যবহার করি।" আমি তাঁহাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া কহিলাম, "সহোদরগণ, একি কথা বলিতেছেন ? আমি আপনাদের চিহ্নিত সেবক। দায়াদস্বার্থে আমার স্বত্ব কি ? আমি এক পিতা হারাইয়াছি বটে, কিন্তু আমার দুই পিতা বিদ্যমান, কারণ আপনারা আছেন। আপনাদিগের আজ্ঞাবহনই আমার সমীহিত। বণ্টন বা বিভাগে আমার কি ফললাভ হইবে ? জীবনরক্ষার জন্য আমি কেবল এক খণ্ড মোচিকামাত্র প্রার্থনা করি। আপনাদের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিলেই আমার উদরপূরণ হইবেক। আমি শিশু, লেখাপড়া শিখি নাই, সুতরাং আমার ক্ষমতা কি ? অতএব আমাকে লেখা-পড়া শিখান্। তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।" এই কথার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহারা কহিলেন, "তোমার বুদ্ধিতে চলিলে তোমার ন্যায় আমাদেরও সর্ব্বনাশ ও ভিক্ষাবলম্বন হইবে।" আমি এই কথায় উত্তর না দিয়া নীরবে নিভৃতে গিয়া মনেমনে আন্দোলন

করিতে লাগিলাম, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুতর ব্যক্তি। ইহাঁরা যখন আমার উন্নতি ও মঙ্গল চেষ্টার পরিপন্থী, তখন আমার পক্ষে কোন রূপ ব্যবসায় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য হইতেছে।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে কাজীর (বিচার কর্ত্তার) প্রণিধি আমাকে বিচারালয়ে লইয়া গেলে আমি দেখিলাম সহোদরদ্বয় তথায় আমার অপেক্ষা করিতেছে। কাজী আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিতে চাওনা কেন?" আমি ভ্রাতৃগণসমক্ষে যাহা বলিয়াছিলাম, তাঁহার নিকটেও অবিকল তাহারই অভিনয় করিলাম। তখন সোদরগণ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কাজীকে সম্বোধনকরত কহিলেন, ইহার কথায় যদি কুটিলতা না থাকে, তবে ইহাকে একখানি দানপত্র লিখিয়া দিতে বলুন। আমি ভাবিলাম, ইহাঁরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আমার কুশলোদ্দেশেই এরূপ বলিতেছেন। কারণ আমি নিজাংশ অপব্যয়িত করিতে পারি। অতএব কাজীর মোহরাঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ দানলেখ্য লিখিয়া দিলাম। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহপ্রতিগমন করিলেন।

এই ঘটনার দ্বিতীয় দিবসে সোদরগণ আমাকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি যে গৃহে অবস্থিতি করিতেছ, তাহাতে আমাদের প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব তুমি স্থানান্তরে গিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক বাস কর। তখন আমার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, আমি পিতৃগৃহে বাস করি, ইহাও তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু কি করি, উপায় নাই, অগত্যা তাহাই করিতে মনঃস্থ করিলাম। হে ধরিত্রীপালক! আমি পিতার কনিষ্ঠপুত্র! কনিষ্ঠের প্রতি পিতামাতার অপেক্ষাকৃত অধিক পক্ষপাতিতা থাকে। পিতা তজ্জন্য জীবৎমানে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে গৃহ প্রত্যাগমনকালে অদ্ভুত দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি আমাকেই আনিয়াদিতেন।

আমি সেই সমস্ত সামগ্রীর বিনিময়ে যে অর্থ পাইয়াছিলাম, তাহাই মূলধন করিয়া কুসীদব্যবহার করিতাম। আর পিতা কতিপয় অশ্ব ক্রয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে একটী অশ্বশাবক ও তাতার দেশীয় একটী কিঙ্করী আমাকে দিয়াছিলেন। আমি তাহাদিগকে আমার সেই সামান্য আয়দ্বারা পালন করিতাম। এক্ষণে সোদরগণের কৃতঘ্নাচরণে অগত্যা গৃহত্যাগ করিয়া একটী বাটী ক্রয়করত তথায় বাস করিতে লাগিলাম। এই কুক্কুরটীও (নিকটবর্ত্তী কুক্কুরের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া) সঙ্গে গিয়াছিল। নূতন বাটীতে গিয়া আমি আবশ্যক মত সমস্ত উপকরণ ও দুইটী দাস আহরণ করিলাম, এবং মূলধনের অবশিষ্ট অংশদ্বারা বস্ত্রের ব্যবসায় করিতে লাগিলাম। ভ্রাতৃগণের তাদৃশ নিষ্ঠুরাচরণসত্ত্বেও ঈশ্বরকে করুণাময় জানিয়া আমি নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট ছিলাম। তিন বৎসরের মধ্যে আমার ব্যবসায়ের এরূপ উন্নতি হইল যে, ক্রমে আমার নাম চারিদিকে প্রচারিত হইল। সম্ভ্রান্তপরিবারগণের মধ্যে যে কোন পরিধেয়াদির প্রয়োজন হইত, আমারই আপণ হইতে যাইত। সুতরাং আমি বিস্তর লাভ পাইতে লাগিলাম ও শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া উঠিলাম। প্রতিক্ষণে আমি পবিত্র পরমাত্মার নাম লইতাম এবং সুখে সচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতাম। সেই সুখের অবসরে আমি মধ্যে মধ্যে এই কবিতাটী আবৃত্তি করিতাম ;—

অনন্তাকান্তের (রাজার) রোষে কি শঙ্কা আমার,
সঙ্গতি নাহিক মম সঙ্গেতে তাঁহার।
তব গুণ গান বিনা হে দিব-রাজন!
পারিনা করিতে কারো গুণের কীর্ত্তন।
কি ভয় ভ্রাতার রোষে, ক্ষতি নাই তায়,
পারেনা করিতে কিছু তাহারা আমায়।
তব বর একমাত্র মম সমীহিত,

অপরে যাচিতে তদা নহে সমুচিত।
শত্রুমিত্ররোষে আমি নাহি করি ভয়,
তুমি যদি কর দয়া দীন দয়াময়।
হউক হউক ধরা বিমুখ আমায়,
কি ভয় আমার তায় তুমি হে সহায়।
তোমার করুণা যদি থাকে দয়াময়,
চুম্বিবে অঙ্গুষ্ঠ মম মনুজনিচয়।

একদা শুক্রবার আমি বাটীতে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার একজন অনুজীবী বিশেষ প্রয়োজনহেতু হট্টে গিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিল। আমি তাহার এই আকস্মিক রোদনের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া কহিলাম. 'কি হইয়াছে, বল।' সে রোষবিস্ফারিতকণ্ঠে কহিল, "আপনার কি? আপনি সচ্ছন্দে আছেন! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চরমে পরমপুরুষের প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন?" আমি বলিলাম, "দুর্ব্বিনীত! তোর কি ভূতাবেশ হইয়াছে?" সে প্রতিবাদ করিল, "আমার রোদনের কারণ শ্রবণ করুন; চকের মধ্যে একজন য়িহুদি আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয়ের হস্তদ্বয় নিগড়িত করিয়া প্রহার করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে অট্টহাস্য করিয়া বলিতেছে, যদি টাকা না দাও, তবে যষ্টিপ্রহারে তোমাদের প্রাণবধ করিব। আর ইহাতে আমার অর্থের অপলাপ হইলেও পরমেশ্বরের নিকটে অপরাধী হইতে হইবে না।" আপনার ভ্রাতারা এই অবমাননা সহ্য করিতেছেন, ইহাকি আপনার পক্ষে সঙ্গত হইতেছে? লোকে আপনাকে কি বলিবে?" কিঙ্করমুখে এই সমাচার প্রাপ্তিমাত্র আমার শোণিত ভ্রাতৃ-স্নেহের উত্তাপে কদুষ্ণ হইয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ দাসগণকে অর্থ লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়া স্বয়ং মুক্তপদে হট্টে গমন করিলাম। গিয়া দেখিলাম, দাসের কথা মিথ্যা নহে। একজন সত্য সত্যই অবরজদিগকে মুষ্ট্যা-

ঘাত করিতেছে। তখন প্রাড্‌বিবাকের প্রণিধিগণের উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলাম, "ঈশ্বরের দিব্য, ক্ষান্ত হও, ইহাঁদিগকে কি জন্য এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছ, বল।" এই কথা বলিতে বলিতে আমি য়িহুদীর সন্নিহিত হইয়া কহিলাম, "অদ্য পবিত্র উপাসনাবাসর। কেন উহাঁদিগকে (ভ্রাতার দিকে অঙ্গুলীসঙ্কেত করিয়া) প্রহার করিতেছ?" "য়িহুদি কহিল, আপনি যদি ইহাদের ভার গ্রহণ করিতে চান,তবে সম্পূর্ণরূপে তাহা করুন; ইহাদের নিকট আমার যে প্রাপ্য আছে, ফেলিয়া দিন্; নতুবা যে পথে আসিয়াছেন, সেই পথেই গৃহপ্রতিগমন করুন।" আমি বলিলাম, "কত টাকা? ভাল, লেখ্যপত্র আমাকে দেখাও, টাকা দিতেছি।" সে কহিল, "লেখ্য প্রাড্‌বিবাকের নিকটে আছে।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কিঙ্করগণ অর্থসমেত উপস্থিত হইলে আমি তাহা হইতে সহস্র মুদ্রা লইয়া তাহাকে দিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে মুক্ত করিলাম। তাঁহাদের তদানীন্তন অবস্থা অতীব শোচনীয়—অনাবৃত,ক্ষুধাতুর,তৃষ্ণার্ত্ত। আমি তাঁহাদিগকে নিজ বাটীতে আনয়নপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্নান ও নূতন বাস ধারণ করাইলাম। পৈতৃক সম্পত্তি কিরূপে অপবাহিত হইল,তাঁহাদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম না। কেননা তাহাতে তাঁহারা লজ্জিত হইতে পারেন। রাজন্! উভয়েই উপস্থিত আছেন, সত্যমিথ্যা জিজ্ঞাসা করুন। অতঃপর কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদিন আমি সহোদরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "ভ্রাতৃগণ! এ নগরে আপনাদের নামসম্ভ্রম সমস্ত লোপ পাইয়াছে। অতএব যাবৎ আপনাদের নিন্দনীয় বিষয় লোকের অন্তঃকরণ হইতে নিষ্কাশিত না হয়, তাবৎ আপনাদের পক্ষে দেশভ্রমণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।" এই কথায় তাঁহারা সন্তোষচিহ্ন প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাক্য স্ফুরণ করিলেন না। আমি তদ্দর্শনে ভ্রমণোপযোগী পটমণ্ডপ ও

অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রী ও বিংশতি সহস্র মুদ্রা মূল্যের পণ্য দ্রব্য আহরণ করিলাম ও তাঁহাদিগকে কতিপয় সার্থবাহের সমভিব্যাহারে বোখারা নগরে পাঠাইয়া দিলাম।

সংবৎসর পরে সার্থবাহগণ প্রত্যাবৃত্ত হইল, কিন্তু সোদরগণের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেলনা। আমি তখন কোন বন্ধুকে শপথ দিয়া প্রকৃত বিষয় অনাবৃত করিতে কহিলে তিনি কহিলেন, "তাঁহারা বোখারানগরে উপনীত হইলে একজন দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব অপবাহিত করিয়া এক্ষণে কেলিগৃহ ও ক্রীড়াবেদী সম্মার্জ্জন ও ক্রীড়নকদিগের পরিচর্য্যাক্রমে তাঁহাদের অনুগ্রহসাপেক্ষ হইয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। অপর ব্যক্তি বোজে (অহিফেন, চরশের পাতা ও তাড়ী মিশ্রিত মাদকদ্রব্যবিশেষ)—বিক্রেতার কন্যাতে আসক্ত হইয়া সমস্ত অপব্যয়িত করিয়া এক্ষণে সেই শৌণ্ডিকের আজ্ঞাবহনক্রমে জীবনযাপন করিতেছেন। সার্থবাহগণ এ কথা তোমার নিকটে প্রকাশ করিতে সাহসী হয়নাই; কেন না ইহাতে তুমি অপ্রতিভ ও ক্ষুব্ধ হইবে। অন্তরঙ্গপ্রমুখাৎ এই শোচনীয় বার্ত্তা শ্রবণে মনঃ যেন কি এক অভাবনীয় ব্যাকুলতায় পর্য্যায়িত হইল। সন্তাপে আমার আহারনিদ্রা অপবাহিত হইল। আর কালব্যাজ না করিয়া আমি পাথেয়স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া বোখারাযাত্রা করিলাম ও তথায় উপনীত হইয়া ভ্রাতৃগণের উদ্দেশ করিতে লাগিলাম। পরে তাঁহাদিগের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া একটী গৃহে গমন করিলাম ও সেইখানে স্নান করাইয়া নূতন পরিচ্ছদ প্রদান করিলাম। পাছে তাঁহারা লজ্জিত হয়েন, এজন্য উপস্থিত ঘটনাসম্বন্ধে কোন কথার প্রসঙ্গ করিলাম না। অনন্তর কতকগুলি পন্যদ্রব্য ক্রয়করত তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইয়া স্বদেশযাত্রা করিলাম। পরে নিশাপুরের সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া তাঁহাদিগকে পন্যসমেত

একটী পল্লীগ্রাম মধ্যে রক্ষা করিয়া গোপনে গৃহাগমন করিলাম। কেন না, তাহাতে কেহ আমার প্রত্যাগমনের সময় নির্দ্দেশ করিতে পারিবেনা। দুই দিন পরে প্রচার করিয়া দিলাম, আমার সহোদরগণ দেশভ্রমণান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন; কল্য আমি তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গমনের উদ্যোগ করিতেছি, ইত্যবসরে প্রাগুক্ত পল্লিবাসী জনৈক কৃষক আমার বাটীতে আসিয়া মহাগোলোযোগ করিতে লাগিল। আমি সেই স্বর শুনিয়া বাহিরে আসিলাম, এবং তাহাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া জিজ্ঞাসিলাম, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" সে কহিল, "আপনারই সহোদরগণের জন্য আমার গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে। আপনি যদি তাঁহাদিগকে সেখানে রাখিয়া না আসিতেন, তাহাহইলে এরূপ ঘটিতনা।" আমি কহিলাম, "কোন দুর্ঘটনা কি সঙ্ঘটিত হইয়াছে?" সে কহিল, "এক দল দস্যু আসিয়া তাঁহাদিগেরও দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে, আর সেই সঙ্গে আমারও গৃহ লুঠ করিয়াছে।" আমি এই কথায় তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলাম, "আমার ভ্রাতারা এক্ষণে কোথায়?" সে উত্তর করিল, তাঁহারা নগরের বহির্ভাগে নগ্নবেশে নিতান্ত দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।" আমি অমনি দুইপ্রস্থ পরিচ্ছদ লইয়া বহির্গত হইলাম এবং তাঁহাদিগকে তাহা পরিধান করাইয়া বাটীতে আনয়ন করিলাম। প্রতিবেশবাসীগণ এই চৌর্য্যঘটনা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য আমার গৃহে আগমন করিল। কিন্তু লজ্জাপ্রযুক্ত তাঁহারা বহির্গত হইলেননা।

এইরূপ গুপ্তভাবে মাসত্রয় অতিবাহিত হইয়া গেলে, একদিন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, আর কতকালই বা ইহাঁরা গৃহমধ্যে লুক্কায়িত থাকিবেন। ইহাঁদিগকে লইয়া জলপথে বাণিজ্যযাত্রা

করিলে হয়না ? বোধহয় তাহা হইলে সুবিধা হইতে পারে। আমি এইরূপ অনুধ্যান করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে সঙ্কল্পিত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলাম। তাঁহারা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। আমি তখন সমুদ্রযাত্রার উপযোগী আয়োজন ও বাণিজ্যোচিত দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলাম। প্রথমতঃ দেশাচারমতে মঙ্গলসূচক দানাদি করিলাম; পরে পণ্যদ্রব্যাদি নৌকারোপিত করিয়া পাইল (বায়ুরোধক স্থূলবস্ত্র) খুলিয়া দিলাম। এই সময়ে কুক্কুরটী নদীতীরে নিদ্রা যাইতেছিল; সহসা জাগরিত হইল এবং নদীমধ্যে পোত বাহিত হইয়াছে দেখিয়া চিৎকার করিতে করিতে জলে ঝম্প প্রদান করিল। আমি তাহাকে যানাভিমুখে আসিতে দেখিয়া ক্ষুদ্র একটী ভেলক পাঠাইয়াদিলাম। কর্ণধারগণ সেই প্রভুপরায়ণ জীবকে জল হইতে তুলিয়া পোতমধ্যে আনয়ন করিল।

এইরূপে একমাসকাল নির্ব্বিঘ্নে নদীবক্ষে অপবাহিত হইয়া গেলে, মধ্যম সোদর জনৈক তরুণী কিঙ্করীর প্রেমানুরাগী হইয়া জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কনিষ্ঠের অনুগ্রহ-ভার-বহন নিতান্ত লজ্জাকর। এই বিড়ম্বনার কি কোন প্রতিকার নাই?" জ্যেষ্ঠ প্রতিবাদ করিলেন, "আমি মনে মনে একটী সঙ্কল্প করিয়াছি, কোনরূপে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, বিশেষ একটী ফললাভ হয়।" এই বলিয়া উভয়ে কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরে আমার প্রাণবিনাশপূর্ব্বক সমস্ত সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিতে মনন করিলেন। একদিন আমি প্রকোষ্ঠমধ্যে নিদ্রা যাইতেছি ও সেই পরিচারিণী আমার গাত্র-মর্দ্দন করিতেছে, এমন সময়ে মধ্যম ভ্রাতা দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সহসা আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি অমনি আকুলিতভাবে গাত্রোত্থান করিয়া প্রকোষ্ঠের বহির্দ্দেশে গমন

করিলাম; কুক্কুরটী সঙ্গে সঙ্গে গেল। দেখিলাম, জ্যেষ্ঠ তরণী-কাণ্ডে সংলগ্ন হইয়া প্রবাহমধ্যে কি দেখিতেছেন ও আমাকে ডাকিতেছেন। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "বোধকরি কোন অশিব ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই?" তিনি কহিলেন, "আশ্চর্য্য দেখ, শুশুকগণ মুক্তা, শুক্তি ও প্রবালপল্লব লইয়া জলমধ্যে কেমন নৃত্য করিতেছে! এইরূপ ঘটনা অন্যের মুখে শুনিলে কদাপি আমার বিশ্বাস হইতনা।" আমি তাঁহার কথা সত্য ভাবিয়া গ্রীবা আনত করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু যতই দেখিতে লাগিলাম, কিছুই আমার নয়নপুটে প্রতিফলিত হইল না। ভ্রাতা বলিতে লাগিলেন, "দেখিতে পাইয়াছ?" কিন্তু কিছু থাকিলেত দেখিতে পাইব? আমি নিতান্ত অসতর্ক ভাবে কেবল জলের দিকেই চাহিয়া রহিলাম। মধ্যম সোদর এই সুযোগে অলক্ষিতভাবে আমার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া আমাকে এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে, আমি অবাঙ্মুখ হইয়া নদীতে নিপতিত হইলাম। সহোদরগণ অমনি তারস্বরে কহিতে লাগিলেন, "শীঘ্রচল, শীঘ্রচল, কনিষ্ঠ যান হইতে অপবাহিত হইয়াছে।" নৌকা চলিয়া গেল। আমি তরঙ্গে চালিত হইয়া কখন মগ্ন কখন বা উন্নমিত হইতে লাগিলাম। ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; তখন জীবনাশা বিসর্জ্জন করত ইষ্টদেবতার নাম লইতে লাগিলাম। এই সময়ে হঠাৎ আমার হস্তে কোন পদার্থের সংস্পর্শ হইল। চাহিয়া দেখি, আমার সেই কুক্কুর! বোধহয়, আমি যে সময়ে যান হইতে স্খলিত হইয়া পড়ি, সেও সঙ্গে সঙ্গে পতিত হইয়া পার্শ্বে পার্শ্বে সন্তরণ করিতে ছিল। আমি তাহার লাঙ্গুল ধারণ করিলাম, ঈশ্বর তাহাতেই আমার প্রাণরক্ষার উপায় করিয়া দিলেন।

সপ্ত দিবা যামিনী এইভাবে অতিবাহিত হইল। অষ্টম দিনে আমরা কুলপ্রাপ্ত হইলাম। শরীরে সামর্থ্য ছিলনা, সুতরাং

পৃষ্ঠে ভর দিয়া দেহাবর্ত্তন করিতে করিতে স্থলে উত্তীর্ণ হইলাম। প্রথম দিন অচৈতন্যাবস্থায় গত হইল। দ্বিতীয় দিবসে কুক্কুরের গর্জ্জননাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলাম এবং প্রাণরক্ষাহেতু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন-ক্রমে দূরে একটি নগর দেখিতে পাইলাম। কিন্তু শক্তি ছিলনা যে, উঠিয়া তথায় গমন করি। সুতরাং জানুসাহায্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কয়েক পদ যাই, আর একটুকু বিশ্রাম করি। এইরূপে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত একক্রোশ অতিক্রম করিলাম। নগর হইতে অর্দ্ধপথে একটি পর্ব্বত ছিল, সেইখানেই নিশাযাপন করিলাম। পরদিন প্রাতে নগরে উপনীত হইয়া বাজারে যাইলাম। তথায় বিপণিতে মিষ্টান্ন ও রোটিকা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। কেননা নিকটে এমন কিছুই ছিলনা যে, ক্রয় করি। আর ভিক্ষা করিতেও রুচি হইলনা। অতএব আমি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে যাইয়া ভাবিলাম, পরবর্ত্তী আপণে গিয়া কিছু যাচ্ঞা করিব। কিন্তু এই সময়ে এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িলাম যে, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু শক্তি ছিল, লোপ পাইল, পাকস্থলী বুভুক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল. প্রাণবায়ু আধার পরিত্যাগের উপক্রম করিল। তখন সহসা দেখিতে পাইলাম,পারসিকের বেশধারী দুইটী সুকুমার যুবা পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া আগমন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমি পুনরুত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। কারণ স্বদেশীয় বেশভূষা দর্শনে তাঁহাদিগকে কোন পরিচিত লোক বলিয়া বোধ হওয়াতে ভাবিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের নিকটে নিজ অবস্থার বিষয় প্রকটিত করিব। ক্রমে মুর্ত্তি দুইটী পুরোবর্ত্তী হইলে দেখিলাম তাঁহারা আমারই সহোদরগণ। তখন আমার আর আনন্দের ইয়ত্তা রহিলনা। আমি বিদেশীর নিকটে অন্নের জন্য হস্তপ্রসারণ জনিত নীচত্বের হস্ত হইতে মুক্ত হইলাম,

মনে করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। তখনও আমি সেই নরক-চিত্র শঠযুগলের মনঃ বুঝিতে পারি নাই। অতএব অগ্রসর হইয়া অভিবাদনান্তে তাঁহাদের হস্ত চুম্বন করিলাম। তাঁহারা আমাকে চিনিতে পারিয়া মহা গোলযোগ করিয়া উঠিলেন। মধ্যম আমাকে এরূপ প্রহার করিলেন যে, আমি বাক্যস্ফূরণ করিতে না পারিয়া পড়িয়া গেলাম এবং জ্যেষ্ঠের বস্ত্রধারণ করিয়া ভাবিলাম, হয়ত তিনি আমার পক্ষসমর্থন করিবেন। কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাকুক, তিনি আমাকে পদাঘাত করিলেন। সঙ্ক্ষেপতঃ জোজেফের প্রতি তদীয় সহোদরগণ যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, তাঁহারাও আমার প্রতি সেইরূপ উত্তমমধ্যম ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আমি ঈশ্বরের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুনয়বিনয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু দয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। এই সময়ে বিস্তর লোক আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আমার অপরাধের বিষয় জিজ্ঞাসিল। ভ্রাতারা উত্তর করিলেন, "এই নরাধম আমাদের সোদরের পরিচারক। তাহাকে যান হইতে নিষ্কাশিত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি লইয়া আসিয়াছে। আমরা বহুদিনাবধি পামরের অনুসন্ধান করিতেছিলাম, অদ্য অকস্মাৎ ইহাকে ধৃত করিয়াছি। এই কথা বলিয়া তাঁহারা আমাকে লক্ষ্য করত কহিলেন, অরে দুর্ব্বৃত্ত নারকি! তুই কি জন্য ভ্রাতাকে হত্যা করিলি? সে তোর কি করিয়াছিল? তোকে সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করিয়া সে কি তোর অনিষ্ট করিয়াছিল?„ অতঃপর তাঁহারা কল্পিত শোকের ভাণ করিয়া নিজ নিজ বস্ত্রাদি ছিন্নকরত আমাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার ও পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাজপ্রতিনিধির অনুযাত্রগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, "আপনারা কেন

ইহাঁকে প্রহার করিতেছেন ?” পরে আমার হস্তধারণ করিয়া প্রাড়্-বিবাকের নিকটে লইয়া গেলেন। এই দুই মুর্ত্তিও (পার্শ্বস্থ ভ্রাতৃ-যুগলের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া) আমাদিগের সমভিব্যাহারী হইলেন এবং দর্শকদিগের নিকটে যেরূপ বলিয়াছিলেন, বিচার-পতির নিকটেও অবিকল সেইরূপ বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে তাঁহাকে উৎকোচ দিয়া আমার প্রাণদণ্ডের জন্য বিচার প্রার্থনা করি-লেন। বিচারপতি আমাকে নিজ-পক্ষসমর্থন করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ক্ষুধায় প্রহারে আমি এরূপ শক্তিহীন হইয়াছিলাম যে, কোন কথাই কহিতে পারিলাম না। নিরবচ্ছিন্ন নতশিরঃ হইয়া নির্ব্বাক নীরব দণ্ডায়মান রহিলাম। বিচারপতি আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমাকে দোষী সাব্যস্ত করত শূলদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। হে ধরণি-পালক ! (রাজা আজাদ্‌বক্ত) আমি অর্থ দিয়া ইহাঁদিগকে য়িহুদির দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। সেই উপকারের প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ ইহাঁরা আমার প্রাণবধ করিবার জন্য উৎকোচ দিয়া-ছিলেন। উভয়েই উপস্থিত আছেন ; জিজ্ঞাসা করুন, আমি সত্য হইতে কেশ প্রমাণ অপসৃত হইয়াছি কি না ? যাহাহউক অতঃপর আমি যখন বধ্যভূমিতে নীত হইয়া শূলদণ্ড দর্শন করিলাম, তখন আর জীবনের আশা রহিল না। আর এই কুক্কুর ভিন্ন কেহই আমার নিমিত্ত অশ্রুপাত করে নাই। কুক্কুরটী প্রত্যেকের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাতরস্বরে ডাকিতে লাগিল। তাহাতে কেহ তাহাকে যষ্টিদ্বারা, কেহ লোষ্ট্রখণ্ড দ্বারা প্রহার করিল। কিন্তু সে কিছুতেই ক্রুদ্ধ হইল না। আমি কুইব্লার (মক্কার) দিকে মুখ করিয়া ইষ্ট-দেবতার উদ্দেশে বলিতে লাগিলাম, “নাথ ! এই শঙ্কুর সময়ে তুমি ভিন্ন নির্দ্দোষীর প্রাণ রক্ষা আর কে করিবে ? তোমার যদি দয়া হয়, তবেই নিস্তার পাইতে পারি।” ইহার পরে আমি নিজ পরাগতিজন্য উপাসনা করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলাম।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে দেশাধিপতি পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হওয়াতে ভিষক ও সভাসদ্‌গণ সমবেত হইলেন, কিন্তু কেহ কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। তখন একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরোধা ব্যবস্থা দিলেন, "প্রতিবিধানের যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে অর্থী দিগকে অর্থ ও রুদ্ধদিগকে নিষ্কৃতি দানই প্রধান। কারণ দেবনিষ্ঠা ঔষধাপেক্ষা গরীয়সী।" এই কথার প্রসঙ্গমাত্রেই রাজবল্লভগণ বন্দীনিবাসে প্রস্থান করিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বধ্যভূমিতে জনতা দৃষ্টে শূলদণ্ডের অনু-ধ্যান করিয়া আমি যে স্থলে ছিলাম, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অসিদ্বারা আমার বন্ধনরজ্জু কর্ত্তন করিয়া প্রাড়্‌বিবাকের অনুচরদিগকে তিরস্কার ও প্রহার করত কহিলেন, "মহারাজার এই বিপদের সময়ে তোরা কিনা একজন ঐশ্বরিক জীবের প্রাণবধ করিতে যাইতেছিস্‌?" এই বলিয়া আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতে ভ্রাতারা পুনরায় বিচারপতির নিকটে গিয়া আমার প্রাণবধের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়া কহিলেন, "উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আমি উহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। তথায় পানাশনঅভাবে ও সহজেই মরিয়া যাইবে, অথচ ঘুণাক্ষরে কেহ কিছু জানিতে পারিবে না।" এই কথার অবসানেই পুলিসের লোকেরা আমাকে আসেধকরত বিচারালয়ে লইয়া গিয়া গৃহের একপ্রান্তে ফেলিয়া রাখিল।

নগর হইতে এক ক্রোশ দূরে একটী পর্ব্বত ছিল। সলোমনের সময়ে প্রেতদূত তন্মধ্যে একটী গহ্বর খনন করিয়াছিল। গুহাটী সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারময়। কেহ রাজার কোপে পতিত হইলে সেই কন্দরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত এবং অন্নজলাভাবে ক্ষুত্তৃষ্ণায় প্রাণ হারাইত। বিস্তারে প্রয়োজন নাই, সোদরযুগল প্রাড়্‌বিবাকের

অনুচরদিগের সহিত যুক্তি করিয়া রাত্রে আমাকে গোপনে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই পর্ব্বতে লইয়া গিয়া কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। (আজাদ্‌বক্তকে লক্ষ্য করিয়া) হে রাজন! এই কুক্কুরটীও (নিকটবর্ত্তী কুক্কুরের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া) সঙ্গে গিয়াছিল। আমি অধঃপাতিত হইলে সে উপরেই শয়ন করিয়ারহিল। অনন্তর আমি গুহাসাৎ হইয়া অনেকক্ষণ অচৈতন্যাবস্থায় রহিলাম। পরে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, সেই গুহা ও কবরে কোন ভেদ নাই ও আমি শব প্রায় তন্মধ্যে নিলীন রহিয়াছি। এই সময়ে দুই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আমার শ্রুতিগোচর হইল। তাহারা উভয়ে কি পরামর্শ করিতেছিল। আমার বোধ হইল, তাহারা মুকীর ও মুকীর নামা দুই যমদূত আমাকে চরমপ্রশ্ন করিতে আসিতেছে। এই সময়ে রজ্জুশব্দও আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; যেন উচ্চ হইতে কোন পদার্থ অবতারিত হইল। দেখিয়া শুনিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সহসা আমার গাত্রে কঙ্কালসংঘাত হইল। পরক্ষণেই এমন একটী শব্দ উত্থিত হইল, যেন কেহ কিছু চর্ব্বণ করিতেছে। আমি তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলাম, "ঈশ্বরের দিব্য, কে তোমরা আমাকে বল?" তাহারা হাসিয়া কহিল, "এই সলোমনের কারাগার, আমরা বন্দী।" আমি জিজ্ঞাসিলাম, "আমি কি জীবিত?" তাহারা অট্টহাস্য করিয়া কহিল, "হাঁ, তুমি এখনও জীবিত আছ, কিন্তু শীঘ্র মরিবে।" আমি বলিলাম, "তোমরা কি খাইতেছ? যাহা হউক না কেন, বিনতি করি, আমাকে কিঞ্চিৎ দাও।" কিন্তু এই কথায় কুপিত হইয়া তাহারা রুক্ষ উত্তর মাত্র দিল, আর কিছু দিলনা; পরে ভোজনান্তে নিদ্রা গেল। আমিও দৌর্ব্বল্যজন্য অবসন্ন হইয়া পড়িলাম এবং ক্রন্দন করিতে করিতে ঈশ্বরের নামগ্রহণ করিতে লাগিলাম।

মহারাজ! (রাজা আজাদ্‌বক্ত) আমি এইরূপে সাত দিন

সমুদ্রে ও অনুরূপ কাল ভ্রাতৃগণের আরোপিত অপবাদে অনশনে অতিবাহিত করিলাম। খাদ্যের বিনিময়ে প্রহার লাভ করিয়া পরে এমন একটী কারামধ্যে নিহিত হইলাম যে, তাহা হইতে উদ্ধারের ভাব সঙ্কল্পেও উদিত হয় না। ক্রমে জীবন দেহত্যাগে অধ্যবসায়িত হইয়া স্নেহশূন্য দীপশিখার ন্যায় এক একবার চমকিত ও এক একবার স্তিমিত হইতে লাগিল। কখন কখন নিশীথ সময়ে কেহ আসিয়া কয়েকখণ্ড রুটি ও একপাত্র জল বস্ত্রে জড়িত করিয়া রজ্জু সহকারে অবতারিত করিয়া দিত। কিন্তু পূর্ব্বে যে দুই মূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা আসিয়া তাহা গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিত। কুক্কুর উপর হইতে নিত্য তাহা লক্ষ্য করিত। পরে দৈবী বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া অশরণ প্রভুর নিমিত্ত সেইরূপে খাদ্য আহরণের সঙ্কল্প করত নগরাভিমুখে গমন করিল এবং বিপণি-মধ্যে রাশীকৃত রুটী দেখিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক একখণ্ড লইয়া প্রস্থান করিল। দেখিয়া কেহ পশ্চাদ্ধাবন কেহ লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু সে কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিল না। ক্রমে অনুসরণ-কারিগণ ক্লান্ত ও অন্যান্য কুক্কুর সকল পরিভূত হইয়া বিমুখিত হইলে, সে আমার আবাসবিবরের সন্নিহিত হইয়া আহৃত সামগ্রীটী ভিতরে নিক্ষেপ করিল। অভ্যন্তরে যথা কথঞ্চিৎ যে আলোক প্রবিষ্ট হইত, আমি তাহারই সাহায্যে কুক্কুরের তর্জ্জনগর্জ্জনে চমকিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন ক্রমে তদ্দত্ত উপহারটী দেখিতে পাইয়া গ্রহণপূর্ব্বক আহার করিলাম। এইরূপে সে নিত্য আমার আহার যোগাইতে লাগিল। আর জলের নিমিত্ত সে নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটী বৃদ্ধার কুটিরে গেল। বৃদ্ধা কুটিরদ্বারে জলপূর্ণ পাত্র রক্ষা করিয়া সূত্র রচনা করিতেছিল। সে সেই সুযোগে দন্তদ্বারা পাত্রটী ধৃত করিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। স্থবিরা চিৎকার করিয়া উঠিল, আর সে অমনি পাত্রটী ফেলিয়া

দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা তদ্দর্শনে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, সে তাহার বস্ত্রাগ্রভাগ ধারণ করিয়া লাঙ্গূল আন্দোলন করিতে করিতে তাহার পাদতলে মুখাবমর্ষণ করিতে লাগিল। একবার পর্ব্বতাভিমুখে দৌড়িল, একবার এক-গাছি রজ্জু, একবার একটী পাত্র একবার বা তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। দৈবক্রমে বৃদ্ধা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রজ্জু ও পাত্র লইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইল; সে তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া কুটির ত্যাগকরত শৈলা-ভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বৃদ্ধা তাহার কার্য্য দেখিয়া ভাবিল, হয়ত ইহার প্রভু গুহামধ্যে রুদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহার জলের প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। যাহা হউক বৃদ্ধা কূপসন্নিধানে নীত হইয়া পাত্রটী জলপূর্ণ করিয়া অবতারিত করিয়া দিলে আমি তাহা লইয়া পানাহার করিলাম। আমার ক্ষুত্তৃষ্ণা দূর হইল। আমি ঈশ্বরকে তাঁহার এই কালোচিত অনুগ্রহজন্য ধন্যবাদ দিয়া এক-প্রান্তে গিয়া বসিলাম এবং সর্ব্বশক্তিমানের প্রসাদে নির্ভরিত হইয়া সহিষ্ণুতাসহকারে ভবিতব্যতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বাক্-শক্তিবিরহিত কুক্কুর নিয়ত আমার আহার্য্য ও সেই বৃদ্ধার সাহায্যে পানীয় আহরণ করিতে লাগিল। তাহার এই আচরণে খাদ্য-প্রণেতৃগণের অন্তঃকরণে ক্রমে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহারা তাহাকে দেখিলেই একখণ্ড রুটী প্রদান করিত। আর যদি সেই বৃদ্ধা কোন দিন জল প্রদানে শৈথিল্য প্রকাশ করিত, সে তখনই তাহার ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিত। অগত্যা সে নিত্য জল দিয়া যাইত। এইরূপে আমার পানাশনের উৎকণ্ঠা দূর করিয়া সেই গুহামুখে শয়ন করিয়া থাকিত।

এইভাবে ছয় মাস গত হইলে সেই বায়ুশূন্য কারামধ্যে মাদৃশ বন্দীর কি দশা হইয়াছিল, একথা জিজ্ঞাসার আর অবসর নাই।

দেহে কেবল চর্ম্ম ও কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিল, জীবন ভারবোধ হইতে লাগিল। আমি সেই দশা হইতে নিষ্কৃতিলাভজন্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। একদিন রাত্রে পূর্ব্বোক্ত বন্দিদ্বয় নিদ্রা যাইতেছে, আমি দুঃখে স্তম্ভিত হইয়া "হে ঈশ্বর! শীঘ্র আমার এই ক্লেশের অবসান কর" বলিয়া সাবেগে ক্রন্দন করিতেছি, এমন সময়ে সহসা চাহিয়া দেখি,—এক গাছি রজ্জু কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে, আর উপর হইতে একটী ক্ষীণস্বর বলিতেছে, "হতভাগ্য! যদি এ স্থান অতিক্রম করিতে চাও, তবে হস্তদ্বয় এই রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন কর।" আমি সেই দৈববাণী শ্রবণে অনুমান করিলাম, বুঝি সহোদরগণ শোণিত-সম্বন্ধ হেতু দয়ার্দ্র হইয়া আমার উদ্ধার সাধনজন্য আসিয়াছেন। ভাবিয়া সেই রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে কটিদেশ বদ্ধ করিলাম। কিন্তু কে আমাকে উপরে উঠাইল, রাত্রিকালীন অন্ধকারপ্রযুক্ত জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমি গুহানিষ্কাশিত হইলে, সেই মূর্ত্তি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শীঘ্র আইস, এখানে বিলম্ব করা উচিত হইতেছে না।" আমার শরীরে সামর্থ্যমাত্র ছিল না, দীর্ঘকারাবাসে অঙ্গোপাঙ্গসকল বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি ভয়ে কষ্টকল্পনায় আমি গিরি হইতে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম গিরিনিতম্বে দুইটী অশ্ব সজ্জিত রহিয়াছে। মুক্তিদাতা তাহার একটীতে আমাকে আরোপিত করিয়া স্বয়ং অন্যতরে আরোহণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ গমনের পর আমরা একটী নদীতীরে গিয়া উপনীত হইলাম। রাত্রিও প্রভাত হইল, বোধ হয় নগর হইতে বারো ক্রোশ ব্যবধানে গিয়াছিলাম। আমি তখন দেখিতে পাইলাম, আমার সেই উদ্ধারকর্ত্তা একজন সশস্ত্র অশ্বারোহী যুবা। আমাকে দেখিয়া তিনি ক্রোধে অধর দংশন করিতে লাগিলেন এবং তরবারি নিষ্কোশিত করিয়া আমার দিকে অশ্ব

সঞ্চালন করিলেন। আমি অশ্ব হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া তদীয় অনুগ্রহপ্রতীক্ষায় কহিলাম, "আমি নিরপরাধী, কি জন্য আমাকে বধ করিতে সঙ্কল্পিত হইয়াছেন ? কৃপাময়! আমাকে কারামুক্ত করিয়া এক্ষণে নৈষ্ঠূর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন কেন ?„ প্রতিবাদ হইল, "সত্য বল, কে তুমি ?„ আমি কহিলাম, "আমি পথিক,অপ্রতীক্ষাত বিপদে বিড়ম্বিত হইয়াছিলাম, আপনার প্রসাদে প্রাণদান পাইয়াছি।" তদ্ভিন্ন চিত্ততোষিণী আরো অনেক কথা বলিলাম। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করিয়া দিলেন। তিনি অসি কোষবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "ভাল, ঐশিকী ইচ্ছা ব্যাহত হইবার নহে। চল আমি তোমাকে মার্জ্জনা ও প্রাণদান করিলাম। শীঘ্র অশ্বারোহণ কর, বিলম্ব করিও না।„

এই কথার পরে আমরা উভয়েই অশ্বচালনা করিলাম এবং বিদ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার যৎপরোনাস্তি ক্লেশ-বোধ হইতে লাগিল, তথাপি গমনে বিরত হইলাম না। বেলা তিনটার সময়ে আমরা একটী দ্বীপে উপনীত হইলাম। যুবা তখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আমাকে অবতারিত করিলেন ; ঘোটক-দ্বয় কবিক-মুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। যুবা অস্ত্র শস্ত্রাদি উন্মোচনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া আমাকে সম্বোধন করত কহিলেন, "মন্দভাগ্য! এক্ষণে তোমার বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া আমাকে পরিচয় প্রদান কর।„ আমি তাঁহার নিকটে আমার নাম ধাম ও যে কিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল, সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বিবরিত করিলাম। তিনি আমার দুর্ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, পরে আমাব প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, "যুবক এক্ষণে আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ;—আমি জেয়ারবাদ্ রাজ্যের (ব্রহ্মদেশের) রাজকন্যা। আর সলোমনের কারামধ্যে যে যুবা অবরুদ্ধ আছেন, তাঁহার নাম বহরমন্দ। তিনি প্রধানামাত্যের

বংশধর। একদা রাজা অনুমতি করিলেন, রাজ্যের সমস্ত সামন্ত ও কুমারদিগকে অন্তঃপুরসংলগ্ন প্রান্তরে সমবেত হইয়া চাউগান (অশ্বারোহণে বর্ষাদ্বারা বর্ত্তুলক্রীড়া) ও কার্ম্মুকক্রীড়া প্রদর্শন করিতে হইবেক। কেননা সেই মুক্তকেদার মধ্যে বাণক্ষেপণে কাহার কেমন লঘুহস্ততা ও অশ্বারোহণে পটুতা জন্মিয়াছে, এককালে জানা যাইতে পারে। আমি মহারাজ্ঞীর (আমার গর্ভধারিণীর) পার্শ্বে উচ্চতম একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সেই প্রমোদকর প্রদর্শন দর্শন করিতে লাগিলাম, কিঙ্কর ও কঞ্চুকীগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিল। সমবেত ক্রীড়নকগণের মধ্যে মন্ত্রিতনয়ের শারীর সৌষ্ঠব উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান হইতেছিল। তিনি অতি চতুরতাসহকারে হয়চালনা ও শরক্ষেপকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মূর্ত্তিখানি আমার চক্ষে অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিল, হৃদয় অতর্কিতভাবে তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। কিন্তু আমি এবিষয় কাহারো নিকটে প্রচার করিলাম না, অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে মনঃ যখন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তখন আর থাকিতে না পারিয়া সখীর নিকটে ব্যক্ত করিলাম এবং অভীষ্ট বিষয়ে সাহায্যহেতু তাহাকে বহুবিধ পুরস্কার প্রদান করিলাম। সে কৌশল করিয়া গোপনে যুবাকে আনিয়া দিল। যুবকও আমাকে ভাল বাসিলেন। আমরা দুইজনে পরম সুখে প্রণয়প্রসঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিলাম। একদা নিশীথ সময়ে যুবা সশস্ত্র হইয়া আমার গৃহে আসিতেছিলেন, সহসা প্রতীহারিগণ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। কিন্তু রাজপুরুষগণ অনুনয়বিনয় করিয়া তাঁহার জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করাতে তিনি সলোমনের কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। যুবার পরমবন্ধু আর একটী যুবারও সেই দশা হইল। কারণ যে দিন যুবা ধৃত হয়েন,

তিনিও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিন বৎসর হইল, উভয়ে এইরূপে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। কিন্তু কি অভিপ্রায়ে তাঁহারা রাজবাটী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কেহ অবধারণ করিতে পারে নাই। ঈশ্বর আমাকে সেই কলঙ্কের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমি সেই করুণাময়ের কৃপার প্রতিক্রিয়ার্থ বন্দীদ্বয়কে খাদ্য ও পানীয় প্রদানে সঙ্কল্প করিলাম। আসেধবাসর হইতে আমি প্রতি অষ্টম দিনে বন্দীনিবাসে গিয়া একবারে অষ্টাহের মত খাদ্যাদি দিয়া আসি। গতরাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিলাম, যেন কে বলিল, "তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া অশ্ব, পরিচ্ছদ, রজ্জু নির্ম্মিত সোপান ও পাথেয় গ্রহণ পুরঃসর বন্দীবাসে গমন করিয়া সেই হতভাগ্যদিগকে মুক্ত করিয়া দাও।" আমি এই স্বপ্ন দর্শনে চমকিত হইয়া শয্যাত্যাগ করিলাম এবং অতীব আহ্লাদসহকারে দুইটী ঘোটক, মণিকাঞ্চন পূর্ণ একটী পাত্র ও বেশভুষাদি লইয়া গুহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম ও কারাবাসিদিগকে উত্তোলন করিবার জন্য রজ্জু সোপান লম্বিত করিয়া দিলাম। কিন্তু আমার সেই উপায়ে তুমিই সৌভাগ্যক্রমে অবরোধবাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ! আমার এই কার্য্য কেহই জানিতে পারে নাই। বোধ করি, দেবদূত তোমাকেই উদ্ধার করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়া থাকিবেন। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, নতুবা এরূপ অঘটন ঘটনা হইবে কেন? বিধি যাহার প্রতি বাম, তাহার আর উপায় নাই।

রমণী এইরূপে নিজ জীবনী বিবৃত করিয়া কিঞ্চিৎ সিদ্ধপক্ক মাংস ও কয়েকখণ্ড রুটী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিলেন। পরে একটী পাত্রে শর্করার পানীয় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ শৈত্যগুণোপেত সামগ্রী মিশ্রিত করত পাত্রটী আমার হস্তে দিলেন। আমি অগ্রে তাহা পান করিয়া পরে মাংসাদি উপযোগ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আমার কেশনখ সংস্কার করিয়া

দিয়া চীরবাস পরিধান করাইলেন; পরে স্নান করাইয়া আনীত নববাসে বেশ বিন্যাস করিয়া দিলেন। আমি তাহাতে নূতন কান্তি ধারণ করিলাম এবং তাঁহার কুশলকামনায় পশ্চিমাস্য হইয়া উপাসনা করিতে লাগিলাম। বামনয়না আমার কার্য্য দেখিয়া উপাসনান্তে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি করিতেছিলে?" আমি কহিলাম, "যে সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় অখিলেশ্বর ভবাদৃশী বরবর্ণিনীর হৃদয়ে করুণা সঞ্চার করিয়া আমাকে কারাযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিলেন, আমি তাঁহারই ধ্যানধারণা ও তাঁহারই নিকটে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছিলাম।" রমণী প্রতিবাদ করিলেন, "তুমি কি যবন?" আমি ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া কহিলাম, "হাঁ আমি মুসলমান।" রমণী কহিলেন, "তোমার সাধূক্তি শ্রবণে আমার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়াছে। অতএব আমাকেও সেই স্তববন্দনাদি শিখাইয়া দাও।" আমি তাঁহার এই সাধুপ্রস্তাবে উল্লসিত হইয়া মহাম্মদীয় স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলাম; তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমরা অশ্বারূঢ় হইয়া প্রস্থান করিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। তখন উভয়ে একস্থানে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম। রমণী অবহিতচিত্তে সানন্দ হৃদয়ে ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন।

ইতি দশম পরিচ্ছেদ।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে ক্রমাগত দুইমাস ভ্রমণের পর আমরা স্বর্ণদ্বীপ (সিংহলদ্বীপ) ও জেয়ারবাদ (ব্রহ্মদেশ)—সীমার মধ্যবর্ত্তী বহুজনাকীর্ণ একটী জনপদে আসিয়া উপনীত হইলাম। স্থানটী কনষ্টাণ্টিনোপলের দ্বিতীয় সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথাকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। রাজা অত্যন্ত প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরতায় সাইরসের সমকক্ষ। আমরা নাগরিক দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া তথায় বাসজন্য একটী বাটী ক্রয় করিলাম। পরে কিয়দ্দিন মধ্যে অধ্বঃক্লেশ অপগত হইলে আমি আবশ্যক সামগ্রীসম্ভার আহরণ করিয়া যাবনিক রীত্যনুসারে রমণীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক একত্রে বাস করিতে লাগিলাম। ক্রমে তিনবৎসরকালমধ্যে আপামর সকলেরই সহিত আমার আলাপপরিচয় হইল; আমি সর্ব্বত্র নিজ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া বিপুল বাণিজ্যের অবতারণাক্রমে তত্রত্য পণ্যজীবিদিগকে খর্ব্ব করিলাম। একদিন আমি প্রধানমন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহির্গত হইয়া প্রান্তরমধ্যে ঘোরতর জনতা দৃষ্টে জনৈকদর্শককে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, চৌর্য্য, ব্যভিচার ও হত্যাপরাধে দুই ব্যক্তির প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড হইবেক। শুনিয়া আমি নিজের বিষয় স্মরণ করিয়া আন্দোলন করিতে লাগিলাম, "একদিন আমাকেও শূলদণ্ডের আয়ত্ত হইতে হইয়াছিল; তাহা হইতে কেবল ঈশ্বরই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। ইহারা কে, কিনিমিত্ত এরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছে? ইহাদের মূলে কি কোন কারণ আছে? না আমি যেমন অপবাদগ্রস্ত হইয়াছিলাম, ইহারাও সেইরূপ অনৃতবাদে বিপন্ন হইয়াছে?" আমি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া জনতা ভেদ

করত নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখি, অপরাধিদ্বয় আমারই সোদর। তাঁহাদের করদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বদ্ধ এবং মস্তক ও পদদ্বয় বিবিক্ত। সেই শোচনীয় দশা দর্শনে আমার শোণিত সৌভ্রাত্র-তাপে উচ্ছলিত ও অন্ত্রসকল আলোড়িত হইতে লাগিল। আমি রক্ষীদিগকে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দিয়া অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক মুহুর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিতে কহিয়া দ্রুতবেগে রাজপ্রতিনিধির নিকেতনা-ভিমুখে প্রস্থান করিলাম এবং তথায় উপনীত হইয়া বহুমূল্য একটী পদ্মরাগমণি তাঁহাকে উপহার দিয়া ভ্রাতৃগণের জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলাম। তিনি কহিলেন, "এক ব্যক্তি ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে দোষ প্রতিপাদন করিয়াছে। তাহাতে আবার রাজার অনুমতি; সুতরাং আমি এক্ষণে কিছুই করিতে পারি না।" কিন্তু পরিশেষে আমার নির্ব্বন্ধাতিশয়তা দর্শনে অনারক্ত হইয়া তিনি অভিযোক্তাকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাকে পঞ্চ সহস্র রৌপ্য প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া অভিযোগপত্রী প্রতিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। অভিযোক্তা সম্মত হইলে আমি তাঁহাকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিলাম ও পুনরায় তিনি অভিযোগ করিতে না পারেন, এজন্য সেই লেখ্যখানি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করি-লাম। পরে অবরজদ্বয়কে সেই বিষম অভ্যাপাত হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম। হে প্রকৃতিপালক! (রাজা আজাদ্‌বক্ত) ইহাঁরা উপ-স্থিত আছেন, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা, জিজ্ঞাসা করুন। (ভ্রাতৃদ্বয় লজ্জায় অধোবদন হইয়া নীরবে রহিল।)

পরে আমি তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া স্নান ও নূতন পরিচ্ছদ ধারণকরাইয়া দেওয়ানখানায় স্থান দান করিলাম, কিন্তু স্ত্রীকে দেখাইলাম না। আমি স্বয়ং তাঁহাদের আহারাদির আয়োজন ও অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলাম। পরে তাঁহাদের নিদ্রা-কর্ষণ হইলে নিজ গৃহে গমন করিতাম। এইরূপে তিনবৎসর

অতিবাহিত হইয়া গেল। সেই দীর্ঘকালমধ্যে তাঁহাদের চরিত্র-গত এমন কোন দোষ দেখা গেল না যে, তাহাতে অসন্তোষ জন্মিতে পারে। আমি স্থানান্তরে গমন করিলে তাঁহারই বাটীতে থাকিতেন। একদা মধ্যমভ্রাতা দেওয়ানখানায় শয়ান ছিলেন। আমার স্ত্রী তাহা জানিতে না পারিয়া স্নানান্তে বাসপরিবর্ত্তন জন্য তথায় গমন করিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলেন। সোদর তাঁহাকে দেখিয়াই কামাতুর হইয়া আমার নিধনজন্য জ্যেষ্ঠের সহিত পরামর্শ করিলেন। আমি এই দুষ্ট সঙ্কল্পের বিবরণ কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। বরং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সর্ব্বদাই বলিতাম, "এক্ষণে ভ্রাতৃগণের মনে তিতিক্ষা-সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদের কার্য্যে কোন অনার্য্যভাব এবং চরিত্রে কোনরূপ দোষের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় না।"

একদিন মধ্যাহ্নকালে সকলে মিলিয়া আহার করিতেছি, জ্যেষ্ঠ সহোদর রোদন করিতে করিতে স্বদেশের প্রসঙ্গ করিয়া ইরাণের (পারস্য দেশের) ভোগবিলাস ও আমোদপ্রমোদের বিষয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই আক্ষেপোক্তি শুনিয়া মধ্যমও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে আমি বলিলাম, "আপনাদের যদি স্বদেশপ্রতিগমনে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে যান। আমিও আপনাদের ইচ্ছার বহির্ভূত নহি। আমারও দেশদর্শনে স্পৃহা জন্মিয়াছে। যদি সম্মত হয়েন, আমিও আপনাদের সমভিব্যাহারী হই।" এই কথা বলিয়া আমি নিজ মন্তব্য ও আমার প্রতি সোদরগণের স্নেহের বিষয় স্ত্রীর নিকটে গিয়া বর্ণন করিলাম। বুদ্ধিমতী আমার কথায় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "তুমি সকলই জান। ইহারা বোধ হয় আবার তোমাকে প্রবঞ্চনা করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে। ইহারা তোমার চিরশত্রু। তথাপি তুমি ইহাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে চাও। তুমি জানিতেছ না যে, কালসর্প তোমার

বক্ষঃস্থলে পোষিত হইতেছে? অতএব বুঝিয়া কার্য্য কর; "'নষ্টস্য কান্যা গতি।"

আমি সে কথায় অলম্বুদ্ধি প্রকাশ না করিয়া সত্বর গমনের আয়োজনকরত প্রান্তরমধ্যে শিবির সংস্থাপন করিলাম। আরো অনেক যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকেই সর্ব্বোপরি নেতৃত্ব প্রদান করিল। পরে শুভক্ষণ দেখিয়া সকলে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে আমি সর্ব্বতোভাবে ভ্রাতৃগণের আজ্ঞাপালন ও চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলাম, অথচ নিজেও সতর্ক থাকিলাম। একদিন আমরা একটী পান্থনিবাসে উপস্থিত হইলে মধ্যম আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এখান হইতে কিঞ্চিদধিক একক্রোশ দূরে সল্‌সাবীল (স্বর্গ-নির্ঝর) সদৃশ একটী উৎস আছে। সেই উৎসের চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী প্রান্তর। প্রান্তরমধ্যে স্থলজ তামরস, মল্লিকা মালতীত্যাদি বিবিধ কুসুম অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ স্থানটী প্রীতিপ্রদ ও দর্শনোপযোগী। আমি যদি স্বেচ্ছানুগ হইতাম, তাহা হইলে কল্যই তথায় গমন করিয়া সেই অভিরাম দৃশ্যে হৃদয়রঞ্জন ও শ্রমাবসাদ দূর করিতাম।" আমি কহিলাম, "আপনি প্রভু; আপনার যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, কল্যই আমরা সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব এবং অভিমত প্রদেশে গমনকরত তথাকার শোভা সন্দর্শনে আমোদিত হইব।" তিনি বলিলেন, "ইহাপেক্ষা সুখকর আর কি হইতে পারে?" এই কথা শুনিয়া আমি অনুযাত্রদিগকে কহিলাম যে, পরদিন সকলকে কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে বিশ্রাম করিতে হইবেক। পরে পরিচারকদিগকে বলিলাম, "কল্য প্রাতে যেন নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত থাকে, আমরা ভোজন করিয়া কোন প্রমোদ-কর কার্য্যে গমন করিব।"

রাত্রি প্রভাত হইলে ভ্রাতৃযুগল বেশপরিবর্ত্তন করিয়া সশস্ত্র

হইলেন এবং প্রাকৃতিক শৈত্যের অস্তিত্ব বিলোপ না হইতে হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া তথাকার সৌষ্ঠব বিলোকনজন্য আমাকে তৎপর হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি ভৃত্যদিগকে অশ্ব প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলাম। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, "পদব্রজে আমরা যেমন দর্শনসুখ উপভোগ করিতে পারিব, অশ্বপৃষ্ঠে সেরূপ হইবে না। অতএব অশ্বপালদিগকে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব আনয়ন করিতে বলিয়া দাও।" এই দুই দাস (পিঞ্জররক্ষক দাসদ্বয়) কুইলীন (পারস্যদেশীয় ধূমপানযন্ত্র) ও কাফিপাত্র লইয়া আমাদের সমভিব্যাহারী হইল। আমরা শরচালনা করিতে করিতে মনের আনন্দে পথবহন করিতে লাগিলাম। শিবির হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়াই ভ্রাতৃগণ সমভি-ব্যাহারী জনৈক অনুচরকে কোন প্রয়োজনের ভান করিয়া এক দিগকে প্রেরণ করিলেন। পরে আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অপরটীকেও তাহার অন্বেষণজন্য পাঠাইয়া দিলেন। আমি ভাগ্য-বৈগুণ্যে বিড়ম্বিত হইয়া নীরবে রহিলাম, বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না; কে যেন আমার ওষ্ঠাধর দুইটী রুদ্ধ করিয়া দিল। অবরজগণ গল্পপ্রসঙ্গে আমার চিত্তকে অনন্যাসক্ত করিয়া যথেচ্ছ আচরণ করিতে লাগিলেন। এই কুক্কুরটী (সমীপবর্ত্তী কুক্কুরের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া) কেবল আমার সঙ্গে রহিল। অতঃ-পর আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে কণ্টকবনাকীর্ণ একটী অটবী মধ্যে উপনীত হইলাম, কুত্রাপি নির্ঝর ও কুসুমের গন্ধও পাইলাম না। এই সময়ে প্রস্রাবের চেষ্টা হওয়াতে আমি উপবিষ্ট হইলে সহসা, অসিফলক চমকিত হইল। পরক্ষণেই মধ্যম সোদর তরবারির আঘাতে আমার ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনায় চমকিত হইয়া আমি কহিলাম, "নিষ্ঠুর! আমাকে হত্যা করিলে?" কিন্তু এই বাক্য স্ফুরিত হইতে না হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

আমার জক্রদেশে ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। দুইটী আঘাতই এরূপ গুরুতর যে, আমি রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িয়া গেলাম। সেই সময়ে সেই পামরদ্বয় আমাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত করিলেন। কুক্কুরটী আমাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু তাঁহারা তাহাকেও আহত করিলেন। পরে নিজ নিজ গাত্র অসিদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া মুক্তপদে অনাবৃতমস্তকে সকলকে গিয়া কহিলেন, "কান্তার মধ্যে দস্যু আসিয়া ভ্রাতাকে নিধন ও আমাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। অতএব বণিকগণ! সত্বর প্রস্থান কর; কি জানি, যদি এখানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সকলকেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবেক।" সার্থবাহেরা দস্যুর নাম শ্রবণে ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া সত্বর প্রস্থান করিল। আমার সহধর্ম্মিনী সহোদরদিগের গুণ, আচরণ ও বিশ্বাসঘাতিতার বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই অবগত ছিলেন; এক্ষণে সেই শত্রুগণের প্রমুখাৎ তথাবিধ অত্যাপাতবার্ত্তা শ্রবণে আত্মঘাতিনী হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।"

(এইখানে রাজা আজাদ্‌বক্ত সন্ন্যাসিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন) হে তপোব্রতগণ! সেই কুক্কুরভক্ত বণিক এই পর্য্যন্ত নিজ দুস্থ জীবনী কীর্ত্তন করিলে নয়নদ্বয় আমার অজ্ঞাতসারে অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তিনি আমাকে বিলপমান দর্শন করিয়া কহিলেন, হে "ধরণীশ্বর! যদি অশর্ম্মতা প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে সর্ব্ব শরীর অনাবৃত করিয়া মহারাজের অক্ষিগোচর করিতাম।" এই বলিয়া বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্তের যাথার্থ্য প্রতিপাদনজন্য বস্ত্রের উদীচ্য ভাগ ছিন্ন করিয়া বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিয়া দিলেন। ফলতঃ তাহাতে এমন স্থান ছিল না যে, অঙ্গুলিচতুষ্টয় সমাবিষ্ট হইতে পারে। পরে তিনি মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ অপসারিত করিলে দেখা গেল, তন্মধ্যে এরূপ একটী

গহ্বর হইয়াছে যে, তন্মধ্যে একটী সমগ্র দাড়িম্বের স্থান সংকুলান হইতে পারে। উপস্থিত রাজপুরুষগণ সেই হৃদয়স্তম্ভন দৃশ্য বিলোকনে অসমর্থ হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন। অতঃপর খাজা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন ?—

হে দেবানুগৃহীত রাজকুলতিলক! ভ্রাতৃদ্বয় সমীহিত সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া যখন প্রস্থান করিলেন, এই কুক্কুরটী এক প্রান্তে ও আমি এক প্রান্তে আহত হইয়া পতিত রহিলাম ; আমার শরীর হইতে এরূপ রক্তস্রাব হইতে লাগিল যে, অনুমাত্রও শক্তি ও জ্ঞান রহিল না ; অথচ কেন যে জীবন গেল না, বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, আমি যে স্থানে শয়ান ছিলাম, তাহা স্বর্ণ-দ্বীপের (সিংহলদ্বীপের) উপকণ্ঠবর্ত্তী। সেই স্থানের সান্নিধ্যে বহুজনাকীর্ণ একটী জনপদ ও তন্মধ্যে প্রকাণ্ড দেব মন্দির আছে। রাজ্যাধিপতির পরম সুন্দরী একটী দুহিতা মাত্র। বহুসংখ্যক রাজন্য ও নৃপকুমার সেই বরবর্ণিনীর প্রণয়ার্থী হইয়া ছিলেন। সেই দেশের রমণীদিগকে অবরোধমধ্যে বাস করিতে হয় না। তন্নিবন্ধন রাজবালা সঙ্গিনিগণ সমভিব্যাহারে সমস্ত দিন অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যে দিনের ঘটনা বিবৃত হইতেছে, রাজকুমারী সেই দিন কতিপয় সহচরী সঙ্গে অশ্বারূঢ় হইয়া আমার নিকট দিয়া সন্নিহিত আরামমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সঙ্গিনীদিগের মধ্যে জনৈক আমার কাতরোক্তি শ্রবণে নিকটে আগমন করিল, কিন্তু আমাকে রক্তাক্ত দেখিয়া রাজনন্দিনীর পুরোবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, "ঐ স্থানে একজন পুরুষ ও একটী কুক্কুর রুধিরাপ্লুত হইয়া পতিত রহিয়াছে।" তিনি এই কথা শুনিবামাত্র নিকটে আগমন করিলেন এবং আমাকে তদবস্থাপন্ন দর্শনে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "দেখ, জীবিত আছে কিনা ?" দুই তিন জন সঙ্গিনী অমনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আমাকে পরীক্ষা করত কহিল, "এখনও নিশ্বাস বহিতেছে।" রাজ-

বালা কহিলেন, "ইহাদিগকে গালিচায় শায়িত করিয়া উদ্যানমধ্যে লইয়া চল।" তাহারা তথাবৎ করিল। পরে রাজবৈদ্য আহূত হইলে রাজকুমারী তাঁহাকে পারিতোষিকের অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, "এই দুইটী জীবের আরোগ্যবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।" অস্ত্রচিকিৎসক আমার সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া ক্ষতগুলি পরিষ্কৃত করিলেন, পরে তত্তাবৎ শীবন করিয়া প্রলেপ ও অরিষ্টাদি দিয়া আমার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ বেদমুস্কের সরবৎ ঢালিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি আমার চিকিৎসা ও রাজকন্যা স্বয়ং আমার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিন আমার মস্তকপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া দিবারাত্রির মধ্যে উক্ত পানীয় আমাকে তিন চারিবার পান করাইতেন। ক্রমে আমার কিঞ্চিৎ সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইলে তিনি নিতান্ত আর্ত্তভাবে কহিলেন, "কোন্ পিশিতাশী পামর তোমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে; সে কি দেবমূর্ত্তিকে ভয় করে না?" যাহা হউক বেদমুস্কের সরবত ও মাজুস সেবন করিয়া দশদিন পরে আমি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি, সেই রূপরাশিরমণী রূপবতীসঙ্গিনীসহ আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেখিয়াই আমার বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু শক্তিঅভাবে পারিলাম না, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলাম। রাজবালা মৃদুভাবে বলিতে লাগিলেন, "পারসিক! স্থির হও, দুঃখ করিও না; যদিও কোন দুরাত্মা তোমার প্রতি এরূপ আচরণ করিয়াছে, তথাপি যখন দেবতা আমাকে তোমার প্রতি অনুকূল করিয়াছেন, তুমি নিশ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিবে।" আমি সেই অদ্বিতীয় তুলনাশূন্য সর্ব্বেশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, যে, বস্তুতঃ আমি নিজের অবস্থা ভাবিয়া দুঃখিত হই নাই। প্রত্যুত রূপসীর রূপে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, ক্ষণমাত্রে আমার চেতনালোপ হইল।

দেখিয়া রাজকুমারী তাঁহার কমনীয় করপল্লবে আমার মুখে গুলাব সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। বিংশতি দিনের মধ্যে ক্ষত সকল পূরিয়া আসিল। তখন আর রাজবালা সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন না; সকলে সুষুপ্ত হইলে রাত্রিযোগে আগমন করিয়া আমাকে আহার করাইয়া যাইতেন। এইরূপে তিনি নিত্য নিয়মিতরূপে গতায়াত করিতে লাগিলেন।

চল্লিশ দিন পরে আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া আরোগ্য-স্নান করিলাম। রাজকুমারী তাহাতে পরমাহ্লাদিত হইয়া ভিষককে বিশেষরূপে পুরস্কৃত এবং আমাকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করি-লেন। তাঁহার যত্নায়াসে ও ঐশিকী অনুকম্পায় আমি সম্পূর্ণ-রূপে, সুস্থ সবল ও পুষ্ট হইয়া উঠিলাম। কুক্কুরটীও আরোগ্যলাভ করিল। রাজনন্দিনী আমাকে প্রতিদিন সুরাপান করাইতেন, আমার কথা শুনিলে অতিশয় আনন্দিত হইতেন। আমিও নানাবিষয়িণী উপকথার অবতারণাক্রমে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতাম। একদা তিনি আমাকে নিজ ইতিবৃত্ত বর্ণন ও আমার পরিচয় ও গত দুর্ঘটনার বিষয় কীর্ত্তন করিতে কহিলে আমি আদ্যো-পান্ত সমস্ত বিবৃত করিলাম। শুনিয়া তিনি রোদন করিতে লাগি-লেন; কহিলেন, "আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এপ্রকার আচরণ করিব যে, ভূতপূর্ব্ব বিড়ম্বনাজাল এককালে তোমার স্মৃতি হইতে অপবাহিত হইয়া যাইবে।" আমি উত্তর দিলাম, "ভগবান আপ-নাকে দীর্ঘায়ু করুন। আপনি আমাকে পুনর্জীবন দান করিয়াছেন, এক্ষণে আমি সর্ব্বতোভাবে আপনারই; ঈশ্বর করুন,আমার প্রতি আপনার প্রসন্নতা ও স্নেহ যেন এইরূপই থাকে।" বিস্তারে প্রয়োজন নাই, নৃপালনন্দিনী কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রিই আমার নিকটে বসিয়া থাকিতেন। কখন কখন ধাত্রী তাঁহার সঙ্গে আসিত এবং আমার গল্প শুনিয়া নানারূপ উপকথা কহিত। যে

দিন রাজবালা চলিয়া যাইতেন এবং আমি একাকী থাকিতাম, আমি হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া গোপনে একান্তে আসীন হইয়া উপাসনা করিতাম। একদা তিনি পিতৃসকাশে গমন করিলে আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া করবক্ত্রাদি ধৌত করিয়া নমাজ (ভজনা) করিতেছি, সহসা তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমভিব্যাহারিণী ধাত্রীকে কহিলেন,"এস দেখি, দেখি, পারসীক কি করিতেছে, জাগরিত আছে, কি নিদ্রা গিয়াছে।" এই বলিয়া লুক্কায়িত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাকে স্বস্থানে দেখিতে না পাইয়া অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! লোকটী কোথায় গেল? কাহারও প্রণয়ে পড়িয়াছে নাকি?" এইরূপ উক্তি করিয়া তিনি গৃহের প্রত্যেক কোণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; পরে আমি যে স্থানে বসিয়া আরাধনা করিতেছি, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কখন যবনকে উপাসনা করিতে দেখেন নাই, অতএব আমার প্রতি দৃষ্টিসঙ্গত করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে উপাসনা সমাপ্ত হইলে আমি যখন ঐশিক বর প্রত্যাশায় বাহূত্তোলন করিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলাম, তিনি অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "এ কি উন্মত্তহইয়াছে? করিতেছে কি?" আমি তাঁহার সেই হাস্যবর শ্রবণে ভীত হইলাম। তিনি আমার পুরোবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,"পারসিক! তুমি কি করিতেছিলে? আমি ভয়ে কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। তখন ধাত্রী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আর্য্যে! এব্যক্তি যবন; লত ও মানত নামক আমাদের উপাস্য দেবতার পরম শত্রু। ইহারা ঈশ্বরকে না দেখিয়াই উপাসনা করে।" এইকথা শুনিয়া রাজপুত্রী ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি জানিতে পারিনাই, এ ব্যক্তি যবন ও দেবদ্বেষী। বোধ হয়, তজ্জন্যই ইহার উপরে দেবতার কোপ হইয়া-

ছিল। নিজ গৃহে স্থান দান পূর্ব্বক ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া আমি ভাল করিনাই।" এইরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া আসন্ন বিপদাশঙ্কায় নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইলাম। নিদ্রা আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমি সমস্তরাত্রি কেবল রোদন করিয়াই অতিবাহিত করিলাম, মুখমণ্ডল অশ্রুনীরে স্নাত হইল। শঙ্কায় উৎকণ্ঠায় নয়নজলে তিন দিবা রাত্রি এই ভাবে কাটিয়া গেল, একবারও চক্ষু নিমীলিত হইল না। তৃতীয় দিন রাত্রিযোগে রাজদুহিতা সুধা-পানে উদ্দৃপ্ত হইয়া ধাত্রীসমভিব্যাহারে গৃহমধ্যে দেখা দিলেন। তাঁহার মুখে ক্রোধের পূর্ণভাব দেদীপ্যমান, করে ধনুঃশর। তিনি প্রকোষ্ঠের উপকণ্ঠবর্ত্তিনী বৃক্ষবাটিকায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং ধাত্রীর নিকট হইতে একপাত্র মদিরা পান করিয়া কহিলেন, "ধাত্রি! দেবদ্বেষ্টা যবন আমাদিগের উপাস্য দেবতার অবলেপ-ভাজন হইয়া কি এখনও জীবিত আছে, না তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে? ধাত্রী কহিল, "শুভে! তাহার দেহে কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে।" রাজপুত্রী বলিলেন, "সে আমার স্নেহ-স্খলিত হইয়াছে; তাহাকে বাহিরে আসিতে বল।,, আমি তচ্ছ্রবণে দ্রুত বহির্গমন করিয়া দেখি, "তাঁহার অক্ষি-যুগল ক্রোধে শিখা-য়িত, গাঢ় রক্তবর্ণ। দেখিয়া ভয়ে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রম নীরবে দণ্ডায়মান রহিলাম। তিনি আমার প্রতি ভীতিব্যঞ্জক একটী কটাক্ষ-পাত করিয়া ধাত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমি যদি শরাঘাতে এই ধর্ম্মদ্বেষ্টার প্রাণবধ করি, তাহা হইলে ইষ্টদেবতা তুষ্ট হইবেন, না আমাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক? ইহাকে স্বভবনে আশ্রয়দান ও ইহার পরিচর্য্যা করিয়া আমি দেবতার নিকটে অপরাধী হইয়াছি।,, ধাত্রী প্রতিবাদ করিল, "আপনার দোষ কি?

আপনি যখন ইহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তখনত জানিতেন না যে, এ ব্যক্তি আমাদের দেবশত্রু। বরং আপনি ইহার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য পুরস্কৃত হইবেন এবং ইহাকে নিজ দুষ্কৃতহেতু দণ্ডভাগী হইতে হইবেক।,, এই কথায় রাজকন্যা কহিলেন, ''ভাল, ইহাকে বসিতে বল।,, আমি ধাত্রীর সঙ্কেত-বাক্যে আসন গ্রহণ করিলে নরেশনন্দিনী আর এক চষক সুরাপান করিয়া আমাকে লক্ষ্যকরত ধাত্রীকে কহিলেন, "এই পাপীয়ানকেও এক পাত্র মদ্য প্রদান কর। কেন না তাহাতে ইহাকে সহজে হত্যা করা যাইবেক।,, ধাত্রী তথাবৎ করিলে আমি অবিচারে মদিরা পান করিয়া নৃপাত্মজাকে নমস্কার করিলাম; তিনি আমার প্রতি একটী বঙ্কিম কটাক্ষক্ষেপণ করিলেন। ক্রমে সুরাশক্তি আমাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিলে আমি কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। একটী কবিতা এই ;—

কি ফল তিলেক বাঁচি, কি লাভ তাহায়,
উন্নমিত অসি-লতা যাহার মাথায়।,,

রাজকুমারী এই কবিতাটী শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি নিদ্রা যাইতেছ? ধাত্রী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিল, "হাঁ আমার তন্দ্রাবেশ হইয়াছে; বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। রাজ-পুত্রী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে আমাকে সুরানয়ন করিতে অনুমতি করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ একটী চষক মদ্য-পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি অঙ্গবিলাস করিয়া আমার হস্ত হইতে পাত্রটী গ্রহণ করিয়া পান করিলেন। আমি তখন তাঁহার পদতলে পতিত হইলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "নির্ব্বুদ্ধি! তুমি আমাদের ইষ্টদেবতার এমন কি দোষ দেখিয়াছ যে, তজ্জন্য অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকদৃম? আমি

প্রতিবাদ করিলাম, "কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া বিচার করুন। যে জগৎ-শিল্পী এক বিন্দু আহবে ভবাদৃশ কমনীয় কামিনীরত্ন সৃজন করিয়া এরূপ লালিত্য-ললামে অলঙ্কৃত করিয়াছেন যে, বিলোকন-মাত্রে সহস্র সহস্র হৃদয় মোহে অভিভূত হয়, একমাত্র সেই দেব-দেবই কেবল আমাদের উপাস্য। ভাস্কর প্রস্তরখণ্ডে মূর্ত্তি রচনা করিয়া শঠতাজালে বর্ব্বরদিগকে প্রতারিত করে। দুর্ণেয় প্রেত যাহার স্কন্ধে আবিষ্ট হয়, সেই অর্ব্বাচীনই সেই হস্ত-রচিত মূর্ত্তির পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকে। আমি যবন বটে, কিন্তু আমি একমাত্র সেই সর্ব্বস্রষ্টারই ধ্যানমনন করিয়া থাকি। তিনি দুর্নীতি বর্ব্বর দিগের নিমিত্ত নরকের ও আমাদের ন্যায় ভক্তগণের জন্য স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি যদি তাঁহাতে আস্থাস্থাপন করেন, তবেই সত্যাসত্য নির্ব্বাচনে সক্ষম হইবেন; আর এক্ষণে যে মূর্ত্তিপূজা করিয়া থাকেন, সমস্ত মিথ্যা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে।" অধিক বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন; আমার ইত্যাকার ধর্ম্মালোচনায় তাঁহার পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইল। অন্তরে ঐশিকী শক্তি ও প্রসন্নতার প্রতিপত্তিহেতু তিনি রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "আমাকে তোমার ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দাও।" আমি তাঁহাকে উপা-সনাপদ্ধতি শিখাইয়া দিলাম। তিনি তাহা অকপট-হৃদয়ে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যবন-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন। দেখিয়া আমি তাঁহার চরণধারণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য-বাদ দিতে লাগিলাম। তিনি স্বধর্ম্মে অলম্বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত অত্যন্ত অনুরাগের সহিত স্তোত্রগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, আমি তোমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম বটে, কিন্তু পিতা মাতা পৌত্ত-লিক। তাঁহাদের জন্য কি করা যাইবে?" আমি বলিলাম,

"আপনার সে ভাবনায় প্রয়োজন কি ? তাঁহারা কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন।" তিনি কহিলেন, "তাঁহারা পিতৃব্যপুত্রের সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। পিতৃব্য-তনয়ও পৌত্তলিক। ঈশ্বর না করুন, যদি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহা হইলে পরস্পরের সহবাসে সন্তানোৎপাদিত হইবে। ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে কি ভয়ানক বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। এক্ষণে যাহাতে সেই আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারা যায়, এই সময়ে তাহার একটী প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।" আমি কহিলাম, "আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, তাহা সত্য। এক্ষণে আপনার মতে যাহা বৈধ বোধ হয়, এরূপ ব্যবস্থা করুন।" তিনি প্রতিবাদ করিলেন, "আমার আর এখানে অবস্থিতি করা যুক্তিসঙ্গত হই-তেছেনা।" আমি জিজ্ঞাসিলাম, "আপনি কি প্রকারে পলায়ন করিবেন, আর কোন্‌স্থানেই বা যাইবেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি এস্থান হইতে কোন যাবনিক পান্থবাসে গিয়া অবস্থিতি কর। ক্রমে তাহা লোক সমাজে প্রচার হইবে, সুতরাং পরে তোমাকে কেহ সন্দেহ করিবে না। পরে যে দিন পারস্যদেশে কোন অর্ণবপোত গমন করিতেছে, জানিতে পারিবে, আমাকে সমাচার দিবে। আমি প্রস্তুত হইয়া থাকিব ; সংবাদপ্রাপ্তিমাত্রে পৌত্তলিকগণের হস্ত অতিক্রম করিয়া তোমার সহিত পারস্যে গমন করিব।" আমি বলিলাম, "আমি আপনার ধর্ম্ম ও মঙ্গলসঙ্কল্পে সতত সচেষ্ট থাকিব। কিন্তু আপনি ধাত্রীকে কি করিয়া অতিক্রম করিবেন ?" তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "সে সহজেই হইবে, আমি তাহাকে উগ্র গরলপানে বিহ্বল করিয়া রাখিব।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে পান্থনিবাসে গমন করত পুনর্মিলনের আশায় একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে বাস করিতে লাগিলাম।

দুই মাস পরে রোমানিয়া, সিরিয়া ও পারস্যদেশীয় বণিকগণ

জলপথে স্বদেশপ্রতিগমনে সঙ্কল্পিত হইয়া স্বস্ব দ্রব্যাদি যান-মধ্যে আরোপিত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহারা আমাকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমাদের সমভিব্যাহারী হউন, আর কতকাল বিধর্ম্মীদি-গের দেশে অবস্থিতি করিবেন?" আমি বলিলাম, আমি একাকী নহি, আমার সঙ্গে যাহা যাহা আছে, সমস্ত সমেত আমাকে যাইতে হইবে। আর তাহাও বড় অধিক নয়—একটী কুক্কুর, একজন ক্রীতদাসী ও একটী সিন্দূক। যদি আপনারা কিঞ্চিৎ নিষ্ক্রয় গ্রহণ করিয়া পোত-মধ্যে স্বতন্ত্র একটী স্থানদান করেন, তাহা হইলে আমি সচ্ছন্দে যাইতে পারি।„ বণিকেরা একটী প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন আমি ধাত্রী-গৃহে গমন করিয়া অন্তরের ভাব গোপন করত কহিলাম, "মাতঃ! আমি স্বদেশে গমন করিব, রাজপুত্রীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। যদি দয়া করিয়া মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আপনি তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন, তাহা হইলে অতীব আনন্দিত হইব।" অনেক আপত্তির পরে তিনি সম্মত হইলেন। তখন আমি বলিলাম, "আমি রাত্রে আসিব, এখন যাই।" বলিয়া পান্থনিবাসে গমন করিয়া দ্রব্যাদি পোত-মধ্যে স্থাপিত করিলাম এবং পোতাধ্যক্ষকে কহিলাম, "কল্য কিঙ্ক-রীকে লইয়া আমি পোতারোহণ করিব।" নাবিক কহিলেন, "প্রত্যু-ষেই আসিবেন, কল্য আমি জাহাজ ছাড়িয়া দিব।" রাত্রি সমা-গত হইলে আমি যথা সময়ে ধাত্রীসদনে গমন করিলাম। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে রাজকুমারী কতকগুলি মণিরত্ন লইয়া হীনবেশে পক্ষদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং আমার হস্তে সমস্ত দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। প্রভাতসময়ে আমরা সিন্ধুকূলে উপনীত হইয়া ক্ষুদ্র একখানি ভেলকসাহায্যে যানমধ্যে গমন করিলাম। বলা বাহুল্য, কুক্কুরটী "সঙ্গের সাথী" সঙ্গেই ছিল।

অরুণোদয় হইলে নাবিকেরা জাহাজের পাইল (গুণ-বস্ত্র) তুলিয়া দিল, জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা বন্দর হইতে তোপধ্বনি মুখরিত হওয়াতে পোতস্থিত সমস্ত ব্যক্তি ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। নাবিকেরা অগত্যা জাহাজ নঙ্গর করিল। আরোহিগণ রাজপ্রতিনিধির দুরভিসন্ধি কিং অন্য কোন্ কারণে এই আকস্মিক তোপধ্বনি হইল, নির্ণয় করিবার জন্য পরস্পর আন্দোলন করিতে লাগিল। পোতমধ্যে বণিকদিগের বহুসংখ্যক রূপবতী কিঙ্করী ছিল। শাসনকর্ত্তা পাছে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া যান, এজন্য তাঁহারা স্বস্ব সামগ্রী মঞ্জুষামধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। আমিও রাজদুহিতাকে সিন্দুকমধ্যে লুক্কায়িত রাখিলাম। ইতিমধ্যে রাজপ্রতিনিধি দলবলসহ নৌকারূঢ় হইয়া যানমধ্যে উপস্থিত হইলেন। বোধ হয়, তাঁহার আগমনের কারণ এই ;—ধাত্রীর মৃত্যু ও রাজবালার পলায়নবার্ত্তা রাজার কর্ণগোচর হইলে তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা লজ্জাকর ভাবিয়া তিনি এই বলিয়া প্রতিনিধিকে পাঠাইয়াছিলেন যে, "আমি শুনিয়াছি, পারসীক বণিকেরা বহুসংখ্যক রূপসী ক্রীতদাসী লইয়া যাইতেছে ; আমার ইচ্ছা রাজকুমারীর জন্য কয়েকটী ক্রয় করি। অতএব বণিকদিগকে গমনে নিবৃত্ত করিয়া সমভিব্যাহারিণী রমণীদিগকে আমার নিকটে লইয়া আসিবে। আমি প্রয়োজন মত কয়েকটী ক্রয় করিয়া অবশিষ্ট প্রেরণ করিব।" এই জন্যই বোধ হয় বন্দরাধ্যক্ষ পোতমধ্যে আগমন করিয়াছিলেন। আমার পার্শ্বস্থ একটী সিন্দুকে অপর এক ব্যক্তি একটী সুন্দরী পরিচারিণী রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ; নগরাধ্যক্ষ তদুপরি আসীন হইয়া রমণী সঙ্কলন করিতে লাগিলেন। রাজকন্যার কথা আদৌ উত্থাপিত হইল না। আমি তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। সংক্ষেপতঃ রাজভৃত্যগণ পোতমধ্যে যতগুলি প্রাপ্ত হইল, সমস্ত নৌকারোপিত করিল। তখন নগরপাল

হাসিতে হাসিতে সেই মঞ্জুষাস্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমারও একটী সুন্দরী পরিচারিকা আছে।" তাহাতে সেই বর্ব্বর ভীত হইয়া কহিল, আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া বলিতেছি, কেবল আমিই যে অপরাধী হইয়াছি, এমন নহে ; সকলেই আপনার ভয়ে স্বস্ব সুন্দরী নারী সিন্দুকমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" নগরপাল এতচ্ছ্রবণে সমস্ত সিন্দুক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমার সিন্দুকটীও উদঘাটন করিয়া রাজপুরুষেরা রাজকন্যাকে লইয়া গেল। রাগে দুঃখে আমি উদ্ভ্রান্ত হইয়া মনেমনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম ;—"যে ঘোর দুর্দ্দৈব সমুৎপাদিত হইয়াছে, তাহাতে আমারত জীবন যাইবেই, আবার রাজবালার অদৃষ্টে বা কি আছে, তাহা ভগবানই জানেন।" ফলতঃ তাঁহার ভাবনায় আমার আর জীবনে মমতা রহিল না, দিবানিশ আমি কেবল তাঁহারই কুশলকামনায় পরমপুরুষের সাধনা করিতে লাগিলাম। পরদিন প্রভাতে রাজভৃত্যগণ কিঙ্করিদিগকে লইয়া প্রত্যানয়ন করিলে পণ্যজীবীরা পরমাহ্লাদে স্বস্ব সামগ্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। আমি দেখিলাম রাজকন্যাব্যতীত সকলেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। অতএব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার সেই পরিচারিকাটী কেন তোমাদের সমভিব্যাহারিণী হইয়া আগমন করিল না ?" তাহারা কহিল, "ঠিক বলিতে পারি না ; বোধ হয় রাজা তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।" বণিকগণ আমাকে প্রবোধিত করিবার জন্য কহিলেন, "ভাবনা কি, যাহা হইবার হইয়াছে ; আপনি যে মূল্যে দাসীকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা আমরা চাঁদা করিয়া দিব।" আমি নিতান্ত দুর্ম্মণায়মান হইয়া কর্ণধারদিগকে বলিলাম, "আমার আর পারস্যগমনে রুচি নাই, তোমরা আমাকে কূলে অবতারিত করিয়া দাও।" তাহারা সম্মত হইলে আমি তাহাদের নৌকায় আরোহণ করিলাম ; কুক্কুরটী আমার অনুসরণ

করিল। পরে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া আমি কেবল মণিপূর্ণ কৌটাটী নিকটে রাখিলাম, অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, রাজভৃত্যদিগকে বণ্টন করিয়া দিলাম। পরে রাজসীমন্তিনীর অনুসন্ধানজন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কুত্রাপি কোন উদ্দেশ পাইলাম না। একদিন কৌশল করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলাম, কিন্তু সেখানেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

এইরূপে ক্রমাগত একমাস কাল ক্ষিপ্তের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া নগরের প্রত্যেক বর্ত্মে প্রত্যেক বাটীতে অন্বেষণ করিলাম, মনো-দুঃখে ভ্রমণক্লেশে মৃত্যু আসন্নবর্ত্তী হইল, কিন্তু বাসনা সিদ্ধ হইল না। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলাম, রাজবালা নিশ্চিৎ নগরপালের বাটীতেই আছেন, অতএব স্থানান্তরগমনে বিরত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিলাম। প্রাসাদের এক-দিকে একটী পয়ঃপ্রণালী (নর্দ্দামা) ছিল। প্রণালীটী এরূপ প্রশস্ত যে, একজন মনুষ্য অনায়াসে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তাহার নির্গম-পথে কয়েকটী আয়স দণ্ড (ঝাঁজরি) রোপিত ছিল। আমি তন্মধ্য দিয়াই পুরপ্রবেশের সঙ্কল্প করিয়া বেশভূষাদি অপ-সারিত করত চোরমহল (গুপ্ত গৃহ) মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনন্তর নারীবেশ ধারণ করিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পার্শ্ববর্ত্তী একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে কে একজন উপাসনা করিতেছিল, সেই শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমি সে দিকে গমন করিয়া দেখি, স্বয়ং রাজবালাই সেই উপসনাকারিণী। তিনি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া সরোদনে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলেন, "নাথ! আমার এই অকপট ভক্তিউপহার গ্রহণ করিয়া আমাকে এই ধর্ম্মভ্রষ্টদিগের কবল হইতে উদ্ধার ও যিনি আমাকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে প্রেরণ করুন।" আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই ক্ষিপ্রপদে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তদীয়

চরণযুগল ধারণ করিলাম। তিনি আমাকে বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, আমিও ক্ষণকালের জন্য চৈতন্য হারাইলাম। পরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, "আপনার এ দশা কেন ?" তিনি প্রতিবাদ করিলেন, "নগরপাল আমাদিগকে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলে, আমি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম যেন, আমার রহস্যপরম্পরা উদ্ভিন্ন না হয়, আমাকে কেহ রাজকন্যা বলিয়া চিনিতে না পারে ও তোমার জীবনে কোন বিঘ্নপাত না হয়। লজ্জানিবারণের এমনই দয়া যে, আমাকে কেহই রাজবংশসম্ভূতা বলিয়া নির্ব্বাচন করিতে পারিল না। পরে নগরপাল স্বয়ং দুই একটী দাসী ক্রয় করিতে সঙ্কল্প করিয়া অবলা দিগকে দেখিতে দেখিতে আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং আমাকেই মনন করিয়া গোপনে নিজ গৃহে প্রেরণ করিলেন, অবশিষ্ট রাজসন্নিধানে লইয়া গেলেন। পিতা তন্মধ্যে আমাকে দেখিতে না পাইয়া সকলকে পাঠাইয়া দিলেন। কেননা আমিই তাঁহার এই সঙ্কল্পের মুল। এক্ষণে তিনি আমার পীড়ারসমাচার প্রচার করিয়াছেন, বোধ হয়, কিছুদিন পরে আমার মৃত্যুবার্ত্তাও ঘোষিত হইবেক। কেন না,তাহাতে তিনি লোকনিন্দার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে আমার বিপদের সীমা নাই, নগরপাল আমার সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা করেন। আমি তাঁহার সঙ্কল্পে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিয়াছি, তথাপি তিনি আমার প্রতি সবিশেষ পক্ষপাতিতা দেখাইয়া থাকেন। আমি হৃষ্টচিত্তে তদীয় প্রস্তাবের অনুমোদন করিব, এই আশা করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। এক্ষণে জানিনা, কতকাল আমাকে এরূপ শসঙ্ক হইয়া অবস্থিতি করিতে হইবেক। যদি তিনি আমার প্রতি কোন অবৈধাচরণ করেন, আমি প্রাণ ত্যাগ করিব, ইহা আমার ধ্রুব সঙ্কল্প জানিও। কিন্তু তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার মনে আর একটী ভাবের উদয়

হইয়াছে, এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছা। তদ্ব্যতীত নিষ্কৃতির উপায়ান্তর দেখি না।" আমি কহিলাম, "আপনি কি স্থির করিয়াছেন, আমাকে বলুন।" তিনি কহিলেন, "তুমি যদি সাহায্য ও চেষ্টা কর, তাহা হইলে সঙ্কল্পিত সিদ্ধ হইতে পারে।" আমি বলিলাম, আমি আপনার আজ্ঞা বহনে প্রস্তুত আছি; আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি শিখায়িত অগ্নিমধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে পারি, আর যদি সোপান প্রাপ্তি হই, আপনার নিমিত্ত আকাশে উঠিয়া আপনার আদেশ পালন করি।" রাজকুমারী বলিলেন, "তবে দেবালয়ে গমন কর; সেখানে পাদুকা লইয়া যাইতে নাই। সেখানে গিয়া কৃষ্ণবর্ণ তিরস্করিণী দেখিতে পাইবে। এ দেশের প্রথা এই যে, কেহ গত-সর্ব্বস্ব হইলে দেবমন্দিরে গিয়া সেই যবনিকা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া পড়িয়া থাকে। অধিবাসীরা পূজার্থ তথায় গমন করিয়া নিজ নিজ সঙ্গতিঅনুসারে তাহাকে কিছু কিছু দিয়া আইসে। পরে তিনচারি দিনে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ হইলে প্রধান পুরোধা তাহাকে দেবতার নামে একটি খেলাৎ দিয়া বিদায় করিয়া দেন। সে এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যায়। অথচ কে সে, কেহ জানিতে পারে না। তুমিও গিয়া সেইরূপে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করত বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বসিয়া থাকিবে। তিন দিন পরে যখন পুরোহিত তোমাকে বিদায় করিবার জন্য খেলাৎ দিতে আসিবেন, তুমি স্থান ত্যাগ করিওনা। তাহাতে তিনি তোমাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিবেন। তখন বলিবে, আমি অর্থসম্পত্তি প্রার্থনা করি না। কোন ব্যক্তি আমাকে অনিষ্ট করাতে আমি তাহার প্রতিকূলে আবেদন করিবার জন্যই এখানে আগমন করিয়াছি; যদি বিপ্রজননী সুবিচার করেন, ভালই। নতুবা দেবতা স্বয়ং আমার অনুকূলেই হউক, কি আমার সেই

অনিষ্ট কারকের পক্ষেই হউক বিচার করুন।" এইরূপে যতক্ষণ দ্বিজজননী তোমার নিকটে আগমন না করেন, পুরোধাগণ তোমাকে যতই অনুনয় বিনয় করুন্ না কেন, তাবৎ তুমি তাহাদের কথায় কর্ণপাত কি সঙ্কল্পে অনুমোদন করিওনা। অবশেষে বিপ্রমাতা নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া তোমার নিকটে আগমন করিবেন। তিনি অতিশয় প্রাচীনা, দুইশত চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়স্কা। তাঁহার ষট্‌ত্রিংশৎ পুত্রই মঠের প্রধান পুরোধা। দেবতা তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুকূল! এজন্য তাঁহার এরূপ ক্ষমতা যে, ইতর ভদ্র দেশস্থ সকলেই তদীয় আদেশ পালনে কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, প্রাণপণে সকলে তাহা সাধন করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহার বস্ত্রাগ্রভাগ ধারণ করিয়া বলিবে, "জননি! আপনি যদি এই বিড়ম্বিত বৈদেশিকের প্রতি সদ্বিচার না করেন, তাহা হইলে দেবসমক্ষে এই মস্তক বিমর্দ্দিত করিব। তিনি অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া আপনার সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন। পরে যখন তিনি তোমার অভিযোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, বলিবে, "আমি পারস্যবাসী, আপনার ন্যায়নিষ্ঠা শ্রবণে আপনাকে ও দেবদর্শন বাসনায় এতদূর আগমন করিয়াছি। আমার সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন। আজ কয়েকদিন তাঁহার সহিত সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে ছিলাম। তিনি দেখিতে অতি সুশ্রী ও যুবতী। জানিনা, নগরপাল কিরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া গিয়া নিজগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মুসলমানদিগের জাতীয় প্রথাই এই, যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি আমাদের সহধর্ম্মিণীকে দেখিতে পায়, কি হরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা যতক্ষণ যে কোন রূপেই হউক, তাহার প্রাণসংহার করিতে না পারি, তাবৎ অন্নজল গ্রহণ করিনা। কারণ যে পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি জীবিত থাকে, তাবৎ আমা-

দের শাস্ত্রে স্ত্রীপ্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। এক্ষণে আমি অনন্যগতি হইয়া আপনার শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দেখি, আপনি কি বিচার করেন।”

এইরূপে রাজনন্দিনী আমাকে বিধিমতে উপদেশ প্রদান করিলে আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পয়ঃপ্রণালী দিয়া বহির্গমন করিলাম ও অর্গলগুলি পূর্ব্ববৎ রোপিত করিয়া দিলাম। পরে প্রভাত হইলেই মন্দিরে গিয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদনকরত উপবেশন করিয়া রহিলাম। তিন দিনে সুবর্ণ রৌপ্য ও বস্ত্র আমার নিকটে এরূপ রাশীকৃত হইল যে, দেখিলে ক্ষুদ্র একটী পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম জন্মে। চতুর্থ দিবসে পুরোহিতগণ আমাকে বিদায় করিবার জন্য খেলাৎ লইয়া স্তোত্রগান করিতে করিতে আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেবতার উদ্দেশ করত কহিলাম, “আমি দেবতা ও দ্বিজজননীর নিকটে বিচারপ্রার্থী হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, ভিক্ষার নিমিত্ত নহে। যাবৎ আমার প্রতি সদ্বিচার না হয়, তাবৎ এস্থান ত্যাগ করিব না।” পুরোধারা আমার এই সঙ্কল্প শুনিয়া বৃদ্ধার নিকটে গমন করিয়া আমার মন্তব্য নিবেদন করিলেন। তাহার পরে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে কহিলেন, “আইস, মাতা তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন।”

আমি তৎক্ষণাৎ সেই কৃষ্ণবসনে উত্তমরূপে আপাদমূর্দ্ধা মণ্ডিত করিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, রত্নবেদীতে দেব-প্রতিমা বিরাজমান; পার্শ্বে সুবর্ণপর্য্যঙ্কে বহুমূল্য শয়ন-সজ্জা বিস্তারিত; তদুপরি কৃষ্ণপরিচ্ছদধারিণী জনৈক স্থবিরা উপবিষ্টা; তাঁহার ভঙ্গীতে গাম্ভীর্য্য বিস্ফারিত হইতেছিল। হৈমাসনের চতুর্দ্দিকে অন্যান্য বিবিধ আসন বিন্যস্ত ছিল। বৃদ্ধার বামে দক্ষিণে

দুইটী শিশু, বয়ঃক্রম আনুমানিক দশ বারো বৎসর। বৃদ্ধা আমাকে আহ্বান করিলেন; আমি অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে বেদীদণ্ড চুম্বন করিলাম, পরে তাঁহার বস্ত্রাগ্রভাগ ধারণ করিয়া মৌনভাবে রহিলাম। তিনি আমার আবেদ্য বিষয় প্রকটিত করিতে অনুমতি করিলে আমি রাজকুমারীর কথানুরূপ অবিকল বিবৃত করিলাম তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মুসলমানেরা কি স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধমধ্যে রক্ষা করে?" আমি ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার পুত্রগণের কুশল কামনা করিয়া কহিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, প্রথাটী পুরাতন।" তিনি কহিলেন, "তোমাদের ধর্ম্ম মন্দ নয়। আমি এখনই তোমার স্ত্রী ও নগরপালকে আনাইতেছি। সেই রাসভকে এমনই শাস্তি দিব যে, দ্বিতীয়বার সে এরূপ আচরণ না করে, আর লোকেও তদ্দৃষ্টে সাবধান হয়।" এই কথা বলিয়া তিনি অনুচরদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "কে সেই নগরপাল, যে বলপূর্ব্বক অপরের সহধর্ম্মিণীকে হরণ করিতে সাহসী হয়?,, তাহারা কহিল, "সে ব্যক্তির স্বভাবই এইরূপ।,, বৃদ্ধা তাহার নাম শ্রবণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কুমারদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি সঙ্কেত করিয়া কহিলেন, "তোমারা এই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে রাজবাটীতে গমন করত রাজাকে বলিয়া আইস, "নগরপাল লোকের প্রতি বলবিকাশ করিয়া নানা অত্যাচার করে। এই ব্যক্তি তাহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল। সে ইহার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, এরূপ আচরণ ঘোরতর মহাপাতক। অতএব বিপ্রমাতা ও দেবতার অনুমতি, এই মহাপাতকের প্রতিক্রিয়ার্থে নগরপালের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার অনুগৃহীত এই যবনকে দিবে; অন্যথা অদ্য রাত্রিতে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, দেবকোপ তোমার উপরে পতিত হইবে।"

বালকদ্বয় গাত্রোত্থান করিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক অশ্বারোহণ করিলেন। পুরোধাগণ কাঁসর বেণু প্রভৃতি বাদন ও স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইলেন। তাঁহাদিগের পাদচারণাজনিত সমুত্থিত রজোরাশি গগণমণ্ডল মুকুলিত করিল। নাগরিকগণ পবিত্র বোধে সেই ধুলি গ্রহণ করিয়া নয়নে অনুলিপ্ত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সকলে দুর্গসন্নিধানে উপনীত হইলেন। রাজা দুর্গ মধ্যে ছিলেন; পদশব্দ ও কোলাহল শ্রবণ করিয়া মুক্তপদে বহির্গত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে শিশুদ্বয়কে সমুদাচরণ করিয়া আপন পার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "আজ কোন্ প্রয়োজন হেতু আপনারা দর্শনদানে এই অকিঞ্চনকে চরিতার্থ করিলেন?" বিপ্রকুমারদ্বয় দৈব বিরাগের ভয় প্রদর্শন করিয়া জননীর অভিমতি ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া রাজা নগরপাল ও স্ত্রীলোকটীকে সমক্ষে আনয়ন ও দোষের বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিবার জন্য অনুচরদিগকে সৈন্য প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। আমি তাহা শুনিয়া নিতান্ত চল-চিত্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম, "এরূপ আদেশত শ্রেয়োজনক হইতেছে না; নগরপালের সহিত রাজকন্যা এখানে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সুতরাং তখন আমার দশা কি হইবে?" এই ভাবিয়া ভয়ে অন্তঃকরণ অভিভূত হইল। আমি ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া উত্তারনেত্রে চাহিয়া রহিলাম, সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, মূচ্ছা আসন্নবর্ত্তী হইল। শিশুদ্বয় আমার এই ভঙ্গীগত আকস্মিক ব্যভিচার দর্শনে বিবেচনা করিলেন, রাজব্যবস্থা আমার ইচ্ছার অনুকূল হয় নাই। অতএব ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া রুক্ষভাবে কহিলেন, 'দুরাত্মন্! তুই এরূপ মদমত্ত যে, ভক্তি-মার্গ-উল্লঙ্ঘনক্রমে আমাদের বাক্যে অলম্বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবিত ঘটনার বিচারকল্পে

প্রত্যর্থীদিগকে আহ্বানার্থ লোক প্রেরণ করিতেছিস্? সাবধান, তোর উপরে দেবতার কোপ সঞ্চার হইয়াছে। আমরা স্বাভিপ্রেত ব্যক্ত করিয়াছি। হয়, তদনুযায়ী কার্য্য কর্; নতুবা দেবতা নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।" এই কথায় রাজা আশঙ্কাপ্রযুক্ত দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের ক্রোধ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর বেপতিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা আসন প্রতিগ্রহ করিলেন না। এই সময়ে সভাসদ্‌গণ নগরপালের বিস্তর নিন্দা করিতে লাগিল। শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আমাকে বহুমূল্য খেলাৎ ও সনন্দপত্র দিলেন এবং শিশু দুইটীকে বহুল সুবর্ণ উপহার দিয়া বিপ্রজননীকে একখানা পাত্রী প্রদান করিলেন। আমি পরম তুষ্ট হইয়া মন্দিরে দ্বিজমাতার নিকটে গমন করিলাম। রাজা তাঁহার নামে যে চিঠীখানি দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল;—"আমি আপনার আজ্ঞানুসারে যবনের হস্তে বন্দরের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিলাম ও তজ্জন্য তাঁহাকে খেলাৎও দিয়াছি। তিনি ইচ্ছা করিলে নগরপালের পদ ও বিত্ত গ্রহণ ও প্রাণসংহার করিতে পারেন। এক্ষণে আশা করি, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" ব্রাহ্মণী তুষ্ট হইয়া আমাকে সুন্দর একটী পরিচ্ছদ প্রদান করত নহোবাৎ বাদন করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে পাঁচশত ধনুর্দ্ধারীকে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিলেন, "তোমরা নগরপালকে ধৃত ও তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ইহার হস্তে দিবে এবং ইহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না। পরে প্রত্যাগমন কালে ইহার নিকট হইতে সুখ্যাতিপত্র লইয়া আসিবে।" আমি তাহাদের সমভিব্যাহারী হইয়া নগরপালের বাটীতে গমন পূর্ব্বক তাহাকে বধ, কর্ম্মচারিদিগকে আসেধ, ভাণ্ডার লুণ্ঠন ও লেখ্যপত্রাদি আত্মসাৎ করিলাম। পরে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজবালাকে উদ্ধার

করিয়া দরবারে গমন ও নূতন ভৃত্য ও কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিলাম। অনন্তর দেবসেনাদিগকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক সুকৃতিপত্রী লিখিয়া দিয়া বিদায় করিলাম।

অষ্টাহপরে আমি মণিরত্ন, কাঞ্চন, কৌষিক ও লোমজ বস্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য উপচার লইয়া প্রথমে দেবালয়ে, পরে রাজসন্নিধানে গমনকরত তত্তাবৎ উভয়ত্র বণ্টন করিয়া উপহার দিলাম। দ্বিজমাতা আমাকে খেলাৎ ও রাজা বহুমূল্য পারিতোষিক, উপাধি ও বিস্তর জায়গীর প্রদান করিলেন। আমি তত্তাবৎ পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন কালে সভিক, সভাস্তার, সভাসদ ও রাজভৃত্যদিগকে পুরস্কৃত করিলাম। পরে বাটীতে আগমনপূর্ব্বক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। প্রকৃতিপুঞ্জ আমার ব্যবস্থা ও ব্যবহারে তুষ্ট হইল। মাসের মধ্যে আমি একদিন ব্রাহ্মণপ্রসূতি ও চারচক্ষুর সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। শেষোক্ত আমার গুণের পক্ষপাতী হইয়া ক্রমে আমাকে সচিবের পদ প্রদান করিলেন। তিনি আমার পরামর্শনিরপেক্ষ হইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। এই সমস্ত কারণে আমার সুখের পরাকাষ্ঠা ছিল না বটে, তথাপি ঈশ্বর জানেন, আমি ভ্রাতৃযুগলের জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত হইতাম, সর্ব্বদাই ভাবিতাম, তাঁহারা কোথায় ও কেমন আছেন।

দুই বৎসর পরে জেয়ারবাদবাসী বণিকদল জলপথে পারস্য গমনজন্য বন্দরে আসিয়া উপনীত হইল। তথাকার নিয়ম এই, বিদেশীয় পণ্যজীবীরা তথায় উপস্থিত হইলে, তাহাদের নেতাকে প্রথম দিন কতকগুলি দুর্লভ মহার্ঘ্য দ্রব্য নগরপালকে উপহার দিতে হয়। দ্বিতীয় দিবসে নগরপাল তাঁহার শিবিরে গমন করিয়া শতকরা দশ টাকা শুল্ক গ্রহণ করত গমনের অনুমতি পত্র দিয়া আইসেন।

নবাগত বণিকদিগের নায়ক সেই প্রথানুসারে প্রথম দিন আমাকে উপহার প্রদান করিলে, আমি পর দিন তাঁহার পটমণ্ডপে গমন করিয়া দেখিলাম, আমার ভ্রাতৃদ্বয় মস্তকে করিয়া তাঁহার দ্রব্য-সামগ্রী বহন করিতেছেন। দেখিয়া আমার অত্যন্ত মনঃকষ্ট ও লজ্জাবোধ হইল। পরে তথা হইতে প্রতিগমনকালে আমি তাঁহা দিগকে ভৃত্যদ্বারা ডাকাইয়া আনিলাম ও জীর্ণ পরিধেয় মোচন করিয়া উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দিলাম। আর একদিনও তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে দিতাম না। কিন্তু "কালস্য কুটিলা গতি"—এই ব্যাক্যের সার্থকতাসম্পাদনজন্যই যেন শঠেরা আবার আমার সংহারসঙ্কল্প করিল। একদা নিশীথসময়েআমি নিদ্রা যাই তেছি, পাষণ্ডেরা সহসা অতর্কিতভাবে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তরবারি নিষ্কোষিত করিল। দেখিয়া কুক্কুরটী লম্ফ দিয়া তর্জ্জনগর্জ্জন-সহকারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রহরীগণ সেই শব্দে তটস্থ হইয়া উপাগত হইল, আমিও প্রবুদ্ধ হইলাম। পামরেরা তখন পলায়নের উপক্রম করিল, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল না; তাঁহারা প্রতীহারীদিগের খর্পরে পতিত হইলেন। আমার প্রতি এই পাষণ্ডোচিত ব্যবহারজন্য সকলে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল।

হে রাজন! এবার আমারও জীবনে আশঙ্কা হইল। প্রবাদ আছে, অপরাধীকে দুইবার মার্জ্জনা করিবে, কিন্তু সে তৃতীয়বার দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আমি ইহাই পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদিগকে পিঞ্জরমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি; স্থানান্তরে রাখিতে ভরসা করি নাই। কি জানি, ইহারা যদি কোন কৌশলে কারা হইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহা হইলে ঘোরতর দুর্ব্বিপাক সংঘটিত হইতে পারে। আর কিজন্য যে কুক্কুরের প্রতি ঈদৃশী ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহা আপনিই

অনুভব করুন। মহারাজ! এই আমার গত জীবনী কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে ইচ্ছা হয়, এই বৃদ্ধের জীবন দণ্ড করুন, ইচ্ছা হয়, নিষ্কৃতি বিধান করিয়া রাজগৌরব বিস্তার করুন।

ইতি একাদশ পরিচ্ছেদ।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি (রাজা আজাদ্‌বক্ত) সমস্ত শ্রবণ করিয়া সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ স্থবিরকে সাধুবাদ করত কহিলাম, "তোমার যেমন দয়া ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠাভাব, তোমার সোদরদিগের কাপট্য ও ধৃষ্টভাব তেমনই সীমাশূন্য। ইহা ধ্রুব সত্য যে, শ্বজাতির কুটিল লাঙ্গুল মৃত্তিকাসাৎ হইলে যুগান্তরেও কদাপি তাহার বঙ্কিমতার ব্যভিচার ঘটেনা।" এই কথা বলিয়া আমি খাজাকে কুক্কুরের গল-লগ্ন পদ্মরাগমণির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বণিক আমার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন; "নগরপালের কার্য্যে তিন চারি বৎসর অতিবাহিত হইলে একদা আমি চন্দ্র-শালিকা মধ্যে বসিয়া দূরবর্ত্তী কানন ও নাগরিক দৃশ্য দর্শন করিতেছি, সহসা সেই প্রতোলীশূন্য বনপ্রস্থে দুইটী নরমূর্ত্তি আমার অক্ষিলগ্ন কাচখণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইল। তাহাদের অদ্ভুত আকৃতি দর্শনে বিমোহিত হইয়া ভৃত্যদ্বারা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলাম। তাহারা সমীপবর্ত্তী হইলে দেখিলাম, মুর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে একটী যুবতী, অন্যতর যুবা। যুবার বয়ঃক্রম আনুমানিক কুড়ি বাইশ বৎসর; কেননা তাহার মুখে শ্মশ্রুরাজি উদ্ভিন্ন হইয়াছিল। করপদে দীর্ঘ নখর, মস্তকে দীর্ঘ কুন্তল আতপতাপে রুক্ষিমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ যুবাকে দেখিলেই বনমানুষ বলিয়া ভ্রম জন্মে। তাহার স্কন্ধে তিনচারি বৎসরের একটী শিশু ও দুইটী বস্ত্রস্তোম ছিল। যুবার মুর্ত্তি খানিও যেমন কিম্ভূতকিমাকার, পরিচ্ছদও তেমনই জঘন্য। আমি রমণীকে অন্তঃপুরমধ্যে প্রেরণ করিয়া যুবাকে জিজ্ঞাসিলাম, "সখে! তুমি কে, কোথায় বাস কর, তোমার এরূপ অদ্ভুত বেশ কেন?" সে

অংস হইতে শিশু ও স্তোম (পুঁটুলী) দুইটী অবতারিত করিয়া রোদন করিতেকরিতে কহিল, "আমি অতিশয় ক্ষুধাতুর; ফলমূলমাত্র ভোজনে আমার দেহ শীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান করুন।" পরে আমি মাংসাদি আনয়ন করাইয়া দিলে সে তাহা ভোজন করিতে লাগিল। এই সময়ে কঞ্চুকী রমণীর নিকট হইতে আরো কতিপয় স্তোম আনয়ন করিয়া আমার আজ্ঞানুসারে বিবিক্ত করিলে আমি দেখিলাম, তন্মধ্যে এরূপ মনিরত্নাদি নিহিত রহিয়াছে যে, এক একটীর মূল্যও কোন রাজভাণ্ডারে নাই। সকলগুলিই সুগঠন সুদৃশ্য ও সমুজ্জ্বল; তত্তেতের বিচিত্রচ্ছটায় প্রতিফলিত হইয়া গৃহটী হাসিতে লাগিল।

যুবা আহার করিয়া সন্তৃপ্ত ও স্ফুর্ত্তিযুক্ত হইলে আমি পুনরায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল, "পারস্যের অন্তর্গত ইউজারিজান নামক দেশে আমার বাসস্থান। আমি বাল্যে জনক-জননীর অঙ্কচ্যুত হইয়া নানা স্থানে নানা বিঘ্নবিপত্তি সহ্য করিয়াছি। য়িহুদীদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণজন্য বহুদিন মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছি। পিতা ভারতবর্ষ, চীন, কাটয়, রোমাণীয়া প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। আমার যখন বয়ঃক্রম দশ বৎসরমাত্র, তিনি আমার জননী ও অন্যান্য নমস্যগণের মতের বিরুদ্ধে আমাকে বাণিজ্যজন্য প্রথমে ভারতবর্ষ, পরে জেয়ারবাদ দেশে লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে কোন বিঘ্নবিপদ্ ঘটিল না, অল্পকাল মধ্যেই আমাদের সকল দ্রব্যসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া গেল। তখন স্বদেশপ্রতিগমনজন্য আমরা অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম। কিন্তু এক মাসের পথ অতিবর্ত্তিত হইলে একদিন সহসা ঘোরতর ঝটিকা প্রধাবিত হইয়া আকাশমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিল, জলদধারা অবিরল নির্গলিত হইতে লাগিল, কর্ণ ভাঙ্গিয়া গেল, কর্ণধার ও নাবিকগণ প্রাণভয়ে মস্তক মর্দ্দিত

করিতে লাগিল। জলযান প্রভঞ্জন ও তরঙ্গের আয়ত্ত হইয়া ক্রমাগত দশদিন উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিয়া অবশেষে একাদশ দিবসে গিরি-সংঘাতে শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। পিতা ও পণ্যজাত কোথায় অপবাহিত হইল, জানা গেল না। আমি একখানি কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করিয়া তিন দিন তরঙ্গতাড়নে সঞ্চালিত হইয়া চতুর্থ দিনে কূল প্রাপ্ত হইলাম। তখন কষ্টকল্পনায় কাষ্টখণ্ড ত্যাগ করিয়া কূলে উত্তীর্ণ হইলাম। তথা হইতে দেখিতে পাইলাম, দূরবর্ত্তী প্রান্তরসমূহে কতিপয় নর-মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিবসন হইয়া সমবেত রহিয়াছে। দেখিয়া জানুভরকরত তদভিমুখে গমন করিলাম। তাহারা আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। প্রান্তরগুলি ভুট্টাক্ষেত্র। অসভ্যেরা তথায় অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সংগৃহীত শস্যজাত সিদ্ধ-পক্ক করত ভোজন করিতেছিল। প্রান্তরের উপকণ্ঠদেশে কতকগুলি কুটির। বোধ হয় তত্তাবৎ তাহাদের বাস-গৃহ ও ভুট্টাই প্রধান আহার্য্য। তাহারা আমাকেও ভোজনার্থ সঙ্কেত করিলে আমি কতকগুলি শস্য চয়ন ও সিদ্ধপক্ক করিয়া ভক্ষণ করিলাম। পরে অল্পমাত্রায় জলপান করিয়া ক্ষেত্রের এক প্রান্তে শয়ন করিলাম। অতঃপর জাগরিত হইলে এক ব্যক্তি সমীপবর্ত্তী হইয়া সঙ্কেতদ্বারা পথ দেখাইয়া দিল। আমি আরো কতিপয় শস্য সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রদর্শিত পথে পাদচারণা করিতে লাগিলাম। সম্মুখেই বিশাল কান্তার শমনের রঙ্গভূমি সদৃশ বিরাজমান। আমি ভুট্টাগুলি ভক্ষণ করিয়া সেই প্রান্তরে অবতরণ করিলাম। ক্রমাগত চারিদিন পর্য্যটনের পর একটী দুর্গ আমার নয়নপথে পতিত হইলে তাহার নিকটে গমন করিলাম। দুর্গের দৈর্ঘ্যবিস্তৃতি দুই দুই ক্রোশ, প্রাকার অত্যুন্নত পাষাণ গঠিত, তাহাতে একটী মাত্র তোরণ অভিন্ন শিলাখণ্ডে আবদ্ধ। কিন্তু তথায় জনমানবের কোন চিহ্নই

দেখিতে না পাইয়া আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সম্মুখে উপ-গিরি পরিদৃশ্যমান অঞ্জননিভ কৃষ্ণ মৃত্তিকায় বিরচিত। আমি তাহার শিখরদেশে আরূঢ় হইয়া অদূরে ভিত্তি-পরিবৃত বিস্তৃত একটী জনপদ দৃষ্টিগোচর করিলাম। পার্শ্বে বিশাল কল্লোলিনী হৃদয় বিস্ফারিত করিয়া প্রধাবিত হইতেছে। আমি ভগবানের নাম গ্রহণকরত তোরণদ্বার দিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বেত্রাসন উপরে ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী একটী পুংমূর্ত্তি নয়নগোচর করিলাম। তিনি আমাকে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে দেখিয়া আহ্বান করাতে আমি নিকটে গিয়া অভিবাদন করিলাম। তিনি আমাকে প্রতি নমস্কার করিয়া রুটী, পনির, পক্ষী মাংস ও মদিরা ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। আমি কিঞ্চিৎ খাদ্য ও সুরা গ্রহণ করিয়াই গভীর নিদ্রাভিভূত হইলাম। যখন চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল, দেখিলাম, রাত্রি হইয়াছে। তখন হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিলাম। গৃহস্বামী আমাকে তাম্বূল প্রদান করিয়া নিজ জীবনী প্রকটিত করিতে বলিলেন। আমি সমস্ত বিবৃত করিলে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ?" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আপনি কি উন্মত্ত? আমি বিঘ্নবিড়ম্বনা ও ক্লেশ ভোগ করিয়া অবশেষে এতদূর আসিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে মনুষ্যের মুখ দেখিলাম। আবার আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি কেন এখানে আসিয়াছি?" তিনি কহিলেন, 'যাও, বিশ্রাম কর গিয়া, আমার যাহা বক্তব্য আছে, কল্য বলিব।"

রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি আমাকে (একটী গৃহের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া) কহিলেন, "এই প্রকোষ্ঠমধ্যে কুদ্দালা, চালনী ও চর্ম্মকোষ আছে, বাহির করিয়া লইয়া আইস।" আমি তত্তাবৎ বহির্গত করিয়া আনয়ন করিলাম, কিন্তু ভাবিলাম, "না জানি, এ ব্যক্তি দুইটী অন্ন দিয়া কতই কার্য্য করাইয়া লয়।" তিনি

বলিলেন, "দেখ ! যে উপগিরিটী অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছ, তুমি এই সমস্ত লইয়া তথায় গমন করিয়া ধনুপরিমাণ গভীর একটী গর্ত্ত খনন করিবে। করিয়া যাহা পাইবে, চালনীদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া তাহা চর্ম্মকোষ মধ্যে নিহিত করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিবে।" আমি শস্ত্রাদি লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমনকরত আদেশমত গুহাখনন করিলাম এবং চালনীদ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সঞ্চালিত করিয়া কোষপূর্ণ করিলাম। দেখিলাম দ্রব্যগুলি বহুমূল্য রত্ন। তত্তেতর জ্যোতিঃ ও বর্ণে আমার নেত্রপুট ঝলসিয়া গেল।

পরে আমি সেই রত্নপূর্ণ চর্ম্মকোষ গৃহস্বামীকে প্রদান করিলে তিনি তাহা দেখিয়াই কহিলেন, "তুমি এই চর্ম্মকোষ মধ্যে যাহা কিছু আছে, লইয়া শীঘ্র প্রস্থান কর। কালবিলম্ব করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না।" আমি প্রতিবাদ করিলাম, "আপনি কি বিবেচনা করেন, কতিপয় লোষ্ট্রখণ্ড দিয়া আপনি আমাকে আপ্যায়িত করিলেন ? এ গুলি কোন্ কার্য্যে লাগিবে ? ক্ষুধাতুর হইলে, এ গুলিতে উদরপূর্ণ হইবে না। সুতরাং সমধিক প্রাপ্ত হইলেও আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।" তিনি হাসিযা কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি আমারই ন্যায় উত্তরাঞ্চলবাসী অর্ব্বাচীন ! এই জন্যই তোমাকে এখানে অবস্থিতি করিতে নিষেধ করি। কিন্তু স্থানান্তরে গমন, কি এখানে অবস্থান, তোমার ইচ্ছাসাপেক্ষ। আর একান্তই যদি এই পুরীমধ্যে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা কর, তবে এই অঙ্গুরী লইয়া চকের মধ্যে গমন কর। তথায় শ্বেতশ্মশ্রুধারী একটী বৃদ্ধ আছেন। তিনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, আমার মুখের সহিত তাঁহার মুখের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অঙ্গুরীটী তাঁহার হস্তে দিলে তিনি তোমাকে যত্ন করিবেন। তুমি তাঁহার অনুগত হইয়া কার্য্য করিবে ; যদি না কর নিশ্চিৎ প্রাণ হারাইবে। তুমি এখানে থাকিলে আমি তোমার জন্য এই পর্য্যন্ত করিতে পারি।

ইহার অতিরিক্ত ক্ষমতা আমার নাই। আর জ্যেষ্ঠব্যতীত এ নগরে আর আমার কেহই নাই।" আমি তাঁহাকে অভিবাদন করত অঙ্গুরীর সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিলাম, স্থানটী উৎকৃষ্ট। আপণ ও বর্ত্মগুলি পরিচ্ছন্ন; রমণীরা অবরোধমধ্যে বাস করেনা। স্ত্রীপুরুষ একত্রে সর্ব্বত্র গতাগতিক্রমে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। সকলেই পরিপাটী বেশ ভূষায় বিচ্ছুরিত। আমি সেই সমস্ত দর্শন করিতে করিতে হৃষ্ট-চিত্তে অগ্রসর হইয়া আপণচক্রে (চকে) উপনীত হইলাম। তথায় এরূপ জনতা হইয়াছিল যে, একখণ্ড পিত্তলপদক সমবেত জনমণ্ডলীর মস্তকের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিলে সহজেই পিচ্ছিলিত হইয়া-যাইতে পারে। জনতাটী এরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে, সহজে তন্মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারা যায়না।

ক্রমে জনসঙ্কুলতা অপবাহিত হইলে আমি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রেরকের ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলাম। তিনি সম্মুখে একটী মণিদণ্ড স্থাপিত করিয়া বেত্রাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি নিকটে গিয়া অভিবাদনকরত অঙ্গুরিটী তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া কহিলেন, "তুই কি জন্য নিশ্চিৎ বিপদে অবগাঢ় হইয়া এখানে আসিয়াছিস্? আমার কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত সোদর তোকে কি নিষেধ করে নাই?" আমি প্রতিবাদ করিলাম, "তিনি আমাকে নিষেধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমি শুনি নাই।" এই বলিয়া আদ্যোপান্ত নিজ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া আমার হস্ত ধারণকরত গৃহে লইয়া গেলেন। গৃহটী রাজপ্রাসাদের অনুরূপ। তাহাতে অনেক দাসদাসী ছিল। বৃদ্ধ আমাকে একটী নিভৃত কক্ষে লইয়া গিয়া কোমল ভাবে বলিলেন, "বৎস! তুমি এই শ্মশানভুমিতে সমাগত হইয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ করিয়াছ; এমন হতভাগ্য অদ্যাপি

আছে যে, এই কুহকময়ী পুরীমধ্যে পদার্পণ করে!" আমি উত্তর করিলাম, নিজ ভাগ্যচেষ্টিত অগ্রেই বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এখানকার রীতিপদ্ধতীত্যাদি বর্ণন করেন, তাহা হইলে, আপনার দুই সহোদর যে কেন আমাকে এস্থান ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, বুঝিতে পারি।" সৌম্য স্থবির প্রতিবাদ করিলেন, "ঈশ্বর এদেশের রাজাপ্রজা সকলের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। তাহাদের ধর্ম্মও বিচিত্র, কর্ম্মও বিচিত্র! একটী দেবালয়ে একটী দেবপ্রতিমা আছে। প্রেতভূত সেই মূর্ত্তির উৎসঙ্গ-দেশে প্রবিষ্ট হইয়া আগন্তুকের নাম, আভিজাত্য ও ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়। সে কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি সেই আগমনকারীকে দেবসমক্ষে দণ্ডবৎ পতিত হইতে আজ্ঞা করেন। যদি সে তাহা করে, ভালই; নচেৎ সেই হতভাগ্যকে নদী-মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। আবার যদি সে পলায়নের উপক্রম করে, তবে তাহার শরীরের গুপ্তাংশ সকল এরূপ বৃদ্ধি-পাইতে থাকিবে যে, তত্তাবৎ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইয়া যাইবে, সে তাহার ভার সহ্য করিতে পারিবে না। পরমেশ্বর এই জনপদে এইরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই আমি তোমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তোমাকে এস্থান ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার অনুরোধে আমি একটী কৌশল স্থির করিয়াছি। তাহাতে তুমি এখানে কিয়দ্দিন অব-স্থিতি করিতে পারিবে, আপাতত কোন বিপদে পড়িবেনা।" আমি জিজ্ঞাসিলাম, "আপনি কি স্থির করিয়াছেন, আমাকে বলুন। তিনি কহিলেন, "আমি তোমাকে মন্ত্রিকন্যার সহিত বিবাহ দিব।" আমি প্রত্যুত্তরে কহিলাম, "অমাত্য আমার ন্যায় নিঃসম্বল ভিখা-রীকে কন্যা দান করিবেন কেন? বিশেষ আমি ভিন্ন ধর্ম্মা-বলম্বী। আর তাঁহার ধর্ম্মও কখনই অবলম্বন করিতে পারিব না।"

তিনি প্রতিবাদ করিলেন, "যে ব্যক্তি এ দেশের প্রথানুসারে প্রতিমাসমক্ষে দণ্ডবৎ পতিত হইবে, সে ভিক্ষু হইয়াও যদি রাজকন্যার পাণিগ্রহণার্থীহয়, রাজাকে তাহা সাধন করিতে হইবে, প্রস্তাবিত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে মনস্তাপ দিতে পারিবেন না। রাজা আমাকে অতিশয় অনুগ্রহ করেন, আর তজ্জন্য অমাত্য ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা অত্যন্ত মান্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার উপাসনার্থ দেবালয়ে গমন করেন। কল্য সকলে তথায় সমবেত হইবেন। আমিও তোমাকে সেই সময়ে সেই স্থানে লইয়া যাইব। এই বলিয়া তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ পানাশনীয় প্রদান করিয়া বিশ্রামসেবার্থ একটী প্রকোষ্ঠে প্রেরণ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে আমি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া দেবমন্দিরে গমন করিয়া দেখিলাম, সাধারণ লোকে উপাসনা সমাধা করিয়া ইতস্ততঃ গমন করিতেছে। রাজা ও অমাত্যগণ উষ্ণীষ অবতারিত করিয়া দেবসমক্ষে পুরোধাগণের পার্শ্বে মৃত্তিকাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে স্বর্গীয় অপ্সরা ও কিম্পুরুষবাসী কিন্নরসদৃশ প্রিয়দর্শন অনূঢ় তরুণতরুণীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। দেখিয়া বৃদ্ধ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে আমি যাহা বলিব, তোমাকে তাহা করিতে হইবে।" "আমি তথাবৎ করিলে ভূপতি সেই সাধুশীল স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'এব্যক্তি কে, কি প্রার্থনা করে?" বৃদ্ধ কহিলেন, "এই যুবা আমার কুটুম্ব, আপনার পাদবন্দনাজনিত চরিতার্থতা লাভলালসায় বহুদূর হইতে আগমন করিয়াছে। বাসনা, মন্ত্রী মহাশয় ইহাকে দাসপদে উন্নমিত করিয়া নিজপরিবারভুক্ত করেন। এক্ষণে দেবতা ও আপনার অনুমোদন হইলেই হয়।" রাজা বলিলেন, যুবা যদি আমাদের ধর্ম্ম ও জাতীয় আচারব্যবহার পরিগ্রহ করে, তবে ইহার

সমীহিত সিদ্ধ হইতে পারে।" এই কথা বলিবামাত্র দেবমন্দির তৌর্য্যত্রিকনাদে মুখরিত হইল। পরে এক ব্যক্তি আমাকে একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক কৃষ্ণাংশুক (কাল ফিতা) দ্বারা গলদেশ রুদ্ধ করিয়া দেব সমক্ষে লইয়া গেল। পরে আমাকে দণ্ডবৎ পাতিত করিয়া পুনরুত্থাপিত করিলে প্রত্যাদেশ হইল, "যুবক! তুমি আমার উপাসকশ্রেণীর কান্তিপুষ্ট করিয়া উত্তম করিলে। আমিএক্ষণে তোমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিব।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "তুমিই সাধু ও মহানুভব, অতএব দীর্ঘজীবী হও।"

সায়ংকাল সমাগত হইলে রাজা অশ্বারোহণপূর্ব্বক সভাসদ-সমভিব্যাহারে প্রধানামাত্যের ভবনে গমন করিয়া জাতীয় রীত্য-নুসারে তদীয় দুহিতার সহিত আমার উদ্বাহকার্য্য সমাপন করিলেন এবং মন্ত্রিবালাকে বহুবিধ যৌতুক দিয়া আমাকে কহিলেন, "দেবতার আজ্ঞানুসারে আমরা তোমার হস্তে মন্ত্রিকন্যাকে সমর্পণ করিলাম।" এই বলিয়া আমাদিগের অবস্থানের নিমিত্ত একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি দেখিলাম, সচিবনন্দিনী সৌন্দর্য্যাংশে সাক্ষাৎ স্বর্গ-বিদ্যাধরী, গঠনটী পরিপাটী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দোষসম্পর্কশূন্য। আমি তাঁহার সহবাসে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া রাজার নিকটে গমন করিতাম। তিনি আমার অতিশয় পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, আমার আসঙ্গলাভে প্রীত হইতেন, আমাকে নিত্য বহুমূল্য উপহার ও খেলাৎ দিতেন। আমি তাঁহার প্রসাদে কিয়-দ্দিনমধ্যে অন্যতম সচিবের পদে উন্নীত হইলাম। আমার পার্থিব সম্পদের ইয়ত্তা ছিল না। কেন না বনিতার হস্তে যে সমস্ত সুবর্ণ ও মণিরত্নাদি ছিল, তাহার সংখ্যা করা সুদূরপরাহত।

দুই বৎসর অনুরূপ সুখে সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইলে, স্ত্রী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। অষ্টম মাস গত হইলে ক্রমে যখন গর্ভের পূর্ণতা সাধন হইতে লাগিল, সহসা প্রসববেদনা উপস্থিত হওয়াতে ধাত্রী উপস্থিত হইয়া একটা মৃত বৎস প্রসব করাইল। সেই সদ্যোজাত শিশুর বিষে গর্ভিণীও সূতিকাপীড়াক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আমি দয়িতাবিয়োগশোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। প্রতিবেশবাসিনীগণ আমার রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া দলে দলে গৃহমধ্যে আগমন করিল এবং আমার মস্তকে হস্তার্পণকরত বিবস্ত্রপ্রায় হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে জনতায় গৃহটী এরূপ সঙ্কুল হইল যে, আমার শ্বাসরোধ হইয়া গেল, মৃত্যু আসন্নবর্ত্তী হইল। এমন সময়ে সহসা আমার কণ্ঠলগ্ন কৃষ্ণাংশুক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হওয়াতে আমি চাহিয়া দেখিলাম, আকর্ষণকারী সেই বৃদ্ধ, যিনি আমাকে মন্ত্রিতনয়ার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নির্ব্বোধ! ক্রন্দন করিতেছ কেন?" আমি কহিলাম, "পাষাণ-হৃদয়! এ প্রশ্নের কি অবসর আছে? আমি রাজ্য হারাইয়াছি, শান্তিচ্যুত হইয়াছি, তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি রোদন করিতেছি কেন?" তিনি নাসিকাবিকৃত করিয়া প্রতিবাদ করিলেন, "এক্ষণে রোদন ত্যাগ করিয়া নিজের পরাগতিজন্য চিন্তা কর। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, মৃত্যুই তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। এক্ষণে কালপূর্ণ হইয়াছে, মৃত্যুব্যতীত কিছুতেই আর তোমার নিস্তার নাই।"

অবশেষে নাগরিকেরা আমাকে রুদ্ধ করিয়া দেবালয়ে লইয়া গেলে আমি দেখিলাম, রাজা, রাজবল্লভ ও দেশবাসীরা সকলে সেই স্থানে সমবেত হইয়াছে; আর সকলের সমক্ষে আমার স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত রহিয়াছে। যাহার ইচ্ছা হইতেছে, মূল্য

দিয়া রাশি হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছে। ক্রমে সমস্ত বিক্রীত হইলে লব্ধ মূল্য মাংস ও অন্যান্য খাদ্য ও ফলের সহিত একটী কাষ্ঠকোষ মধ্যে নিহিত হইল। পরে সমাধিকগণ আমার স্ত্রীপুত্রের শবও অন্য একটী মঞ্জুষামধ্যে বদ্ধ করিয়া দুইটী একত্রিত করত উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরোপিত করিল। আমিও দেশাচারানুসারে স্ত্রীর পরিত্যক্ত রত্নালঙ্কার লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলাম। ব্রাহ্মণেরা বেণুরব ও স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে আমার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। আমি যে দ্বার দিয়া প্রথমে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, উষ্ট্রটী সেই দ্বার দিয়া চালিত হইল। পূর্ব্বে যে ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী প্রতীহারীর বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি আমার বর্ত্তমান দশা দর্শনে রোরুদ্যমান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "শমনদূত-ধৃত হতভাগ্যযুবক! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অকারণে জীবন হারাইলে। এক্ষণে আমাকে দোষ দিতে পারিবে না, আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম।" আমি সমস্ত শুনিলাম, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া এরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম যে, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না। এমন কি আমার পরাগতিই বা কি হইবে, অবধারণে অক্ষম হইলাম। অবশেষে আমি পূর্ব্বকথিত প্রস্তরময় দুর্গদ্বারে নীত হইলে কয়েক ব্যক্তি দ্বার বিবিক্ত করিয়া আমাকে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইল। এই সময়ে একজন ব্রাহ্মণ পুরোবর্ত্তী হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "সংসারের গতিই এই যে, জীব একদিন জন্মগ্রহণ করে, আর এক দিন নিজ ভারবহ দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এক্ষণে তোমার পুত্র, কলত্র, বিত্ত ও চল্লিশ দিনের উপযোগী আহার্য্য রহিল, গ্রহণ করিয়া যাবৎ দেবতার দয়া না হয়, এইস্থানে অবস্থিতি কর।" আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণ, দেবতা ও সমভিব্যাহারীদিগের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। তাহাতে সেই

ইউরোপীয় বেশধারী আমাকে নিষেধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "সাবধান, বাঙ্ নিষ্পত্তি করিও না। যদি আর একটী কথা কও, ব্রাহ্মণেরা এখনই তোমাকে ভস্মীভুত করিবে। অতএব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অদৃষ্টচিকীর্ষায় আত্মসমর্পণ কর। যদি দেবতা প্রসন্ন হয়েন, সম্ভবতঃ পুনর্ব্বার এ স্থান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।" অবশেষে সকলে আমাকে সেই কারামধ্যে পরিত্যাগ করিয়া দ্বারবদ্ধ করত প্রস্থান করিল।

আমি তখন নিতান্ত দীনভাবে রোদন করিতে করিতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া কলত্রের মৃতদেহে পদাঘাত করত কহিলাম, "হতভাগিনি! অপত্যপ্রসবই যদি তোর মৃত্যুর কারণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তবে কিনিমিত্ত উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া গর্ভধারণ করিলি?" আমি এইরূপে কিয়ৎক্ষণ উন্মত্তবৎ অসদৃশ আচরণ করিয়া অবশেষে নীরবে রহিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রভাকর গগণের মধ্যসীমায় উপনীত হইয়া দিগন্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। আতপতাপে আমার মস্তিস্ক উষ্ণ ও নাসারন্ধ্র পূতিগন্ধে সঙ্কুচিত হইল। যে দিকে নয়ন সঞ্চরিত হইতে লাগিল, সেই দিকেই শবকঙ্কাল ও রত্নরাজি দেদীপ্যমান। আমি তখন গাত্রোত্থান করিয়া নৈশ নীহার ও আহ্নিক সন্তাপ হইতে রক্ষাসাধনহেতু কতিপয় কাষ্ঠকোষদ্বারা একটী আশ্রম রচনা করিলাম। পরে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে একটী উৎস দেখিতে পাইলাম। উৎসটী প্রাচীর ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইয়াছে। আমি সেই নির্ঝর-বারি ও ব্রাহ্মণপ্রদত্ত খাদ্য উপযোগ করিয়া বহুদিন অতিবাহিত করিলাম। ক্রমে সমস্ত নিঃশেষ হইলে ভীত হইয়া ঈশ্বরের নাম জপ করিতে লাগিলাম। সিদ্ধিদাতার এমনই করুণা যে, সহসা দ্বার রিবিক্ত করিয়া একটী বৃদ্ধ শবসমভিব্যাহারে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। পরে তাহার সমভিব্যাহারীরা প্রস্থান করিলে

আমি এক দণ্ডাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম এবং তাহার পরিত্যক্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিলাম। এইরূপে শ্মশানাগত ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিয়া আমার সচ্ছন্দে দিনাতিপাত হইতে লাগিল।

একদা একটী যুবতী শব লইয়া প্রেত-ভুমিতে আগমন করিল। তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে তাহাকে হত্যা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। সে আমাকে দেখিয়াই ভয়ে মূর্চ্ছিত হইল। আমি সেই অবসরে তাহার খাদ্যসামগ্রীগুলি নিজ আশ্রমে লইয়া গেলাম। কিন্তু একাকী ভোজন করিতাম না। ক্ষুধাবোধ হইলে উভয়ে একত্রে আহার করিতাম। তরুণী আমার ব্যবহারে ক্রমশঃ বীতাশঙ্কা হইয়া অবশেষে আমার আশ্রমে গতায়াত করিতে লাগিল। একদা আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, "আমি নরপতির সর্ব্বাধ্যক্ষের কন্যা; পিতৃব্যসুতের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহরাত্রিতেই অকস্মাৎ শূলরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কাল প্রাপ্তি হয়। পরে অনুযাত্রগণ শবসমেত আমাকে এই শ্মশানমধ্যে রাখিয়া গিয়াছে।" এই কথা বলিয়া সে আমার বিষয় শুশ্রূষু হইলে আমি তাহা আমূলতঃ কীর্ত্তন করিয়া কহিলাম, "ঈশ্বর তোমাকে আমার নিমিত্তই প্রেরণ করিয়াছেন।" নবীনা ঈষৎ অধরবিকাশ করিয়া মৌনভাবে রহিল। কালে অন্যোন্যের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ সঞ্চার হইলে আমি তাহাকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যথাশাস্ত্র তাহার পাণিগ্রহণ করিলাম। কিয়দ্দিনমধ্যে সে অন্তর্ব্বত্নী হইয়া যথাকালে একটী সন্তান প্রসব করিল। ক্রমে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেলে আমি একদিন বণিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "আর কতকালই বা আমরা এ ভাবে অবস্থিতি করিব; অথচ নিষ্কৃতিলাভেরওত কোন উপায় দেখি না। সে"

কহিল, "বিধাতা যদি প্রসন্ন হয়েন, তবেই নিস্তার, অন্যথা এই স্থানেই দেহ পতন হইবে।" আমি তাহার কথা শ্রবণ ও কারাবাস-জনিত যন্ত্রণাকর অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ রোদন করিলাম, বলিতে পারিনা। পরে সহসা নয়নেরপল্লবযুগল আমার অজ্ঞাতসারে মুকুলিত হইল। তখন স্বপ্নদেবী মনোমধ্যে আবির্ভূত হওয়াতে আমি যেন মুক্ত-নেত্রে একটি মূর্ত্তি অবলোকন করিলাম। মূর্ত্তিটী আমাকে সম্বোধন করিয়া যেন বলিল, "যদি তোমাদের স্থানান্তর গমনের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তোমরা পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া পলাইতে পার।" আমি সেই কথায় আহ্লাদে উদ্বেলিত হইয়া নিদ্রাপগমে গাত্রোত্থান করত স্ত্রীকে কহিলাম, "জীর্ণ মঞ্জুষা হইতে কীলকগুলি উত্তোলন করিয়া লইয়া আইস, তদ্দ্বারা পয়োনালী প্রশস্ত করিতে হইবেক।" পরে সে তাহা আনয়ন করিলে আমি তদ্দ্বারা প্রস্তর কর্ত্তন করিতে লাগিলাম। সংবৎসর পরে কার্য্য সমাধা হইল। তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্টতম রত্ন সঙ্কলনকরত পুত্র কলত্র-সহ সেই সুরঙ্গপথে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পাছে কেহ ধৃত করে, এ জন্য রাজবর্ত্মে গমন করিলাম না। একমাস হইল, বনেবনে শৈলেশৈলে বিচরণ করিয়া অদ্য ভবৎসকাশে উপস্থিত হইয়াছি। বুভুক্ষাপীড়িত হইলে কেবল ফলমূল মাত্র উপযোগ করিতাম। শরীর এরূপ তেজোহীন হইয়াছে যে, আর বাক্যস্ফুরণ করিতে পারি না। আর তাহার প্রয়োজনও নাই, আমার জীবনী সমাপ্ত হইয়াছে।"

হে রাজরাজেশ্বর (রাজা আজাদ্‌বক্ত)! যুবার জীবনী শ্রবণে আমার (খাজার) চিত্ত করুণারসে আপ্লুত হইল। আমি তাহাকে স্নান ও উৎকৃষ্ট বেশভূষা ধারণ করাইয়া নিজ প্রতিনিধিত্বে নিয়োজিত করিলাম। কালে রাজকন্যার গর্ভে আমার অনেকগুলি সন্তান

সন্ততি হইল, কিন্তু সকলগুলিই অকালে কালকবলে নিপতিত হইল। একটী কেবল পঞ্চবর্ষ মাত্র জীবিত ছিল। পরে সেও করাল কালের কুক্ষিসাৎ হইলে রাজবালা শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। আমার আর ক্লেশের ইয়ত্তা রহিল না, প্রবাস-বাস যেন শয্যাকণ্টক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সন্তাপে দহ্যমান হইয়া আমি পারস্যগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। আর কালব্যাজ করিলাম না। অবিলম্বে নৃপালের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রতিনিধিকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করত কুক্কুর ও মণিমাণিক্যাদি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলাম। ইতিমধ্যে রাজারও পরলোক প্রাপ্তি হইল। সে যাহা হউক আমি সমস্ত লইয়া পারস্যের অন্তঃপাতী নিশাপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম। লোকে আভ্যন্তরীণ রহস্য অবগত না হইয়াই আমাকে কুক্কুরপূজক বলিয়া অখ্যাতি করিয়া থাকে। অধিক কি, তজ্জন্য আমি পারস্যপতিকে দ্বিগুণ শুল্ক প্রদান করিয়া থাকি। অপরন্তু এই যুবা (যুবকবেশধারিণী সচিবকন্যা) নিশাপুরে উপস্থিত হইলে ইহারই উপলক্ষে অদ্য আমি মহারাজের চরণবন্দনজনিত কৃতার্থতালাভে সক্ষম হইয়াছি।

আমি (রাজা আজাদ্‌বক্ত) খাজাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যুবা কি আপনারই বংশধর?" তিনি প্রতিবাদ করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! যুবা আমার ঔরসজাত পুত্র নহে, মহারাজেরই অধিকারস্থ একজন প্রজা। তবে এক্ষণে উহাকে পুত্রই বলুন, উত্তরাধিকারীই বলুন, আর যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন।" এই প্রতিবাদ শ্রবণে আমি যুবাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিলাম, "তুমি কোন্ বণিকের বংশধর? তোমার জনকজননী কোন্ স্থানে বাস করেন?" যুবকবেশধারিণী ভূমিচুম্বন ও অভয় প্রার্থনা করিয়া কহিল, "অধিনী মহারাজের অমাত্যকন্যা। এই বণিকের (খাজার প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া) পদ্মরাগ মণির প্রসঙ্গক্রমে তিনি রাজকোপে পতিত হইয়াছেন। রাজাজ্ঞা

ছিল, সংবৎসর কালমধ্যে যদি তাঁহার বাক্য সপ্রমাণিত না হয়, তবে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। আমি সেই রাজকীয় নিদেশ শ্রবণে ছদ্মবেশে নিশাপুরে গিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে রত্নোপেত শারমেয় সহিত বণিকবরকে ভবদীয় সকাশে আনয়ন করিয়াছি। আপনি খাজার প্রমুখাৎ সকলই অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে প্রার্থনা, বৃদ্ধ জনককে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।" খাজা উজীরজাদীর বিবরণ শ্রবণে অস্ফুট কাতরোক্তি নিষ্পাত্তি করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। পরে মুখে জলসেক করাতে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হা দুর্দ্দৈব! আমি যে নাম রক্ষা—বংশ রক্ষা করিবার জন্য, লোকসমাজে অনপত্যতা পরীবাদ অপনয়নজন্য যুবাকে পোষ্যপুত্র করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিবার অভিপ্রায়ে ক্লেশকদম্ব সহ্য করিয়া এই দূরপ্রবাসে আগমন করিলাম, তাহা অসার্থক হইল! আজ আমার সকল আশা ভরশা উন্মূলিত হইল। যুবার স্ত্রীত্ব সম্বাদে আমাতে আর আমি নাই। আমি রমণীকুহকে পতিত হইয়া ক্ষৌরকৃত্য করিয়া বিদ্রুপভাজন হইলাম, অথচ তীর্থ দর্শন হইল না।" সঙ্ক্ষেপতঃ আমি (রাজা) সেই ভগ্নহৃদয় বর্ষীয়ানের অশ্রুবারি, কাতরোক্তি ও বিলাপরোল অনুভূত করিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বানকরত কর্ণে কর্ণে কহিলাম, "দুঃখিত হইবেন না, আমি অমাত্যসুতার সহিত আপনার বিবাহ দিব; আর ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে তাহার গর্ভে অনেক সন্তান সন্ততি হইবে এবং কালে তাহারাই আপনার সম্পাত্তির উত্তরাধিকারী হইবে।" খাজা এই আশ্বাস-বাক্যে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইলে আমি অমাত্যকন্যাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া উজীরকে কারামুক্ত ও পুরস্কৃত করিলাম। উজীর স্নানান্তে নুতন বাস ধারণ করিয়া রাজসভায় সমাগত হইলে আমি তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা ও আলিঙ্গন করিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্রিপদে স্থাপিত করিলাম এবং

উপাধি ও প্রভূত নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলাম। পর শুভলগ্ন দেখিয়া তদীয় দুহিতার সহিত খাজার বিবাহ দিলাম। কালসহকারে খাজার একটী কন্যা ও দুইটী পুত্রসন্তান হইল। ক্রমে তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে আমি জ্যেষ্ঠকে অমাত্যপদে ও কনিষ্ঠকে সর্ব্বাধ্যক্ষের কার্য্যে নিয়োগ করিলাম।" রাজা এইস্থানে আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া পরিব্রাজকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ; "হে তাপসগণ ! এই আমার বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল। আমি কল্য আপনাদের দুইজনের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে অবশিষ্ট দুইজনের বৃত্তান্ত বিবরিত করুন। আপনারা আমাকে অনুগত সেবক ও এই রাজপ্রাসাদ সন্ন্যাসীগণের আশ্রম বলিয়া জানিবেন। আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি বলিয়া সঙ্কোচ করিবেন না। কল্য যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়াছিলাম, মনে করুন, আমি সেই স্থানেই রহিয়াছি। পরে নিজ নিজ বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া আমার নিকটে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করুন।" সন্ন্যাসীরা রাজার কথায় আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "অস্মদাদির প্রতি মহারাজের যেরূপ দয়া, তাহাতে বারম্বার আপনার বাক্যাবহেলন কর্ত্তব্য হইতেছে না। অতএব স্ব স্ব জীবন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইতি দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় সন্যাসী স্বচ্ছন্দে উপবিষ্ট হইয়া স্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন ;—

"শুন সখাগণ ! মম বিবরণ,
অদৃষ্টের অভিনয়।
প্রেমের বিধাতা (মদন) ছলিল যেরূপে,
বর্ণিব সে সমুদয় ॥

এই হতভাগ্য পারসিক রাজপুত্র। পিতা আমার রাজেশ্বর, আমি তাঁহার একমাত্র বংশধর। আমি তাস, পাশা ও দ্যূতক্রীড়ায় অতিশয় অনুরক্ত ছিলাম ; মধ্যে মধ্যে সমবয়স্ক ও সুহৃৎগণের সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্যেনপক্ষীদ্বারা বন্য কপোত শিকার করিতাম। একদা মৃগয়ার্থ অগ্রসর হইয়া একটী রম্যস্থানে গিয়া উপনীত হইলাম। দেখিলাম, অরুণবর্ণ কুসুম-কলাপে বিস্ফুরিত হইয়া শ্যামল গুল্মরাজি বিশাল একটী প্রান্তর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই রুচিকর দৃশ্য দর্শনে আমরা অশ্বের কবিক মুক্ত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদচারণাক্রমে স্থানটীর মোহিনী সুষমার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে একটী কৃষ্ণসার বিচিত্র আস্তরণ ও রত্নখচিত রুচির হৈম কাকল ও কিঙ্কিনিমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া আমাদের দর্শনপথের পুরঃ সীমায় ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছিল, সহসা অশ্বের পদশব্দ শ্রবণে চমকিত ও উদ্গ্রীব হইয়া মৃদুপদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল। আমি সেই মৃগটীকে ধৃত করিতে উৎসুক হইয়া সমভিব্যাহারীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "সাবধান, তোমারা যে স্থানে আছ, সেই খানেই থাক,

মূর্ত্তির পদতলে মস্তক স্থাপন করত বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে ছিলেন। আমি তাঁহার তথাবিধ অবস্থা ও রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠব সন্দর্শনে মুহ্যমান হইয়া পতিত হইলাম। বৃদ্ধ আমাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া গাত্রোত্থান করত আমার মুখে গুলাব সেচন করিতে লাগিলেন। আমি তাহাতে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তখনই গাত্রোত্থান করিলাম এবং সেই বরবর্ণিনীর পুরোবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। কিন্তু তিনি প্রতিনমস্কার কি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তখন আমি কহিলাম, "প্রিয়দর্শনে! প্রতিনমস্কার না করিয়া এরূপ মৎসরতা প্রকাশ করা কোন্ ধর্ম্মের অনুমোদিত? মুখরতা দোষাবহ বটে, কিন্তু এরূপ অল্পভাষিতা নিতান্ত অসঙ্গত। যেখানে দয়িতের প্রাণান্ত সম্ভাবনা, সেখানে কি প্রেমিকার রসনা রুদ্ধ করা কর্ত্তব্য? অতএব বিনতি করি, আমাকে একটীমাত্র উত্তর প্রদান করুন। আমি ঘটনাক্রমে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব অতিথিকে সমুদাচরণ করা আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে।" এইরূপে আমি অনেক কথা কহিলাম; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না; রমণী সকল শুনিয়া নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আমি তাহাতে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক কঠোরতা অনুভূত করিয়া বুঝিলাম, মূর্ত্তিখানি প্রস্তরময়, যেন বিশ্বকর্ম্মার বিরচিত। তখন আমি প্রতিমাপূজক বর্ষীয়ানকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "আমি আপনার মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া ছিলাম, বটে, কিন্তু আপনার অভিশাপে আমার হৃদয়ে প্রেমশল্য প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা অনাবৃত করুন; কি জন্য আপনি জনস্থান ত্যাগ করিয়া এই বনাকীর্ণ গিরিপ্রস্থে ঈদৃক কুহকজাল বিস্তারিত করিয়াছেন, বর্ণন করুন।" বৃদ্ধ আমার নির্ব্বন্ধাতিশয়তাপ্রযুক্ত অনায়ত্ত হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন, "তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছ আমার তাহাতে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অতএব এরূপ নিশ্চিৎ-

সর্ব্বনাশকর বিষয়ে অধ্যবসায়িত হইও না।” আমি কহিলাম, “ক্ষান্ত হউন; আপনার আপত্তি আমার ভাল লাগিতেছে না। এক্ষণে হয় আমার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করুন, নতুবা এখনই আপনাকে শমনসদনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবেক।„ বৃদ্ধ আমাকে রাগান্বিত দেখিয়া কহিলেন, “ঈশ্বর যেন প্রণয়ানল হইতে সকলকে রক্ষা করেন। দেখ, প্রেম কি বিষম অনর্থের অবতারণা করিয়াছে! প্রেমের জন্যই হিন্দু রমণীরা মৃতপতির অনুগমনক্রমে দহনে দেহাহুতি প্রদান করিয়া থাকে। বিস্তারে প্রয়োজন কি, ফার্‌হাদ্‌ ও মজ্‌নুর বিষয়, বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই। অতএব বারম্বার বলিতেছি, আমার বিবরণ শ্রবণে তোমার কোন পুরুষার্থই লাভ হইবে না। প্রত্যুত তাহাতে গৃহচ্যুত, সর্ব্বস্বস্খলিত ও স্বদেশভ্রষ্ট হইয়া তোমার কেবল ভ্রমণ সার হইবেক।” আমি প্রতিবাদ করিলাম, “নিবৃত্ত হউন, আর আপনার আত্মীয়তা করিতে হইবে না। আপনি আমাকে শত্রু বলিয়াই জানিবেন। যদি জীবনে মমতা থাকে, তবে দ্বিরুক্তি না করিয়া সহজে নিজ জীবনী কীর্ত্তন করুন।” তখন বর্ষীয়ান্‌ নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ও অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে আরম্ভ করিলেন;—

“এই হতভাগ্যের বিবরণ শ্রবণ কর। আমার নাম নিমান্‌শুইয়া। আমি পূর্ব্বে বণিক ছিলাম। বাণিজ্যোপলক্ষে এই বয়সে পৃথিবীর সমস্ত স্থান ও রাজসভা দর্শন করিয়াছি। একদা ভাবিলাম, “আমি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু অদ্যাপি ইউরোপীয় উপদ্বীপ দর্শন করিলাম না; তত্রত্য নৃপতি, সৈনিক ও নাগরিকগণই বা কিরূপ ও তাহাদের রীতিপদ্ধতিই বা কি প্রকার, কিছুই অবগত হইলাম না; অতএব আমাকে একবার তথায় যাইতে হইতেছে।” এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া আমি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণের নিকটে যাত্রিক পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। পরে দুর্লভ মহার্ঘ্য

কতিপয় পণ্য সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য পণ্যজীবিগণসমভিব্যাহারে অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম। অনুকূল বায়ু প্রবহমান হওয়াতে কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া একটী নগরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। নাগরিক সৌন্দর্য্য ও সজ্জা এরূপ আড়ম্বরদ্যোতক যে, পৃথিবীর আর কোন জনপদ তাহার সহিত তুলিত হইতে পারেনা। বর্ত্মগুলি সুরচিত, জলসিক্ত ও এরূপ পরিচ্ছন্ন যে কুত্রাপি একটী তৃণও দৃষ্ট হয় না। অট্টালিকাসকল নানাবর্ণে চিত্রিত। রাত্রিকালে রাজবর্ত্মের উভয় প্রান্তে দ্বিপংক্তি দীপ মালা আলোকিত হইয়া থাকে। জনপদের উপকণ্ঠদেশে মনোহর উদ্যানশ্রেণী অপর্য্যাপ্ত ফলকুসুমে সজ্জিত, স্বর্গে ব্যতীত তাদৃশ প্রসূণাদি অনত্র সুলভ নহে। সংক্ষেপতঃ সেই অপরূপ পুরীর গুণব্যাখ্যা বাক্যের আয়ত্ত নহে।

কিয়ৎকালমধ্যে আমাদের উপস্থিতিবার্ত্তা চারিদিকে ঘোষিত হইলে আপামর সকলেই আমাদের বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিল। একদা জনৈক রাজপুরুষ অশ্বারোহণে উপাগত হইয়া আমাদিগের অধিনায়কের অনুসন্ধান করিলে বণিকেরা আমাকেই দেখাইয়া দিলেন। আগন্তুক আমার নিকটে আগমন করিলেন। আমিও গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করত পর্য্যঙ্কের একদেশে উপধান ও আসন প্রদান করিলাম। তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে আমি তাঁহার আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসু হইলে, কহিলেন,"রাজকুমারী আপনাদের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব যদি তাঁহার দর্শনজনিত চরিতার্থতা লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাঁহার বিনোদনযোগ্য উপচারাদি লইয়া আপনি আমার সমভিব্যাহারে আগমন করুন।" আমি প্রতিবাদ করিলাম, "অদ্য আমাকে মার্জ্জনা করুন; আজ অত্যন্ত

ক্লান্ত আছি, কল্য গিয়া সামগ্রীতে হউক, আর জীবন দিয়াই হউক, রাজকন্যার মনস্তুষ্টি সাধনে চেষ্টা করিব। আমার নিকট যাহা কিছু আছে, সমস্ত তাঁহার চরণে উপহার দিব, যাহাতে তাঁহার তৃপ্তি বোধ হইবে, তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন।" এইরূপে প্রতিশ্রুত হইয়া আমি আগন্তুককে তাম্বূল ও আতর দিয়া বিদায় করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে দুর্লভ কতিপয় সামগ্রী লইয়া অন্তঃপুরদ্বারে গমন করিলাম। প্রতীহারী রাজবালাসন্নিধানে আমার উপস্থিতিসংবাদ দিয়া আসিল। পরে সেই পূর্ব্বপরিচিত রাজপুরুষ বহির্গত হইয়া আমার হস্তধারণ করত মিষ্টালাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া দাসদাসীর গৃহগুলি অতিক্রম করিয়া রাজনন্দিনীর নিকেতনে উপনীত হইলাম। প্রিয় সুহৃৎ (রাজাআজাদ্‌বক্ত)! আপনার বিশ্বাস না হইতে পারে; কিন্তু আমি সেই অপরূপ পুরীমধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যেন, দিব্যাঙ্গনাকুল বীতপক্ষ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। নয়নযুগল যাহাতে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, চিত্ত তাহাতেই আকৃষ্ট হইল, আনন্দে শারীর গ্রন্থিসকল শিথিল হইয়া গেল, অতিকষ্টে আমি রাজবালাসন্নিধানে উপনীত হইলাম। আবার যখন তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্রপুট আমার এই আবেশবিলোল লোচন দুইটী চুম্বন করিল, তখন সোহাগে কলেবর উৎপুলক হইয়া বেপতিত হইতে লাগিল, মূর্চ্ছা অবকাশ পাইয়া পুরোবর্ত্তিনী হইল।আমি বহু আয়াসে ধৈর্য্যধারণ করিয়া রহিলাম। পরে যে স্থানে পরম রূপবতী পরিচারিণীগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রাজবালাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল,সমস্ত সামগ্রী সেই স্থানে বিস্তারিত করিয়া দিলাম। তিনি তন্মধ্যে হইতে কতিপয় সামগ্রী মনোনীত করত সন্তোষসহকারে প্রধান পরিচারকের হস্তে দিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,"কল্য সমগ্র মূল্য প্রদান করিব।" আমি এই সূত্রে

আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইব, এই আহ্লাদে উদ্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম; পরে বিদায় গ্রহণ করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় অসম্বদ্ধ উক্তি নিষ্পত্তি করিতে করিতে পান্থনিবাসে গমন করিলাম। বণিকগণ আমার তথাবিধ চিত্তবিকল্যের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, আমি বলিলাম, "ইহা কেবল অতিরিক্ত পথশ্রান্তির পরিণাম ভূত।" কিন্তু পক্ষান্তরে আমি কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তনক্রমে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রোবস্থায় অতিবাহিত করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষেই আমি পুনর্ব্বার পূর্ব্বপরিচিত সেই রাজপুরুষের সহিত রাজকুমারীর বাসভবনে গমন করিলাম এবং পূর্ব্বদিন যে হৃদয়হারিণী দৃশ্যপরম্পরা সন্দর্শন করিয়াছিলাম, এক্ষণেও অবিকল সেইরূপ নয়নগোচর করিলাম। রাজসুতা আমাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত সকলকেই একএকটী কার্য্যের ছলনাক্রমে বিদায় করিয়া দিলেন, পরে স্বয়ং একটী নিভৃত কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে তথায় আহ্বান করিলেন। আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া তদীয় অনুমতিক্রমে আসন গ্রহণ করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, তুমি যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী আনয়ন করিয়াছ, তাহাতে তোমার কত লাভ হইতে পারে? আমি কহিলাম, "আপনার চরণ দর্শনই আমার একমাত্র সমীহিত। ঈশ্বরেচ্ছায় যখন সে বাসনা ফলবতী হইয়াছে, তখন আমার কামমোক্ষ উভয়ার্থই সিদ্ধ হইয়াছে। আর আমার অন্য প্রত্যাশা নাই। তবে কেবল আপনার নিদেশলঙ্ঘন অবৈধ বলিয়াই বলিতেছি যে, নির্ঘণ্ট পত্রে যে অঙ্কপাত করা গিয়াছে, তাহার অৰ্দ্ধেক প্রকৃত মূল্য ও অৰ্দ্ধেক লাভ জানিবেন। রাজবালা প্রতিবাদ করিলেন, "আমি তোমাকে সূচী অনুযায়ী মূল্যই দিব,আরো তোমাকে পুরস্কৃত করিব; কিন্তু তোমাকে আমার একটী কার্য্য করিতে হইবেক; যদি স্বীকার কর, তবে বলি।" আমি কহিলাম, "অধীন আপনার নিমিত্ত জীবন

সর্ব্বস্ব ব্যয়িত করিতে প্রস্তুত। যদি আমার দ্বারা আপনার অনুমাত্রও উপকার বোধ হয়, তাহা হইলে আমি কৃতাকৃতার্থ হইব। আমি আপনার কার্য্যে জীবন ও আত্মা উৎসর্গিত করিলাম, এক্ষণে আজ্ঞা করুন।”

এই কথা শ্রবণে রাজকুমারী লিখনোপচার আনয়ন করিয়া একখানি-পত্রিকা লিখিলেন; পরে তাহা মুক্তা-রচিত একটী কোষ-মধ্যে নিহিত করিয়া দিব্য লোমজ বস্ত্রে জড়িত করিলেন। অনন্তর তৎসহিত একটী অঙ্গুরীয় আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, “এই পুরীর বহির্দ্দেশে একটী উদ্যান আছে; উদ্যানের নাম চিত্তবিলাস। তুমি চিত্তবিলাসে গমন করিয়া তথাকার তত্ত্বাবধারক কে-খস্‌রুর হস্তে এই দুইটী সামগ্রী দিয়া তাহাকে আমার প্রসাদ নিবেদন করিবে। পরে সে যে প্রত্যুত্তর দেয়, শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন করিবে; অনুমাত্রও বিলম্ব করিও না। আমি এই উপকারজন্য তোমাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত ও সন্তুষ্ট করিব।” আমি পত্রী ও অঙ্গুরী লইয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যানাভিমুখে গমন করিলাম। দুই ক্রোশ অতিবর্ত্তিত হইলে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ আমাকে উপবনের তোরণদ্বারে লইয়া গেল। দ্বারদেশে একটী যুবকমূর্ত্তি স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ে মৃগেন্দ্র-নয়ন সুলভ দীপ্তি, অঙ্গে কবচ, বক্ষঃস্থলে অয়সনির্ম্মিত পদক, মস্তকে লৌহগঠিত উষ্ণীষ ও মুখে গাম্ভীর্য্য স্ফুরিত হইতেছিল। সম্মুখে পঞ্চশত সশস্ত্র তরুণ যোদ্ধা দণ্ডায়মান; কেননা তিনি কখন কি আজ্ঞা করেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি আমাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। আমি পুরোবর্ত্তী হইয়া অঙ্গুরীটী তাঁহার হস্তে দিলাম। পরে তাঁহার বিস্তর প্রশংসাবাদ করিয়া কৌষিক বস্ত্রখানি উন্নমিত করিয়া কহিলাম, আমি পত্রবাহকমাত্র। তিনি এই কথায় অঙ্গুলি দংশন ও মস্তকে করাঘাত করিয়া কহিলেন, “বোধ হয়, দুষ্ট

সরস্বতী তোমাকে এস্থানে নীত করিয়াছে। ভাল, উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদূরবর্ত্তী ঐ যে বৃক্ষ-লম্বিত পিঞ্জর মধ্যে সুকুমার যুবক রুদ্ধ রহিয়াছেন, উহাঁর হস্তে লিপিখানি দিয়া প্রত্যুত্তর লইয়া শীঘ্র আগমন কর।" আমি কালব্যাজ না করিয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিলাম, উদ্যানটী স্বর্গতুল্য মনোরম। কুসুম-কুঞ্জে নানাবর্ণ প্রসুণরাজি প্রস্ফুটিত; উৎস-বারি বাল্যবিলাস প্রদর্শন করিতেছে; পতত্রীকুল পাদপ-শাখায় সঙ্গীতায়মান। আমি দেখিতে দেখিতে ঋজুভাবে অগ্রসর হইলাম। সম্মুখেই নির্দ্দিষ্ট পিঞ্জর তরুশাখায় দোদুল্যমান। তন্মধ্যে দিব্য-কান্তি একটী সুকুমার যুবা-মুর্ত্তি। তাঁহাকে দেখিয়া আমি শিরোহবনমনপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলাম। তিনি লিপি-খণ্ড আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া মুদ্রা মোচনপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। পরে সস্নেহে জিজ্ঞাসিলেন, "রাজবালা কেমন আছেন?" আমি প্রশ্নানুরূপ উত্তর প্রদান করিয়া বিষয়ান্তরের অবতারণাক্রমে কথোপকথন করিতে লাগিলাম। সহসা কতিপয় সশস্ত্র কাফ্রি সৈনিক আমাকে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিল। আমি একাকী, তাহাতে নিরস্ত্র, সুতরাং আত্মরক্ষাসাধনে অক্ষম হইয়া তরবারি ও বর্ষাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবর ভূপঞ্জরে নিপতিত হইলাম। যন্ত্রণায় আত্মস্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ হইল। ক্ষণকালপরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া যখন অক্ষিপুট উন্মীলন করিলাম; দেখিলাম, দুইজন সৈনিক আমাকে শয্যারোপিত করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে। বাহকদ্বয় পরস্পর এইরূপে কথোপকথন করিতেছিল;—একজন বলিল, "এস ভাই, শবটাকে এই প্রান্তরমধ্যে নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে কাক ও কুক্কুরে ইহার মাংস সচ্ছন্দে উপভোগ করিবে।" অপর কহিল, "না ভাই, যদি রাজা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগকে জীবন্ত কবরসাৎ করিবেন; আর পুত্রকলত্রাদি

সমস্ত তাঁহার ক্রোধ-নেমীতে নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে। কেন,জীবনত তাদৃশ বহু-ভার পদার্থ নহে, অতএব কি নিমিত্ত ঈদৃশ ঔদ্ধত্য প্রকাশে তাহা অপবাহিত করিব?" আমি এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, ভদ্রগণ! এই মুমূর্ষুর প্রতি কিঞ্চিদ্দয়া প্রকাশ কর! অভাগার জীবন-স্ফুলিঙ্গ এখনও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় নাই। যখন দেহ শীতল হইবে, যাহা ইচ্ছা হয় করিও। গতজীবের পরাগতি সজীবেরই দয়ার উপরে নির্ভরিত। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, উপস্থিত ঘটনার কারণ কি? আমি কি জন্য এই অভ্যাপাতের শরব্য হইলাম? আর তোমরাই বা কে? অনুগ্রহ করিয়া বল।" বাহকযুগলের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। এক ব্যক্তি কহিল, "যে সুকুমার যুবা পিঞ্জরমধ্যে রুদ্ধ রহিয়াছেন, তিনি রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পিতাই পূর্ব্বে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে সোদরকে বলিয়া যান, "ভ্রাতঃ! আত্মজই এই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কিন্তু এক্ষণে সে নিতান্ত শিশু, সুতরাং অদূরদর্শী। অতএব যাবৎ তাহার বয়স ও বুদ্ধির পরিপাক না হয়, তাবৎ তুমিই দার্ঢ্য ও পরিণামদর্শিতাসহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। পরে প্রাপ্তকালে তাহার সহিত তোমার কন্যার উদ্বাহ-বন্ধন সম্পাদন করিয়া রাজ্য ও রাজ-ভাণ্ডার তাহার হস্তে সমর্পণ করিবে।" রাজা এই কথা বলিয়া স্বর্গ গমন করিলে তদীয় অনুজ সিংহাসনে আসীন হইলেন। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালন করেন নাই। রাজকুমার উন্মাদ-রোগ গ্রস্ত হইয়াছেন, এই অনৃত হেতুবাদে তাঁহাকে পিঞ্জরমধ্যে রুদ্ধ ও প্রহরীবেষ্টিত করিয়া উদ্যানমধ্যে রক্ষা করিয়াছেন। এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিষ প্রদানও করিয়াছিলেন; কিন্তু কুমারের কঠিন প্রাণ গরলের সাংঘাতিকী শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে।

পক্ষান্তরে রাজকুমারী কুমারের প্রেমের পক্ষপাতিনী হইয়া নিতান্ত

বিমনা হইয়াছেন। পরস্পরের সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাই নাই; এক জন পিঞ্জরে, অপরা অন্তঃপুরমধ্যে অবরুদ্ধ। রাজসিমন্তিনী আপনার হস্তে দিয়া কুমারকে প্রেমপত্রিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। চরগণ তাহা জানিতে পারিয়া চারচক্ষুকে সংবাদ দেয়। তিনিই আপনার বিরুদ্ধে কাক্রিসেনা প্রেরণ করেন। এক্ষণে সেই কৃতঘ্ন নৃপালকলঙ্ক আত্মজাদ্বারা পিঞ্জরবদ্ধ নির্দ্দোষী জীবের নিধনজন্য অমাত্যের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। সরলা বালা পিতৃ-ছলনায় হতবুদ্ধি হইয়া তৎসমক্ষে স্বহস্তে রাজকুমারের শিরচ্ছেদন করিবেন, স্বীকার করিয়াছেন।" আমি কহিলাম, "তবে আমাকে সেইস্থলে লইয়া চল, মুমূর্ষু সময়ে ঘটনাটীর শেষ পর্য্যন্ত চক্ষে দেখিয়া যাই।" তাহারা প্রথমতঃ বিস্তর আপত্তি করিল। পরে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাকে একটী নিভৃত প্রদেশ লইয়া গেল। আমি তথা হইতে দেখিলাম, রাজাসিংহাসনে উপবিষ্ট; সম্মুখে রাজকুমারী অসি হস্তে দণ্ডায়মানা; কুমার রাজাজ্ঞায় মুক্তপিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সকলেই দেখিল, রাজবালা জীবন-সর্ব্বস্বের পবিত্রশোণিতে অসি কলঙ্কিত করিবার জন্য তদভিমুখে গমন করিতেছেন। কিন্তু তিনি কুমারের পুরোবর্ত্তিনী হইয়া অসি নিক্ষেপ করত সোহাগে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—প্রেমের তরঙ্গ উভয়ের নেত্রপথে নির্গলিত হইতে লাগিল; দর্শকবৃন্দ উদ্বেলিত আনন্দ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া এক প্রকার বর্ণনাতিগ ভাব ধারণ করিল; রাজসভা স্তম্ভিত হইয়া স্বর্গীয় শান্তিভাবে পর্য্যায়িত হইল। রাজনন্দন প্রণয়-প্রতিমার চিবুকদেশ ধারণ করিয়া কহিলেন, "প্রাণময়ি! আর আমার মরিতে ভয় নাই প্রাণবায়ু তোমার নয়নপথে মিলাইয়া যাইবে, ইহাপেক্ষা প্রার্থনা আর কি আছে? আবার যদি তোমার এই পবিত্র করে (কর ধারণ করিয়া) এই দূষিত দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়, তদপেক্ষা সুখ কল্পনার

আয়ত্ত নয়।,,রাজবালা স্বভাব-শিল্পীর কল্পনা-প্রসূত মোহনবীণা বাদন করিয়া কহিলেন, "প্রাণকান্ত! অসি ছলনামাত্র; গত্যন্তর-বিহীন হইয়া আমি তোমার দর্শনলাভার্থই এই উপায় অবলম্বন করিয়াছি। আজ যদি এই দীনবৎসল অসিলতার আশ্রয় গ্রহণ না করিতাম, কে আমাকে কালকূটপূর্ণ এই পাপসংসারে দুর্লভ স্বর্গীয় সুধাস্বাদনে সুখী করিত? প্রাণনাথ! আজ আমি অমরত্বলাভ করিয়াছি।" রাজা এই ব্যাপার দর্শনে অতিমাত্র কুপিত হইয়া মন্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তুমি কি এই চিত্র দর্শন করাইবার জন্য আমাকে এখানে আনিলে?" এই সময়ে একজন রাজভৃত্য রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলে উজীর ক্রোধে অসি গ্রহণ করিয়া কুমারের প্রাণবধার্থ অগ্রসর হইয়া যেমন বাহূত্তোলন করিলেন, সহসা একটা তীর আসিয়া বেগে তাহা বিদ্ধ করিল। রাজা এই রহস্যোদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া কুমারকে পুনর্ব্বার পিঞ্জরবদ্ধ করত উদ্যানে প্রেরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আমি অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া রাজবর্ত্মে উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে আহ্বান করিয়া রাজ-কন্যার সকাশে লইয়া গেল। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া অস্ত্র-বৈদ্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "দেখ, এইব্যক্তির ভদ্রাভদ্রের উপরে তোমার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। তুমি ইহার রোগ প্রতীকারজন্য যেরূপ তৎপরতা ও যত্ন প্রদর্শন করিবে, সেই পরিমাণে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।"

ভিষক রাজকুমারীর অনুমত্যনুসারে সবিশেষ যত্ন ও পটুতা-সহকারে চল্লিশদিন চিকিৎসা করিয়া আমাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। রাজনন্দিনী আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কোন ক্রটিত নাই?" আমি কহিলাম, আমি সর্ব্বতোভাবে আরোগ্যলাভ করিয়াছি।,, তখন তিনি কবিরাজকে আশাতীত অর্থ ও খেলাৎ

প্রদান করিলেন। আমিও তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবসহ স্বদেশে আগমন করিলাম। এইস্থানটী মনোনীত হওয়াতে সকলকে বিদায় করিয়া এই সৌধ ও রাজকুমারীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া এখানে বাস করিতেছি। দাসদাসীদিগকে এই বলিয়া বিদায় করিয়াছি যে,"আজ পর্য্যন্ত তোমরা স্বাধীন, কেবল আমি যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব, আমাকে দুইটী করিয়া অন্ন দিও।" তাহারা কৃতজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ার্থ আমাকে নিয়মিত রূপে খাদ্যাদি দিয়া যায়। আমি এই নিভৃত ভবনে রাজবালার পাষাণময়ী মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকি। যতদিন প্রাণবায়ু দেহ-প্রস্থে পবমান হইবে, এইরূপ করিব। ইহাই আমার একমাত্র কার্য্য, ইহাই আমার জীবনের সমীহিত। এই আমি নিজ জীবনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।"

ইতি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হে অবধূতগণ! আমি (তৃতীয় সন্ন্যাসী) এই বিবরণ শ্রবণে অতিশয় কৌতুহলী হইয়া সন্যাসীর বেশ ধারণকরত সেই উপদ্বীপ চাক্ষুষ দর্শন করিবার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং দীর্ঘকাল বনে বনে শৈলে শৈলে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মূর্ত্তি-উপাসক সেই বৃদ্ধের নিদর্শিত নগরীতে উপনীত হইলাম। অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া সমস্ত দিন উন্মত্তের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে বাসনা সিদ্ধ হইবে কেন? একদিন আমি আপণ-চক্রে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতেছি, "যে জন্য এত কষ্ট এত বিপদ সহ্য করিয়া এই অপরিচিত প্রদেশে আগমন করিলাম, যদি তাহাই সিদ্ধ হইল না, তবে আর এখানে থাকিয়াই বা ফল কি?" এমন সময়ে দেখি, চারিদিক হইতে লোকজন দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল, বিক্রেতারা শীঘ্র শীঘ্র আপণসকল বন্ধ করিতে লাগিল। সঙ্ক্ষেপতঃ মুহুর্ত্তপূর্ব্বে যে স্থানটী জনতায় সঙ্কুল ছিল, সহসা মরুস্থলীর আকার ধারণ করিল। পরক্ষণেই একটী যুবক-মূর্ত্তি পার্শ্ববর্ত্তী প্রতোলী দিয়া দ্রুতবেগে পণরথ্যায় উপনীত হইল। মূর্ত্তিখানি রুস্তমের অনুরূপ। তিনি সিংহের ন্যায় ক্ষেড়িতনাদ করিতেছিলেন। তাঁহার যুগল করে ঘূর্ণ্যমান নিস্ত্রিংশ; কলেবর বর্ম্মাচ্ছাদিত; কটিবন্ধে যুগ্ম আগ্নেয়াস্ত্র। তিনি মতিচ্ছন্ন উন্মাদবৎ কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতেছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে দুইজন ক্রীতদাস,—কৌষিকবসনে বিচ্ছুরিত। তাহাদের মস্তকে শবাধার,-পাটলবর্ণ মখমলে জড়িত। সেই দৃশ্য দর্শনে কৌতুহলী হইয়া আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। পথে অনেকে

নিষেধ করিল, কিন্তু আমি তাহাতে কর্ণপাত করিলাম না। যুবা দ্রুতবেগে প্রকাণ্ড একটী অট্টালিকামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তিনি ব্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়াই বধার্থ তরবারি উন্নমিত করিলেন। আমি তাঁহাকে শপথ দিয়া কহিলাম, "শীঘ্র এই ভারবহ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলুন, মৃত্যুই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। আমার প্রার্থনা পূরণ করিলে আপনাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে না। যে কোনরূপেই হউক, দুঃখের অধিষ্ঠানভূমি এই জীবন দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া দিন; আমি আর কর্ম্মভোগ করিতে পারি না। আমি মৃত্যুকাম হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার অনুবর্ত্তন করিয়াছি; অতএব এখনই কার্য্য সমাধা করুন, বিলম্ব করিবেন না।" আমার দৃঢ় সংকল্প দর্শনে ভগবান তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করিয়া দিলেন; ক্রোধ-শিখা নিমেষমাত্রে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। যুবা ভদ্রভাবে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি কে, কি জন্য জীবনে তোমার এরূপ ঔদাস্য জন্মিয়াছে?" আমি বলিলাম, "এইখানে উপবেশন করুন, বলিতেছি; আমার জীবনবৃত্ত নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নহে। প্রেমের শলাকায় বিদ্ধ হইয়াই আমি এরূপ হতাশ হইয়াছি।" এই কথায় তিনি অস্ত্র-শস্ত্রাদি অপসারিত করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন। পরে আমার সহিত কিঞ্চিৎ মাংসাদি উপযোগ করিয়া কহিলেন, "বল, তুমি কি বিভ্রাটে বিড়ম্বিত হইয়াছ?"

আমি পূর্ব্বকথিত পুত্তলি-পূজক বৃদ্ধ ও রাজনন্দিনী-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎপর্য্যন্ত নিজের কাহিনী অনাবৃত করিলাম। তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; পরে কহিলেন, "হায়! এক রাজবালার জন্য কত লোকেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ভাল, তোমার প্রতিবিধানের উপায় হস্তেই আছে। বোধ করি, এই পাপিষ্ঠদ্বারা তোমার

আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধ হইতে পারে। হতাশ হইওনা, হৃদয়ে ভরসা বাঁধ।” এই বাক্যের অবসানেই তিনি একজন নরসুন্দরকে আহ্বান করিয়া আমাকে ক্ষৌরকৃত্য করাইয়া স্নান করাইয়া দিলেন। অনুচর নূতন পরিচ্ছদে বেশ বিন্যাশ করিয়া দিল। যুবা পুনর্ব্বার কহিলেন, “এই যে শবকোষ দেখিতেছ, ইঁহার মধ্যে সেই পিঞ্জরবাসী রাজকুমারের শব নিহিত আছে। রাজার অপর একজন অমাত্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছে। তিনি অপঘাতমৃত্যুর করকবলিত হইলেও ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন না; কেননা তিনি সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষী। আমি তাঁহার বৈমাত্রেয়ভ্রাতা। প্রতিহিংসায় উদ্বেজিত হইয়া অমাত্যের প্রাণ সংহার করিয়াছি, রাজারও শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি নির্দ্দোষিতার হেতুবাদে প্রাণ ভিক্ষা করাতে আমি সেই ভীরুর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়াছিলাম, প্রাণবধ করিনাই। সেই অবধি আমি প্রতি শুক্লপক্ষীয় বৃহস্পতিবারে ভ্রাতার মৃত্যুজনিত শোক করিবার জন্য এই শবকোষ লইয়া নগরমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি।” আমি তাঁহার আশ্বাসবাক্যে সুস্থির হইয়া ভাবিলাম, “যুবা মনোযোগী হইলে অবশ্যই আমার উদ্দেশ্য সাধন হইবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমার জন্য উম্মত্তেরও অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার করিয়া দিলেন। তিনি মনে করিলে কি না হইতে পারে?” ক্রমে সায়ংকাল সমাগত হইলে অংশুমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিলেন। যুবা তখন দাসযুগলকে বিদায় করিয়া শবকোষ আমার মস্তকে অর্পণ করিলেন। কহিলেন, “আমি রাজকুমারীর নিকটে যাইতেছি, যথাসাধ্য তোমার পক্ষসমর্থন করিব। অগ্রে সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি সে সময়ে রসনাবিকাশ করিও না, নিস্তব্ধ হইয়া শুনিও।”

অতঃপর আমরা রাজকীয় উদ্যানে গমন করিলাম। উদ্যানের

মধ্যস্থলে মরকতবিনির্ম্মিত দিব্য একটী বেদী। তদুপরি রজতসূত্র-বিরচিত চন্দ্রাতপ মুক্তাগুচ্ছে সুশোভিত। তাহার কর্ণগুলি হীরক-বিচিত্র প্রস্তরস্তম্ভে আবদ্ধ। মঞ্চের উপরে অভিরাম লোমজ আস্তরণ বিস্তারিত। তাহার চতুর্দ্দিকে উপধানসকল বিন্যস্ত। আমি সেই শয্যার একদেশে মঞ্জুষাটী অবতারিত করিয়া উন্মত্ত যুবার সহিত একটী বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিলাম। পরে আলোক-মালা প্রজ্বালিত হইলে রাজনন্দিনী কতিপয় সঙ্গিনীর সহিত দেখা দিলেন। তাঁহার নেত্রপুটে শোক ও ক্রোধের ভাব স্ফুরিত হইতে-ছিল। তিনি মঞ্চের উপরে আরোহণ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে উন্মত্ত যুবা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কিঞ্চিদ্দূরে উপবেশন করিলেন। পরে বিলাপসূচক উপাসনা সমাপ্ত হইলে যুবা রাজকন্যার সহিত কি কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আমি বিশেষ মনোযোগ দিয়া কেবল এইমাত্র শুনিতে পাইলাম;—"রাজনন্দিনি। পারস্যদেশীয় যুবরাজ আপনার রূপলাবণ্য ও সদ্গুণগ্রামের বিষয় শ্রবণ করিয়া ইব্রাহিম্‌উদ্দীনের ন্যায় পরি-ব্রাজকের ধর্ম্ম গ্রহণ করত নানা বিঘ্ন বিড়ম্বনা অতিক্রম করিয়া অবশেষে অত্র রাজধানীতে আগমন করিয়াছেন। আপনার জন্য স্বদেশ ও সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। স্বর্গতুল্য বাল্‌খ নগরীরও মমতা করেন নাই। রাজধানীর মধ্যে কিয়দ্দিন অতিকৃচ্ছে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হইয়া মরণ-সঙ্কল্পে আমার নিকটে উপস্থিত হয়েন। আমি তাঁহাকে তরবারি উত্তোলন করিয়া প্রাণসংহারের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অসঙ্কোচে গলবিস্তার করিয়া দিয়া বলিলেন, "মৃত্যুই আমার সমীহিত।" ফলতঃ আপনার প্রতি তাঁহার চিত্তে যে, বিশুদ্ধ অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে এবং তাহাতে অনুমাত্রেও খলতা কি কপটতা নাই, তাহা আমি বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এ জন্য তাঁহাকে এখানে সমভিব্যাহারে আনয়ন

করিয়াছি। এক্ষণে আপনি যদি সেই বৈদেশিকের প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করেন, তাহা হইলে তাহা ভবাদৃশ ঈশ্বর-নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ গুরুতর কার্য্য হইবে না।" রাজবালা এই কথা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তিনি কোথায়? আমার জন্য একজন মুকুটধা যে এতদূর করিবেন, আমার ত বিশ্বাস হয় না; ভাল তাঁহাকে লইয়া আইস।" যুবা আমার হস্তধারণ করিয়া আমাকে রাজসুতার নিকটে লইয়া গেলেন। আমি সেই কমনীয় মূর্ত্তি দর্শনে আনন্দে এরূপ বিহ্বল হইয়া উঠিলাম যে, একটীমাত্রও বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না। ইহার পরেই ভূপালাত্মজা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আমিও যুবার সমভিব্যাহারী হইয়া তাঁহার বাটীতে গমন করিলাম। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যুবা আমাকে কহিলেন, "তোমার প্রমুখাৎ যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম, আমি রাজবালার নিকটে তত্তাবৎ আমূলতঃ বর্ণন করিয়া তোমার জন্য তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছি। তিনি আমার প্রস্তাবে অসম্মতির চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। অতএব যদি তাঁহার সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা কর, নিত্য রজনীতে উদ্যানে গমন করিবে।" আমি আহ্লাদে তাঁহার চরণ ধারণ করিলাম। তিনি আমার হস্তধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

তৎপরে আমি স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমস্ত দিন কেবল প্রহর গণনা করিতে লাগিলাম। পরে সন্ধ্যা সমাগতা হইলে আমি যুবার অনুমতি লইয়া উপবনে গমনপূর্ব্বক বেদীর এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া রহিলাম। এক ঘণ্টা পরে নৃপাত্মজা একজনমাত্র সঙ্গিনী সমভিব্যারে ধীরে ধীরে আগমন করিয়া মছনদের উপরে গিয়া আসীন হইলেন। আমি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার পদচুম্বন করিলাম। তিনি আমাকে কোমল করে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে কহিলেন, "চল, এই অবসরে দেশান্তরে গমন করি; এমন সুযোগ

আর হইবে না। আমার কথা শুন, সুবিধা হারাইলে আর পাইবে না; শীঘ্র উদ্যোগী হও।” আমি কহিলাম, “তবে চলুন; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।” এই বলিয়া উভয়ে উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। কিন্তু আহ্লাদে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পথ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া একদিকে চলিতে লাগিলাম। কোথায় চলিলাম, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া রাজকুমারী ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কোন্ স্থানে অবস্থিত কর, আমি আর চলিতে পারিতেছি না; অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি। পাদদ্বয় এরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে যে, কিঞ্চিৎ পরে রাজপথেই বিশ্রাম করিতে হইবে। কিন্তু তাহাহইলে ঘোরতর বিপৎপাতের সম্ভাবনা। অতএব শীঘ্র আমাকে তোমার আশ্রমে লইয়া চল।” আমি কহিলাম; “স্থির হউন, কিঞ্চিৎ পরেই আমার ভৃত্যের বাসস্থান; আর একটুকু অগ্রসর হইলেই আমরা তথায় পহুছিতে পারিব।” আমি গত্যন্তরবিহীন হইয়া অগত্যা এই মিথ্যা কথা কহিলাম। যাহা হউক, এই সময়ে পথের প্রান্তে দিব্য একটী বাটী দেখাগেল। বাটীটীর দ্বার সামান্য একটা বন্ধনী (কুলুপ) দ্বারা বদ্ধ। আমরা চকিতমাত্রে বন্ধনীটী ভগ্ন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিলাম, দিব্য একটী গৃহ সুন্দর গালিচা ও অন্যান্য বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত রহিয়াছে। একটী প্রকোষ্ঠে মদ্যপূর্ণ কতিপয় কাচকোষ (বোতোল); রন্ধনশালায় নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত। আমরা পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, এজন্য অগ্রে কিঞ্চিৎ পর্টুগালদেশীয় সুরা পান করিলাম। পরে মাংসাদি উপযোগ করিয়া উভয়ে পরম সুখে নিশা যাপন করিলাম।

প্রাতঃকালে নগরমধ্যে ঘোরতর হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজনন্দিনীর তিরোভাবই সেই দুর্ণিমিত্তের কারণ। তজ্জন্য প্রতিবর্ম্মে

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, দূত ও দূতীগণ চারিদিকে প্রেষিত হইয়াছে; নগরীর প্রতি দ্বারে প্রতীহারীগণ নিযুক্ত হইয়াছে; তাহারা রাজাদেশব্যতীত কাহাকেও বহির্গমন করিতে দিতেছে না। যে ব্যক্তি রাজকুমারীকে ধৃত করিয়া রাজার নিকটে লইয়া যইবে, সে সহস্র সুবর্ণ ও খেলাৎ প্রাপ্ত হইবে। দূতীগণ নাগরিকদিগের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জনৈক বৃদ্ধা আমার গৃহের দ্বার বিবিক্ত দেখিয়া অভ্যন্তরে প্রবষ্ট হইল। তাহার আকৃতি দেখিলে পিচাশের পিতৃব্যপত্নী বলিয়া বোধ হয়। বর্ষীয়সী রাজকন্যার সন্নিধানে গমন করিয়া হস্তোত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিল, "ভগবান আপনাদের দুইজনকে দীর্ঘায়ু করুন। আমি পতিপুত্রবিহীনা দুঃখিনী বিধবা। সম্বলের মধ্যে আমার একটী যুবতী কন্যা। সেও গর্ভযাতনায় অতিশয় কাতর। অন্নবস্ত্রের কথা কি, এমন সঙ্গতিও নাই যে, গৃহে সন্ধ্যা দিই। ঈশ্বর না করুণ, যদি প্রসবযাতনায় কন্যাটীর মৃত্যু হয়, কি রূপে তাহাকে কবরসাৎ করিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আর যদি একটী সন্তান ভূমিষ্ট হয়, ধাত্রীকে বা কি দিব, আর কি দিয়াই বা প্রসূতির পথ্যাহরণ করিব? আহা! আজ দুই দিন কন্যাটী অনাহারে ক্ষুত্তৃষ্ণায় মরিতেছে। ভাগ্যবতি! যদি কিঞ্চিৎ রুটী দেন, তাহাহইলে একটুকু জল দিয়া তাহার কণ্ঠা সিক্ত করি।" রাজকন্যা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া চারিখণ্ড রুটী, কিঞ্চিৎ মাংস ও অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া তাহার হস্তে দিয়া কহিলেন, এই হীরকাঙ্গুরীয়টী বিনিময় করিয়া তুমি যে সুবর্ণ প্রাপ্ত হইবে তাহাতে তোমার কোন কষ্ট থাকিবে না। বৃদ্ধা আহ্লাদিতা হইয়া কহিল, আমি সময়ে সময়ে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব। এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করত প্রস্থান করিল। তোরণদ্বার পার হইয়াই সে খাদ্যসামগ্রীগুলি নিক্ষেপ করিল,

কেবল অঙ্গুরীটী যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল, কেননা সেইটীই তাহার উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সূত্র।

বিধাতা আমাদের রক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন বিধি করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এমন সময়ে গৃহস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগন্তুক একজন সাহসীক অশ্বারোহী সৈনিক। তাঁহার হস্তে বর্ষা ও অশ্বের একপার্শ্বে একটী মৃত হরিণ ছিল। তিনি দ্বার বিবিক্ত ও বন্ধনী (কুলুপ) ভগ্ন দেখিয়া সক্রোধে বৃদ্ধার কেশাকর্ষণ করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন; পরে তাহার হস্ত-পদাদি বন্ধন করিয়া তাহাকে অবাঙ্মুখ করিয়া একটী বৃক্ষশাখায় লম্বিত করিয়া দিলেন। কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যেই সে যন্ত্রণায় প্রাণ-ত্যাগ করিল। সৈনিক তৎপরে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার ভঙ্গী দর্শনে ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে লাগিল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি আমাদিগকে নিতান্ত ভীত ও সঙ্কুচিত দেখিয়া অভয়দান করিয়া কহিলেন, "আপনারা দ্বারমুক্ত করিয়া নিতান্ত অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য করিয়াছেন।" রাজবালা হাসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ ভৃত্যের গৃহ বলিয়া ছলক্রমে আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন।" সৈনিক কহিলেন, "যুবরাজের অনুমান মিথ্যা নহে। কারণ প্রজামাত্রেই রাজার সেবক। রাজাই প্রকৃতিদিগকে অন্নদান ও বিপদে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। অতএব আমি আপনাদেরই আশ্রিত। আপনারা গুহ্য ঘটনা বিবৃত করিয়া আমাকে ধন্য ও অধমের এই দীন কুটিরে পদার্পণ করিয়া আমার কামমোক্ষ উভয়ার্থই সিদ্ধ করিয়াছেন। জীবনদিয়াও আমি আপনাদের উপকার করিতে চেষ্টা করিব। ইহা আমার স্থিরতর প্রতিজ্ঞা জানিবেন, এসঙ্কল্প কিছুতেই বিচলিত হইবে না। আমি আপনাদের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গিত করিলাম। আপনারা নিঃশঙ্কে অবস্থিতি করুন,

এখানে কোনরূপ বাধা বিপত্তির ভয় নাই। দুষ্টা বৃদ্ধা যদি নৃপতি সকাশে যাইতে পারিত; তাহা হইলে বিপৎপাতের সম্ভাবনা ছিল। এক্ষণে আপনারা এখানে সচ্ছন্দে অবস্থান করুন। যখন যাহা আবশ্যক হইবে, অনুমতি করিলে আজ্ঞাবহ দাস প্রাণপণে তাহা সাধন করিবে। রাজা কি দেবদূতেরাও আপনাদের সন্ধান পাইবে না।" আমি সৈনিকের প্রবোধ-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কহিলাম, "ইহা ভবাদৃশ সাহসীক সামরিকেরই যোগ্য কার্য্য। যদি কখন ক্ষমতা হয়, আপনার এই কৃপাঋণ প্রতিশোধের চেষ্টা করিব। এক্ষণে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।" তিনি প্রতিবাদ করিলেন, "অধমের নাম বেজাদ্ খাঁ।"

বিস্তারে প্রয়োজন নাই, বীরবর আমাদিগকে নিয়ত ছয়মাসকাল কায়মনে পরিচর্য্যা করিলেন; কোন বিষয়েই আমাদের কোন কষ্ট রহিল না। একদা স্মৃতিমধ্যে জনকজননী ও স্বদেশের চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া আমার আন্তরিক শান্তি হরণ করিল। বেজাদখাঁ আমাকে দুর্ম্মণায়মান দেখিয়া যুক্তকরে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "আপনার কি কোন বিষয়ে বিবক্ষা জন্মিয়াছে? আপনার সদয় ব্যবহারে আমরা একদিনের নিমিত্তও প্রবাসসুলভ ক্লেশানুভব করিনাই। আমি যে কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে সকলেই আমাকে বিষনেত্রে দেখিবে। সুতরাং আপনার ন্যায় সুহৃদের আশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে আমি এই শত্রুময়ী পুরীমধ্যে তিলার্দ্ধও তিষ্ঠিতে পারিতাম না। ভগবান আপনাকে কুশলে রাখুন; আপনি প্রকৃত বীরপদবাচ্য।" বেজাদখাঁ উত্তর করিলেন, "আপনাদের যদি এস্থানের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে, আজ্ঞা করুন, আমি আপনাদিগকে অভিমত প্রদেশে রাখিয়া আসিতেছি।" আমি কহিলাম, "জন্মভূমিদর্শনজন্য আমার অতিশয়

ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। দীর্ঘকাল পিতামাতার কোন সংবাদ প্রাপ্ত না হওয়াতে আমার যেন সকল বিষয়েই শয্যাকণ্টক বোধ হইতেছে। ঈশ্বরই বলিতে পারেন, আমার বিরহে তাঁহাদের কি দশা ঘটিয়াছে। আমি যে উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হইয়াছি, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে প্রতিগমনপূর্ব্বক আত্মীয়স্বজনগণের হর্ষ বর্দ্ধন করা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। তাঁহারাও বহুদিন আমার কোন বার্ত্তা প্রাপ্ত হয়েন নাই; আমি জীবিত, কি কবলিত, কিছুই জানিতে পারেন নাই। কে বলিবে, আমার জন্য তাঁহাদের কি গুরুতর মনঃকষ্টই হইয়াছে?" বীরবর আমার কথা যুক্তিসিদ্ধ ভাবিয়া আমার নিমিত্ত প্রত্যহ দ্বিশতক্রোশভ্রমণক্ষম একটী তুরকী অশ্ব ও রাজবালার জন্য দ্রুতগামিনী অথচ শান্তপ্রকৃতি একটী ঘোটকী আনয়ন করিলেন; পরে স্বয়ং কবচ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক নিজ অশ্বে আরূঢ় হইয়া কহিলেন;" আমি অগ্রসর হইলাম, আপনারা নিশঙ্কচিত্তে আমর অনুসরণ করুন।" আমরা তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া নগরের তোরণদ্বারে উপনীত হইলাম। তখন তিনি হুহুঙ্কার করিয়া হস্তস্থিত বিশাল দণ্ডাঘাতে অর্গল ভঙ্গ করিয়া প্রতীহারীদিগকে প্রদর্শনজন্য উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "অরে বর্ব্বরগণ! তোরা তোদের প্রভুসন্নিধানে গিয়া বল্ যে, বীরকেশরী বেজাদ্খাঁ রাজকুমারী মোহমেঘ ও রাজকুমার কামগরকে লইয়া যাইতেছেন। যদি সাধ্য থাকে, তিনি আসিয়া কন্যাকে উদ্ধার করুন। একথা বলিস্না যে, আমি ইঁহাদিগকে তস্করের ন্যায় গোপনে লইয়া যাইতেছি। আর যদি শান্তি ইচ্ছা করিস্, দুর্গমধ্যে সুখে অবস্থিতি কর্, কোন ভয়নাই।" রাজা এই সংবাদে মন্ত্রী ও সেনানীকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা এই রাজদ্রোহিত্রয়কে রুদ্ধ অথবা তাহাদের শিরশ্ছেদন করিয়া এখনই তাহাদের মুণ্ড আনয়ন কর।" রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র একদল সৈন্য আমাদের

পশ্চাদ্দেশে দেখা দিল। তাহাদের পাদক্ষেপজন্যরজোরাশিতে দীঙ্‌মণ্ডল সমাকীর্ণ হইল। বেজাদ্‌খাঁ তখন আমাদিগকে সেতুর উপরে অবস্থাপিত করিয়া মৃগেন্দ্রগমনে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন এবং বিদ্যুদ্বৎ শত্রুমেঘ ভেদ করিয়া তাহাদের নেতৃদ্বয়ের শিরশ্ছেদন করিলেন। সৈন্যেরা এই ব্যাপার দর্শনে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। জনশ্রুতি বলে, "মস্তকই দেহীর মূলাধার; মস্তকের ব্যভিচারে অঙ্গোপাঙ্গের পদার্থই থাকেনা।"

পরক্ষণেই রাজা একদল সশস্ত্র সৈন্যসমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে উপনীত হইলেন। কিন্তু বেজাদ্‌খাঁ তাহাদিগকেও পরাজিত করিলেন; রাজা বিতথ-প্রযত্ন হইয়া অগত্যা পলায়ন করিলেন। সত্য বটে, সিদ্ধিলাভ ঈশ্বরের দৃষ্টি-সাপেক্ষ; কিন্তু বেজাদ্‌খাঁ এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, স্বয়ং রুস্তমও তাঁহার সহিত তুলিত হইতে পারেন না। পরে বীরবর যখন দেখিলেন; রণক্ষেত্র শত্রুশূন্য হইয়াছে, অনুসরণকারীও কেহ নাই, ভয়ের সমস্ত কারণ এককালে দূর হইয়াছে; তখন আমাদের নিকটে আগমন করিলেন এবং আমাদিগকে অশ্বচালনা করিতে সঙ্কেত করিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দিন মধ্যেই আমি স্বদেশসীমায় উপনীত হইলাম। তখন নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া সংবাদ প্রদানার্থ পিতার নিকটে দূত প্রেরণ করিলাম। তিনি আমার হস্তাক্ষরিত লিপি প্রাপ্তে যারপরনাই আনন্দিত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সলিলস্পর্শে নির্জীবপ্রায় তরুলতাদি যেমন নবজীবন ধারণ করে, আমার কুশলবার্ত্তায় তদীয় মুহ্যমান প্রকৃতি তদ্রূপ নবীভূত হইয়া উঠিল। তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় সভাসদ্‌গণসমভিব্যাহারে লোহিতসমুদ্রের উপকূলে আগমন করিলেন, এবং আমাদের পারাপার জন্য নৌকা নিয়োজিত করিয়া দিলেন। আমি পরপার হইতে তাঁহাদিগের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে এরূপ

উদ্বেলিত হইয়া উঠিলাম যে, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া অশ্বসহ জলে ঝম্প প্রদান করিলাম এবং সন্তরণক্রমে সিন্ধুপার হইয়া অপর কূলে উত্তীর্ণ হইলাম। অপত্যবৎসল জনয়িতা আগ্রহ-সহকারে আমাকে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিলেন। আমার আর আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না। পিতার স্নেহমেদুর করস্পর্শে আমার সর্ব্ব শরীর শীতল হইয়া গেল; পুলকের তরঙ্গ হৃদয়কন্দর প্লাবিত করিয়া নয়নদ্বার দিয়া নির্গলিত হইতে লাগিল; প্রকৃতি বিলাসিনীর বেশ ধারণ করিয়া যেন দিগন্তসীমায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমেষমধ্যে এই বিনোদ আনন্দ-প্রতিমা ভগ্ন হইয়া গেল। আমি যে ঘোটকে আরোহণ করিয়াছিলাম, বোধ হয়, তাহা রাজকন্যার ঘোটকীর বৎস; কিম্বা হয়ত, দুইটী বহুদিন একত্রে অবস্থিতি করিয়াছিল। যে কারণেই হউক, আমি জলে অবগাঢ় হইলেই ঘোটকীটী চঞ্চল হইয়া রাজনন্দিনীকে লইয়া সিন্ধুতে ঝম্পপ্রদান করিল। তিনি অতিশয় ভীত হইয়া ঘোটকীর কবিক মুক্ত করিয়া দিলেন। বাহনটী তাদৃশ চতুর ছিল না, সুতরাং ভয় পাইয়া জলে আস্ফালন করিতে লাগিল। রাজবালাও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই প্রবল প্রবাহ তাঁহাকে বাহনসহ গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন বেজাদ্‌খাঁ তাঁহাকে বারিশয্যা হইতে উত্তোলন করিবার জন্য বাহনসহ সমুদ্রে অবতরণ করিলেন। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত্ত তাঁহারও চেষ্টা বিফল করিয়া তাঁহাকে তরঙ্গের কুক্ষিসাৎ করিল। পিতা এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে কর্ণধারদিগকে জাল লইয়া নিমজ্জিতদিগের অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হইল না। হে সন্ন্যাসিগণ! এই হৃদয়-বিদারণ ঘটনায় আমি এককালে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম। বিষয়-বাসনা,—ভোগাভিলাষ আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ-

পূর্ব্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সাধনার সম্বল কেবল একটীমাত্র মন্ত্র। তাহা এই ;—

"হায়রে নিয়তি! তুমি কত খেলা খেল,
সুখের শিখরে তুলি দুখ-কূপে ফেল।"

হৃদয়েশ্বরী যদি এই হৃদয়াসন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেন, আর সেইস্থান হইতে স্বভাবের ঋজু পথ দিয়া কাল তাঁহাকে লইয়া যাইত, তাহা হইলে আমার তাদৃশ ক্ষোভের কারণ ছিল না; আমি তাঁহার অন্বেষণক্রমে কোনরূপে বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতাম। কিন্তু যে লোমহর্ষণ ঘটনা অবতারিত হইয়া আমার চক্ষের উপরে সেই কোমল লতিকাটী নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গেল, হৃদয় তাহার গুরু আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। আমি পুনরায় স্বর্গে তাঁহার সহিত সংমিলিত হইবার সঙ্কল্পে সেই সিন্ধুবক্ষেই হৃদয় মিলাইতে মনঃস্থ করিয়া রাত্রিযোগে তথায় গমন করিলাম। কিন্তু যখন সর্ব্বশরীর আন্দোলন করিয়া লম্ফ প্রদানের উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে যে বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী আপনাদের (দরবেশদিগের) দুই জনের প্রাণরক্ষা করিয়া ছিলেন, তিনি আমার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বিধিমতে প্রবোধদান করিয়া কহিলেন, "তুমি কি জন্য প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছ? সংসারে এরূপ ঘটনার অসম্ভাব নাই। বিশেষতঃ রাজকুমারী ও বেজাদ্‌খাঁ জীবিত আছেন। এক সময়ে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। অকারণে জীবননাশ করিওনা। ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে কখনই কৃপণতা করিবেন না; অতএব হতাশ হইওনা। তুমি এক্ষণে কনষ্টাণ্টিনোপল যাত্রা কর। তোমার ন্যায় আর দুইজন হতভাগ্য ইতিপূর্ব্বে তথায় গমন করিয়াছে। তাহাদের সহিত সক্ষাৎ হইলেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক।" হে সন্ন্যাসীগণ! আমি সেই দেবদূতের উপদেশক্রমেই

আপনাদের নিকটে আগমন করিয়াছি। প্রার্থনা করি, যেন সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এই আমার বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিবরিত হইল।

ইতি চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ সন্ন্যাসীর বিবরণ।

চতুর্থ সন্ন্যাসী সজলনয়নে নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ;—

করি অবধান ; কর কর্ণপাত,
নিয়তি কেমনে ছলিল আমায়।
করিব কীর্ত্তন, কি হেতু পশিল
তাপসের বেশে অভাগা হেথায়।

হে সত্যের পথপ্রদর্শকগণ! কিঞ্চিৎ মনোযোগ করুন। এই দুঃস্থ পরিব্রাজক চীনাধিপতির পুত্র। আমি বহুযত্নে লালিত হইয়া কালে নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলাম। সাংসারিক জটিলতা ও চিন্তারভাব আদৌ আমার মস্তিস্ক স্পর্শ করিতে পারে-নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, জীবন বাল্যসুলভ শান্তিভোগেই অতিবাহিত হইবে। কিন্তু সেই সুখের বাসরে অকস্মাৎ পিতার শোকাবহ নিদানসময় সমুপস্থিত হইল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি আমার পিতৃব্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমি রাজ্য-সম্পত্তি সকল রাখিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলাম। তুমি আমার এই শেষ উপদেশটী পালন করিও ;—"কুমার এই সিংহা-সনের উত্তরাধিকারী। যাবৎ তাহার বয়সের পরিপাক ও রাজ্য-শাসনের জ্ঞানযোগ না হয়, তাবৎ তুমি আমার স্থানীয় হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। সশস্ত্র সৈনিক হইতে নিরীহ কৃষক পর্য্যন্ত যেন কাহারো প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয়। পরে কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে তাহাকে রাজনীতি শিক্ষা ও তদীয়

কন্যা রসনোক্তারকে সম্প্রদান করিয়া রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক অপসৃত হইও।„ এইরূপ অনুষ্ঠানে রাজ্য আমারই বংশাবলীর আয়ত্ত থাকিবে, কখন কোন ক্ষতি হইবেনা।„ এই কথার অবসানেই তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে পিতৃব্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাঁপন করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "তুমি অন্তঃপুরমধ্যে গিয়া বাস কর. যতদিন প্রাপ্তবয়স্ক না হও, বহির্গত হইওনা।„

আমি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমপর্য্যন্ত রাজকুমারী ও সঙ্গিনীগণ-সমভিব্যাহারে লালিত হইয়া তাহাদেরই সহবাসে আমোদপ্রমোদে রত থাকিতাম। একদা পিতৃব্যসুতার সহিত আমার বিবাহের কথা শ্রবণে আমি উল্লসিত হইয়া ভাবিলাম, "আমার যখন শীঘ্রই বিবাহ হইতেছে, তখন এই বারেই আমি রাজসিংহাসন লাভ করিতে পারিব।„ আশাই জগতের জীবন; আমি আশাতেই নির্ভরিত হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি সময়ে সময়ে মোবারিক নামক জনৈক কাফিদাসের সহিত আলাপ করিতাম। সে আমার পিতার সাময়িক একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য; আমাকে অতিশয় ভক্তি করিত। ক্রমশঃ আমার বয়োবৃদ্ধি দর্শনে মধ্যে মধ্যে বলিত, "আপনি এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। ভগবান করুন, আপনার পিতৃব্য আপনাকে সিংহাসন ও কন্যা সম্প্রদান করিয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালন করেন।" একদা জনৈক পরিচারিণী অকৃতাপরাধে আমার গণ্ডদেশে এরূপ চপেটাঘাত করিল যে, তাহাতে পঞ্চাঙ্গুলির পরিস্ফট চিহ্নপাত হইল। আমি রোরুদ্যমান হইয়া মোবারিকের নিকটে গমন করিলাম। সে আমাকে ক্রোড়ে লইয়া নিজ অঙ্গরক্ষাদ্বারা আমার অশ্রুনিবারণ করত কহিল, "আসুন, আমি আপনাকে আজ রাজার নিকটে লইয়া যাইব। তিনি বোধহয় আপনার প্রতি অনুকম্পা

প্রকাশ করিবেন এবং আপনাকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া আপনার স্বত্ব প্রদান করিবেন।”

মোবারিক আমাকে অনতিবিলম্বে পিতৃব্যসন্নিধানে লইয়া গেল। তিনি সভামধ্যে আমার প্রতি বিশেষ রূপ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “তুমি এরূপ ম্রিয়মাণ হইয়াছ কেন? কি জন্য আমার নিকটে আসিয়াছ?” মোবারিক কহিল, “কুমার আপনার নিকটে কোন বিষয় নিবেদন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।” রাজা কহিলেন, “সত্বর কুমারের পরিণয়সংস্কার সম্পাদন করিতে হইতেছে।” মোবারিক কহিল, “ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়।” এই মুহূর্ত্তেই জ্যোতির্ব্বিদগণ সভামধ্যে আহূত হইলেন। রাজা বাহ্যতঃ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, “দেখুন দেখি, এবৎসর কোন্ মাসে কোন্ দিবসে, কোন্ ঘটিকায় উৎকৃষ্ট বৈবাহিক লগ্ন আছে? কুমারের বিবাহের আয়োজন করিতে হইতেছে।” তাঁহারা ভূপতির অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া গণনা করিয়া বলিলেন, “মহারাজ সংবৎসর রইত অকাল দেখিতেছি, কোনমাসেই কালশুদ্ধ একটী দিন পাওয়া যায়না। এ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে গত হইলে আগামী বর্ষে বিবাহ দিবেন।” রাজা তখন মোবারিকের দিকে দৃষ্টিসঙ্গত করিয়া কহিলেন, “কুমারকে পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে লইয়া যাও; ঈশ্বর করেন ত এবৎসর গত হইলে জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন করিব। ইতিমধ্যে কুমার নিজ পাঠের উন্নতি করিতে থাকুক।” মোবারিক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে আমি পুনর্ব্বার মোবারিকের নিকটে গমন করিলাম। সে আমাকে দেখিয়াই রোদন করিতে লাগিল। আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিল, আমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিত। কহিল, “কুমার! সে দিন আমি আপনাকে

লইয়া কালসর্পের মুখে দিয়াছিলাম। যদি জানিতে পারিতাম, কখনই এরূপ কার্য্য করিতাম না।" আমি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, "আমি সেখানে যাওয়াতে কি অনর্থপাত হইয়াছে? বিনতি করি, শীঘ্র বল?" সে কহিল, "স্বর্গীয় রাজার সাময়িক সচিব অমাত্য ও ইতরভদ্র তাবতেই সে দিন আপনাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং কহিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তি হইয়াছে। ইনি সিংহাসনে আরূঢ় হইলে আমাদের গুণের মর্য্যাদা রক্ষা ও কার্য্যের পুরস্কার হইবে।" একথা বিশ্বাসঘাতক নৃপপাংশুলের কর্ণগোচর হইলে বোধ হইল যেন, তাঁহার হৃদয়ে কালভুজঙ্গ দংশন করিল। তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া গোপনে বলিলেন, "মোবারিক! তুমি কোনরূপে কুমারের প্রাণবধ করিয়া আমার ভয় দূর কর। তাহার প্রাণান্ত ব্যতীত আমার রাজত্বে সচ্ছন্দ নাই।" আমি তাঁহার এই জঘন্য উক্তি শুনিয়া অবাক হইলাম; ভাবিলাম পিতৃব্য আবার ভ্রাতুষ্পুত্রের শত্রু আমি মোবারিকের প্রমুখাৎ এই বিষম সমাচার অবগত হইয়া জীবন্মৃতপ্রায় হইলাম। প্রাণের ভয়ে তাহার চরণ ধারণ করিয়া কহিলাম, "মোবারিক! আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই; তুমি কোন রূপে আমার জীবন রক্ষা কর।" প্রভুভক্ত দাস আমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া কহিল, "ভয় নাই, এক যুক্তি আছে। যদি তাহা কার্য্য-পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কোন ভাবনাই থাকিবে না। যতক্ষণ প্রাণ থাকে, হতাশ হওয়া উচিত নহে। বোধ করি, এই যুক্তিটী অবলম্বন করিলে আপনার জীবনরক্ষাও হইবে, অন্যান্য উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে।" এই কথা বলিয়া সে আমাকে স্বর্গীয় পিতার গৃহে লইয়া গেল এবং নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া কহিল, "এই কাষ্ঠাসনের একপ্রান্ত ধারণ করুন।" আমি তথাবৎ করিলে সে অপর প্রান্ত ধরিয়া আসনটী অপসৃত

করিল। পরে আস্তরণ উত্তোলন করিয়া গৃহতল খনন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একটী বন্ধনীবদ্ধ (কুলুপ-বদ্ধ) বাতায়ন বহির্গত হইল। তখন সে আমাকে নিকটে আহ্বান করিলে আমি ভাবিলাম, সে আমাকে হত্যা করিয়া সেই গহ্বরমধ্যেই কবরিত করিবে। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল; মৃত্যু পুরোবর্ত্তী হইয়া যেন বিভীষিকা দর্শাইতে লাগিল। কিন্তু কি করি, অগত্যা ধীরে ধীরে নীরবে তাহার নিকটে গিয়া মনে মনে ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিলাম। একবার বাতায়ন-পথে কটাক্ষপাত করিলাম; দেখিলাম, তন্মধ্যে দিব্য একটী প্রাসাদ কক্ষচতুষ্টয়ে বিভক্ত। প্রতি প্রকোষ্ঠে দশখানি করিয়া বৃহৎ সুবর্ণকটাহ শৃঙ্খলে লম্বিত। প্রত্যেক কটাহের উপরিভাগে এক এক খানি সুবর্ণনির্ম্মিত ইষ্টক; তাহাতে মর্কটের চিত্র অঙ্কিত। চিত্রগুলি আবার মণিমাণিক্যে খচিত। দেখা গেল, চারিটী কক্ষে এইরূপ ত্রিংশৎখানি কটাহ। অপর একটী পাত্র দৃষ্ট হইল, তাহাতে বহুসংখ্যক সুবর্ণখণ্ড। কিন্তু তাহার উপরিভাগে শাখামৃগচিত্রিত সুবর্ণইষ্টক নাই। আর একটী পাত্রে রাশীকৃত হীরক। আমি এই সমস্ত দেখিয়া মোবারিককে জিজ্ঞাসিলাম, "মোবারিক! এ কোন্ কুহকীর কৃতিত্ব, এ সমস্ত চিত্রই বা কেন?" সে কহিল, বলিতেছি, শ্রবণ করুণ;—"আপনার পিতা যৌবনসময়ে পিশাচপতি মালিকসাদিকের সহিত বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হয়েন। বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের একবার সাক্ষাৎ হইত। সেই সময়ে স্বর্গীয়রাজা প্রেতরাজকে নানাবিধ সুগন্ধিদ্রব্য ও অন্যান্য মহার্ঘ সামগ্রী উপহার দিতেন। পরে যখন তিনি বিদায় গ্রহণ করিতেন, শেষোক্ত তাঁহাকে মণিরত্নখচিত এক একটী হৈম শাখামৃগ প্রদান করিতেন। রাজা তত্তাবৎ এই সমস্ত প্রকোষ্ঠমধ্যে রাখিয়া দিতেন। আমিব্যতীত অন্য কেহ এই রহস্য জানিতনা। একদা আমি আপনার পিতাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলাম, "হে ভুস্বামিন্! সহস্র সহস্র সুবর্ণ ও বিবিধ গন্ধোপচারের পরিবর্ত্তে এক একটী প্রস্তরময়ী আনিলিমূর্ত্তি লইয়া আপনার কি লাভ হয়?" তিনি হাসিয়া প্রতিবাদ করিলেন, সাবধান, এই গূহ্যবৃত্তান্ত কাহারও নিকটে প্রকাশ করিওনা। প্রত্যেক মর্কটমূর্ত্তির এক এক সহস্র মহাবল পরাক্রান্ত অনুচর। তাহারা স্বস্ব প্রভুর আজ্ঞাপালনে সর্ব্বথা প্রস্তুত। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমি চল্লিশটী মূর্ত্তি আহরণ করিতে না পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত কোন ফললাভ হইবেনা।" তিনি জীবদ্দশায় ঊনচল্লিশটী মাত্র প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন; সংখ্যা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা তিনি কোন উপকারই প্রাপ্ত হয়েন নাই। রাজকুমার! আপনার দুরবস্থা দর্শনে এই বিষয় আজ আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে কোন রূপে পিশাচরাজের নিকটে লইয়া যাইব এবং আপনার প্রতি পিতৃব্যের অত্যাচারের বিষয় নিবেদন করিব। বোধ হয়, তিনি স্বর্গীয় রাজার সৌহৃদ্য স্মরণ করিয়া আপনাকে অবশিষ্ট মর্কটটী প্রদান করিতে পারেন। তাহা হইলে আর যাহা হউক, আর না হউক, আপনি স্বরাজ্য উদ্ধার, সমস্ত চীন দেশে আধিপত্য ও শান্তি স্থাপন এবং বর্ত্তমান বিড়ম্বনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবেন। আমি দেখিতেছি, এই যুক্তিব্যতীত উপস্থিত বিপদে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই।"

মোবারিকের নিকটে এই সমস্ত আশ্বাসকর রহস্য শ্রবণে আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "সখে! এক্ষণে তুমিই আমার জীবনের হর্ত্তা-কর্ত্তা; যাহা সদ্বিবেচনা হয়, কর।" সে আমাকে প্রবোধিত করিয়া পিশাচপতির উপহারজন্য আতর প্রভৃতি কতিপয় সুগন্ধিদ্রব্য ও অন্যান্য কতিপয় বহুমূল্য সামগ্রী ক্রয়ার্থ পণ্যশালায় গমন করিল। পরে প্রয়োজনীয়

সংগৃহীত হইলে পরদিন সে পিতৃব্যসন্নিধানে গমন করিয়া কহিল, "হে ধরিত্রীপালক! আমি কুমারের যথার্থ একটী উপায় স্থির করিয়াছি। আজ্ঞা হয় ত, নিবেদন করি।" শোণিতপিপাসু যাতুধান পরম প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি উপায় স্থির করিয়াছ?" মোবারিক কহিল, "আপনি যদি তাহাকে হত্যা করেন, তাহা হইলে সকলেই আপনাকে নিন্দা করিবে। আমার বিবেচনায় তাঁহাকে বনমধ্যে লইয়া গিয়া বধ করত কবরিত করিয়া আসিলে ভাল হয়। কেননা তাহা হইলে কেহ জানিতে পারিবে না।" মোবারিকের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "ইহাই সদ্‌যুক্তি। যে কোন গতিকে হউক, তাহার প্রাণনাশ হইলেই মঙ্গল। আমি তাহার জন্য অতিশয় ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তুমি যদি আমাকে এই শঙ্কা হইতে মুক্ত করিতে পার, তোমাকে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত করিব। তুমি এখনই তাহাকে অভিমত প্রদেশে লইয়া কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া আইস।" মোবারিক এইরূপে রাজাকে প্রতারিত করিয়া উপহারদ্রব্যাদিসহ আমাকে লইয়া নিশীথে নিষ্ক্রান্ত হইল। উত্তর দিকেই আমাদের গতি পর্য্যায়িত হইল। আমরা নিয়ত একমাস কাল অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একদা রজনীযোগে মোবারিক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দেখুন, আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছি।" আমি বলিলাম, "সখে! তুমি কি বলিতেছ?" সে কহিল, "আপনি প্রেতসেনা দেখিতে পাইতেছেন না?" এই বলিয়া সে আমার চক্ষে অঞ্জন প্রলিপ্ত করিয়া দিল। আমি তখন পিশাচগণের সেনানিবেশ, ও বিচিত্র বেশভূষাদি দর্শন করিলাম। সেনাগণ মোবারিককে চিনিতে পারিয়া সানন্দে আলিঙ্গন করিল। সেনানিবেশের পশ্চাতেই রাজশিবির। আমরা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিলাম, পটমণ্ডপটি দিব্য আলোকিত;

তন্মধ্যে কাষ্ঠাসনপরম্পরা দুই শ্রেণীতে সজ্জিত রহিয়াছে। তত্তাবতে পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, অমাত্য ও রাজপুরুষগণ উপবিষ্ট। দ্বারসমীপে পরিচারকগণ যুক্তকরে দণ্ডায়মান। অভ্যন্তরে মণিময় সিংহাসন; তদুপরি রাজা মালিকসাদিকের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চারুমূর্ত্তি বিরাজমান; তাঁহার মস্তকে কিরীট, গাত্রে মৌক্তিক পরিচ্ছদ। আমি সেই মূর্ত্তির পুরোবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করিলাম। তিনি প্রসন্নভাবে আমাকে আসন গ্রহণ করিতে সঙ্কেত করিয়া ভৃত্যদিগকে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন। অতঃপর আমার পরিচয়জিজ্ঞাসু হইয়া মোবারিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মোবারিক কহিল, "ইহাঁর পিতৃব্য এক্ষণে স্বর্গীয় রাজার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি ইহাঁর বিষম আততায়ী। আমি সেই জন্য ইহাঁকে মহারাজের আশ্রয়ে আনয়ন করিয়াছি। ইনি এক্ষণে নিতান্ত নিরাশ্রয়। পিতৃ-সিংহাসনে ন্যায়তঃ ইহাঁরই স্বত্ব। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, সহায়-ব্যতীত কোন কার্য্যই হয়না। আপনার সাহায্য প্রাপ্ত হইলে ইনি নিজ স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারেন। আপনি এক্ষণে ইহাঁর পিতার সৌহৃদ্য স্মরণ করিয়া ইহাঁকে চত্বারিংশৎ সংখ্যক শাখামৃগটী প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। সেইটী প্রাপ্ত হইলেই সংখ্যাপূর্ণ হয়; আর তাহাদের সাহায্যে কুমার স্বকীয় স্বত্বো-দ্ধার করিতে পারিবেন। আপনার এই অনুগ্রহের প্রতিক্রিয়ার্থ ইনি নিয়ত ঈশ্বরসমীপে আপনার উন্নতি ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি-বেন। আপনার আনুকূল্যব্যতীত ইহাঁর আর গত্যন্তর নাই।"

প্রেতনাথ এই বাক্য শ্রবণে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বাঙ্-নিষ্পত্তি করিলেন, "রাজার কৃতোপকার ও সৌহৃদ্যের পরিণাম অতীব গরীয়ান সত্য বটে; বিশেষতঃ কুমার পৈতৃক সত্বে বঞ্চিত ও আনুষঙ্গিক বিপজ্জালে জড়িত হইয়া প্রাণের দায়ে যখন আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে সাহায্য দান করা আমার

পক্ষে কর্ত্তব্য, কিন্তু আমারও একটী বিশেষ কার্য্য আছে। তিনি যদি তাহা সিদ্ধ করিতে পারেন ও আমাকে বঞ্চনা না করেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা হইলে তিনি আমার নিকটে যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন এবং আমি স্বর্গীয় রাজার প্রতি যেরূপ সখিত্ব প্রদর্শন করিতাম, তাঁহার প্রতি ততোধিক স্নেহ মমতা প্রদর্শিত হইবেক।" আমি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলাম, "আজ্ঞা করুন, আমি হৃষ্টচিত্তে মহারাজের আদেশ পালন করিব। ভবদীয় অভিপ্রেত সাধনজন্য যেরূপ সতর্কতা ও পরিণামদর্শিতার প্রয়োজন হইবে, আমি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিব না, অথবা কোনমতে আপনাকে প্রতারণা করিব না। আপনার অনুজ্ঞাপালনে আমার ঐহিক পারত্রিক উভয়ার্থই সিদ্ধ হইবে।" রাজা কহিলেন, "তুমি বালক, অতএব পৌনঃপুন্যসহকারে বলিতেছি, পরে যেন প্রবঞ্চনার চেষ্টা করিয়া বিড়ম্বনার তরঙ্গে নিমজ্জিত হইও না।" আমি কহিলাম, "ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মহারাজের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি থাকিলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবেক। বিশেষ আমি সাধ্যমতে আপনার মনোরঞ্জন করিতে ত্রুটি করিব না।"

মালিকসাদিক এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া একখানি আলেখ্য আনয়নপূর্ব্বক আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, "এই চিত্রে যাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া আমার নিকটে লইয়া আসিবে। তাহার প্রতি রুক্ষ আচরণ করিও না। যদি এ কার্য্য সাধন করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে আশাতিরিক্ত উপকার করিব। অন্যথা তুমি নিজ কার্য্যানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবে।" আমি আলেখ্যখানি উন্মুক্ত করিয়া দেখিলাম, তন্মধ্যে পরম রমণীয় একটী রমণী-মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী দেখিয়াই আবেশে আমার শরীর উৎপুলক হইয়া উঠিল, মূর্চ্ছা আসন্নবর্ত্তী হইল।

আমি কেবল ভয়েই ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিলাম। কহিলাম, "এক্ষণে আমি বিদায় হই; যদি ভগবান প্রসন্ন হয়েন, আপনার আজ্ঞা পালনান্তে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম; মোবারিক আমার সমভিব্যাহারী হইল। আমারা একে একে কানন, কন্দর, গিরি, জনপদ প্রভৃতি কত স্থান যে পর্য্যটন করিলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু কুত্রাপি চিত্রিতের কোন উদ্দেশ পাইলাম না। দেশেদেশে নগরে-নগরে কত তত্ত্ব করিলাম, কিন্তু কেহ কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর গত হইয়া গেল, কষ্টের অবধি রহিল না। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া আমরা বহুলোকাকীর্ণ একটী নগরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। স্থানটী অতি মনোরম, বিপুল সৌধমালায় সুশোভিত। অধিবাসীরা সকলেই ঈশ্বরপরায়ণ। তাহারা কথায় কথায় আজীমের নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। আমরা পুরপ্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই একজন ভারতবর্ষবাসী ভিখারীকে দেখিতে পাইলাম। ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিল। কিন্তু কেহই তাহাকে একগ্রাস অন্ন কি একটী কপর্দ্দকও প্রদান করিল না। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। আমি অঙ্গরক্ষা হইতে একটী সুবর্ণমুদ্রা নিষ্কাশিত করিয়া তাহাকে দিলাম। সে সুবর্ণ পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করত কহিল, "বদান্যবর! আপনি বোধ হয়, বৈদেশিক হইবেন, অত্র নগরী কখনই আপনার বাসস্থান নহে।" আমি কহিলাম, "সত্য বলিয়াছ। আমি কোন উদ্দেশ্য সাধনজন্য ক্রমাগত সাত বৎসর ভ্রমণ করিতেছি। কিন্তু কুত্রাপি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারিয়া অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি।" বৃদ্ধ ভিখারী আমাকে পুনর্ব্বার আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। নগরের বহির্দ্দেশে প্রকাণ্ড

একটী অট্টালিকা ছিল; সে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আমি সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলাম। দেখিলাম, সংস্কারাভাবে হর্ম্ম্যটীর অনেকাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; গৃহগুলি এক সময়ে রাজগণের বাসযোগ্য ছিল। ফলতঃ কালে স্থানটী অতীব মনোরম ছিল; এক্ষণে নিতান্ত হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি সেই রুচির সৌধের ইদানীন্তন অবস্থা ও বৃদ্ধই বা কেন তন্মধ্যে অবস্থিতি করে, বুঝিতে পারিলাম না।

বৃদ্ধ যষ্টিঅবলম্বনে অগ্রসর হইয়া একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলে অভ্যন্তর হইতে একটী স্বর উদীরিত হইল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, কে বলিতেছে, "তাত! কোন অসুখত হয় নাই। আজ আপনি এত শীঘ্র যে প্রত্যাগমন করিলেন?" বৃদ্ধ কহিল, "বৎস! ভগবানের কৃপায় একজন পথিক আমার অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া আমাকে একটী সুবর্ণ-মুদ্রা দিয়াছেন। আমি অনেক দিন উদর পূরিয়া আহার করি নাই। এ জন্য মোহরটী বিনিময় করিয়া খাদ্য ও মাংসাদি ক্রয় করিয়াছি। আর তোমার জন্য বস্ত্রও আনিয়াছি; লইয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া পরিধান কর। কিন্তু অগ্রে রন্ধনাদি সমাপ্ত করিয়া পরে সেই উদারচেতা দাতার উদ্দেশে উপাসনা কর। আমরা তাঁহার মানস জানিনা বটে, কিন্তু বিধাতা সর্ব্বজ্ঞ; তিনি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিবেন।"

আমি ভিক্ষুর এই অন্নকষ্টের কথা শুনিয়া মনে করিলাম, তাহাকে আরো বিংশতি সুবর্ণ দিই। কিন্তু ক্ষণকাল পূর্ব্বে যেস্থান হইতে সেই অমৃত-লহরীটী উৎসর্পিত হইয়াছিল, নয়নদ্বয় সেই দিকে একটী রমণীয় নারীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তাহার রূপরাশিতে এরূপ মগ্ন হইয়া গেল যে, সে কথা ভুলিয়া গেলাম। তখন প্রেতনাথের নিদেশ স্মৃতিমধ্যে প্রতিফলিত হইল। আমি অমনি করস্থিত চিত্রখানির সহিত সেই মূর্ত্তির তুলনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, দুইটী চিত্রে তিলমাত্রও প্রভেদ নাই। তখন মনোমধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের

আবির্ভাব হওয়াতে বক্ষঃস্থল বেগে বেপতিত হইতে লাগিল, স্বেদ জলে সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত হইল, সময় পাইয়া মূর্চ্ছা আসিয়া চৈতন্য হরণ করিল। দেখিয়া মোবারিক আমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ব্যজন বীজন করিতে লাগিল। আমি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সেই প্রিয়দর্শন দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিসঙ্গত করিয়া রহিলাম। মোবারিক জিজ্ঞাসিল, "কুমার! আপনার এ হইল কি?„ আমি প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বেই রমণীকণ্ঠে শিঞ্জিত হইল, "যুবক! রমণী-সুলভ শরমের গণ্ডী লঙ্ঘন করা পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। লঘুচিত্তেরাই ধৃষ্টতার ভর করেনা। আপনি সাধুবৃত্ত পরিব্রাজক, আপনার পক্ষে ঈদৃক শূন্য-হৃদয়তা নিতান্ত অসঙ্গত।„ রমণীর এই সারগর্ভ মধুময় বাক্যে আমার চৈতন্য হইল। মোবারিক আমার হৃদয়ের বার্ত্তা অবগত না হইয়া আমাকে ইতস্ততঃ প্রবোধ দিতে লাগিল। আমি বৃদ্ধ ও তদীয় তনয়াকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, "আমি দুঃস্থ পথিক; যদি তোমরা দয়া করিয়া এখানে আমাকে আশ্রয় প্রদান কর, তাহা হইলে চিরবাধিত হইব।" বৃদ্ধ আমার স্বরদ্বারা আমাকে চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন করিল; পরে যেস্থানে কোমলাঙ্গী উপ-বিষ্টা ছিল, সেইখানে লইয়া গেল। রমণী অপসৃত হইয়া গৃহের একপ্রান্তে লুক্কায়িত হইল। পরে আমি আসন গ্রহণ করিলে বৃদ্ধ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; আমি কি জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি, কাহার অনুসন্ধানার্থ দেশত্যাগ করিয়াছি, আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে বলিল। আমি মালিকসাদিকের নাম ও অভিসন্ধি গোপন করিয়া কহিলাম, "এই হতভাগ্য চীনপতির বংশধর। পিতা অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনি একদা কোন বণিকের নিকট হইতে চারিশত মুদ্রা মূল্যে এই চিত্র খানি ক্রয় করেন। আমি ইহা দর্শন করিয়াই ধৈর্য্যস্খলিত হইয়া চীরকৌপীন ধারণ করি। পরে সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া

চিত্রাধিষ্ঠাত্রীর দর্শন পাইয়াছি। এক্ষণে আশা ভরসা তোমারই দয়ার উপরে নির্ভরিত।" বৃদ্ধ এই কথা শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "সখে! আমার কন্যার সমূহ বিপদ্। তাহার পাণিগ্রহণ ও সহবাসসম্ভোগ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।" আমি কহিলাম, "আশা করি, তুমি পরিষ্কার করিয়া তদ্বিষয় অনাবৃত করিবে।" বৃদ্ধ আরম্ভ করিল ;—

"যুবরাজ! শ্রবণ করুন আমি অত্রস্থ রাজার একজন অমাত্য ছিলাম। এই নগরেই আমার বাসস্থান। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও আভিজাত্যগৌরব ছিল। ঈশ্বর আমাকে একটী মাত্র কন্যা দিয়াছেন। কন্যা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে তদীয় রূপ-লাবণ্য ও শীলতার বিষয় দেশময় রাষ্ট্র হইল। লোকে বলিতে লাগিল, এমন লোকের এমন কন্যা যে, তাহার সৌন্দর্য্যে দিব্যাঙ্গনারও মনে ঈর্ষ্যার উদয় হয়! ইহাতেই ভাবিয়া দেখুন, নরলোকে সে সৌন্দর্য্যের তুলনাস্থল সুলভ কিনা। অত্রস্থ রাজকুমার তাহার সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাহাকে চক্ষে না দেখিয়াও নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। এমন কি, অন্নজল ত্যাগ করিলেন, শয়ন সুষুপ্তি বর্জ্জিত হইলেন, দিবানিশি কেবল বিরসবদন হইয়া অনাবিষ্টভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন। ক্রমে একথা রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি একদিন আমাকে গোপনে আহ্বান করিয়া কন্যার সহিত কুমারের বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন করিতে কহিলেন। আমি তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে প্রীত হইয়া ভাবিলাম, যখন কন্যা জন্মিয়াছে, তখন আজ হউক্, কাল্ হউক, তাহাকে পাত্রস্থা করিতেই হইবে। লোকে সুপাত্রেরই কামনা করে। রাজকুমারের ন্যায় সুপাত্রই বা কে আছে? বিশেষতঃ রাজার উপরোধ। অতএব আমি সম্মত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বাটীতে আগমন করিলাম। পরদিন হইতে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। পরে শুভক্ষণে কাজী, মুফ্‌তী, পণ্ডিত ও সভাসদ্-

গণ সমবেত হইলে উদ্বাহোৎসব সমাহিত হইয়া গেল। কন্যা মহাসমারোহে বর-গৃহে নীতা হইল। কিন্তু রাত্রিকালে পরিণেতা যখন দাম্পত্য-বিলাসের সমীচীনতাসাধনে অধ্যবসায়িত হইলেন, সহসা রাজবাটীমধ্যে এরূপ কোলাহল সমুত্থিত হইল যে, দেহলীস্থ দ্বারপালনিকর ভীত ও চমকিত হইয়া রহস্যোদ্ভেদনজন্য বাসরগৃহের দ্বারমুক্ত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কবাট অভ্যন্তর দিকে এরূপ দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, কিছুতেই তাহাদের যত্ন সফল হইল না। পরে ক্রমে শব্দটী মন্দীভূত হইলে তাহারা দ্বার ভগ্ন করিয়া দেখিল, বর ছিন্নমস্তিষ্ক হইয়া রুধিরাক্ত পতিত রহিয়াছেন, আর কন্যা ফেণোদ্গারিণ করিতে করিতে সেই রক্তে দেহাবর্ত্তন করিতেছে। এই ভীষণ দৃশ্যে দর্শকমাত্রেই স্তম্ভিত হইয়া ভাবিল, অমৃতহ্রদে গরল সঞ্চার! সুখের কাননে বিষবৃক্ষ!! সাধের প্রেমে বিচ্ছেদবিকৃতি! ক্রমে এই ভীষণ বার্ত্তা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে অভিনয়স্থলে গমন করিলেন। রাজপুরুষগণও তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। কিন্তু কেহই এই জুগুপ্সিত ব্যাপারের কারণাবধারণ করিতে পারিলেন না। রাজা এই শোচনীয় ঘটনার মূলোদ্ঘোষণে সকলকে অশক্য দেখিয়া মন্দভাগিনীর শিরশ্ছেদন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু আদেশবাক্য তদীয় অধরদেশ অতিক্রম করিতে না করিতে পূর্ব্ববৎ ঘোর নিনাদ নির্ঘোষিত হইল। রাজা তচ্ছ্রবণে ভীত হইয়া কন্যাকে রাজবাটী হইতে স্থানান্তরিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করত প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। পরিচারিণীগণ হতভাগিনীকে আমার গৃহে রাখিয়া গেল। ক্রমশঃ এই বিস্ময়াবহ ব্যাপার সমস্ত সাম্রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হইলে অধিবাসীমাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রাজাপ্রজা সকলেই কুমারের মৃত্যুজন্য আমার প্রতি বিরূপ হইলেন। জাতীয় রীত্যনুসারে মৃতের স্মরণার্থ চত্বারিংশদ্দিন শোকতাপে

অতিবাহিত হইলে রাজা অমাত্যদিগকে পরিণামের কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই কহিল, "পিতাপুত্রীর প্রাণ-বধ ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনব্যতীত মহারাজের আন্তরিক শান্তিবিধানের উপায়ান্তর নাই।" রাজা এই দণ্ডই ধার্য্য করিয়া শান্তিরক্ষককে অনুমতি করিলে, তিনি দলবলসহ আমার গৃহ অবরোধ করিয়া রাজাদেশ সমাধানজন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই সময়ে কোন অদৃশ্য হস্ত হইতে এরূপ ইষ্টক ও উপল-বৃষ্টি হইতে লাগিল যে, তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। পূর্ব্ববৎ শব্দও উদীরিত হইয়াছিল; রাজা দেখিলেন, সেই শব্দকোষমধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, "রাজন্! তোমার এ দুর্ব্বদ্ধি কেন? তোমার স্কন্ধে কি ভুতাবেশ হইয়াছে? তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও, কদাপি এই বরাঙ্গনার প্রতি বৈরতাচরণ করিওনা। যদি ইহার প্রতি ঘুণাক্ষরেও তোমার শত্রুভাব প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তোমাকে বিলক্ষণ অনুতপ্ত হইতে হইবেক। তাহার পাণিপীড়ন করিয়া তোমার পুত্রের যাদৃশী দশা ঘটিয়াছে, তোমার ভাগ্যেও তাহাই পর্য্যায়িত হইবেক।" রাজা এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, "এই হতভাগ্যদিগকে কেহ যেন বিরক্ত করেনা। ইহাদের কথাও কেহ না শুনে ও ইহা-দিগকে কোন কথা না বলে। প্রত্যুত ইহারা যেন সচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে পারে।"

ঐন্দ্রজালিকগণ এই রহস্যকর ঘটনাটী প্রভাববিদ্যার পরিণাম-ভূত ভাবিয়া তৎপ্রতিপত্তি নিরসনজন্য স্ব স্ব শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। নাগরিকেরা ঈশ্বরোপাসনা ও আত্মীয়ের স্তবপাঠে নিয়োজিত হইল। ফলতঃ অনেক দিন হইল, আর কোন দুর্ণিমিত্ত ঘটে নাই। আমিও এপর্য্যন্ত প্রস্তাবিত ঘটনার কোন কারণাবধারণ করিতে পারিনাই। একদা দুহিতাকে জিজ্ঞাসা

করাতে সে কহিয়া ছিল, "আমি অধিক কিছু বলিতে পারিনা, তবে স্বামী যখন আমার সহিত বিহার-কৌতুকের অবতারণা করিলেন, ছাদটী সহসা বিদীর্ণ হইয়াগেল। পরক্ষণেই মণিরত্নখচিত একখানি সিংহাসন সেই মুক্ত পথ দিয়া গৃহমধ্যে অবতারিত হইল। সিংহাসনের উপরে পরম সুন্দর একটী যুবকমূর্ত্তি মহার্ঘ বেশভূষায় সুসজ্জিত; সঙ্গে বহুগণিত অনুযাত্র। তাহারা রাজকুমারের প্রাণবিনাশার্থ অগ্রসর হইলে আগন্তুক যুবা আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন: "প্রেয়সি! তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে?" এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। আমি দেখিলাম, মূর্ত্তিগুলির পদতল অজের ন্যায় ক্ষুরবিশিষ্ট; নতুবা তাহারা সর্ব্বাংশে মনুষ্যসদৃশ। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র আমার হৃৎপিণ্ড বিতাড়িত হইতে লাগিল, আমি ভয়ে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলাম। তৎপরে কি ঘটিয়াছিল, বলিতে পারিনা।" তদবধি আমরা এই অবস্থায় এই ভগ্ন গৃহে কালক্ষেপ করিতেছি। পাছে রাজার অসন্তোষ জন্মে, এজন্য আত্মীয়অন্তরঙ্গগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাহারও নিকটে ভিক্ষা করিতে গেলে কেহ আমাকে এক কপর্দ্দকও প্রদান করেনা। অধিক কি বণিকেরা আমাকে আপণশালার নিকটে যাইতেই দেয়না। আমি এই দুঃস্থ জীবনবিগমের জন্য নিত্য ঈশ্বরারাধনা করিয়া থাকি। পৃথিবীও দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া এই সর্ব্বনাশীকে গ্রাস করেন না। অবস্থার এক শেষ হইয়াছে, বস্ত্রাভাবে লজ্জা রক্ষা হয়না; পর্য্যাপ্ত অন্নাভাবে বুভুক্ষানিবৃত্তি হয়না। এরূপে প্রাণ ধারণ করিবার অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। বোধ হয়, ঈশ্বর আপনাকে আমাদেরই ইষ্টচিকীর্ষায় প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক একটী সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আজ কন্যার জন্য বস্ত্র ও উত্তম আহার্য্য আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আর আপনাকেও আশীর্ব্বাদ করি।

কন্যা যদি প্রেত বা পিশাচাবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে তাহাকে আপনার দাসিত্বে নিযুক্ত করিয়া দিয়া সুখী হইতাম। এই আমার জীবনী কীর্ত্তিত হইল। কন্যার আশা করিবেন না, মস্তিষ্ক হইতে তাহার সম্বন্ধীয় চিন্তা অপবাহিত করুন।"

আমি এই শোচনীয় বৃত্তান্ত আকর্ণন করিয়া আমাকে জামাতৃত্বে বরণ করিবার জন্য বৃদ্ধকে অনুরোধ করিয়া কহিলাম, যদি আমার ভাগ্যপ্রাঙ্গনে কোনরূপ অনর্থের অভিনয় হয়, হউক, আমি তাহা অবলীলাক্রমে সহ্য করিব। কিন্তু সে কিছুতেই আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলনা। সায়ংকাল সমাগত হইলে আমি বিদায় গ্রহণ করিয়া পান্থনিবাসে গমন করিলাম। তখন মোবারিক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "যুবক! চিন্তা দূর করুন; ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি অনুকূল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, আমাদের পরিশ্রম বিফলিত হয় নাই।" আমি কহিলাম, "আমাকে কন্যাসম্প্রদান করিবার জন্য আজ আমি বৃদ্ধকে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলাম; কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকৃত হয়নাই। ঈশ্বর জানেন, এখন তাহার অভিসন্ধি কি।" রাত্রিতে আমার নিদ্রা হইলনা; কখন রাত্রি প্রভাত হইবে ও আমি বরবর্ণিনীর দর্শন পাইব, এই চিন্তায় বিভাবরী অবসিত হইয়া গেল। আমি সঙ্কল্প করিলাম, যদি বৃদ্ধ প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই রমণীরত্ন প্রদান করে, তাহা হইলে মোবারিকত তাহাকে প্রেতরাজের নিকটে লইয়া যাইবে; সুতরাং কি করা যাইবে; আবার ভাবিলাম, ভাল অগ্রেই তাহাকে হস্তগত করা যাউক, পরে মোবারিককে বঞ্চনা করা যাইবেক। পুনর্ব্বার চিন্তা করিলাম, মোবারিক যেন আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিল, কিন্তু প্রেতরাজত ক্ষান্ত হইবেন না। তিনি আমাকে নিহত রাজকুমারের ন্যায় বিড়ম্বিত করিবেনই করিবেন। বিশেষতঃ অত্রত্য নৃপতি কখনই এ বিষয়ে সম্মত হইবেন না। কেননা এই

জন্যই তাঁহার তনয়ের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। ইত্যাকার নানাবিষয়িণী চিন্তাও আশার জল্পনায় আমার আদৌ নিদ্রা হইল না।

রজনী প্রভাতা হইলে আমি আপণ-চক্রে গমন করিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি এবং সদ্যঃ ও শুষ্ক ফলজাত ক্রয় করত বৃদ্ধকে প্রদান করিলাম। স্থবির তত্তাবৎ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল; কহিল, "প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সামগ্রী আর নাই। আপনার জন্য তাদৃশ বহুমূল্য নিধি অথবা কন্যারত্নও উৎসর্গিত করিতে আমার অনুমাত্রও কুণ্ঠা নাই। কেবল ভয় করি, পাছে তাহাতে আপনার জীবনে কোন দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত ও তন্নিমিত্ত আমাকে পরিণামবিচারবাসরে দায়ী হইতে হয়।" আমি কহিলাম, "আমি এ নগরে সর্ব্বতো-ভাবে নিরাশ্রয়; এক্ষণে কেবল তুমিই আমার পিতৃস্থানীয়। ভাবিয়া দেখ, এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমি তোমারই কন্যার জন্য কত ক্লেশ কত বিঘ্নবিপত্তি সহ্য করিয়াছি। এক্ষণে যদি ঈশ্বরানুগ্রহে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে কন্যাসম্প্র-দানে সম্মত হইলে, তবে আবার অনির্দ্দিষ্ট ভাবী আশঙ্কায় সন্দীহান হইতেছ কেন? কিরূপে দম্পতীগণ বিচ্ছেদ-রূপ তরবারির আঘাত হইতে সংরক্ষিত হইতে পারে, কিরূপে তাহাদের জীবন নির্ব্বিঘ্নতার তিরস্করিণীর মধ্যে সংগোপিত হইবে, ইত্যাকার অপৌরুষেয় চিন্তা কোন ধর্ম্মেরই অনুমোদিত নহে। অদৃষ্টে যাহা আছে, ঘটিবে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না। জীবনমরণ এক্ষণে আমার নিকটে তুল্য বোধ হইতেছে। মিলনই প্রেমিকের জীবন। যদি সেই জীবনের জীবনে বঞ্চিত হই, তবে আর নিয়তির অপেক্ষা করিতে হইবেনা, হতাশাতেই প্রাণবায়ু স্তম্ভিত হইবেক। কিন্তু তজ্জন্য তোমাকে শেষ বিচারদিবসে দায়ী হইতে হইবে।" সংক্ষেপতঃ এইরূপ তর্কবিতর্ক ও বিবাদসম্বাদে আমি আশা ও ভীতির লীলাভূমি হইয়া অতি কষ্টে একমাস কাল অতিবাহিত

করিলাম; আর বৃদ্ধের মনঃ নত করিবার জন্য বিধিমতে তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলাম।

অবশেষে বৃদ্ধ পীড়িত হইলে আমি কায়মনে তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। স্বয়ং বৈদ্যের নিকটে গিয়া রোগের অবস্থা বর্ণনক্রমে ব্যবস্থামত ঔষধ আনয়ন করিয়া তাহাকে সেবন করাইতে লাগিলাম ও স্বহস্তে তাহার বিষ্ঠামূত্র পরিস্কার করিতে লাগিলাম। এইরূপ আচরণে প্রীত হইয়া একদিন সে কহিল, "যুবক! আপনি নিতান্ত উদ্ধত। আমি বারম্বার বলিয়াছি, আপনি সমীহিতবিষয়ে ক্ষান্ত না হইলে পরিণামে বিষম অনর্থপাত হইবে। তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ আপনাকে সতর্কও করিয়াছি। তথাপি যখন আপনি বিপদ-সমুদ্রে ঝম্পপ্রদানের সঙ্কল্প পরিহার করিলেন না; তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত না হইয়া থাকিতে পারি না। এখন আসুন, কন্যারই বা অভিপ্রায় কি, দেখা যাউক।" হে পবিত্রাত্ম সন্ন্যাসী-গণ! এই মধুময় শিঞ্জনে আনন্দে আমার (৪র্থ পরিব্রাজকের) দেহ এরূপ স্ফীত হইয়া উঠিল যে, পরিচ্ছদ মধ্যে তাহার সংকুলান হইল না। আমি বৃদ্ধের চরণ ধারণ করিয়া আবেগসহকারে কহিলাম, "আজ আমার ভাবী সুখের স্থিতিক্রম সংস্থাপিত হইল।" এই বলিয়া আমি গৃহে গমন করিলাম এবং মোবারিকের সহিত চরম সুখের জল্পনাক্রমে আহ্লাদে আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া নিশা যাপন করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে আমি বৃদ্ধের নিকটে গমন করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলে, সে কহিল, "আজ আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিলাম। ঈশ্বর আপনাদিগকে সুখে রাখুন। আমি উভয়কে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকে, এইখানে থাকুন; পরে যখন চক্ষুর্দ্বয় চিরমুদিত হইবে, তখন নিজ কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছামতে চলিবেন।" এই কথোপকথনের পরে কিয়দ্দিনমধ্যেই তাহার মৃত্যু

হইল। আমরা শোকাতুর হইয়া তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সমাধা করিলাম। মোবারিক একখানি চতুর্দ্দোলে করিয়া কন্যাকে পান্থ-নিবাসে আনয়ন করত কহিল, "কুমার! কন্যা মালিকসাদিকের সম্পত্তি। সাবধান, আপনি যেন তাঁহার পবিত্রতার বিরুদ্ধে করোত্তোলন করিয়া এত পরিশ্রমের ফল নষ্ট না করেন।" আমি কহিলাম, আমরা কোথায়, আর মালিকসাদিক বা কোথায়? বিশেষতঃ মনঃ আমার আয়ত্ত নয়। অতএব আমি কিরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি? যাহা ইচ্ছা ঘটুক, প্রাণ থাক্ আর যাক্, আমি এ অমূল্য রত্ন উপভোগে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিনা৷ মোবারিক ক্রোধে অধীর হইয়া কহিল, "বালকত্ব প্রকাশ করিবেন না; এক মুহূর্ত্তে ঘোরতর হুলস্থূল ঘটিয়া যাইবে। আপনি কি মনে করেন, মালিকসাদিক বহুদূরে আছেন? তজ্জন্য তাঁহার নিদেশ-পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন? তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনে কিরূপ ফললাভ হইবেক, তাহা আপনি অবগত আছেন। অতএব সাবধান। যাহাতে কন্যাকে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার গোচরে নীত করিতে পারা যায়, এক্ষণে তাহারই চেষ্টা করুন। তিনি উদারপ্রকৃতি ভূপতি; তাঁহার হৃদয় আছে। আপনি যে এত কষ্ট ভোগ করিলেন, অবশ্যই তিনি এ বিষয় বিবেচনাস্থলে আনয়ন করিবেন এবং কন্যাকে আপনার হস্তেই সমর্পণ করিবেন। দেখিবেন, ভদ্রতায় কি উপাদেয় ফল প্রসূত হয়। পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা স্থাপনও হইবে, অথচ কন্যারত্নও লাভ হইবে।" তাহার এই সারগর্ভ উপদেশে প্রকৃতিস্থ হইয়া আমি নীরবে রহিলাম। পরে কন্যাকে শিবিকায় আরোপিত করিয়া আমরা দুইটী উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করত যাত্রা করিলাম।

ইতি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কিয়দ্দিন অবিশ্রান্ত পর্য্যটনক্রমে অবশেষে আমরা একটী প্রান্তরে উপনীত হইয়া বিষম কোলাহলশব্দ শ্রবণ করিলাম। মোবারিক কহিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমাদের আয়াস ও যত্ন পণ্ড হইল না। ঐ দেখুন, প্রেতসেনা আগমন করিতেছে।" এই কথা বলিয়া সে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহারা কোথায় যাইতেছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা কহিল, "আপনাদিগকে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমারা আপনাদেরই আজ্ঞাবহ। অনুমতি হয়, ত নিমেষমধ্যে আপনাদিগকে নৃপতিগোচরে লইয়া যাই।" মোবারিক আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "দেখুন, ভগবানের ইচ্ছায়, রাজা আমাদের প্রতি কতদূর অনুকুল হইয়াছেন! এক্ষণে ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই; এত বিঘ্নবিপদ অতিক্রম করিয়া যে উদ্দেশ্য সাধন করা গেল, ঈশ্বর না করুন, যদি কোন ত্রুটি হয়, সকলই পণ্ড হইয়া যাইবে, আর আমাদের উপরে রাজকোপ সংক্রামিত হইবেক। সৈনিকেরা কহিল, "এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে, অতএব আপনারা যেমন যাইতেছেন, যান।" আমরা অগ্রসর হইলাম; পথশ্রান্তিব্যতীত আমাদের আর কোন বিষয়েই কোন কষ্ট রহিল না। ক্রমে আমরা মালিকসাদিকের সদনসমীপে উপনীত হইলাম। মোবারিক অধ্বঃকষ্টে ক্লিষ্ট হইয়া নিদ্রিত হইল। আমি সেই অবসরে সমভিব্যাহারিণী বামনয়নার চরণলগ্ন হইয়া মনের দুঃখ বিবৃত করিতে লাগিলাম; প্রেতনাথের ভয়ে হৃদয়ের মর্ম্মে যে কি বিষম কাণ্ড ঘটিয়াছিল, বিবরিত করিলাম;

তদীয় চিত্র দর্শনাবধি একদিনও যে, উত্তমরূপে আহার ও সুষুপ্তি-ভোগ করি নাই, তাহা বলিলাম। অনন্তর ভাগ্যফলে তাঁহাকে হস্তগত করিয়াও তদীয় সহবাসসুখে বঞ্চিত হইয়া কিরূপে যে কালক্ষেপণ করিতে ছিলাম, তাহাও সবিস্তার কীর্ত্তন করিলাম। তিনি প্রতিবাদ করিলেন, "আপনি আমার জন্য যে সমস্ত বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াছেন, ও যে রূপ কষ্টকল্পনায় আমাকে এতদূর আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে আমিও আপনার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিনা। দোহাই ঈশ্বরের, আপনি আমাকে বিস্মৃত হইবেন না। আপাততঃ কি ঘটে, দেখা যাউক।" এই কথা বলিয়া তিনি এরূপ তারস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। আমিও ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। মোবারিক ইতিমধ্যে জাগরিত হইয়া আমাদিগকে রোরুদ্যমান দেখিয়া কহিল, "ক্ষান্ত হউন, রোদন করিবেন না। আমার নিকটে এক প্রকার প্রলেপ আছে। আমি তাহা সুন্দরীর মুখে অনুলিপ্ত করিয়া দিব। সেই ঔষধের উগ্র-গন্ধ আঘ্রাণ করিলে মালিকসাদিক ইহাঁকে গ্রহণ করিবেন না, সুতরাং আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" মোবারিকের এই প্রবোধ-সূচক বাক্যে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া আমি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করত কহিলাম, "সুহৃৎ! তুমিই এক্ষণে আমার পিতা। তুমিই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে যাহাতে তাহা দুঃখে অপ-বাহিত না হয়, এরূপ ব্যবস্থা কর।" সে আমাকে বিধিমতে প্রবোধ দিয়া আশ্বাস প্রদান করিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে প্রমথগণের কোলাহলধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজার কতিপয় পার্শ্বচর দিব্য একখানি মুক্তাবিচ্ছুরিত চতুর্দ্দোল ও দুইটী বহুমূল্য খেলাৎ লইয়া উপাগত হইল। মোবারিক রমণীকে পূর্ব্বকথিত প্রলেপাক্ত ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া চতুর্দ্দোলে আরোপণপূর্ব্বক নৃপতিসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা

তদ্দর্শনে আমাকে পুরস্কৃত করিয়া সিংহাসনের একদেশে স্থান দান করত কহিলেন, "আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এরূপ আচরণ করিব যে, তাহা কেহ কখন অন্যের প্রতি করিতে পারেনা। তোমার পৈতৃক রাজ্য এক্ষণে তোমাকেই প্রতীক্ষা করিতেছে। অধিক কি, তুমি আমার পুত্র স্বরূপ।" এইরূপে তিনি আমার সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সুন্দরী সমীপাগত হওয়াতে সহসা তদীয় গাত্র হইতে প্রলেপের উগ্র গন্ধ নিঃসারিত হওয়াতে তিনি এককালে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া মোবারিককে সম্বোধন করিয়া সক্রোধে কহিলেন, "তোরাত বিলক্ষণ আদেশমত কার্য্য করিয়াছিস্! আমি কি বারম্বার সতর্ক করিয়া দিই নাই যে, যদি তোরা প্রবঞ্চণার চেষ্টা করিস্, তাহা হইলে আমার বিরাগ-ভাজন হইবি? এ কিসের গন্ধ অনুভূত হইতেছে? এক্ষণে দেখিতে পাইবি, তোদের কি দুর্দ্দশা ঘটে।" মোবারিক রাজার কোপনমূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া পদত্রাণ (পায়জামা) অপসারিত করিয়া অধোদেশ প্রদর্শন করত কহিল, "আদিষ্ট কার্য্যে গমন-কালে আমি উপাঙ্গচ্ছেদ করিয়া একটী কৌটামধ্যে রুদ্ধ করত কোষাধ্যক্ষের নিকটে রাখিয়া ছিলাম। পরে ক্ষতস্থানে সলোমনের প্রলেপ অনুলিপ্ত করিয়া ঈপ্সিত প্রদেশে গমন করি।" রাজা এই কথায় অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাতকরত কহিলেন, "তবে ইহা তোরি শঠতা।" এই বলিয়া আমারপ্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দর্শনে স্পষ্টবোধ হইল, তিনি আমার প্রাণবধসঙ্কল্প করিয়াছেন। তখন জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া আমি মোবারিকের কটিদেশ হইতে বর্ষা গ্রহণ করিয়া বেগে তাঁহার জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলাম। ভীষণ আঘাতে তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। আমার ধারণা ছিল, তাহাতে তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে গুরুতর আঘাত

তাদৃশ সাংঘাতিক হইল না। আমি অবাক হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। তিনি মৃত্তিকার উপরে একবারমাত্র পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তূলের রূপ ধারণকরত সহসা আকাশে উড্ডীয়মান হইলেন। ক্রমে ক্রমে এরূপ ঊর্দ্ধে উঠিলেন যে, আর তাঁহাকে দেখা গেলনা। ক্ষণকাল পরে বিদ্যুৎবৎ চমকিত হইয়া হুহুঙ্কার শব্দে আবির্ভূত হইয়া আমাকে এরূপ পদাঘাত করিলেন যে, আমি ঘূর্ণ্যমান ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ পতিত হইলাম। তদবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, ঈশ্বরই বলিতে পারেন। যখন চক্ষুঃ উন্মীষিত হইল, দেখিলাম, আমি একটী ঘোরতর কণ্টকবনে শয়ান রহিয়াছি। তখন বিবেকশক্তি ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণে অশক্য হওয়াতে আমি গাত্রোত্থান করিয়া ইচ্ছামত পাদচারণা করিতে লাগিলাম। পথে যাহাকে দেখিতে পাইলাম, তাহাকেই মালিকসাদিকের বিষয় জিজ্ঞাসিলাম। কিন্তু পথিক আমাকে বাতুল জ্ঞানে অনভিজ্ঞতার হেতুবাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে অবশেষে এই ভারবহ জীবনের একশেষ করিবার জন্য একটী পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলাম। কিন্তু যখন লম্ফ প্রদানের উপক্রম করিলাম, তখন সেই বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "কি নিমিত্ত জীবন নাশে উদ্যত হইয়াছ? মনুষ্য-ভাগ্য বিঘ্নবিপত্তিরই লীলাভূমি। তোমার দুঃখের রজনী অবসিত ও সুখের বাসর সমুদিত হইয়াছে। তুমি অনতিবিলম্বে কনষ্টাণ্টিনোপলে যাত্রা কর? তোমার ন্যায় আর তিনজন দুর্ভাগা ইতিপূর্ব্বে তথায় গমন করিয়াছে। তাহাদের ও রাজ্যাধিপতির সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তখন পঞ্চ-জনেরই মনস্কামনা একস্থানে বসিয়াই সিদ্ধ হইবে।" এই আমার জীবন বৃত্তান্ত সবিস্তার কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে আমরা প্রাণরক্ষক সেই দেবদূতের কথানুসারে যখন পরস্পর সমবেত হইয়া মহারাজের

সন্দর্শন লাভে সক্ষম হইয়াছি, তখন আর আমাদের মনোবেদনার কারণ নাই।

রাজা ও অবধূতচতুষ্টয়মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, সহসা একজন কঞ্চুকী অন্তঃপুর হইতে বিদ্রুত ভাবে উপাগত হইয়া সসম্ভ্রম অভিবাদনান্তে নিবেদন করিল, "মহারাজ! আহ্লাদের কথা শুনুন্; এইমাত্র পরম সুন্দর একটী রাজকুমার প্রসূত হইয়াছে। কুমারের রূপের কথা আর কি বলিব, চন্দ্র সূর্য্য লজ্জা পান।' রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, কে সন্তান প্রসব করিল, গর্ভবতী রমণীত অন্তঃপুরে কেহই নাই।" কঞ্চুকী কহিল, "কিয়ৎকাল হইল, মহরুনাম্নী পরিচারিণী মহারাজের কোপে পতিত হইয়া অন্তঃপুরের একপ্রান্তে বাস করিতে ছিল। ভয়ে কেহ তাহার নিকটে যাইত না। ঈশ্বর দয়া করিয়া তাহাকেই শশধর সদৃশ এই পুত্ররত্নটী প্রদান করিয়াছেন।" রাজার আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না, আবেশে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিথিল ও জীবনবন্ধনী আলুলায়িত হইয়া গেল। দরবেশগণ তাঁহার সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, "মহারাজের সুখ চিরস্থায়ী হউক এবং কুমার দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে তাহা অপবাহিত করুন।" রাজা কহিলেন, "ইহা কেবল আপনাদেরই পবিত্র পদার্পণের পরিণামমাত্র। আমারত এরূপ আশা ছিলনা। এক্ষণে আপনারা যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে একবার অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিয়া দেখিয়া আসি।" পরে তাঁহারা সম্মত হইলে ক্ষিতিপতি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নবকুমারকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত শান্তিরসে আপ্লুত হইল। তিনি শিশুটীকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীগণের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভূতপ্রেতাদির ভয়নিবারণজন্য রক্ষা বন্ধন করিয়া দিলেন। অতঃপর এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে রাজ-

বাটীতে মহাসমারোহ আরব্ধ হইল। রাজা ভাণ্ডারদ্বার বিবিক্ত করিয়া দরিদ্রদিগকে মানস পূর্ণ করিয়া দান করিতে লাগিলেন। রাজপুরুষেরা উপাধি ও জায়গির এবং সৈনিকগণ পাঁচবৎসরের অগ্রিম বেতন প্রাপ্ত হইল। যাজক ও অধ্যাপকদিগকে নিষ্কর ভূমি ও বৃত্তি প্রদত্ত হইল। ভিক্ষুগণের ভিক্ষাভাজন স্বর্ণরৌপ্যে পূর্ণ হইল ; প্রকৃতিপুঞ্জ তিনবৎসর রাজস্বভার হইতে মুক্ত হইল ; আরও ঘোষিত হইল, ইতিমধ্যে যে যে পরিমাণে ভূমি কর্ষণ করিতে পারিবে, সে তাহার সমস্ত ফলভাগী হইবে। সমগ্র জনপদ উৎসবানন্দে উচ্ছ্বসিত ও পুরবাসিগণ নৃপোপম সুখী হইল।

ইত্যাকার উৎসববাসরে সহসা অন্তঃপুর হইতে বিলাপ ও রোদনরোল মুখরিত হইয়া উঠিল। কঞ্চুকী ও পরিচারিণীগণ বিলপমান হইয়া ক্ষিপ্রপদে রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া সমাচার দিল, "মহারাজ! আমরা কুমারকে স্নান করাইয়া ধাত্রীহস্তে সমর্পণ করিলে সহসা আকাশমণ্ডল হইতে ঘনজাল অবতারিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। নিমেষপরে জীমূতমালা অপসারিত হইলে দেখি, কুমার নাই, আর ধাত্রী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!" এই বিষম বার্ত্তা শ্রবণে রাজা যেন বজ্রাহত হইলেন, সমস্ত সাম্রাজ্য শোক-চিহ্ন ধারণ করিল। কুমারের বিয়োগজনিত দুঃখে স্তম্ভিত হইয়া দুই দিন কেহ জল-গ্রহণও করিল না। রাজ্যমধ্যে কেবল হতাশার উৎস, হাহাকার-উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল। তৃতীয় দিনে জলদকদম্ব পুনর্ব্বার অম্বরহৃদয়ে স্তম্ভিত হইলে, একখানি মহামূল্য হীরকোৎকীর্ণ মৌক্তিক হিন্দোল তাহাতে মুকুলিত হইয়া শনৈঃশনৈঃ ভূপঞ্জরে অবতরণ করিল। পরক্ষণেই পয়োদবিক্ষোলী অপসারিত হইলে পরিচারিণীগণ দেখিল, নৃপতিনন্দন তন্মধ্যে শয়ান হইয়া অঙ্গুষ্ঠ লেহন করিতেছেন। প্রসূতি আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া শিশুটী

হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেখিল, সর্ব্বাঙ্গ মুক্তাখচিত দিব্য দুকূলে সুশোভিত। করপদে হীরকোৎকীর্ণ সুবর্ণ-বলয়, গলদেশে মণিমালা, পার্শ্বে পুত্তলী ও কিঙ্কিনী। সকলেই অত্যানন্দসহকারে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও শিশুকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিল। রাজা একটী মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাপসদিগকে তন্মধ্যে স্থান দান করিলেন। তিনি যখনই রাজকার্য্য হইতে অবকাশ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাদের নিকটে গমন করিতেন ও বিধিমতে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। কিন্তু প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে পূর্ব্ববৎ মেঘোদয় হইয়া কুমারকে হরণ করিত এবং দুই দিন রাখিয়া তৃতীয় দিনে নানাবিধ ক্রীড়াসামগ্রীপূর্ণ হিন্দোলে করিয়া অবতারিত করিয়া যাইত। দর্শকগণ সেই সমস্ত দ্রব্যজাত দর্শনে হতবুদ্ধি হইল।

এইরূপে কুমার ক্রমে ক্রমে নির্ব্বিঘ্নে সপ্তম বর্ষে নীত হইলেন। শিশুর জন্মতিথিউপলক্ষে রাজা সন্ন্যাসিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সাধুগণ : কে যে কুমারকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, আর কেই বা রাখিয়া যায়, আমি ত ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। ঘটনাটী অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। এক্ষণে দেখা যাউক, কোথায় ইহার পরাগতি।" তপস্বীরা প্রতিবাদ করিলেন, "একটী কার্য্য করুন। এই মর্ম্মে একখানি পত্রী রচনা করুন, "আপনি কে জানিনা, উদ্দেশে আপনাকে নমস্কার করিলাম। আমার প্রতি আপনার উদারবন্ধুভাব ও প্রসন্নতা অনুভুত করিয়া হৃদয় আপনাকে সন্দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়াছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার ঔৎসুক্য নিবারিত ও আমি পরম আনন্দিত হইব। পত্রীখণ্ড হিন্দোলমধ্যে দিবেন।" রাজা তাঁহাদের পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া লিপি প্রকটিত করিয়া চতুর্দ্দোলমধ্যে স্থাপিত করিলেন; ক্ষণমাত্রে

হিন্দোল অদৃশ্য হইয়া গেল। সায়ংকালে রাজা সন্ন্যাসীগণপরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, পরস্পর কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে একখণ্ড মুদ্রিত পত্রিকা নৃপতির পদতলে পতিত হইল। রাজা তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া মুদ্রা মোচন করিলেন; দেখিলেন, পত্রীখানি তাঁহারই লিপির প্রতিবাদ। তাহাতে লিখিত ছিল, "আমিও আপনার দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত। পরস্পরের সাক্ষাৎকার-লাভসঙ্কল্পে সিংহাসন প্রেরিত হইতেছে, এখনই আগমন করিবেন। আপনার জন্য সমারোহের সূচনা করা গেল। আপনি একাকী আসিলেই ভাল হয়।" রাজা তপস্বীদিগকে সঙ্গে লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আসনখানি ঠিক সলোমানের সিংহাসনের ন্যায়। ভূপতি সদলে ক্রমশঃ উন্নমিত হইয়া আড়ম্বর ও সমারোহ পূর্ণ একটী বহুসৌধসঙ্কুল পুরীমধ্যে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমতঃ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এক ব্যক্তি তাঁহাদের চক্ষে অঞ্জন প্রলিপ্ত করিয়া দিলে অগ্রে দুই বিন্দু জল নিঃসৃত হইল। পরে তাঁহারা দেখিলেন, বহুসংখ্যক দেবানুচর তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। আজাদ্‌বক্ত সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। দশসহস্র দেবসেনা দ্বিপংক্তিতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের মধ্যস্থলে উন্নত মণিময় বেদী; তাহাতে স্বর্গীয় দেবরাজ শারুকের পুত্র মালিকসেবল্ আসীন। সম্মুখে তদীয় পরমা সুন্দরী দুহিতা। বালিকা আজাদ্‌বক্তের পুত্র বক্তিয়ারের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে আসনপরম্পরা শ্রেণীবদ্ধ। তদুপরি দেবসদস্যগণ নম্রভাবে উপবিষ্ট। মালিকসেবল সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া আজাদ্‌বক্তকে আলিঙ্গন করিলেন; পরে তাঁহাকে সিংহাসনের একদেশে স্থানদান করিয়া মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন আমোদপ্রমোদ ও নৃত্যগীতাদিতে অতিবাহিত হইল।

দ্বিতীয় দিবসে পরস্পারের সাক্ষাৎ হইলে দেবরাজ সেবল আজাদ্‌বক্তকে দরবেশদিগের আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। আজাদ্‌বক্ত তাঁহাদের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়া সাহায্যপ্রতীক্ষায় সেবলকে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "দেখুন, অবধূতগণ বিস্তর ক্লেশ ও বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াছেন। এক্ষণে যদি ইহাঁরা মহারাজের অনুকম্পায় নিজ নিজ ঈপ্সিত সাধনে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে আপনার মহত্ত্বের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা হয় এবং আমিও জীবনে আপনার এই সাধীয়ান চিকীর্ষা বিস্মৃত হইব না। ফলতঃ আপনি একবার কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিলে তাঁহারা নিশ্চিৎ সুখ-শিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন।" দেবরাজ নররাজপ্রমুখাৎ তাপসগণের বিবরণ আমূলতঃ শ্রবণ করিয়া কহিলেন,"আমি হৃদয়ের সহিত মহারাজের উপরোধ রক্ষা করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি সমীপবর্ত্তী জনৈক অনুচরের হস্তে লিপি প্রদান করিয়া কহিলেন, "তুমি স্থানীয় অধিনায়কদিগকে এই পত্রী প্রদর্শন করিয়াতাহাদিগকে এখানে শীঘ্র আগমন করিতে কহিবে। যদি কেহ আমার আজ্ঞা পালনে ঔদাসীন্য কি শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তুমি তাহাকে শৃঙ্খলে নিগড়িত করিয়া আনয়ন করিবে; আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। যদি কাহারো আশ্রয়ে মর্ত্ত্যবাসী কোন নারী কিম্বা নর থাকে, সে যেন তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইসে। অন্যথা আমি তাহাকে সবংশে নিধন করিব।" অনুচরগণ নৃপতিকর্ত্তৃক এইরূপে আজ্ঞাপ্ত হইয়া চারিদিকে নিষ্ক্রান্ত হইল।

আজাদ্‌বক্তের সহিত দেবরাজের যৎপরোনাস্তি সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হইল। মিষ্টালাপপ্রসঙ্গে উভয়ে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। একদা দেবরাজ দরবেশদিগের প্রতি দৃষ্টিসঙ্গত করিয়া রাজাকে উদ্দেশ করত কহিতে লাগিলেন, "আমি অনপত্যতানিবন্ধন সংকল্প করিয়াছিলাম, যদি কৃপাময় কৃপা করিয়া এই দীন সাধককে একটী

পুত্র বা কন্যা সন্তান প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাকে কোন মর্ত্যবাসী নৃপদুলালের সহিত উদ্বাহসূত্রে বন্ধন করিয়া দিব। কাল-সহকারে আমার সহধর্ম্মিণী অন্তর্ব্বত্নী হইয়া এই কন্যা-রত্নটী (সমীপ-বর্ত্তিনী বালিকার প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া) প্রসব করিলেন। আমি অমনি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অনুরূপ একটী রাজকুমারের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিলাম। তাহারা আমার আজ্ঞানুসারে দিগন্ত আলোড়ন করিয়া অবশেষে এই রাজকুমারকে (আজাদ্‌বক্তের পুত্র বক্তিয়ারকে লক্ষ্য করিয়া) অতি যত্নে আমার নিকটে আনয়ন করিল। আমি আহ্লাদে উদ্বেলিত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কুমারকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। প্রথম দর্শনেই ইহার প্রতি আমার এরূপ স্নেহ সঞ্জাত হইয়াছে যে, নিমেষ-কালের নিমিত্তও ইহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলে আমার যেন যুগ-প্রলয় হয়। অধিক কি আমি বালকটীকে কন্যার অধিক ভালবাসি। তবে যে মধ্যে মধ্যে ইহাকে এক একবার ইহার ঔরস দাতার সকাশে প্রেরণ করি, তাহার কারণ এই যে, ইহার অদর্শনে আমার যেরূপ আন্তরিক বৈকল্য উপস্থিত হয়, ইহার জনকজননীরও সেই রূপ হইতে পারে। আমি এই জন্যই কুমারকে নিজ সন্নিধানে কেবল দুই দিন মাত্র রাখি, পরে তাহাকে পাঠাইয়া দিই। এক্ষণে আপনারও সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, কুমার কুমারীও উপস্থিত। ইচ্ছা, দুইজনকে উদ্বাহবন্ধনে চিরবদ্ধ করি। মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়; জগতের সহস্র সত্যের ব্যভিচার ঘটিতে পারে; হয়ত সূর্য্যও একদিন পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবেন, তথাপি শমনের দুশ্চিকীর্ষিত বিফলিত হইবে না। অতএব জীবন থাকিতে থাকিতে শুভকার্য্য সমাহিত হইয়া গেলে চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া যাইতে পারি। এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছা ও ভবিতব্যতার বিধি।” আজাদ্‌বক্ত দেবনাথের প্রস্তাব ও শিষ্টাচারে প্রীত হইয়া প্রতিবাদ করিলেন,

"দেবেন্দ্র! কুমারের সময়ে সময়ে তিরোভাব ও আবির্ভাবে আমার অন্তঃকরণে বিষম সংশয়ের উদয় হইয়াছিল; কিন্তু আজ আপনার বাক্য শ্রবণে তাহা অপনীত হইল। এতদিনে আমি প্রকৃত মানসিক শান্তিভোগে অধিকারী হইলাম। বিবাহসম্বন্ধে আমার আর মতামত কি। কুমার আপনারই, আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করুন।" সঙ্ক্ষেপতঃ উভয়ে উভয়ের মধুরালাপে সন্তৃপ্ত হইয়া মনের আনন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই কথোপকথনের পরে দশম কি দ্বাদশ দিনে প্রেরিত প্রণিধিগণ ও নানা দিগ্‌দেশীয় অধিরাজমণ্ডলী সমাগত হইলেন। আইরেম্ উদ্যানপতি ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় ও উপদ্বীপবাসী অধিনায়কগণও আগমন করিলেন। তখন মালিকশেবল মালিকসাদিককে পূর্ব্বকথিত সেই নারীমূর্ত্তিটী আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বিস্তর আপত্তি করিয়া পরে সেই কুসুম-কমনীয় চারু চিত্রখানি সভামধ্যে আনয়ন করিলেন। পরে সেই বৃষভবাহন নিমরোজরাজকুমার যে বরবর্ণিনীর জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন, ওমান দেশীয় অধিরাজ তাঁহাকে সভাকুট্টিমে উপস্থিত করিলেন। অতঃপর ইউরোপীয় উপদ্বীপাধিপতির আত্মজা ও বেজাদর্যাঁর কথা উত্থাপিত হইলে সকলেই সলোমানের নামে শপথ করিয়া কহিলেন, "রাজরাজেশ্বর! আমরা তদ্বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি।" কুলজমনাম্নী তটিনী-পতি এতদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে অধোবদন হইয়া নীরবে রহিলেন। মালিকসেবল তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন, অতএব তাঁহাকে ভয়মৈত্র প্রদর্শন করিয়া নম্রভাবে কহিলেন, "মহাশয়! শীঘ্র তাঁহাদিগকে সভামধ্যে আনয়ন করুন।" সরিৎপতি যুক্তকরে কহিলেন, "মহারাজ! অগ্রে তাহাদের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পারস্যপতি পুত্রের দর্শনলালসায় কুলজুমতীরে গমন করিলে যখন রাজকুমার ব্যস্তসমস্ত হইয়া নদীবক্ষে সন্তরণ করিতে-

ছিলেন, আমি তখন মৃগয়ার্থ তথায় গমন করিয়াছিলাম। পরে রাজকুমারীর ঘোটকী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নদীতে নিপতিত হইলে আমি রমণীর রমণীয় রূপে বিমোহিত হইয়া তাহাকে আনয়ন করিবার জন্য অনুচরকে আজ্ঞা দিলাম। পরে বেজাদ্‌খাঁ বাহনসহ জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার সাহস ও বীরকৃত্য দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকেও উদ্ধার করিলাম। পরে সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্ববাসে গমন করিলাম। উভয়েই নির্ব্বিঘ্নে আমার সকাশে অবস্থিতি করিতেছেন।" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। অতঃপর সিরিয়াদেশীয় রাজকন্যার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। কিন্তু তদ্বিষয়ে কেহ কোন সদুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তখন দেবকুলপতি চরদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "দেখ কোন্ অধিরাজ এখানে আগমন করে নাই?" একজন কহিল "ধর্ম্মাবতার! মোসল্‌সল্‌জাদুব্যতীত সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন তিনি কাফ্ পর্ব্বতে কুহকময়ী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে ছেন। সেই অহঙ্কারেই রাজসভায় আগমন করেন নাই। তিনি অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত। তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করা মহারাজে দাসগণের সাধ্যাতীত।" এই কথা শ্রবণে রাজা অতিমাত্র ক্রু হইয়া দেবী ও দেবসেনাদিগকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন, "য সেই নরাধম সহজে রাজনন্দিনীকে লইয়া আইসে, ভাল; নতু তাহার রাজধানী উচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে নিগড়িত করিয়া লই আসিবে।" আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রেই তাহারা বায়ুবেগে কাফ্ পর্ব্ব গমন করিয়া সেই দাম্ভিক বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া আনয় করিল। মালিকসেবল তাহাকে বারম্বার রাজকুমারীঘটিত প্র করিতে লাগিলেন; কিন্তু উদ্ধত অধিরাজ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করি না। রাজা তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তদীয় অস্থিচূর্ণীকৃত করি তাহার দেহ হইতে চর্ম্মোত্তোলন করিতে আজ্ঞা দিলেন। পা

একদল সৈন্য রাজবালার উদ্দেশার্থ কাফ্ পর্ব্বতে প্রেরিত হইল। তাহারা রাজকুমারীকে অনুসন্ধান করিয়া অমরেন্দ্রসমীপে আনয়ন করিল। অবধূতচতুষ্টয়, তাঁহাদিগের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রীগণ ও অনু-যাত্রগণ নির্জ্জরনাথের বিচারপদ্ধতি ও ন্যায়নিষ্ঠা দর্শনে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। আজাদ্‌বক্তেরও আনন্দের সীমা রহিল না।

অতঃপর অঙ্গনাগণ অন্তঃপুরমধ্যে এবং পুরুষগণ রাজপ্রাসাদে প্রেরিত হইলেন। দেবরাজ বৈবাহিক আয়োজন ও নগর আলোক-মালায় সুসজ্জিত করিবার জন্য পরিচারকদিগকে অনুমতি করিলেন আজ্ঞামাত্রেই সমস্ত এরূপ সত্বর প্রস্তুত হইল যেন, কেবল অনু-মতিরই অপেক্ষা ছিল। পরে শুভ লগ্ন উপস্থিত হইলে রোসন্ উক্তারের (মালিকসেবলের কন্যার) সহিত ব্যক্তিয়ারের (আজাদ্‌ বক্তের পুত্রের) বিবাহ হইল। পরে আরবীয় বণিকযুবার (প্রথম সন্ন্যাসীর) সহিত সিরীয়াদেশীয় রাজকন্যার, পারসীক যুবরাজের (দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর) সহিত বসোরার রাজকুমারীর, কুমার ইউজামের (তৃতীয় সন্ন্যাসীর) সহিত ইউরোপীয় ভূপতিসুতার, বেজাদ্‌খাঁর সহিত নিমৃরোজ-রাজপুত্রীর, নিমৃরোজ রাজনন্দনের সহিত কাফ্ পর্ব্বতবাসিনী পরিরাজবালার, এবং চীনদেশীয় যুবরাজের (চতুর্থ সন্ন্যাসীর) সহিত ভারতবর্ষীয় অন্ধভিক্ষুকন্যার পরিণয় সংস্কার নিষ্পাদিত হইল। এই শেষোক্ত সুন্দরীই মালিকসাদিকের হস্ত-গত হইয়াছিলেন। এইরূপে ত্রিদশনাথের কৃপায় সকলে স্ব স্ব সমীহিত লাভ করিলেন। সকলেরই শুষ্ক হৃদয়ে শান্তিরস উচ্ছ-লিত হইল, দিগন্ত প্রেমানন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া অপূর্ব্ব হৃদয়হারিণী কান্তি ধারণ করিল। সুরপুরে সমারোহের ইয়ত্তা রহিল না। দম্পতিগণ ক্রমাগত চত্বারিংশদ্দিবস উৎসবানন্দে অতিবাহিত করিলেন। অবশেষে সুরপতি সকলকে মহামূল্য উপহার প্রদা

করিয়া বিদায় করিলেন। সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব রাজ্যে নির্ব্বিঘ্নে গমন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কেবল বেজাদ্‌খাঁ ও আরব্য বণিক রাজা আজাদ্‌বক্তের নিকটে রহিলেন। কালে বেজাদ্‌খাঁ রাজকুমার বখ্‌তিয়ারের প্রধান সেনাপতিপদে ও বণিক দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহাদের সুখের পরাকাষ্ঠা ছিলনা।

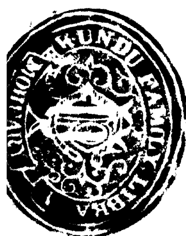
পরমাত্মন! তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু। তোমার অপার কৃপা-মাহাত্ম্যে আজাদ্‌বক্ত ও দরবেশগণের যেমন মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইল, তেমনই তোমার পঞ্চধাশক্তি (মহম্মদ, ফতেমা উলী, হুসেন ও হাসন), দ্বাদশ ইমাম ও চতুর্দ্দশ সহকারী যেন হতাশ হৃদয়ে নবজীবন সঞ্চারিত করে।

এই পুস্তক ১২১৪ হিজিরা অব্দে আরব্ধ হইয়া ১২১৭ অব্দের প্রথমভাগে সমাপ্ত হয়; এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ইহার "বাগবাহার" নামকরণ হইল। নামের সহিত গ্রন্থের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। বাগ অর্থাৎ উদ্যান যেরূপ নানা-বিধ স্বাভাবিক দৃশ্যে পূর্ণ, গ্রন্থখানিও সেইরূপ কপোলকল্পিত বহুল বিনোদচিত্রে রঞ্জিত। উদ্যানে নৈসর্গিক উৎপাতের ভয় আছে,—ঝটিকার ভয় পশুপক্ষীকীট পতঙ্গাদির ভয়, শিশিরকালীন নির্জীবতার ভয়। কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্র ভীতিশূন্য, তাহাতে বাসন্তিক হরিতিমা চিরবিরাজমান। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার কলেবরও লুপ্ত হইবে; কিন্তু নাম লোপ হইবে না। পাঠক যখনই এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তখনই আমার নাম তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবে। নিরবচ্ছিন্ন তাহাই আমার স্বার্থ। যদি ইহাতে কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা মার্জ্জনীয়; কারণ কুসুমেই কণ্টক থাকে। বিশেষতঃ মনুষ্য ভ্রমাত্মক। প্রমাদ মনুষ্যকে সতর্কই করিতে পারে

ককালে অব্যাহতি প্রদান করেনা। উপসংহারকালে এক-
রম পুরুষের নাম গ্রহণ করা যাউক। পরমাত্মন! আমাকে
..র সত্যের পথে লইয়া যাও। তোমারই কার্য্যে যেন আমার
:মিনী অপবাহিত হয়। মৃত্যু সময়ে ও তৎপরে অন্তিম বিচার-
রে আমাকে যেন বহু প্রশ্নের উত্তরসাধক হইতে না হয়।
কালেই বা কি, আর পরকালেই বা কি, দেবদূত মহম্মদের কৃপা-
ট হইতে আমি যেন বিচলিত—না হই।

এতদিনে আশা-লতা হলো ফলবতী,
আনন্দে আজাদ্‌বক্ত,—রূম্‌ অধিপতি,—
কহিলা তাপসগণে করি সম্বোধন,
দীনের ভারতী কিছু করুন শ্রবণ ;—
তপস্যার ফলে আর দেবতার বরে
সমাগত সবে মোরা অমর নগরে।
সকলের মনোরথ হইল সাধন,
আঁধারগগণে এবে উদিত তপন।
আশার আবেশে আর স্বার্থের জল্পনে
সাগর ঘর্ঘর দরী ভুধর কাননে
কার না চরণযুগ হয়েছে সঙ্গত ?
বিড়ম্বিত নহে কেবা ব্যসনে নিয়ত ?
কল্পনা-কুহকে কভু উঠেছি অম্বরে,
কভুবা হতাশাচক্রে স্খলিত কন্দরে।
এইরূপে কতকাল হইয়াছে গত
তবেত লভেছি সবে স্বার্থ অভিমত।
এহেন দুখের নিধি সাধের রতনে
বিনতি আমার, সবে রক্ষিবা যতনে।
সংসারপক্ষীর দুই পক্ষ নর নারী ;
একাঙ্গ বিহনে পঙ্গু নিশ্চিৎ সংসারী।
ধর্ম্মঅর্থ কাম মোক্ষ বর্গচতুষ্টয়,
একের অভাবে কভু লব্ধনাহি হয়।
ঐহিক নির্ব্বৃতি, আর চরম সুকৃতি

কে কোথা করেছে লাভ উপেক্ষি প্রকৃতি ?
গৃহশূন্য লক্ষ্মীহীন সবে বলে তারে,
পতিব্রতা নারী-রত্ন নাহি যার ঘরে।
অতএব হেন রত্নে পালিবা আদরে,
উছলিবে সুখসুধা হৃদয়-কন্দরে।
পতির যেমন গতি সাধ্বী পতিরতা,
সতীর তেমনি হয় ভর্ত্তাই দেবতা।
অবিচারে পতিআজ্ঞা পালিবে কামিনী
ভাবিবে ভর্ত্তার সুখ দিবস যামিনী।
গুরুজন প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা লঘুজনে
ইষ্টদেব প্রতি নিষ্ঠা নিয়ত মননে
করিবে রমণীকুল শাস্ত্রের বিধান,
অন্যথায় নরকেও নাহি হয় স্থান।
অতএব বারম্বার করি অনুরোধ
বৃদ্ধের বচনে নাহি হয় অলম্বোধ।
রাজার বচন শুনি যুক্তকরি কর,
কহিতে লাগিল তবে তাপস নিকর ;—
আপনি পিতার সম ধর্ম্ম অবতার,
আপনার কৃপাগুণে হইনু উদ্ধার।
আপনি আশ্রয় যদি না করিতা দান,
এ হেন সঙ্কটে কভু না রহিত প্রাণ।
যাবৎ শোণিতস্রোত বহিবে শরীরে
সঞ্চরিবে প্রাণ-মীন দেহ-রূপ নীরে,
আপনার উপদেশ, স্নেহ, উপকার
ভুলিবনা কভু মোরা প্রতিজ্ঞা সবার।
অনুগত দাস মোরা ও পদযুগলে
এক্ষণে বিদায় দেব ! হইনু সকলে



সমাপ্ত।

Printed by W. C. Bhattacharjea at the Kavaya Prokasa Press
No 3 Hurree Paull's Lane ; Calcutta.